সিংহল বিজয়।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।

সুরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
কলিকাতা।

১৩২৪

মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

কলিকাতা, ২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা, ১২নং সিমলা ষ্ট্রীট্,
এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ-দ্বারা মুদ্রিত।

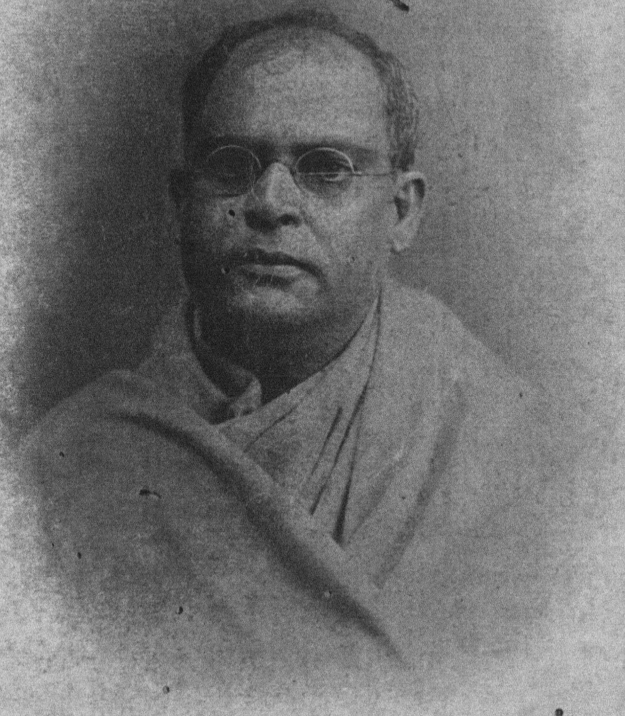

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

শ্রীগোপাল প্রেস।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

সিংহবাহু	... ...	বঙ্গেশ্বর।
বিজয়	... ...	জ্যেষ্ঠ রাজকুমার। (প্রথম পক্ষের)
সুমিত্র	... ...	কনিষ্ঠ ঐ (দ্বিতীয় পক্ষের)
বিজিত	... ...	বিজয়ের বন্ধু (রাজপুত্র)
উরুবেল, অনুরোধ	...	বিজয়ের সহচর।

মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, ভৈরব ডাকাত প্রভৃতি।

কালসেন	... ...	নূতন লঙ্কেশ্বর।
জয়সেন	... ...	কালসেনের প্রথম পক্ষের পুত্র।
উৎপলবর্ণ	... ...	লঙ্কার পুরোহিত।
বিশালাক্ষ	... ...	ঐ সেনাপতি।

বিরূপাক্ষ, তাপস, প্রভৃতি।

স্ত্রী।

মহারাণী	... ...	বঙ্গেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
সুরমা	... ...	ঐ প্রথম পক্ষের কন্যা।
লীলা	... ...	বিজয়ের পত্নী।
বসুমিত্রা	... ...	লঙ্কার রাণী।
কুবেণী	... ...	বসুমিত্রার কন্যা।
জুমেলিয়া	... ...	কুবেণীর সখী।

নর্ত্তকী, পরিচারিকা প্রভৃতি।

সিংহল বিজয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—:o:—

স্থান—বঙ্গরাজ সিংহবাহুর বিচারালয়। কাল—প্রভাত।

মহারাজ সিংহবাহু সিংহাসনে আসীন। সম্মুখে—একদিকে বিজয়-সিংহ, অপরদিকে অমাত্যগণ, কর্ম্মচারিগণ, এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যা দণ্ডায়মান।

সিংহবাহু। ব্রাহ্মণ! এই প্রকাশ্য দরবারে আমার পুত্র বিজয়ের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ ব্যক্ত কর।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! ন্যায় বিচার কর্ব্বেন।

সিংহ। ন্যায় বিচার ব্রাহ্মণ! একথা জগতে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র নয় কি মন্ত্রি, যে বঙ্গেশ্বর সিংহবাহু বিচারে পাত্রাপাত্র ভেদ করেন না! সে বঙ্গবাসী ও বিদেশীকে একই চক্ষে দেখে!

মন্ত্রী। সে কি ব্রাহ্মণ, একথা কি তোমার অবিদিত যে মহারাজের

বিচার ঈশ্বরের বিধানের ন্যায়, নির্ম্মম, নিরপেক্ষ; স্বর্গে ইন্দ্রদেব, আর মর্ত্ত্যে মহারাজ সিংহবাহু, পরস্পরের দিকে চেয়ে আছেন আর পরস্পরকে হিংসা কর্চ্ছেন। ব্রহ্মাণ্ড তাঁদের পদতলে প'ড়ে আছে।

সিংহ। বল ব্রাহ্মণ, রাজপুত্রের বিপক্ষে অভিযোগ নির্ভয়ে ব্যক্ত কর। আমাদের পক্ষে সে কথা যতই অপ্রীতিকর হোক্ না কেন, কোন দ্বিধার কারণ নাই।

ব্রাহ্মণ। মহারাজের ন্যায় বিচারের যশ শুভ্রকৌমুদীর মত সংসারকে ছেয়ে আছে। সেই ন্যায় বিচারের আজ পরীক্ষা হবে। মহারাজ—

সিংহ। ব'লে যাও ব্রাহ্মণ। থাম্‌লে কেন—কোন ভয় নাই, ব'লে যাও।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ—

সিংহ। ব'লে যাও।

ব্রাহ্মণ। মহারাজের এই বঙ্গরাজ্য সরিৎশীতল, শস্যশ্যামল, শান্তিময় সমৃদ্ধ জনপদ। এ সুখের আবাস, শান্তির লীলাভূমি। আর মহারাজের দৃঢ় কঠোর শাসন তাকে বুক দিয়ে ঘিরে রক্ষা কচ্ছে। কিন্তু—

সিংহ। কিন্তু?

মন্ত্রী। কিন্তু কি ব্রাহ্মণ! মহারাজের এ শাসনে 'কিন্তু' নাই।

ব্রাহ্মণ। বিজয়সিংহের ও তাঁর সহচরদিগের অত্যাচারে এই রাজ্যে বাস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রকাশ্য রাজপথে পথিকের সম্পত্তিলুণ্ঠন, নিরীহ গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ, কুলাঙ্গনার লাঞ্ছনা—এই সব অত্যাচার অসহ্য হ'য়ে প'ড়েছে।—তাই আজ নিরুপায় হ'য়ে মহারাজের কাছে এসেছি।

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ! তুমি কার বিপক্ষে এই গুরুতর অভিযোগ কচ্ছ' জান?

ব্রাহ্মণ। জানি। যুবরাজ বিজয়সিংহের বিপক্ষে। কিন্তু আপনিই আমায় অভয় দিয়েছেন।

মন্ত্রী। যদি অভিযোগ সত্য না হয়—বঙ্গের রাজপুত্রের বিপক্ষে মিথ্যা অভিযোগ আনার শাস্তি কি জান ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ। জানি। প্রাণদণ্ড।

মন্ত্রী। কিরূপে প্রাণদণ্ড তা জান?

ব্রাহ্মণ। জানি। কুকুর দিয়ে খাওয়ান।

মন্ত্রী। তথাপি তুমি নির্ভয়ে এই অভিযোগ ব্যক্ত কর্ত্তে সাহস কচ্ছ' ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ। আপনিই ত অভয় দিয়েছেন।

মন্ত্রী। অবশ্য—যদি অভিযোগ সত্য হয়।

সিংহ। ব্রাহ্মণ! যুবরাজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কোনও প্রমাণ আছে?

ব্রাহ্মণ। আছে মহারাজ। যুবরাজ সবলে আমারই অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে, আমারই সম্পত্তি লুণ্ঠন ক'রে, আমারই যুবতী কন্যার লাঞ্ছনা করেছেন।

মন্ত্রী। সত্যই এ গুরুতর অপরাধ। এর সত্যই সুবিচার হওয়া উচিত।

সিংহ। কোথায় সে কন্যা?

ব্রাহ্মণ। এঁই সেই কন্যা। হা বিধি, কন্যার এ কলঙ্ক আজ

জনসমাজে ব্যক্ত কর্ত্তে হ'ল। কিন্তু যখন বঙ্গের গৃহস্থের ঘরে ঘরে এই কীর্ত্তি, তখন—কি ব'ল্‌বো মহারাজ—লজ্জায়, অপমানে আমার মাথা নুয়ে পড়্‌ছে। এখন মনে হচ্ছে, এ কথা গোপন কর্লেই ছিল ভাল।

সিংহ। বিজয়সিংহ! তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

বিজয়। কিছু না।

সিংহ। একথা সত্য?

বিজয়। না। মিথ্যা।

মন্ত্রী। যুবরাজ, সত্য কথা বলুন। মহারাজ নিশ্চয়ই চপলমতি যুবরাজের এ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

সিংহ। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি বিজয়! অভিযোগ প্রকৃত?

বিজয়। মহারাজ! আমার মুখের পানে চেয়ে দেখুন দেখি। আমাকে কি মিথ্যাবাদী ব'লে বোধ হয়?

সিংহ। অনেক পাষণ্ড ধর্ম্মের মুখোস্ প'রে হত্যা পর্য্যন্ত করে।

বিজয়। মহারাজ প্রকৃত কথাই ব'লেছেন।

সিংহ। কি প্রকৃত কথা বিজয়?

বিজয়। যে অনেকে ধর্ম্মের মুখোস্ প'রে হত্যা করে। আবার অনেকে ন্যায় বিচারের নাম ক'রে নিজের হিংসা প্রবৃত্তিও চরিতার্থ করে।

সিংহ। তোমার গূঢ় অভিপ্রায় কি বিজয়?

বিজয়। আগে শুনি আপনার গূঢ় অভিসন্ধি কি মহারাজ?

সিংহ। আমার গূঢ় অভিসন্ধি!

বিজয়। হাঁ মহারাজ! কি মৎলব নিয়ে ঐ সিংহাসনের উপর আপনি

আজ বিচার কর্ত্তে বসেছেন? আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করাই যখন উদ্দেশ্য তখন করুন। এ বিচারের ভাণ করার প্রয়োজন কি?

সিংহ। বিচারের ভাণ! তুমি কি ব'ল্‌ছ বিজয়?

বিজয়। কেন? এ ত বোঝা খুব শক্ত নয়—অতি সরল, অতি প্রাকৃত।

সিংহ। তুমি কি ব'ল্‌তে চাও?

বিজয়। কিছু ব'ল্‌তে চাই না মহারাজ। আমি যা ব'ল্‌তে চাই, তা এখানে ব'ল্লে রাজ্যের সব পিতা লজ্জায় মুখ ফেরাবে। পুত্রগণ ভয়ে পাংশুবর্ণ হ'য়ে যাবে, আর এই কৃত্রিম বিচারালয় বড় ছোট দেখাবে। মহারাজ! আর যে কথা শুনে সমস্ত জগৎ চেঁচিয়ে হেসে উঠ্‌বে।

সিংহ। কি ব'ল্‌ছ বিজয়সিংহ?

বিজয়। হাঁ মহারাজ! জগৎ চেঁচিয়ে হেসে উঠ্‌বে। সেই মিলিত হাস্যের উচ্চরোলে তাঁদের মিলিত ব্যঙ্গ দৃষ্টির নীচে মহারাজকে বড় ছোট দেখাবে। আর মহারাজ—কিন্তু না। প্রকাশ কর্ব্ব না। পিতা পুত্রের মর্য্যাদা না রাখুন পুত্র পিতার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বে। কিছু ব'ল্‌বো না।

সিংহ। বিজয়সিংহ! তুমি কি উন্মাদ!

বিজয়। না উন্মাদ নই। আমার অপরাধ হয়েছে। আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হোক্। পিতার সংসারের আপদ দূর হোক্।

সিংহ। পুত্র যদি পিতার আপদ হ'য়ে দাঁড়ায়, সে দোষ পিতার না পুত্রের?

বিজয়। পুত্রের। দোষ পুত্রের। বিশেষতঃ যদি সে পুত্রের মা না

থাকে—আর তার জায়গায় বিমাতা অন্তঃপুরে এসে হানা দেয়। সে দোষ পুত্রের। শতবার—

সিংহ। বিজয়সিংহ! এই ব্রাহ্মণ—

বিজয়। আমায় রক্ষা করুন মহারাজ! পিতার দুর্ব্বল অবিচারের গূঢ় তত্ত্ব রাষ্ট্র কর্ত্তে আমায় আর উত্তেজিত কর্ব্বেন না। শেষে বড় অনুতাপ হবে।

সিংহ। কার?

বিজয়। উভয়ের। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি জ্ঞানী, স্থবির, সরল প্রকৃতি। আমায় কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন। আপনিও এই অভাগা পিতৃমাতৃহীন বালকের বিরুদ্ধে এই ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন? ধিক্!

সিংহ। পিতৃহীন কি রকম বিজয়? আমিই তোমার পিতা।

বিজয়। যে পিতা পুত্রের বিমাতাকে ঘরে এনে তার কাছে মনুষ্যত্ব বিক্রয় ক'র্ত্তে পারে, সেইদিন থেকে সে আর তার পিতা নয়। পিতা—মহারাজ, আর আমায় ত্যক্ত কর্ব্বেন না।

সিংহ। বিজয়সিংহ! তোমার এই উদ্ধত আচরণ দেখে আমি বড় দুঃখিত হ'লাম।

বিজয়। বলেন কি মহারাজ! পিতার চক্ষে পুত্রের জন্য ঐ দরবিগলিত অশ্রুধারা দেখ্‌ছি—না মহারাজ পাপ যা কর্চ্ছেন, প্রকাশ্যভাবে করুন—এই স্নেহের মুখোস্ ফেলে দিয়ে পুত্রের প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে তর্জ্জন ক'রে বলুন—"পুত্র! তোর মহা অপরাধ যে তুই মাতৃহারা"। আমি অপরাধ স্বীকার কর্ব্ব, আর পিতার মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নেব। কিন্তু—(নিম্নস্বরে) এ ভণ্ডামি! ওঃ অসহ্য!

মন্ত্রী। কি ব'লে যুবরাজ! মহারাজের ভণ্ডামি!

বিজয়। মহারাজের শ্রুতির জন্য ঐ শব্দটি উচ্চারণ করি নাই মন্ত্রী মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ ক'রে সে শব্দটি মহারাজের কর্ণে পৌঁছে দিয়েছেন, ভালই করেছেন। মহারাজ! আমি আমার অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছি। দণ্ড দিন। এই বীভৎস কুৎসিত দৃশ্য থেকে আমায় অব্যাহতি দিন।

সিংহ। অপরাধ স্বীকার কচ্ছ´?

বিজয়। কচ্ছি।

সিংহ। সৈনিকগণ! যুবরাজকে কারাগারে নিক্ষেপ কর।

বিজয়। মহারাজের জয় হৌক্।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান।—রাজ-অন্তঃপুর। কাল।—প্রদোষ।

রাজকন্যা সুরমা ও বিজয়ের পত্নী লীলা কথোপকথন করিতে করিতে আসিতেছিলেন।

লীলা। আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে আমার স্বামী এ কাজ কর্ত্তে পারেন।

সুরমা। কি কাজ লীলা?

লীলা। রমণীর প্রতি অত্যাচার। তিনি রাজ্যে অশান্তি আনে

পারেন, দুর্দ্দান্তের প্রতি অত্যাচার কর্ত্তে পারেন, কিন্তু দুর্ব্বলের অঙ্গে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে পারেন না।

সুরমা। কি রকমে জান্‌লি ?

লীলা। আমি জানি।

সুরমা। অথচ তিনি তোর মুখদর্শন করেন না। তোর সঙ্গে তো তাঁর সেই একদিনের সাক্ষাৎ।

লীলা। একদিনের সাক্ষাৎ—সেই শুভদৃষ্টি।

সুরমা। তবে কিসে জান্‌লি যে তিনি এ কাজ কর্ত্তে পারেন না ?

লীলা। সেই এক শুভদৃষ্টিতেই জেনেছিলাম।

সুরমা। একবার দেখেই ?

লীলা। একবার দেখেই। একবার দেখেই আমি নিজের পতি চিনে নিলাম।

সুরমা। চিনে নিলি ?

লীলা। হাঁ। চিনে নিলাম। আশ্চর্য্য হচ্ছ দিদি ? তুমি ভাব কি যে সেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ !

সুরমা। তার আগে সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

লীলা। হয়েছিল।

সুরমা। কবে ?

লীলা। পূর্ব্বজন্মে।

সুরমা। তুই কি পাগল লীলা ? পূর্ব্বজন্মে তিনি তোর কে ছিলেন ?

লীলা। তিনি আমার স্বামী ছিলেন।

সুরমা । অবাক্ করেছিস্ ।

লীলা । তা নৈলে দেখেই কেন মনে হ'ল যে ইনি আমারই, আর কারো নন ? সেই প্রশস্ত ললাট, সেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সেই প্রসারিত বক্ষ, সেই গম্ভীর দৃষ্টি। এর নীচে কি ক্ষুদ্র হৃদয় লুকান থাকৃতে পারে দিদি ? প্রকৃতি নিজ বাসস্থান খুঁজে নেয় ।

সুরমা । বাবা !—এত টান ! তবু তিনি তোর পানে ফিরেও চান্ না ।

লীলা । তাঁর সৌভাগ্য ।

সুরমা । সৌভাগ্য !

লীলা । একবার যদি এদিকে ফিরে চান, আর কি অন্য দিকে চাইতে পার্ব্বেন ? শুধু এই চোখ দুটোর পানে চেয়ে দেখ দেখি, আর কিছু দেখ্‌তে হবে না। এই চোখ দুটো—মীন, কি খঞ্জন, কি হরিণী, হঠাৎ বুঝে ওঠা কঠিন। তারপর এই নাকটা। এরকম নাক দেখেছ কখন ? আর হাসি [হাসিয়া] আমরি মরি !

সুরমা । ও বাবা ! রূপের ভারি গুমর !

লীলা । এ ত গেল রূপের গুমর, তারপর যদি গুণের গুমর করি, তাহ'লে তুমি বুঝ্‌তে পার দিদি যে ব্যাপার খানা কি !

সুরমা । গুণের গুমর কি রকম একটা নমুনা দে দেখি ।

লীলা । দেবো ?—প্রথমতঃ বিদ্যা—অনায়াসে তোমার গুরুমশাই-গিরি কর্ত্তে পারি ।

সুরমা । বিদ্যা আছে বটে, স্বীকার করি ।

লীলা । কর্ত্তেই হবে। তার পর গান—[সুর ভাঁজিয়া]

গীত।

ওরে আমার সাধের বীণা, ওরে আমার সাধের গান,
(তোর ঐ) কোমল সুরে ব্যথা ব'রে, আকুল করে আমার প্রাণ!
(ও তোর) শত তানে একই কথা, শত লয়ে একই ব্যথা,—
(শুধু) নিরাশার কাতরতা, হতাশার অপমান।
[কোরাস্]—পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গায়িব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(যখন) বীণার সুরে গলা সেধে, গাইতে যাইরে ফেলি কেঁদে,
(শুধু) মিশে যায় সে মনের খেদে—আঁখির জলে অবসান;
(কোথায়) আনন্দেতে উঠ্‌বো নেচে, মরা মানুষ উঠ্‌বে বেঁচে,
(আমি) পাই সুধা সাগর ছেঁচে—ভাগ্যে শুধুই বিষপান!
[কোরাস্]—পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গায়িব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(বীণা) পারো যদি জাগো তবে, বেজে ওঠো উচ্চ রবে,
(আজি) নূতন সুরে গাইতে হবে, আমি সঙ্গে ধরি তান;
(ছেড়ে) লোক-লজ্জা, সমাজ ভয়,—যাতে, সবাই আবার মানুষ হয়,
(এম্‌নি) গায়িতে পারি দয়াময়—কর এই বরদান।
[কোরাস্]—পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গায়িব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

এ রকম গলার আওয়াজ কখনও শুনেছ? যেন কোকিল আর বীণার আওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে দই খাওয়ার শব্দ। এই সুরে যদি একবার ডাকি "নাথ!" তা'লে ব্যাপার কি হয় বল দেখি। [পুনরায় সুর ভাঁজিলেন]

সুরমা। তোকে আমি এত দিনেও বুঝে উঠ্‌তে পার্লাম না বোন্।

লীলা। কেন ?

সুরমা। দাদার এই বিপদ্, আর তুই অনায়াসে তান ধ'রে দিলি!

লীলা। তারই জন্য ত তান ধ'রে দিলাম। নৈলে এ তান ধ'রে দেবার কোন দরকার ছিল না।

সুরমা। তোর কোন ভাবনা হচ্ছে না ?

লীলা। না। আমি যাঁর স্ত্রী তাঁর আবার বিপদ্? আমি জানি যে যেখানে আমি কাছে আছি সেখানে তাঁর কোন বিপদ্ নাই। আমার শুভেচ্ছার বর্ম্মে আমি তাঁকে ঘিরে রেখেছি। তাঁর কোন বিপদ্ নেই দিদি।

সুরমা। তিনি যে কারারুদ্ধ!

লীলা। মুক্ত হবেন।

সুরমা। কি রকমে ?

লীলা। জানি না কি রকমে। কিন্তু মুক্ত হবেন। তাঁকে কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্ব্বে না।

সুরমা। কে ব'ল্লে ?

লীলা। আমি জানি।

সুরমা। মুখে হাসি চোখে জল! তোর কোন্‌টা তামাসা কোন্‌টা ঠিক্ আমি এখনও সব সময় বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

লীলা। তাঁকে তারা কেন মিছে কারারুদ্ধ ক'রেছে ? তাঁর কোনও অপরাধ নাই, আর মহারাজ তাঁকে এত ভালবাসেন। পুত্রকে পিতা এত ভালবাসে তা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।

সুরমা। আমার কি মনে হয় জানিস্?

লীলা। কি?

সুষমা। [অস্ফুট স্বরে] এ সমস্ত বিমাতার চক্রান্ত।

লীলা। কেন, তিনি ত মার কাছে কোন অপরাধ করেন নি।

সুরমা। বিমাতার কাছে পুত্রকন্যারা জন্মাবধি অপরাধী;— কিছু কর্ত্তে হয় না বোন্।

লীলা। [সহসা] দিদি। তুমি তাঁকে রক্ষা কর্ব্বে?

সুরমা। কি রকমে?

লীলা। তুমি জান।

সুরমা। আমি ঠিক্ জানি না বোন্। আমার বিশ্বাস যে এ বিমাতার কীর্ত্তি। দাদার কোন অপরাধ নাই।

লীলা। আমি জানি তাঁর কোন অপরাধ নাই, এ চক্রান্তে তুমি তাঁকে রক্ষা কর দিদি।

সুরমা। ঐ মা আস্ছেন, চল্ ঐদিকে যাই। [উভয়ের প্রস্থান]

কথা কহিতে কহিতে রাণী ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

রাণী। অত সহজে ছেড়ে দেওয়া ভাল হয়নি মন্ত্রি! কারাগার! সে ত কালির দাগ—ধুলেই গেল। রাজার গরম মেজাজ নরম হ'লেই এই বন্দিত্বের আয়ুঃশেষ। অত সহজে ছেড়ে দেওয়া ভাল হয়নি মন্ত্রি!

মন্ত্রী। নৈলে রাণি, আর কি প্রত্যাশা করেছিলেন?

রাণী। আর কি প্রত্যাশা করেছিলাম? প্রত্যাশা করেছিলাম যে যুবরাজের প্রাণদণ্ড হবে।

মন্ত্রী। প্রাণদণ্ড!!

রাণী। কি, শিউরে উঠ্লে যে?

মন্ত্রী। পিতা পুত্রের প্রাণদণ্ড দিবে ?

রাণী। তুমি যে আকাশ থেকে পড়্‌লে মন্ত্রি !

মন্ত্রী। মহারাণি ! এও আপনি ভেবেছিলেন ?

রাণী। আশ্চর্য্য কি ?

মন্ত্রী। রাজ্য থেকে বঞ্চিত ক'রে বন্দী ক'রেও তৃপ্তি হয়নি !

রাণী। না ; রাজাকে কি রকম ভাব ?

মন্ত্রী। কখনও বা স্নেহে অধীর, কখনও বা ক্রোধে অন্ধ, কখনও বা—

রাণী। তবে এই স্নেহ আবার ফিরে আস্‌তে কতক্ষণ ? এ ক্রোধ ত মেঘের গর্জ্জন—মুহূর্ত্ত পরেই মিষ্ট জলধারা বর্ষণ করে। বুঝেছ ?

মন্ত্রী। বুঝেছি।

রাণী। বন্দী ক'রেছ, মন্দ কর নাই। কাজ কতক এগিয়ে রেখেছ বটে। তার পর।

মন্ত্রী। তার পর !

রাণী। বাকিটুকু তোমায় কর্ত্তে হবে ?

মন্ত্রী। কি কর্ত্তে হবে ?

রাণী। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না মন্ত্রি ! এমন একটা কিছু, যা অন্ধকার—ভারি অন্ধকার। যে অন্ধকার ঠেলে মানুষ এক পা এগুতে পারে না—সেই অন্ধকার।

মন্ত্রী। অন্ধকার !

রাণী। তবু বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ! যেখানে সব প্রতিহিংসার, সব কাকুতির, সব বিবেচনার শেষ। যা আর নড়ে না, চোখ মেলে না, হাসে না, কাঁদে না।

মন্ত্রী। স্পষ্ট ক'রে বলুন মহারাণি!

রাণী। স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌বো? তা পারি না। সে কাজ কর্ত্তে পারি, কিন্তু সে কথা উচ্চারণ কর্ত্তে পারি না। কৈতে গেলেই কে যেন হঠাৎ এসে আমার গলা চেপে ধরে। অতি সহজ। যা কর্ত্তে গেলে হাত কাঁপে, কর্লে আর পিছু হটা যায় না। অতি সহজ, অথচ অতি ভয়ঙ্কর। তবু বুঝ্‌তে পাচ্ছ না! পুরুষ তুমি!

মন্ত্রী। পুরুষের বাবার সাধ্য নেই যে নারীর মনের মধ্যে সেঁধোয়।

রাণী। অথচ তোমরা রাজ্য চালাও, মন্ত্রণা দাও, আইন তৈরি কর। কি আশ্চর্য্য! শোন তবে স্পষ্ট ভাষায় বলি; এই রাজপুত্রকে কারাগারে [চারিদিকে চাহিয়া] রাত্রিকালে—এই [ছুরিকাঘাতের অভিনয়]

মন্ত্রী। [সবিস্ময়ে] হত্যা!!!

রাণী। ওকি! চেঁচাও কেন?

মন্ত্রী। [নিম্নস্বরে] হত্যা!!!

রাণী। বেশ উচ্চারণ কর্লে ত! গলায় বাধ্‌লো না? তুমিই পার্ব্বে। পুরুষ যা পারে নারী তা পারে না। সর্ব্বতে নারী বিষ মেশাতে পারে, কিন্তু তৃষিতের মুখে তা ধর্ত্তে পারে না। বলির মন্ত্র আওড়াতে পারে, কিন্তু নিজের হাতে বলি দিতে পারে না। তুমিই পার্ব্বে।

মন্ত্রী। না মহারাণি! আমি তা পার্ব্ব না। মহারাণীর প্ররোচনায় সরল, দয়ালু, উদার রাজপুত্রকে ষড়্‌যন্ত্র ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রেছি। কিন্তু তার বেশী—না মহারাণি! আমায় কার্য্য থেকে অবসর দিন।

রাণী। না, না, তা কি হয়? তোমাকেই এ কাজ কর্ত্তে হবে।

মন্ত্রী। আমি পার্ব্ব না।

•রাণী। জেন—নারী স্বতঃই মৃদু, লজ্জাশীলা, অন্তঃপুরচারিণী। পুরুষে যা বলে, তাই ক'রে যায়, কথাটি কয় না; প্রতিবাদ করে না, চোখ তুলে চায় না। কিন্তু এই নারী যদি একবার ফণা বিস্তার করে, তাহ'লে সে ভয়ঙ্কর, মনে রেখো। তোমার কাছে আমি আমার গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রেছি। তোমায় এ মন্ত্রণার ভিতরে নিয়েছি; যদি এই রাজপুত্র বাঁচে, ত তুমি মর্ব্বে। আমার হিংসার বাণ কদাপি বৃথা যাবে না। সাবধান! এতদূর যখন গিয়েছ তখন আর বাকি থাকে কেন? তারপব—তুমি রাজ্যেব সর্ব্বময় কর্ত্তা, মনে থাকে যেন।

মন্ত্রী। [করযোড়ে] দোহাই মহারাণি! আমাকে এ মহাপাতকে লিপ্ত কর্ব্বেন না।

রাণী। শিশুর মত ক্রন্দন ক'রে নিষ্কৃতি পাবে না। তোমাকেই এ কাজ কর্ত্তে হবে।—সম্মুখে রাজ্য, পশ্চাতে সর্ব্বনাশ। বেছে নাও।

মন্ত্রী। রাজপুত্রকে হত্যা কর্ত্তে হবে?

রাণী। হত্যা কর্ত্তে হবে।

মন্ত্রী। কি রকমে?

রাণী। তাও ব'লে দিতে হবে? পশ্চাদ্দিক থেকে—[ছুরিকাঘাতের অভিনয়]

মন্ত্রী। তা পার্ব্ব না মহারাণি! সে অত্যন্ত ভীষণ! তার সেই যৌবনমসৃণ, পরিচিত, বলিষ্ঠ অঙ্গ থেকে রক্ত ছুটবে তাই দেখ্‌ব? পার্ব্ব না।

রাণী। •এত দুর্ব্বল তুমি!

মন্ত্রী। আর কোনো উপায় বলুন মহারাণি যা—যা—যা পার্ব্ব।

রাণী। তা জান না?

মন্ত্রী। জানি।

রাণী। কি বল দেখি?

মন্ত্রী। ব'ল্‌তে পার্ব্ব না।

রাণী। প্রয়োজন নাই। পার?

মন্ত্রী। তা বোধ হয় পার্ব্ব।

রাণি। বোধ হয়, চাই না। পার্ব্বে?

মন্ত্রী। পার্ব্ব।

রাণী। মন দৃঢ় কর। বুকে হাত দিয়ে বল, পার্ব্বে?

মন্ত্রী। পার্ব্ব।

রাণী। শপথ কর্চ্ছ?

মন্ত্রী। শপথ কর্চ্ছি।

রাণী। কবে?

মন্ত্রী। আজ—না—কাল—না—এক সপ্তাহ সময় দিন।

রাণী। সময় বড় বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রি!

মন্ত্রী। বিবেচনা কর্ব্বার—

রাণী। বিবেচনা মানুষকে ভীরু করে। ঠাণ্ডা হ'তে দিতে নাই।

মন্ত্রী। কবে এ কাজ সাধন কর্ত্তে হবে মহারাণি!

রাণী। আজই রাত্রে।

মন্ত্রী। [ঈষৎ ইতস্ততঃ সহকারে] উত্তম। [প্রস্থান

রাণী। বিজয়কে সরাতে পার্লে—তারপর—ও কে? কে?

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। আমি সুরমা।

রাণী। তুমি সুরমা? এতক্ষণ কোথা ছিলে? ওকি! একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে র'য়েছ যে! কোথা ছিলে?

সুরমা। প্রাসাদেই ছিলাম।

রাণী। কোথায়?

সুরমা। অন্তঃপুরেই।

রাণী। শোন নি?

সুরমা। শুনেছি।

রাণী। কি শুনেছ?

সুরমা। দাদার প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'য়েছে।

রাণী। কে ব'ল্লে?

সুরমা। কেন তুমি!

রাণী। কৈ, কখন?

সুরমা। মা! বিমাতা হ'লে কি ভালবাস্‌তে নেই? রমণী স্নেহময়ী —রমণী কি কেবল নিজের গর্ভজাত সন্তানটিকে নৈলে আর ভালবাস্‌তে পারে না?

রাণী। কে ব'লেছে?

সুরমা। মা, আমার আর দাদার উপর তোমার এত জাতক্রোধ কেন? আমরা ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করিনি মা?

রাণী। কে ব'লেছে ক'রেছ!

সুরমা। সেই কাল রাত্রির কথা মনে পড়ে মা! যে দিন আমার

মা বাবার হাতে দাদাকে আর আমাকে সঁপে দিয়ে বাবার হাত দুখানি ধ'রে হেসে মৃদুস্বরে বল্লেন 'এদের দেখ, এখন থেকে তুমিই এদের মা।' বাবা চুপ ক'রে রৈলেন। মা আবার বল্লেন 'বল দেখ্‌বে, আমার মত ক'রে দেখ্‌বে? এমনি দেখ্‌বে যেন এরা মায়ের অভাব কখনও না বুঝ্‌তে পারে।' বাবা আস্তে বল্লেন 'দেখ্‌বো'। তার পর মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন, দুটি চক্ষুর অপাঙ্গ দিয়ে দুটি বিন্দু জল গড়িয়ে গেল। তার পর—

রাণী। কাঁদ্‌ছিস্ কেন সুরমা?

সুরমা। কাঁদ্‌ছি কেন? তাই আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ মা! জান না? তোমারও ত একদিন মা ছিল। তুমিও ত একদিন মা হারিয়েছিলে। সেইদিনের কথা মনে আছে?

রাণী। কে বলে তোরা মা হারিয়েছিস্? এক মা গিয়েছে আর এক মা এয়েছে। এই যে তোদের মা।

সুরমা। বল, বল, সেই কথা বল মা! বড় মধুর কথা শুনালে মা। বল, আর একবার বল। প্রাণ ভ'রে বল, প্রাণ ভরে' শুনি।

রাণী। মহারাজ কোথায় জানিস্ সুরমা?

সুরমা। না, না, ঐ কথা আর একবার বল। বল 'আমিই তোদের মা।' বল, 'তোদের সেই মার মতই তোদের বুক দিয়ে ঘিরে রাখ্‌ব, অকল্যাণের ছায়া তোদের কাছে ঘেঁষ্‌তে পার্ব্বে না।' বল, আবার বল। হয়ত ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তোমার হৃদয়ের দুয়ার খুলে যাবে। সত্যই আমাদের মা হবে। সত্যই আমাদের বুকে জড়িয়ে ধর্ব্বে। বল মা! তুমিই আমাদের মা।

রাণী। আমিই তোদের মা।

সুরমা। তবে মন্ত্রীমহাশয়কে ডাক। দাদাকে হত্যা ক'রো না।

রাণী। সে কি সুরমা!

সুরমা। ওকি মা! হঠাৎ ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক কেন? ঐ চক্ষু দুটি অনিমেষ কেন? ঐ মুখ পাংশু কেন?—বল দাদাকে হত্যা কর্ব্বে না, বল হত্যা কর্ব্বে না!

রাণী। আমি—আমি—বিজয়কে—হত্যা কর্ব্ব? কে ব'লেছে?

সুরমা। তুমি।

রাণী। আমি!!

সুরমা। তবে এখনই মন্ত্রীর কাছে ফুস্ ফুস্ ক'রে কি ব'ল্‌ছিলে?

রাণী। শুনেছিস্?

সুরমা। শুনেছি। তার কিছু কিছু কাণে গিয়েছে।

রাণী। ও তাই! [কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া] ওরে এই মন্ত্রী বড় কূট। রাজ্যলাভের জন্য সে চক্রান্ত ক'রেছে। বিজয়কে সে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়েছে। তাকে কারাগারে হত্যা কর্ব্বে মনস্থ করেছিল। আমি জাস্তে পেরে তাকে ডাকিয়ে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত কর্চ্ছিলাম।

সুরমা। মন্ত্রীমহাশয় দাদাকে হত্যা কর্ত্তে চান?

রাণী। হাঁ সুরমা।

সুরমা। তা বাবাকে বল্লনা কেন? আমি ব'লে দেবো।

রাণী। না আমিই ব'ল্‌ব। বড় একটা হত্যার চক্রান্ত ধরেছি। রাজকুমারকে—আমার বিজয়কে বাঁচিয়েছি। শুনে মহারাজ বড় খুসী হবেন। আমি ব'ল্‌ব।

সুরমা। আমিও ব'ল্‌ব, তুমি যদি না বল।

রাণী। কি! আমায় সন্দেহ করিস্‌ সুরমা?

সুরমা। করি। আমার মনে হয় না মা, আমি কোনও মতেই বিশ্বাস কর্ত্তে পার্চ্ছিনা মা! যে মন্ত্রীমহাশয় দাদাকে হত্যা কর্ব্বেন। এত বড় আস্পর্দ্ধা তাঁর হ'তে পারে না। তিনি দাদাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন। এত নির্ম্মম, এত ক্রূর, এত পৈশাচিক তিনি হ'তে পারেন না।

রাণী। কিন্তু আমি হ'তে পারি?

সুরমা। পার। তুমি যে বিমাতা। কৈকেয়ী রামকে বনে পাঠিয়েছিলেন। তুমিও হয়ত পার। বিমাতায় কি না পারে? তবু আমরা তোমায় মা ব'লে ডেকেছি। আমাদের ভালবাস্‌তে না পার, হত্যা ক'রো না। আমাদের বাঁচ্‌তে দাও। [করযোড়ে জানু পাতিলেন]

সুমিত্রের হাত ধরিয়া সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। ওকি হচ্ছে সুরমা?

রাণী। সুরমা দিন দিন বড় অবাধ্য হচ্ছে। এমন স্পর্দ্ধার কথা বলে, এত গর্ব্বিত, এত উদ্ধত—

সিংহ। তাই দেখ্‌ছি।

সুরমা। বাবা? জানু পেতে ভিক্ষা চাওয়া কি গর্ব্বের লক্ষণ?

রাণী। দেখ্‌ছ কথার ভঙ্গিমা!

সুরমা। বাবা—

সিংহ। যাও—শুন্তে চাই না।　　　　[সুরমার প্রস্থান]

রাণী। দেখ্‌লে—চ'লে যাবার ভঙ্গীটা দেখ্‌লে! রাজকন্যা বটে, কিন্তু তাই ব'লে সৎমার উপর দিবারাত্র চোক রাঙায়! সে শুধু মহারাজ তাকে বেশী আস্কারা দিয়েছেন ব'লে। না হ'লে—

সিংহ। ও কিছু মনে ক'রো না।—দেখ সুমিত্র কি কীর্ত্তি ক'রেছে। দেখসে।

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—লঙ্কার সমুদ্রতীর। কাল প্রভাত।

বালকবর্গ ও জয়সেন তরুতলে আসীন।

বালকবর্গের গীত।

আজি, বিমল নিদাঘ-প্রভাতে,
কত, গীতে, সুগন্ধে, শোভাতে,
আহা, যাইছে নিখিল ছাপিয়া।
আজি, স্নিগ্ধ মন্দ পবনে,
ঘন, মঞ্জু কুঞ্জ-ভবনে,
মরি, কি গান গাইছে পাপিয়া।
আজি, প্রভাত-কিরণ মহিমোজ্জ্বল,
শান্ত সুনীল গগন
তার, চরণে নিলীন মধুর ধরণী
কিরণ মুগ্ধ মগন,
আজি, কি ব্যথা উঠিছে জাগি' রে,
মম, হৃদয় কাহার লাগি' রে,
যেন, উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

জয়সেন। কি সুন্দর!

১ম বালক। কি সুন্দর?

জয়সেন। এই গান। শুন্তে শুন্তে আমার ঘুম আস্‌ছিল।

১ম বালক। ঘুম আস্‌ছিল?

জয়সেন। উপরে পাতাগুলো নড়্‌ছিল, সমুদ্র চিক্‌মিক্‌ কচ্ছিল, নীল আকাশ ডানা ছড়িয়ে পৃথিবীতে তা দিচ্ছিল, আর আমি ভাব্‌ছিলাম, কি ভাব্‌ছিলাম?

২য় বালক। কি ভাব্‌ছিলে?

জয়সেন। মনে হচ্ছে না ত। ভাব্‌ছিলাম—না স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, ঘুমোচ্ছিলাম—না জেগেছিলাম?

২য় বালক। তা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

জয়সেন। না। আচ্ছা মীনকেতু, এখনও আমি জেগে আছি, না ঘুমোচ্ছি?

৩য় বালক। কি বোধ হয়?

জয়সেন। এক একবার বোধ হয় ঐ গাছগুলো দেখ্‌ছি, তোমাদের কথা শুন্তে পাচ্ছি, এই বাতাস এসে আমার গায়ে লাগ্‌ছে। নিশ্চয়ই আমি বেঁচে আছি। তারপরে কিন্তু আবার সব কল্পনায় জড়িয়ে যায়! কিছুই ঠিক দেখ্‌তে পাই না, ঠিক ধর্ত্তে ছুঁতে পারি না, মনে হয় যে সব একটা হেঁয়ালী, একটা ছায়া, একটা স্বপ্ন।

৪র্থ বালক। তোমার মাথা খারাপ। দস্তুরমত মাথার ব্যারাম হ'য়েছে, এর দস্তুরমত চিকিৎসা দরকার।

জয়সেন। আচ্ছা যদি স্বপ্নই হবে, তবে রোজই এ-গাছটাকে সবুজ

দেখি কেন, আকাশকে রোজই নীল দেখি কেন, কোকিলের গান প্রত্যহই কোকিলের গানের মত শোনায় কেন? একদিনও ত কোকিল টিয়ার মত গায় না, একদিনও ত সমুদ্রের জল লাল দেখায় না, একদিনও ত আকাশ—

১ম বালক। কি! এক দৃষ্টে উপর পানে চেয়ে রৈলে যে?

জয়সেন। সেই নীল, সেই অসীম, সেই—আশ্চর্য্য।

২য় বালক। কি আশ্চর্য্য?

জয়সেন। যদি স্বপ্ন হয়, ত এমন জ্যান্ত স্বপ্ন কখনও দেখিনি ত। তবু—তবু—কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে, কিছুই ধর্ত্তে পারিনে, সব—সব যেন জড়িয়ে যায়। ভাবতে গেলেই জড়িয়ে যায়।

উৎপলবর্ণের প্রবেশ।

৩য় বালক। এই যে রাজপুরোহিত ঠাকুর।

উৎপল। কি, আমাকে তোমাদের কোনও দরকার আছে বোধ হয়।

৪র্থ বালক। কৈ, না।

উৎপল। সে কি? অসম্ভব। নিশ্চয়ই কোন দরকার আছে, নৈলে--কোন দরকার নাই—আমি এদিক দিয়ে এলাম কেন? ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি অন্য দিক্ দিয়েও ত যেতে পার্ত্তাম!

১ বালক। কি ভাব্‌ছিলেন?

উৎপল। পূর্ব্বজন্মে এদের দেখেছিলাম। কোথায় যে দেখেছিলাম সেটা বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না বটে, কিন্তু দেখেছিলাম।

২য় বালক। তা কে অস্বীকার কচ্ছে? আমরা রাস্তা ঘাটে বেড়াই, আপনিও—

উৎপল। না এখানে নয়, পূর্ব্বজন্মে। বেশ।—হ'য়েছে। একদিন আমি সকাল বেলায় উঠে তামাক খাচ্ছিলাম, আর তোমরা—তুমি ত তার মধ্যে ছিলেই—পুকুরের ধারে বসে' খাপরা নিয়ে ছি নি নি নি খেল্‌ছিলে—না?

৩য় বালক। আজ্ঞে না।

উৎপল। মিথ্যা কথা কও কেন বাপু? পূর্ব্বজন্মকার কাহিনী আমি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি "না" বল্লেই হবে।

৪র্থ বালক। সে ছোকরাটা ছি নি নি নি খেল্‌ছিল বটে।

উৎপল। হাঁ—

৪র্থ বালক। আজ্ঞে, সে আমি।

উৎপল। তুমি?—হাঁ তুমিই বটে।—ঠিক্। মনে প'ড়েছে। সেদিন শীতকালের সকাল বেলায়—ঠিক্—দেড় প্রহর আন্দাজ—সেই পূর্ব্বজন্মে—

৪র্থ বালক। কিন্তু সে ত পূর্ব্বজন্মে নয়।

উৎপল। তবে? তার আগের জন্মে?

৪র্থ বালক। আজ্ঞে না। সে ত পরশু—

উৎপল। পরশু? বালক, মিছে কথা ক'য়োনা। পরজন্মে ইঁদুর হ'য়ে জন্মাবে।

৩য় বালক। মিছে কথা কৈলে বুঝি ইঁদুর হ'য়ে জন্মায়?

উৎপল। হাঁ!

২য় বালক। কেন পুরোহিত মহাশয়! ইঁদুরে কি বড় মিছে কথা কয়?

২য় বালক। আর সত্য কথা কৈলে কি টিকটিকি হ'য়ে জন্মায়?

উৎপল। কেন? সত্য কথা কৈলে টিকটিকি হ'য়ে জন্মাবে কেন?

২য় বালক। ঐ যে টিকটিকি প'ড়্লেই মা বলেন "সত্যি সত্যি।"

উৎপল। তুমি ঠাট্টা কচ্ছ বালক?

৩য় বালক। আচ্ছা ঠাট্টা কর্লে কি হ'য়ে জন্মায় পুরোহিত মহাশয়?

৪র্থ বালক। তেলাপোকা হ'য়ে জন্মায়। তেলাপোকা হঠাৎ যদি গায়ে ওঠে ত সে বিষম ঠাট্টা।

৩য় বালক। আর গালাগালি দিলে গুব্‌রে পোকা হয়।

২য় বালক। আর চিমটি কাট্‌লে বিছে হ'য়ে জন্মায়। না ঠাকুর?

উৎপল। [করুণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া] তোমরা পূর্ব্বজন্ম মান না?

জয়সেন। আমি মানি পুরোহিত ঠাকুর।

উৎপল। এই দেখ্‌লে! রাজার ছেলে কিনা। ঠিক্ বুঝেছে। রাজপুত্র! কাল তোমায় আমি সন্দেশ কিনে এনে দেবো। আ হা হা পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার কে ছিলে হে?

২য় বালক। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। নৈলে এত আদর!

১ম বালক। শুনুন, আমাদের কথা আছে।

উৎপল। আছে? তা আমি পূর্ব্বেই জান্তাম, প্রাক্তন সংস্কার—কি বল?

২য় বালক। কথাটা হচ্ছে এই যে, এই রাজপুত্র—আপনার পূর্ব্বজন্মের স্ত্রী—ইহজন্মে একটি বদ্ধ পাগল হ'য়ে জন্মেছেন।

উৎপল। পাগল!

৪র্থ বালক। হাঁ আপনি এখন একটা উপায় কর্ত্তে পারেন?

উৎপল। ইহজন্মে ইনি কি করেন?

৩য় বালক। এই রকম হতাশ ভাবে ব'সে ভাবেন।

৫ম বালক। এবং সন্দেশ খান।

উৎপল। ওঃ! সন্দেশ খান?

৫ম বালক। তা খান।

উৎপল। তবে স্নায়ু কোন ভাবনা নেই। হতাশ ভাবে ভাবাটা বিয়ে হ'লেই সেরে যাবে 'খনি। আর সন্দেশ—তা খান। আমার কাজ শেষ হ'য়েছে বুঝ্‌তে পার্চ্ছি। আমি এখন যাই। [প্রস্থান]

১ম বালক। ঠিক ব'লেছে ঠাকুর।—তুমি একটা বিয়ে কর।

জয়সেন। বিয়ে কি?

১ম বালক। বিয়ে জাননা? এমন নিরেট রাজপুত্রও ত দেখিনি। বিয়ে জাননা!

জয়সেন। না।

১ম বালক। পুরুষ জান?

জয়সেন। জানি।

১ম বালক। কি রকম বল দেখি?

জয়সেন। এই রকম পোষাক পরে। [স্বীয় পরিচ্ছদ দেখাইয়া]

১ম বালক। আর স্ত্রীলোক?

২য় বালক। যারা ঘাঘরা পরে।

(জয়সেন ইঙ্গিতে এ বাক্যের অনুমোদন করিল।)

৩য় বালক। তা হ'লে প্রাণিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে জ্ঞানের খুব দৌড় হ'য়েছে ব'ল্‌তে হবে।

জয়সেন। অনেক শিখেছি।

৪র্থ বালক। শিখেছ বৈ কি। রাজপুত্র কিনা! এখন যারা পোষাক পরে আর যারা ঘাঘরা পরে, তারা যখন চিরজীবন এক সঙ্গে থাক্‌তে চায় তখন তাদের প্রেম হয়। তখন তারা বিয়ে করে।

জয়সেন। প্রেম কি?

৪র্থ বালক। ভালবাসা।

জয়সেন। ভালবাসা কি?

৫ম বালক। প্রেম।

১ম বালক। বুঝেছ?

জয়সেন। বুঝেছি।

১ম বালক। তোমার গুষ্টির মুণ্ড বুঝেছ। তোমার কি কাউকে সদা সর্ব্বদা কাছে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়? তার সঙ্গে সর্ব্বদা কথা কৈতে, তার পানে চাইতে, তাকে স্পর্শ কর্ত্তে ইচ্ছা হয়? এরকম কেউ আছে?

জয়সেন। আছে।

১ম বালক। কে?

জয়সেন। এই রাজকন্যা।

৫ম বালক। এই মরেছে। রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লেই হ'য়েছে আর কি!

৪র্থ বালক। কেন?

৫ম বালক। রাজকন্যা কুবেণী? সেই ঝটিকাকে এই বেঁধে রাখ্‌বে? সেই চাহনির বিদ্যুৎ এই অবোধ বালক সহ্য কর্ব্বে!

১ম বালক। এই রাজকন্যাকে তোমার বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছা হয়?

জয়সেন। হয়।

২য় বালক। তা হ'লে মন্দ নয়। রাজার ওপক্ষের ছেলে ও রাণীর ওপক্ষের মেয়ের, তাঁদের এপক্ষের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বন্‌বে ভাল।

১ম বালক। তবে তুমি রাজকন্যাকে সে কথা বলনা কেন?

জয়সেন। কি কথা?

১ম বালক। যে "আমি তোমায় বিয়ে কর্ব্ব", ব'ল্‌তে পার্ব্বে?

জয়সেন। পার্ব্বো।

১ম বালক। বেশ ঐ তোমার বাবা আস্‌ছেন। আমরা যাই। বেলা হ'ল।

জয়সেন। তোমরা যাবে কেন? যেও না।

গীত।

আমরা খাসা আছি—
হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।
তুলে চন্দ্রবদনখানি, গল্পগুজব কর্ত্তে জানি;
চন্দ্রমুখে আহার করি দুগ্ধ সর-চাঁচি।
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।
দাঁড়িয়ে যদি থাক্‌তে পারি, চল্‌তে ফির্ত্তে বেজায় ভারি;
বস্‌তে পেলে দাঁড়াইনাক, শুতে পেলেই বাঁচি,
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি

[সকলের প্রস্থান ও লঙ্কাধিপতি কালসেন তাঁহার মহিষী বসুমিত্রার সহিত গল্প করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।]

বসুমিত্রা। রাজপুত্র জয়সেন—আমার মনে হয় একটু, অর্থাৎ মাথা খারাপ।

কালসেন। তোমার তাই মনে হয় বসুমিত্রা! পাগল?

বসুমিত্রা। না পাগল নয় তবে—তবে কি এক রকম। একদৃষ্টে আকাশের পানে চেয়ে থাকে, গান শুন্তে শুন্তে চোখ্ বুজে ঢোলে, আর রাজকন্যার পানে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে।

কালসেন। তা থাকে দেখিছি। কুবেণীর প্রতি অনুরক্ত বোধ হয়।

বসুমিত্রা। তোমারও তা বোধ হয়? কিন্তু তা কখনও মুখ ফুটে বলে না কেন?

কালসেন। আমিও তাই ভাবি। বলে না কেন? আর আমাকেই বা আজ ব'ল্তে গেল কেন!

[উভয়ে কিঞ্চিদ্দূরে অগ্রসর হইলেন]

কালসেন। জয়সেনের সঙ্গে কুবেণীর বিয়ে দিলে কি রকম হয়?

বসুমিত্রা। আমি ত তাই ভাব্ছিলাম। কিন্তু—

কালসেন। তবে তাই হবে। এ বিবাহ হবে। দিন স্থির কর।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—দস্যুদের বন-প্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি।

অগ্নি প্রজ্বলিত। দস্যুদল আগুন পোহাইতেছিল।

ভৈরবের প্রবেশ।

১ম দস্যু। এই যে সর্দ্দার! আমরা তৈরি হ'য়ে ব'সে আছি।

২য় দস্যু। আজ কোন্ দিকে যাবি সর্দ্দার?

ভৈরব। আজ আর কোন দিকে যাব না। আজ ছুটি!

সকলে। সেকি সর্দ্দার!

ভৈরব। ডাকাতি ত রোজই কর্চ্ছিস্? ছুটি ত রোজই নেই।

৩য় দস্যু। ছুটি নিয়ে কি কর্ব্ব সর্দ্দার?

ভৈরব। তাঁকে ভাব্, তাঁর কাছে হাত জোড় কর্! তাঁর পা ধ'রে কাঁদ্।

৪র্থ দস্যু। কার কথা কইছিস্ সর্দ্দার।

ভৈরব। [উপরে হাত দিয়া] ঐ তার কাছে।

৪র্থ দস্যু। কে সে?

ভৈরব। তার নাম নেই, তার রূপ নেই—সে দুনিয়ার কিছু না, সেই দুনিয়ার সব।

১ম দস্যু। কে সে?

ভৈরব। জানি না।

২য় দস্যু। সর্দ্দার তোর মাথা খারাপ হয়েছে।

ভৈরব। মাথা থাক্‌লেই মাঝে মাঝে খারাপ হয়। যাদের মাথা নেই তাদের খারাপ হবার কোনই ভাবনা নেই।

১ম দস্যু। কি বল্‌ছিস্ সব আজ?

ভৈরব। আমিই জানি না।—দেখ্ আমি ডাকাতি করা ছেড়ে দেবো।

সকলে। সে কি সর্দ্দার!

ভৈরব। ছেড়ে দেবো।

২য় দস্যু। ছেড়ে দিবি?

ভৈরব। ছেড়ে দেবো। তোরাও ছেড়ে দে। লুট করা খারাপ।

৪র্থ দস্যু। কে বলে খারাপ ?

(ভৈরব উপরে দেখাইলেন।)

৫ম দস্যু। লুট কর্ব্ব না ত খাব কেমন ক'রে সর্দ্দার ?

ভৈরব। কেন চাষ কর্ব্বে—

৩য় দস্যু। চাষ কর্ব্ব সর্দ্দার! এ হাত দুখানা একবার দেখ্ দেখি সর্দ্দার। এ লোহার ডাণ্ডা দুটো কি চাষ কর্ব্বার জন্য তৈরি হ'য়েছে ? দেখ্ দেখি এই হাত দুটো।

ভৈরব। বস্তা বৈবি।

৩য় দস্যু। বস্তা বয় পীঠ। মার খায় পীঠ, তাই পীঠ পিছন দিকে। হাত দুটো থাক্‌তে বস্তা বৈব সর্দ্দার!

ভৈরব। কিন্তু এই লুট—

১ম দস্যু। লুট কে না কচ্ছে? দোকানী লুট কচ্ছে খদ্দেরকে, রাজা লুট কচ্ছে প্রজাকে, মানুষ লুট কচ্ছে জানোয়ারগুলোকে। জানোয়ারগুলো লুট কচ্ছে ছোট জানোয়ারকে। দুনিয়াতে লুট কে না কচ্ছে সর্দ্দার ? লাঠি যার মাটি তার।

ভৈরব। আচ্ছা, এখন যা। ভাব্‌তে দে।

২য় দস্যু। আজ কোন্ দিকে যাবি সর্দ্দার—

ভৈরব। ভাব্‌তে দে।

[দস্যুদিগের প্রস্থান]

ভৈরব। তাইত! বলেছে ত ঠিক! বলেছে ত ঠিক্। লুট কে না কচ্ছে!—জোর যার মুলুক তার। ভয়ের উপর দুনিয়া চলেছে।

হাত পাতার উপর—না। হাত পাত্‌লে সমুদ্র মুক্তা দেয় না, ডুব্‌তে হয়। হাত পাত্‌লে মাটি শস্য দেয় না, চষ্‌তে হয়। লুট করা খারাপ?— কে বলে?—ঐ যে [বক্ষে আঘাত করিয়া] এখান থেকে কে ব'লে উঠ্‌ছে —লুট করা খারাপ। কে তুই ভেতর থেকে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠিস্। স'রে যা। দূর হ'।

সানুচর সুরমা।

ভৈরব। কে তুই?

সুরমা। একি! ভৈরব দাদা—

ভৈরব। কে তুই! রাজকন্যা না? দেখ্‌ত ভাল ক'রে, ভুল দেখ্‌ছি নাকি!

সুরমা। না ভৈরব দাদা! ভুল দেখ্‌ছ না। আমি সুরমা।

ভৈরব। সুরমা!—সত্যি? দিদি!—দিদি আমার [হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া পিছাইয়া] না, না, এ হাতে তোকে ছোঁব না। এ হাত রক্তমাখা!

সুরমা। সে কি ভৈরব দাদা?

ভৈরব। তুই রাজকন্যা আর আমি—ডাকাত।

সুরমা। তুমি ডাকাত?

ভৈরব। ডাকাতের সর্দ্দার।

সুরমা। সে কি ভৈরব দাদা! তুমি ডাকাত?

ভৈরব। তুই কি ভেবেছিলি? ভেবেছিলি যে আমি ঋষি? বনে এসেছি তপ কর্ত্তে!—ভৈরব তোদের পুরোনো চাকর। তোর বাপের মত, রাগ্‌লে যার জ্ঞান থাকৃত না; তোর বাপকে ছুরী মার্ত্তে গিয়েছিল;

সে কি চাকরি ছেড়ে একদিনে ঋষি হ'য়ে যাবে? যাক্, তুই এখানে এলি কেমন ক'রে?

সুরমা। আমি ত এখানে আসিনি, আমি কালীর মন্দিরে পূজো দিতে এসেছিলাম।

ভৈরব। ঐ ভাঙ্গা মন্দিরে?

সুরমা। ঐ কালীর মন্দিরে। তারপর মনে হ'ল তোমার গলা শুন্‌লাম। অনেক দিন পরে তোমার গলা শুন্‌লাম। আর লুকিয়ে থাক্‌তে পার্লাম না। ভাব্‌লাম একবার তোমায় দেখে যাই।

ভৈরব। তা বেশ করেছিস্ দিদি। অনেক দিন তোকে দেখিনি। আর তোকে দেখেই বা কি হবে।* আর কোলে ত নিতে পাব না।

সুরমা। কেন?

ভৈরব। আমি যে ডাকাত।

সুরমা। সত্যি তুমি ডাকাত? না—মিছা কথা।

ভৈরব। ব্রজ ডাকাতের নাম শুনিছিস্?

সুরমা। হাঁ।

ভৈরব। আমিই সেই ব্রজ ডাকাত। কি! হাঁ ক'রে চেয়ে রৈলি যে! এখন হঠাৎ পূজা দিতে এইছিলি কেন শুনি দিদি!

সুরমা। দাদার মঙ্গল-কামনায় পূজা দিতে এসেছিলাম।

ভৈরব। কেন, তোর দাদার কি হয়েছে?

সুরমা। বাবা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। মা তাঁকে বিষ খাইয়ে মার্ব্বেন। তাই পূজা দিতে এসেছিলাম। আমার যে আর কেউ নেই ভৈরব দাদা! তাই মা কালীর কাছে ছুটে এসেছি।

ভৈরব। ও! বুঝেছি। বিজয় কারাগারে?

সুরমা। হাঁ ভৈরব দাদা।

ভৈরব। ক'দিন ধ'রে সেখানে আছে?

সুরমা। আজ দুদিন। আজ দুপুরে মা তাকে বিষ খাওয়াবার মন্ত্রণা কর্চ্ছিলেন।

ভৈরব। মা বলিস্‌নে সুরমা! অমন ভাল কথাটার অপমান করিস্‌নে। মা বলিস্‌নে। বল্ শয়তানী। বিষ খাওয়াবে?

সুরমা। হাঁ ভৈরব দাদা।

ভৈরব। ঠিক্। মা দুধ খাওয়ায়; সৎমা বিষ খাওয়ায়। ঠিক্!

সুরমা। তাই কালীমায়ের কাছে পূজা দিতে এসেছিলাম। বাবার কাছে বল্‌তে গেলাম। বাবা তাড়িয়ে দিলেন। আমার যে আর কেউ নেই ভৈরব দাদা!

ভৈরব। কেউ নেই?

সুরমা। কেউ নেই ভৈরব দাদা!

ভৈরব। কোন ভয় নেই দিদি! আমি আছি।—মৃত্যুঞ্জয়!

একজন দস্যুর প্রবেশ।

ভৈরব। সব ডাক।

[দস্যুর প্রস্থান]

ভৈরব। আমি আছি দিদি! আমি বেঁচে থাক্‌তে তোর শয়তানী মা বিজয়ের কাছেও ঘেঁষ্‌তে পার্ব্বে না।

দস্যুগণের প্রবেশ।

দস্যুগণ। কি সর্দ্দার!

ভৈরব। জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলি না আজ কোন্ দিকে বেরোবি?

সকলে। হাঁ সর্দ্দার।

ভৈরব। ঠিক করেছি। সন্ধ্যার সময় সব তৈরি থাকিস্।

সকলে। বেশ। [প্রস্থান করিল]

ভৈরব। ভয় পাচ্ছিস্ সুরমা। কোন ভয় নেই। এদের সর্দ্দার আমি। বিজয়ের জন্য কোন ভয় নেই দিদি! আমি তাকে বাঁচাব। বাঁচিয়ে আবার তোর হাতে ফিরিয়ে দেবো। তারপর দুঃখ হ'লেই আমার কাছে আসিস্। তোর চোখের জল মুছিয়ে দেবো। বাড়ী ফিরে যা। কোন ভয় নেই। যাবার আগে আয় একবার বুকে ধরি। [সুরমাকে বক্ষে ধরিয়া] তোঁদের পুরোনো চাকর আমি। তারপর বাড়ীতে কালসাপিনী এল। আর সেখানে রৈতে পার্লাম না। চোখে সৈল না। গায়ে জোর ছিল। ডাকাতের সর্দ্দার হ'লাম। তবে তোর আর বিজয়ের আমি সেই চাকরই আছি দিদি! যখন মনে প'ড়বে আমার কাছে আসিস্। টাকা দিতে পার্ব্ব না, ভাল খেতে দিতে পার্ব্বনা—যা বাড়ীতে পাস্। কিন্তু আদর দিব—যা বাড়ীতে আর পাস্নে। চল্, তোকে পঁহুছে দিয়ে আসি।

পঞ্চম দৃশ্য ।

—:০:—

স্থান—কারাগার । কাল—রাত্রি ।

শৃঙ্খলিত বিজয়সিংহ আসীন ।

সম্মুখে মন্ত্রী পানপাত্রহস্তে দণ্ডায়মান ; পার্শ্বে প্রহরী ।

বিজয় । মন্ত্রী মহাশয় ! এই সর্ব্বৎ খাবার জন্য আমাকে বারবার ব্যর্থ অনুরোধ কর্চ্ছেন কেন ? এ সর্ব্বতের সঙ্গে কি গূঢ় উদ্দেশ্য মেশান আছে বলুন ত ।

মন্ত্রী । সে কি কুমার !

বিজয় । এ ত বিষ নয় ?

মন্ত্রী । না, না । তা কি হ'তে পারে !

বিজয় । নহিলে এতক্ষণ আপনি এক হতভাগ্য বন্দীর সঙ্গে নিষ্ফল কালক্ষেপ কর্চ্ছেন কেন ? আর মাঝে মাঝেই আমাকে ঐ সর্ব্বৎ পান কর্ত্তে বল্‌ছেন কেন বলুন দেখি । এ কি বিষ ?

মন্ত্রী । না, না, তা কি হ'তে পারে ?

বিজয় । হ'তে বেশ পারে । আমি রাজ্যের সর্ব্বনাশ, প্রাসাদে সর্প, পুরপথে মুক্ত ব্যাঘ্র । আমি পিতার আপদ, আর তুমি তাঁর মন্ত্রী ! হ'তে পার্ব্বে না কেন মন্ত্রী মহাশয়, সোজা উত্তর দাও, এ কি বিষ ?

মন্ত্রী । না, বিষ নয় ।

বিজয় । ও কি ! আশপাশে চাইছ কেন মন্ত্রী মহাশয় ! সোজা আমার পানে চাও । [হস্ত ধরিলেন]

মন্ত্রী। যুবরাজ!

বিজয়। নির্ভীক উত্তর। তুমি রাজার যোগ্য মন্ত্রী বটে। তুমি নির্ভীক, প্রত্যুৎপন্নমতি। তুমি রাজ্য চালাবে ভাল। বেশ সোজা চাও [হাত ধরিলেন] আমি রাজপুত্র ভুলে যাও, আমি এদেশের ভাবি রাজা সে কথা ভুলে যাও! শুধু মনে কর যে তুমি আমায় কোলে পীঠে করেছ, চুম্বন করেছ, বক্ষে ধরেছ! শুধু মনে কর যে, আমি পিতার স্নেহে বঞ্চিত, শুধু মনে কর, আমার জননী নাই। এইবার বল দেখি—এ ত বিষ নহে?

মন্ত্রী। এ সন্দেহ কেন যুবরাজ?

বিজয়। বল [সঙ্গে সঙ্গে হস্ত ধরিয়া] ওকি! চম্‌কালে কেন? বল একি বিষ?

মন্ত্রী। না, যুবরাজ।

বিজয়। তবে তুমি অর্দ্ধেক পান কর। [পাত্র মন্ত্রীর মুখের কাছে ধরিলেন]

মন্ত্রী। আমি!

বিজয়। [বিষপাত্র রাখিয়া] ও কি! সহসা ভগ্নস্বর, ভীত দৃষ্টি, বিকম্পিত কলেবর। কেন মন্ত্রী? না, না, তুমি বাঁচ; দীর্ঘজীবী হও; নৃপতির অবাধিত অনুগ্রহ ভোগ কর। তুমি কেন মর্ব্বে? না—দাও বিষ। আমি পান কর্চ্ছি। কিসের ভয়? যখন পিতা পুত্রের মৃত্যুকামনায় বিষ পাঠাতে পারে, আর পুরাতন ভৃত্য সে গরল-আধার সরল অধরে অনায়াসে ধর্ত্তে পারে, তখন সংসারে কি না সম্ভব!—হে ব্রহ্মাণ্ডপতি! না—কাকে ডাক্‌ছি?—দাও বিষ। মন্ত্রী মহাশয়! তোমার সম্মুখে

আমি প্রাণত্যাগ কর্চ্ছি। সে সংবাদ রাজার কাছে নিয়ে যাও, পুরস্কার পাবে। তাঁকে ব'লো, যে জীবনে আমি তাঁকে বড় ভালবাস্‌তাম, এত ভালবাসা কোন পুত্র কোন পিতাকে বাসে নাই; আর মরণে তাঁরই নাম—কি আর ব'ল্‌ব—জয় হোক্‌ মন্ত্রী মহাশয়! [বিষপাত্র গ্রহণ] রাজরাজেশ্বর হও। এই বিষ পান কর্চ্ছি! [পান করিতে উদ্যত]

মন্ত্রী। পান ক'রো না [সজোরে বিষপাত্র বিজয়ের হস্ত হইতে ফেলিয়া দিলেন]

বিজয়। ও কি কর্লে?

মন্ত্রী। ও বিষ।

বিজয়। না ও অমৃত। পিতা যদি পুত্রের অধরে বিষ দেয়, ত সে বিষ অমৃত। আমি চিরদিন পিতৃভক্ত পুত্র। পিতার কথার কখন অবাধ্য হইনি। নিয়ে এস নূতন বিষ। রাজ-অন্তঃপুরে তার অভাব নেই। নিয়ে এস আমি অপেক্ষা কর্চ্ছি।

মন্ত্রী। [করজোড়ে] ক্ষমা কর যুবরাজ।

বিজয়। কর্ব্ব। নিয়ে এস হলাহল। কি সাহসে তুমি পিতা আর পুত্রের মাঝে এসে দাঁড়াও! আমার পিতার আজ্ঞা—নিয়ে এস বিষ!

মন্ত্রী। স্থির হও যুবরাজ। এ বিষ মহারাজ পাঠান নি। তিনি এর বিন্দু-বিসর্গও জানেন না।

বিজয়। সে কি!—মিথ্যা কথা!

মন্ত্রী। স্বর্গে সাক্ষী দেবগণ। তোমার পিতা ক্রোধান্ধ বটে—ক্রূর মন্‌; ক্রোধে তাঁর কাছে লুপ্ত নিখিল জগৎ, কিন্তু তিনি শয়তানীর কাছ ঘেঁষেও কখন যান নাই। তিনি দেন নাই বিষ।

বিজয়। কে দিয়েছে তবে?

মন্ত্রী। মহারাণী।

বিজয়। [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে] আর তুমি!

মন্ত্রী। প্রতিশ্রুত-মাংসখণ্ড-প্রলুব্ধ কুক্কুর।—মনুষ্যত্ব বিক্রয় করেছি।

বিজয়। [সভয়ে] কি করেছি! কি করেছি!

মন্ত্রী। কি করেছ যুবরাজ?

বিজয়। স্বর্গে দেবগণ! আমি মহাপাপী, আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা কর যে, পিতাকে এ দোষে দোষী করেছি। আর এমন বাপ—পুত্রস্নেহ-বিগলিত-স্তনধারসম। মেঘ কেটে যাবে। বাবা! ক্ষমা কর যে, স্বপ্নেও ভেবেছি যে এও সম্ভব। আমি হ'লাম কি—মন্ত্রী মহাশয়!

মন্ত্রী। না, না, আমার পানে ওরকম ক'রে চেয়ো না! আমি তোমার মার্জ্জনা চাই না! তার পথ রাখি নি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এক—এই [স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া পতন]।

সসৈনিক মহারাণীর প্রবেশ।

রাণী। কি কর্লে মূর্খ!

মন্ত্রী। পালাও! পালাও রাণী!

রাণী। এর শেষ না ক'রে নয়।—সৈনিক! বধ কর।

মন্ত্রী। খবর্দ্দার!

রাণী। আমি রাজ্ঞী আমি আজ্ঞা কর্চ্ছি।—বধ কর।

মন্ত্রী। [উঠিতে চেষ্টা করিয়া পুনরায় পতন] সাবধান!

রাণী। কি! অচল অনড় পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে! সৈনিকগণ এ আজ্ঞা আমার। বধ কর।

(সৈনিকগণ মুক্ত তরবারি লইয়া বিজয়ের দিকে অগ্রসর হইল।)

বিজয়। আমায় হত্যা ক'রো না। তার আগে একবার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে দাও।—একবার তাঁর চরণ ধ'রে মার্জ্জনা চাইব। একবার—

রাণী। সৈন্যগণ অগ্রসর হও!

বিজয়। সৈনিকগণ! তোমরা সৈনিক। জল্লাদ নও, বধ কর্ত্তে চাও ত আমায় শৃঙ্খলমুক্ত কর, হাতে তরোয়াল দাও, তার পর শত সৈনিক এক সঙ্গে আমার বিপক্ষে দাঁড়াও। যুদ্ধে বধ কর। হত্যা ক'রো না, মুক্ত ক'রে দাও।

রাণী। তুমি অপরাধী! বিচার-বন্ধনে তোমার যুক্তকর মুক্ত করে কার সাধ্য! অপরাধী তুমি, লও দণ্ড—প্রাণদণ্ড দিলাম তোমার।

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। তুমি দণ্ড দেবার কে মহারাণি?

রাণী। আমি রাজ্ঞী।

সুরমা। যে রাজা সে বিচার করে।

রাণী। উদ্ধত বালিকা!—যাও।

সুরমা। না, আমি দাদাকে হত্যা কর্ত্তে দেবো না। তুমি যদি রাণী— আমি রাজকন্যা।

রাণী। ও কি শব্দ!—সৈন্যগণ! যদি আমার আজ্ঞা পালন না কর—আবার কোলাহল—আমায় জ্ঞান—ও কি শব্দ! বধ কর—বধ কর। (নেপথ্যে কোলাহল)

সুরমা। [তরবারি খুলিয়া] সৈন্যগণ ! আমায় বধ না ক'রে দাদাকে স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না।—ঐ ভৈরবের কণ্ঠ, আর ভয় নাই !

রাণী। তবে আমায় এ কাজ কর্ত্তে হ'ল। তরবারি আমায় দাও [অগ্রসর হইলেন]

বিজয়। আর ভয় নাই দাদা—ভৈরব, ভৈরব ! এখানে, এখানে !

দস্যুদলসহ ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। কে ?—এই যে ! রাণি !—

রাণী। ভৈরব !

ভৈরব। তাই ত ! তারা ভাইয়ের হাত দুখানি বেঁধেছে।—সত্যই ত—খুলে দে।

(দস্যুদল শৃঙ্খল মোচন করিতে উদ্যত।)

ভৈরব। খবর্দ্দার সিপাহী সব ! এক পা এগিয়েছিস্ কি গিয়েছিস্। ব্রজ ডাকাতের নাম শুনেছিস্ ? আমি সেই ব্রজ ডাকাত, ঠিক সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্ !

রাণী। তুই এখানে দস্যু ?

ভৈরব। কোন ভয় নাই রাণী ! আমি কারো কিছু লুট কর্ত্তে আসিনি। আমি চাকরি ছেড়েছি, ডাকাত হইছি ; কিন্তু সুরমা আর বিজয়ের সেই ভাইই আছি। মনে রাখিস্ রাণী। আয় দিদি, আয় দাদা—আমার সঙ্গে আয়। কোন ভয় নেই।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—শ্যামদেশের রাজগৃহ-প্রাঙ্গণ। কাল—প্রভাত।

বিজয়, ভৈরব ও দস্যুগণ।

বিজয়। বন্ধুগণ তোমরা আমায় মুক্ত করেছ। তোমাদের সাহায্যে আমি শ্যামদেশ জয় করেছি। এখন তোমরা দেশে ফিরে যাও। যাও ভৈরব! এদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

ভৈরব। কেন, দেশে ফিরে যাব কেন?

বিজয়। তোমরা আর এখানে কি কর্ব্বে?

ভৈরব। যা করিনা কেন, সে খোঁজে তোর দরকার কি?

বিজয়। দেশে ফিরে যাও।

ভৈরব। তোর কথায়?

বিজয়। কেন ভৈরব আর স্বদেশ ছেড়ে আমার সঙ্গে বিদেশে বিদেশে ঘুর্ব্বে?

ভৈরব। আমাদের খুসী, তোর তাতে কি?

বিজয়। তোমাদের সাহায্যে আর দরকার নাই।

ভৈরব। বেশ বল্লি, আমাদের আর দরকার কি? আমরা কি ছেঁড়া জুতো যে পুরোনো হ'লেই ফেলে দিতে হবে? আমাদের আর দরকার কি। নেমকহারাম বেটা! সাধে কি তোর বাপ তোকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ করেছে।

বিজয়। আমারও তাই বোধ হয় ভৈরব।

ভৈরব। কি বোধ হয়?

বিজয়। ভৈরব আগে কখন দেশ ছাড়িনি। বুঝিনি যে দেশ কি জিনিষ। ভাব্তাম যে দেশ শুদ্ধ মাটি আর আকাশ। কিন্তু এখন বুঝেছি যে জন্মভূমি মানুষ, সে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, বুকে জড়িয়ে ধরে। তার চেয়েও বেশী। জন্মভূমি সাক্ষাৎ মা, গর্ভে ধরে, স্তন্য দেয়, বুকে জড়িয়ে ধরে। সেই দেশ ছেড়েছ তুমি আমার জন্য। দেশে ফিরে যাও ভৈরব।

ভৈরব। তবে তুই চল্।

বিজয়। দেশে আমার স্থান নাই। দেশের রাজা আমার প্রতি বিমুখ।

ভৈরব। দেশের রাজপুত্র তুই, তোকে আমরা রাজা কর্ব্ব। ভাবিস্ কি? আমার এই হাজার ডাকাত তোর জন্য প্রাণ দেবে। কি বলিস্ রে ভাই সব?

দস্যুগণ। আমরা যুবরাজের জন্য প্রাণ দেব।

বিজয়। না ভৈরব, সে কি কথা? দেশে ফিরে যাও।

ভৈরব। দেশে ফিরে যাব। কিন্তু তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তোকে রাজ্য কর্ব্ব। তার পর প্রাণ চায় আমাদের ডাকাত ব'লে ঘৃণা

করিস্, আমাদের ছেড়ে দিস্। চ'লে যাবো। তার আগে নয়। কি বলিস্ সব?

দস্যুগণ। তার আগে নয়।

বিজয়। কিন্তু—

ভৈরব। বিজয়! মিছে কেন বক্‌ছিস্। তোর মা নেই। তোর বাপ নেই। আছে এক বুড়ো পুরোনো চাকর। এক চাকর। কিন্তু তার শরীরে শক্তি আছে। মনে তেজ আছে। আর বুকে ভালবাসা আছে—যা তোর নেই। সে চাকর বটে কিন্তু সে মানুষ।

বিজয়। কিন্তু ভৈরব—

ভৈরব। আমি আর কোন কথা শুন্তে চাই না। তোর কথা ত শুন্‌লাম। আমরা তোরে ছাড়্‌ব না। ব্যস্—চল্ লাঠিয়াল সব।

[দস্যুসহ প্রস্থান]

বিজয়। এত স্নেহ! এক পুরোনো চাকর! তার এত স্নেহ! আর নিজের বাপ!—যাক্, সে কথা ভাব্‌ব না, পাগল হ'য়ে যাব। [পাদচারণ]।

বিজিতের প্রবেশ।

বিজিত। এই যে বিজয়। এখানে একা কি কচ্ছ'?—ও কি! চোখে জল!

বিজয়। না কিছু না।

বিজিত। সৈন্য প্রস্তুত বিজয়। এখন তুমি প্রস্তুত?

বিজয়। বিজিত ভাই! দরকার নেই। ভেবে দেখ্‌লাম—দরকার নেই।

বিজিত। কি দরকার নেই?

বিজয়। পিতার সহিত যুদ্ধে। যাই হোক্ তিনি পিতা।

বিজিত। পিতা! যে পিতা—কি আশ্চর্য্য যুবরাজ! বাপ ছেলের প্রতি বিরূপ হয়? যে বাপের কাজ ছেলে মানুষ ক'রে তোলা, নিজের সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা, ছেলের ভবিষ্যতের পায়ে বলি দেওয়া। সেই বাপ যখন ছেলের বিপক্ষে দাঁড়ায়, সে কি অস্বাভাবিক ব্যাপার বল দেখি বিজয়।

বিজয়। বাবার স্বভাবই ঐ রকম। নিমেষের অদর্শনে তিনি আমার জন্য ভেবে আকুল। কখনও বা তিনি ঝড়ের মত অন্ধ হন। আবার কখনও বা বৃষ্টির ন্যায় স্নেহে গ'লে যান। তাঁর স্বভাবই ঐ।

বিজিত। কিন্তু ছেলের বিপক্ষে—

বিজয়। না, না, ছেলের বিপক্ষে তিনি কখন নন। বিজয় ব'লতে তিনি অজ্ঞান।

বিজিত। তবে এই কারাগারে নিক্ষেপ—এই—

বিজয়। বিমাতা তাঁকে ঐ রকম করেছেন। তিনি ওরকম কখনও নন বিজিত।

বিজিত। সেই তোমার বিমাতার কবল থেকে তোমার বাবাকে মুক্ত কর্ব্বার জন্যই এই যুদ্ধ।

বিজয়। সন্তানকে শাসন কর্ব্বার অধিকার পিতার আছে। কিন্তু পিতাকে শাসন কর্ব্বার অধিকার—

বিজিত। এ ত শাসন নয়। এ পিতাকে বাঁচান, ব্যাধিমুক্ত করা—এই পূর্ণচন্দ্রকে রাহুর গ্রাস থেকে উদ্ধার করা।

বিজয়। তিনি কুপিত হয়েছিলেন। নিজের উপর প্রভুত্ব ছিল না—তাই, নহিলে তিনি স্নেহবান্, বিজিত—বড় স্নেহবান্।

বিজিত। তা হ'তে পারে।

বিজয়। তা হ'তে পারে শুধু নয় বন্ধু, তাইই ঠিক্। একদিন আমি অভিমানবশে আহার করিনি। প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে নদীতটে দেবদারু-মূলে ব'সে আছি, শূন্য প্রেক্ষণে নদীর তরঙ্গক্রীড়া দেখ্‌ছি, আকাশে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছিল, সূর্য্যের কিরণ নদীবক্ষে নৃত্য কর্চ্ছিল, দূরে পর্ব্বতশ্রেণী পাহারা দিচ্ছিল—আমি চেয়ে চেয়ে তাই দেখ্‌ছি। হঠাৎ পিছন দিক্ থেকে এক কোমল করস্পর্শ অনুভব কর্লাম—সে আমার বাবার করস্পর্শ। আমার গণ্ডদেশে এক কোমল চুম্বন এসে ছড়িয়ে প'ড়্‌ল—সে আমার বাবার সাদর চুম্বন। আমি ফিরে চাইলাম। অভিমান-কম্পিত স্বরে ডাক্‌লাম 'বাবা'! বাবা অমনি আমায় জড়িয়ে ধ'রে বল্লেন 'বিজয় ফিরে আয়, আমি বলিছিলাম অন্যায় হ'য়েছে—ফিরে আয়। আর কি আমি থাক্‌তে পারি বিজিত, কেঁদে উঠ্‌লাম। বাবা কেঁদে উঠ্‌লেন। তখন আমরা—সেই সমুদ্রতীরে, সেই মধ্যাহ্নে, সেই দেবদারু-চ্ছায়ে, সেই—কি ব'ল্‌ব বিজিত—যেন আমরা আর পিতাপুত্র নেই, আমরা দুই বন্ধু, দুই খেলার সাথী, খেলার ঝগড়া মেটাতে বসেছি। সেই মিলিত অশ্রুজলে আমাদের বিচ্ছেদ—

বিজিত। এখন আর তা ভেবে কি হবে। যুদ্ধে বেরিয়েছি যুদ্ধ শেষ ক'রে তখন সে কথা শুন্‌ব।

বিজয়। শোন বিজিত।

বিজিত। শোন্‌বার অবকাশ নেই। [প্রস্থান]

জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ।

বিজয়। তুমি বাঙ্গালী—

১ম ব্যক্তি। হাঁ আমি বাঙ্গালী। আপনি? আপনিও কি বাঙ্গালী?

বিজয়। হাঁ আমি বাঙ্গালী—আমার—আপনার নিবাস সিংহপুরে?

১ম ব্যক্তি। না মহাশয়, রাজধানীতেই আমার বাস নয়। আমার নিবাস নবদ্বীপে।

বিজয়। মহারাজ কেমন আছেন?

১ম ব্যক্তি। বেশ আছেন।

বিজয়। আর রাজপুত্র।

১ম ব্যক্তি। নির্ব্বাসিত।

বিজয়। নির্ব্বাসিত নয়। জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্রোহী। আর কনিষ্ঠ পুত্র? যুবরাজ?

১ম ব্যক্তি। জানি না। [প্রস্থান]

বিজয়। বিদেশে স্বদেশীর মুখ এত প্রিয়—যার সঙ্গে কথা কইতে অবজ্ঞা কর্ত্তাম, তাকে ডেকে কথা কই। তার একটা কথায় কত কবিত্ব, কত সঙ্গীত, কত অর্থ। ঐ একটি বাঙ্গালী।

দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ।

বিজয়। মহাশয় বাঙ্গালী?

২য় ব্যক্তি। হাঁ।

বিজয়। নিবাস?

২য় ব্যক্তি। সিংহপুরে।

বিজয়। মহারাজের সংবাদ জানেন ?

২য় ব্যক্তি। জানি।

বিজয়। তিনি সুস্থ ?

২য় ব্যক্তি। দেখে'ত তাই বোধ হ'ল।

বিজয়। আপনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল ? তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়সিংহের কথা কিছু বলেছিলেন ?

২য় ব্যক্তি। না। মহাশয় আমি আসি। [প্রস্থান]

তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ।

বিজয়। এই যে একজন বাঙ্গালী।—দাঁড়াও।—তুমি সিংহপুর হ'তে আস্‌ছ ?

৩য় ব্যক্তি। আজ্ঞে না আমি কাশী থেকে আস্‌ছি।

বিজয়। মহাশয়ের বাঙ্গালী পোষাক যে ?

৩য় ব্যক্তি। আমার দুর্ভাগ্য।

বিজয়। দুর্ভাগ্য !

৩য় ব্যক্তি। দুর্ভাগ্য বৈ কি। আমাদের দেশের লোক একটু সভ্য হ'লেই বাঙ্গালীর চালচলন অনুকরণ করে।—তুমি কে ?

বিজয়। আমি একজন বাঙ্গালী।

৩য় ব্যক্তি। তোমাদের রাজা সিংহবাহু ?

বিজয়। হাঁ মহাশয়।

৩য় ব্যক্তি। যিনি রাণীর বশ হ'য়ে নিজের ছেলেকে নির্ব্বাসিত করেছেন ?

বিজয়। তিনি নির্ব্বাসিত করেন নাই।

৩য় ব্যক্তি। বন্দী করেছিলেন। সেই নীচ, নরাধম, পশুর—

বিজয়। সাবধান।

৩য় ব্যক্তি। চোখ রাঙ্গাচ্ছ? কিংবা তুমি প্রবাসী। সিংহবাহুর কীর্ত্তি শোন নাই। সেই রক্তপিপাসু, পুত্রঘাতী—

বিজয়। [তাহার গলদেশ ধরিয়া] সাবধান।

৩য় ব্যক্তি। ছেড়ে দাও।

বিজয়। না, না, মার্জ্জনা কর বিদেশী। আমার অন্যায় হ'য়েছে।

৩য় ব্যক্তি। শুধু অন্যায় হ'য়েছে? বেশ একটু অন্যায় হ'য়েছে। যাক্, এবার আপনাকে মাফ কর্লাম। কিন্তু ফের যদি মহাশয় ঐ রকম করেন, ত আর মাফ কর্ব্ব না জান্'বন। আমার মেজাজ বড় রুক্ষ।

[প্রস্থান]

বিজয়। পিতাব অখ্যাতি—আব আমিই তার কারণ। পিতা! আজ অপরিচিতের কাছে আপনার নিন্দাবাদ শুন্'ছি, আর সে নিন্দাবাদ শরের মত এখানে বিঁধ্‌ছে। এখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছি পিতা, যে আপনাকে আমি কত কত ভালবাসি, কত ভালবাসি।

বিজিতের প্রবেশ।

বিজিত। মহারাজ সৈন্য প্রস্তুত।

বিজয়। সব বিদায় দাও বিজিত।

বিজিত। সে কি মহারাজ!

বিজয়। আমি বিদ্রোহ কর্ব্ব না।

বিজিত। রাজ্যে ফিরে যাবেন না?

[বিজয় নীরব রহিলেন]

বিজিত। গৃহহীন প্রতাড়িত হ'য়ে চিরদিন বিদেশে যাপন কর্ব্বেন?

বিজয়। না, আমি পিতার কাছে ফিরে যাব। আমি গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধর্ব্ব—তিনি গ'লে যাবেন। জানি তিনি গ'লে যাবেন।

বিজিত। কিন্তু সে অশ্রুজল আবার তোমার বিমাতার নিশ্বাসে উত্তপ্ত হ'য়ে উষ্ণ বাষ্প হ'য়ে উঠ্‌বে। যুবরাজ! যুক্তকর স্নেহ ও ভিক্ষার আকার ধারণ করে। তোমার পিতাকে দেখাও, যে তাঁর স্নেহদান ভিক্ষাদান নয়—এ ন্যায্য অধিকার। নৈলে—

উদ্ধবেল ও অনুরোধের প্রবেশ।

বিজয়। কি সংবাদ উদ্ধবেল—ও ভেরীধ্বনি!

উদ্ধবেল। বিপক্ষশিবির; বঙ্গরাজ সিংহবাহু আদেশ প্রচার কর্চ্ছেন।

বিজয়। সত্য! সত্য! কি আদেশ? মহারাজ আমায় ক্ষমা করেছেন? তাঁর বক্ষে আবার আমায় ডাক্‌ছেন?

অনুরোধ। না যুবরাজ।

বিজয়। তবে?

অনুরোধ। মহারাজের আদেশ যে, যে যুবরাজের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে গিয়ে মহারাজকে দেখাতে পার্ব্বে, সে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক পাবে।

বিজিত। কি বিজয়! নীরব রৈলে যে?

বিজয়। এতদূর!—বিজিত আমার মাথা ঘুর্চ্ছে।

বিজিত। বিজয় দৃঢ় হও। এ দৌর্ব্বল্য তোমায় সাজে না। তুমি বীর। বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে জ্ঞাতিত্ব নেই।

বিজয়। ঠিক্ বলেছ বিজিত।

বিজিত। ঐ শুন তূরীধ্বনি। যুবরাজ যুদ্ধে অগ্রসর হৌন।

বিজয়। যুদ্ধে অগ্রসব হও। কার্য্য চাই, কার্য্য চাই। না হ'লে নিজের বেদনার ভারে নিজে নুয়ে প'ড়্ব। আর পারি না। সৈন্য সাজাও, সৈন্য সাজাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

——(*)——

স্থান—লঙ্কা, সমুদ্রতীর। কাল—প্রভাত।

কুবেণী ও সখীগণ।

সখীগণেব গীত।

যাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা নীরদ সাঁঝের কিরণমাখা।
উড়্ছে যেন বিশ্বশোভার শুভ্ররঙ্গিন জয়-পতাকা।
আয় লো মোরা সঙ্গে ভেসে, চলে' যাই ঐ পরীর দেশে;
মলয় হাওয়ায় গা ঢেলে দেই, নীল আকাশে মেলিয়ে পাখা।
দেখ্না কেমন দেখ্তে মানুষ দেখনা কেমন দেখ্তে ধরা।
জীবনটা কি শুধুই ভাবা, শুধুই নীরস কার্য্য করা?
কি হবে রে সে সব জেনে, নে রে জীবন ভোগ করে' নে,
নৈলে জগৎ শুধুই ধূলো, জীবন শুধুই বেঁচে থাকা।

কুবেণী। সন্ধ্যার কিরণ আসি' চুম্বিছে ধরণী
তরঙ্গিত নীলসিন্ধু কাঁপিছে আলোকে।

জুমেলিয়া। সত্য সখি।

কুবেণী। সমুদ্রশীকরস্নিগ্ধ বহিছে বাতাস
শিহরিয়া কলেবর।

জুমেলিয়া। সুন্দর বাতাস !

কুবেণী। সুন্দর! সুন্দর সখি? বিষাক্ত বাতাস।

জুমেলিয়া। কেন সখি!

কুবেণী। না, না ভ্রম! এ বাতাস নহে, এ বাতাস নহে সখি—

জুমেলিয়া। তবে?

কুবেণী। কণ্টকিত শূন্য স্থল, অলক্ষ্যে বিস্তৃত
বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা!

জুমেলিয়া। কি আশ্চর্য্য সখি!

কুবেণী। কেন, কি আশ্চর্য্য সখি?

জুমেলিয়া। হতাশ প্রণয়ে
শুনি এইরূপ হয়; দাম্পত্য কলহে
এইরূপ হয় শুনি; অন্তিমে পাপীর
এইরূপ হয় শুনি। কিন্তু সুখে, সুখে
কনকপালঙ্কে শুয়ে রাজভোগ সেবি'
নিষ্কর্ম্মার এইরূপ হয়—সে সজনি
এ প্রথম দেখ্‌লাম। এ নূতন ব্যাপার।

কুবেণী। নূতন ব্যাপার বটে।
বালিকা বয়সে হেন অনুভব আমি
কথনও করি নাই। একি অস্থিরতা—

একি ব্যাকুলতা—সখি বুঝ্‌তে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে যেন বা নিশ্বাস রোধ হ'য়ে
আসে সখি।

জুমেলিয়া। কাহারে কি ভালবাসিয়াছ?

কুবেণী। আমি ভাল বাসিব! সে ধাতু দিয়ে গড়েন নি কভু
বিধাতা আমারে। ভালবাসিব কাহারে?
কে আছে জগতে, পারে এ ভালবাসার
বহিতে উদ্দাম ভার? কে আছে জগতে,
সহিতে পারিবে তার প্রবল ঝটিকা?

জুমেলিয়া। কেহ নাই?

কুবেণী। কেহ নাই।

জুমেলিয়া। অসীম জগতে
কেহ নাহি পারে ভালবাসিতে কাহাকে?

কুবেণী। অসীম জগতে! এরে বল কি জগৎ?
এই এক ক্ষুদ্র দ্বীপ! এই দ্বীপটুকু,
তরঙ্গপ্রাচীরে ঘেরা এই কারাগার,
ইহারে জগৎ বল তুমি? ধিক্ সখি।

জুমেলিয়া। 'কি হেতু? আর কি চাও?

কুবেণী। কি চাই শুনিবে?
আমি চাই ছুটে যেতে অবারিত গতি
অসীম অনন্ত মুক্ত ব্যাপ্তির উপর দিয়া
অনন্ত কিরণে। চাই চলিয়া যাইতে

দলিয়া চরণতলে ঐ ঘন নীল
প্রসারিত উদ্বেলিত স্ফীত সঙ্কুচিত
প্রশ্বাসিত সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জন।
আমি চাই দেখিতে কি আছে পরপারে—
কি গুপ্ত সৌন্দর্য্য রাশি, বিচিত্র সঙ্গীত,
বিশাল আলোক ছন্দ, মৃদু গন্ধবহ—
কিন্তু হায়! সে বাসনা মরে গুমরিয়া
নিভৃত অন্তরে!

জুমেলিয়া। ঐ রাজপুত্র আসে।

কুবেণী। কে আসে?

জুমেলিয়া। কুমার।

কুবেণী। জয়সেন?

জুমেলিয়া। জয়সেন।

কুবেণী। আসুক, আসিতে দাও, উন্মাদ প্রলাপ তার
ভাল লাগে। রাজপুত্র নিরীহ সরল।

জুমেলিয়া। তুমি সর্ব্বনাশ তার করিয়াছ সখি।

কুবেণী। কেন, আমি কি করেছি?

জুমেলিয়া। যাহা করিবার,
ঐ রূপ আঁকিয়াছ চিত্তপটে তার।

২ সখী। তদবধি তার চক্ষে নিদ্রা নাই আর—

৩ সখী। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কর্ম্ম নাই তার,
পাগলের মত চাহে, উন্মাদের মত

কথা কহে, বাতুলের মত সদা হাসে,
রমণীর মত কাঁদে ।

কুবেণী । কেন সহচরী ?

৪ সখী । হতভাগ্য পুরুষের স্বভাব সজনি ।
যদি কোন রমণীর—অবশ্য যুবতী—
যুবতীর নাসা হয় তিলফুল সম
চক্ষু হয় নীলপদ্ম-পলাশ-সঙ্কাশ
আজানুলম্বিত ঘন কুঞ্চিত চিকুর
পক্কবিম্ব সম রক্ত সরস অধর
আর যাবি কোথা ! তায় দেখিয়া সজনি
বায়ুবেগে যেন তার ঘূর্ণিত মস্তক
ঘন ঘন হৃৎকম্প, উন্মত্ত হইতে
সমুদ্যত—বিমূর্চ্ছিত ।

কুবেণী । বুঝিতে পারি না
কি হেতু তাহার এই অবস্থা সজনি !

১ সখী । তুমিই কারণ তার—

কুবেণী । আমিই কারণ ?
কি প্রকার ?

২ সখী । তুমি হায় করিয়াছ তার
সর্ব্বনাশ সখি !

কুবেণী । আমি ?

৩ সখী। রূপবিদ্ধ করি'
তাহাকে—বেচারী।

৪ সখী। আহা—নেহাইৎ বেচারী

কুবেণী। কি বলিলে জুমেলিয়া? এই জয়সেন—
ভালবাসে' আমারে সে!—

১ সখী। ভালবাসে সখি—

কুবেণী। কুগ্রহ তাহার তবে অতি সন্নিকট।

১ সখী। কি হেতু?

কুবেণী। পতঙ্গ যবে চাহে ঝাঁপ দিতে
জ্বলন্ত অনলে, তার কি ঘটে সজনি?

১ সখী। মরণ?

কুবেণী। মরণ সখি। ভুবনে রমণী
আছে যারা, চায় শুদ্ধ—

জয়সেনের প্রবেশ।

কুবেণী। কি সংবাদ জয়সেন?

জয়সেন। একটা শ্যামাপাখী ঐ গাছে ব'সে ছিল।

কুবেণী। ছিল নাকি? তারপর কি কর্ল্লে? শিষ দিল না?

জয়সেন। উড়ে গেল।

কুবেণী। বেশ করেছে। আর কোনও সংবাদ আছে জয়সেন?

জয়সেন। আমি গান গাইতে জানি।

কুবেণী। জান? একটা গাও দেখি।

জয়সেন একটি গীত আরম্ভ করিতেই কুবেণী তাহাকে থামাইয়া কহিলেন "তোমার স্বর বেশ মিষ্ট—"

জয়সেন। [সাগ্রহে] মিষ্ট? আমায় গান শেখাবে?

কুবেণী। শেখাব। তুমি পড়াশুনো কখন কিছু করনি কেন?

জয়সেন। আমি তোমার কাছে শিখ্‌ব।

কুবেণী। আমি কি তোমার গুরুমহাশয়?

জয়সেন। তুমি আমায়—তুমি আমায় ভালবাস না?

কুবেণী। বাসি বৈকি। আর তুমি?

জয়সেন। আমি? কুবেণী! জান কি—

কুবেণী। কি?

জয়সেন। তুমি আমার কুবেণা। ভাষায় প্রকাশ কর্ত্তে পার্চ্ছি না। আমি তোমার পানে চাইলে—তাব উপরে অশিক্ষিত। কিন্তু শিখিয়ে নিও কুবেণী। তোমার কাছে—কুবেণী তুমি আমায় বিয়ে কর্ব্বে?

[কুবেণী উচ্চ হাস্য করিলেন]

কুবেণী। তোমায় বিয়ে কর্ব্ব আমি? জয়সেন এ খেয়াল তোমার মনে এল কোথা থেকে? ওকি কাঁদ্‌ছ কেন ভাই? এস চোখের জল মুছিয়ে দিই। যাও বাড়ী যাও, ছোট ভাইটি আমার। আমি বিয়ে কর্ব্বার জন্য তৈরি হই নাই।

কালসেন ও বসুমিত্রার প্রবেশ।

বসুমিত্রা। কুবেণী এখানে? আমি সমস্ত দিবস
অন্বেষণ করিতেছি তোমারে প্রাসাদে।

কুবেণী। কেন মা?

কালসেন। কুবেণী! তুমি রাজার নন্দিনী,
নিতান্ত বালিকা নহ; সাজেনা তোমারে
এই হীন আচরণ—

কুবেণী। [উঠিয়া] হীন আচরণ!
মহারাজ—

কালসেন। অকস্মাৎ একি! উঠিলে যে
দলিতফণিনীসম ফণা বিস্তারিয়া?
হীন আচরণ আমি কহি পুনরায়।
বয়স্থা কুমারী তুমি, ছাড়িয়া প্রাসাদ
ভ্রম অবারিতগতি কান্তারে, প্রান্তরে,
সাগরসৈকতে, বনে, পর্ব্বত-শিখরে।

কুবেণী। এইমাত্র! সত্য কথা, তাহাতেও আমি
তৃপ্ত নহি মহারাজ! দেহের বন্ধন
বাঁধিয়া রেখেছে মর্ত্ত্যে, দৈহিক দৌর্ব্বল্য
আমারে করেছ বন্দী। নহিলে ভূপতি!
আমি চ'লে যেতে চাই, দলি' পদতলে
ঐ মহানীল সিন্ধু, ভেসে যেতে চাই,
পক্ষ বিস্তারিয়া ঐ দূর নীলাকাশে—
যতক্ষণ চক্ষে মম এ ক্ষুদ্র পৃথিবী
নাহি লুপ্ত হ'য়ে যায়। ছুটে যেতে চাই,
নক্ষত্রমণ্ডল হ'তে নক্ষত্রমণ্ডলে;
জীবন হইতে মৃত্যু, মরণ হইতে

জীবনে ; আবার জন্ম হ'তে জন্মান্তরে ;
জান কিহে মহারাজ ! নিয়ত আমার
জীবন, হৃদয়, প্রাণ—নিয়ত আমার—
দগ্ধ হ'য়ে যায় শ্বেতদীপ্ত বহ্নিসম
তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, নিত্য ক্ষয় হ'য়ে যাই,
জান কি, জান কি ? না, না, তুমি কি জানিবে ?

কালসেন। স্তব্ধ হও। আসি নাই শুনিতে হেথায়
তোমার প্রলাপ।

কুবেণী। তবে ?

বসুমিত্রা। কহিতে তোমায়
কর্ত্তব্য তোমার কন্যা—

কুবেণী। কর্ত্তব্য আমার !
বুঝিয়াছি পিতা। কহ কর্ত্তব্য আমার
বুঝিয়াছ যদি। আমি কিছু বুঝি নাই।

বসুমিত্রা। কুবেণী বিবাহ কর।

কুবেণী। বিবাহ ! বিবাহ !!
বন্ধনের উপরে বন্ধন ! সাধ করি'
যূপকাষ্ঠে গলদেশ বাড়াইয়া দিতে
অধম পশুর মত ! ক্ষমা কর মাতা !
বদ্ধ আছি কারাগারে, তদুপরি বেড়ি
দিও না চরণে বাঁধি' দিও না জননি !

কালসেন। কি কহিছ রাজকন্যা !

কুবেণী। তুমি বুঝিবে না।

কালসেন। শুন কন্যা! তোমারই মঙ্গল কামনায়
কহি আমি, কর পরিণয়।

কুবেণী। কি কারণ?
মহারাজ! কি করেছি আমি—
কোন্ মহা অপরাধ?

কালসেন। কর পরিণয়। করিয়াছি পাত্র স্থির।

কুবেণী। [চমকিয়া] পাত্র স্থির! কে সে পাত্র?

কালসেন। যুবরাজ।—ওকি?
হাস কেন?

কুবেণী। জয়সেনে বিবাহ করিব?
আমি রাজকন্যা! এ ত পরম কৌতুক—

কালসেন। কৌতুক কুবেণী—

কুবেণী। অতি, অতি হাস্যকর।

কালসেন। কি হেতু কুবেণী?

কুবেণী। চেয়ে দেখ মহারাজ!
আমার মুখের পানে, আর তারপর—
তোমার পুত্রের পানে। তারপর যদি
কহিতে গম্ভীর ভাবে পারো মহারাজ!
'এই জয়সেনে কর বিবাহ কুবেণী'
—বিবাহ করিব—সত্য বিবাহ করিব।
—একি হাস্যকর কথা।

কালসেন। কিসে হাস্যকর?
জয়সেন এ লঙ্কার ভাবী অধিপতি—
কুবেণী। যেইরূপ অধিপতি তুমি মহারাজ?
বসুমিত্রা। ছি কুবেণী। কি কহিছ? ইনি পিতা তব।
কুবেণী। কি স্বত্বে জননি?
বসুমিত্রা। ধীরে ধীরে কথা কহ।
কুবেণী। পিতা কি পুত্রের সঙ্গে আপন কন্যার
বিবাহ প্রস্তাব করে? ইনি পিতা মম!
এই ক্ষুদ্র জীব, এই পথের ভিক্ষুক!
পথের কর্দ্দম হ'তে তুলিয়া যাহারে
বসায়েছ তব পার্শ্বে—ইনি পিতা মম!!!
হইতে পারেন তিনি নরপতি তব
কিন্তু নয় মম পিতা—হয় না জননী।
কালসেন। আমার ক্ষমতা তুচ্ছ করিছ কুবেণী?
কুবেণী। ইহাই প্রকৃত কথা। এক পিতা চিনি—
যাঁহার আদেশ তুলে লইতাম শিরে
ঈশ্বরের আজ্ঞা সম, যাঁর উপদেশ
কৌস্তুভ-রত্নের সম রাখিতাম হৃদে;
স্নেহের আহ্বানে যাঁর ছুটিয়া যাইয়া
ধরিতাম পদযুগ, যাঁর অশ্রু ছিল
আমার বর্ষার রাত্রি, ছিল হাস্য যাঁর
শরতের রঞ্জিত প্রভাত, ছিল যাঁর

জ্ঞানগর্ভবাণী—সম সমুদ্র সঙ্গীত ;
তুষ্টস্বর মিষ্টতর—বসন্তের নব
পল্লবিত মৃদুতম মর্ম্মরের মত।
রূঢ় বাণী বজ্রাঘাত ; সেই পিতা চিনি—
সেই এক পিতা চিনি। তিনি স্বর্গে। আর—
অন্য পিতা চিনিনাক ; মানিব না কভু।

কালসেন। চিন, নাহি চিন বালা, করিতে হইবে—
পালন আদেশ তার।

কুবেণী। তার পূর্ব্বে রাজা
আমার গলায় দড়ি দিব।

কালসেন। অত্যুত্তম !
বসুমিত্রা ! কন্যা তব অবাধ্য, স্পর্দ্ধায়
টানিয়া আনিছে রাণী মৃত্যু আপনার।

বসুমিত্রা। ক্ষান্ত হও মহারাজ ! আমি বুঝাইব—
অবোধ কন্যায় প্রভু !

কুবেণী। মা ! আজি প্রথম
শুনিলাম এই রাজ-ভিক্ষুকের কাছে
কাতর কম্পিত এই কাকুতি তোমার।
তবে কি সত্যই তুমি দাসী এ প্রাসাদে,
আর প্রভু এই তব নূতন ভূপতি ?
—কি ! নীরব রহিলে যে ?—ওহো বুঝিয়াছি,—
বুঝিলাম কর্ত্তব্য আপন।

বসুমিত্রা। বুঝিয়াছ—
বুঝিয়াছ প্রাণাধিকা দুহিতা আমার?

কুবেণী। থাকুক—উচ্ছ্বাসে কাজ নাই মহারাণী!
বুঝিয়াছি কর্ত্তব্য আপন। এতদিন
জানিতাম তুমি রাজ্ঞী। আজ বুঝিলাম,
গিয়াছে সে পদ তব। আজ তুমি দাসী
আপন প্রাসাদে। তবে রাজ্ঞী ব'লে ডাকি,
শুদ্ধ সৌজন্যের জন্য—শূন্য সম্বোধন।
জানিলাম কর্ত্তব্য আপন।

কালসেন। বুঝিয়াছ—
পালন করিতে হবে আদেশ আমার?

কুবেণী। না—তা বুঝি নাই, তবে বুঝিয়াছি স্থির,
এখানে আমার স্থান নাই!

বসুমিত্রা। সেকি কন্যা!

কুবেণী। পিতৃহীনা আমি মাতা, ভাবিয়াছিলাম
মাতা আছে, তাঁর ক্রোড়ে পাইব আশ্রয়,
তাঁর বক্ষে সিক্ত মুখ লুকায়ে কাঁদিব।
ভাবিয়াছিলাম, তবু আছে একজন
আমার সংসারে, পারি কহিতে যাহারে
নিভৃতে প্রাণের কথা। দেখিলাম নাই,
কেহ নাই সংসারে আমার। পিতা নাই—

ছিল মাতা, তাও নাই। জানো কি জননী—
জানো কি? না, তুমি কি জানিবে? এত ভাল
বাসিতে না কভু, ভালবাসিতে শিখনি—
কৌমার্য্যে হারাওনি একসঙ্গে পিতা মাতা।
বিলাসে জনম তব, বিলাসে বর্দ্ধিতা,
বিলাসে বিবাহ তব, বিলাসে বিধবা,
বিলাসের আদরিণি তুমি, কি বুঝিবে এ মুহূর্ত্তে
আমার মর্ম্মের ব্যথা।

বসুমিত্রা। ক্রুদ্ধ হইও না—

কুবেণী। না, না ক্রুদ্ধ হইব না;
উদ্ধতের প্রতি ক্রোধ সম্ভবে জননী!
ক্রোধ না সম্ভবে অতি পতিতের প্রতি।
তোমার উপরে ক্রোধ—জানো কি জননী!
তোমার এ দাস্য দেখিতেছি, মন্ত্রমুগ্ধ
উচ্চফণা ফণিনীর ধূলাবলুণ্ঠিত
দেখিতেছি এই শির, আর মরিতেছি
মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরিয়া।

কলাসেন। কি করিলে স্থির?
পালিবে কি পালিবে না আদেশ আমার?

কুবেণী। তোমার আদেশে মহারাজ! পদাঘাত করি।
তোমার আদেশ! ক্ষমা কর মহারাজ।
কিন্তু কেন বৃথা কর উত্তেজিত মম

শৃঙ্খলিত ক্রোধের শার্দ্দূলে। মানিব না
তোমার আদেশ কভু; যাহা ইচ্ছা কর।

কালসেন। রাখিব তোমারে বন্দী করিয়া বালিকা।

কুবেণী। আমারে করিবে বন্দী! [হাস্য] শুনিয়াছ কভু
কেহ বাঁধিয়াছে সিন্ধু-তরঙ্গ নর্ত্তনে,
কেহ করিয়াছে বন্দী দীপ্তি দামিনীর
প্রলয় মেঘের রোল—ঝঙ্কার গর্জ্জনে?
লঙ্কার রাজ্ঞীর পতি! তোমার এ আস্ফালন
তুচ্ছ জ্ঞান করি। কিন্তু রহিব না আমি
আগুলিয়া ক্রোধভরে তোমার সম্পৎ—
তোমার সুখের পথ। দেখিবেনা আর
কুবেণীর কৃষ্ণছায়া লঙ্কার প্রাসাদে।

বসুমিত্রা। সে কি কন্যা? কোথা যাবে?

কুবেণী। কোথায় জানি না। কিন্তু কোথা নহে জানি—
নহে আর লঙ্কার প্রাসাদে।

বসুমিত্রা। সে কি বৎসে!

কুবেণী। জননী বিদায় তবে।

বসুমিত্রা। সে কি কুবেণী; আমারে
ছাড়িয়া কোথায় যাবে অবোধ বালিকা?
গৃহে চল বালা—

কুবেণী। গৃহ, গৃহ নহে আর
যেইখানে স্নেহ নাই। জন্মভূমি নহে

জন্মভূমি—আর ; যেইখানে স্নেহ নাই,
যেইখানে স্নেহ নাই, মাতা নহে মাতা।
—জননি! বিদায় দাও। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কারাগার। কাল—মধ্যাহ্ন।

সিংহবাহু ও অনুরোধ।

সিংহবাহু। আমি কার বন্দী বল্লে ?

অনুরোধ। মহারাজ বিজয়সিংহের।

সিংহবাহু। মহারাজ বিজয়সিংহ! কোথাকার মহারাজ ?

অনুরোধ। বঙ্গদেশের মহারাজ।

সিংহবাহু। বঙ্গদেশের মহারাজ ত আমি।

অনুরোধ। আজ্ঞে—

সিংহবাহু। বল "মহারাজ!" বঙ্গদেশের মহারাজ একা আমি। ব্রহ্মাণ্ডের উপরে এক ঈশ্বর—দুই ঈশ্বর নাই। আকাশে এক সূর্য্য। রাজ্যের এক রাজা। গৃহের কর্ত্তা একজন, দুজন হয় না। যতদিন জীবিত আছি, বঙ্গদেশের রাজা একা আমি।

অনুরোধ। আর বিজয়সিংহ ?

সিংহবাহু। দস্যু। যে এই সোণার বঙ্গভূমি লুঠ করে' নিয়েছে,

আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু মাণিক—এ চুরি গেলেও সেই মাণিক, মাণিকই থাকে। আমি পরাজিত হই, পদচ্যুত হই, বন্দী হই, যা'ই হই—যত দিন বেঁচে আছি, একা আমি মহারাজ। বিজয়সিংহ নয়, মনে রেখ।

অনুরোধ। বিজয়সিংহ আপনার পুত্র।

সিংহবাহু। বাপ বেঁচে থাকতে মহারাজের পুত্র মহারাজ হয় না,—যুবরাজ হয়। মহারাজ আমি।

অনুরোধ। উত্তম, পদবীর বিচার কর্ত্তে এখানে আসি নাই। মহারাজ বিজয়সিংহ বলে' পাঠিয়েছেন—

সিংহবাহু। বল যুবরাজ বিজয়সিংহ।

অনুরোধ। তিনি বলে' পাঠিয়েছেন—

সিংহবাহু। আগে বল যুবরাজ বিজয়সিংহ বলে' পাঠিয়েছেন ; নৈলে, চলে' যাও। আমি তোমার কোন কথা শুন্তে চাই না। চলে' যাও—

অনুরোধ। আজ্ঞে আমি ভৃত্য মাত্র।

সিংহবাহু। আমার কাছে কেউ নাই যে এই ব্যক্তিকে কায়দা শেখায়। মহারাজের সঙ্গে কথা কৈতে, আগে জানু পেতে মহারাজ বলে' সুরু কর্ত্তে হয়। বল মহারাজ, যুবরাজ বিজয়সিংহ নিবেদন করে' পাঠিয়েছেন যে—তারপর বলে' যাও।

অনুরোধ। উত্তম, যুবরাজ বিজয়সিংহ বলে' পাঠিয়েছেন যে, তিনি একবার মহারাজের সাক্ষাৎ চান। যদি মহারাজ দয়া করে' একবার—রাজসভায় আসেন—

সিংহবাহু। রাজসভায় ?

অনুরোধ। অর্থাৎ যুবরাজের কাছে আসেন।

সিংহবাহু। কে যাবে? কার কাছে? মহারাজ যাবে,—যুবরাজের কাছে?—বলগে যুবরাজকে, যে এরকম দস্তুর নাই! তার কিছু আবেদন থাকে, এখানে এসে প্রকাশ করুক।

অনুরোধ। এ কারাগার—

সিংহবাহু। আমি যেখানে থাকি সেখানেই আমার রাজত্ব। এই কারাগারই এখন আমার রাজ্য। আর এই সিন্দুক [বসিয়া] আমার সিংহাসন। এখানে বসে' আমি তার নিবেদন শুন্‌বো।

অনুরোধ। তবে মহারাজ এইখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বেন?

সিংহবাহু। এইখানেই।—যাও!— না—যাও, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। আমি তার বক্তব্য শুন্‌বো।

অনুরোধ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান]

সিংহবাহু। এতদূর দর্প হয়েছে তার! এত দম্ভ! [ক্রুদ্ধভাবে পরিক্রমণ]

সুরমার প্রবেশ।

সিংহবাহু। কে!

সুরমা। আমি সুরমা।

সিংহবাহু। সুরমা কে?

সুরমা। আপনার কন্যা সুরমা।

সিংহবাহু। ওঃ—এখানে কি প্রয়োজন?

সুরমা। কন্যা পিতার কাছে কি বিনা প্রয়োজনে আসে না?

সিংহবাহু। তোমায় তারা বন্দী করেনি?

সুরমা। ভাই ভগ্নীকে বন্দী কর্ব্বে!

সিংহবাহু। না! শুধু পুত্র পিতাকে বন্দী কর্ব্বে। এই মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে লেখে—না?

সুরমা। আপনি বন্দী?

সিংহবাহু। এই দেখ্‌ সুরমা। তারা আমার পায়ে শেকল পরিয়ে দিয়েছে, হাত বেঁধে দিয়েছে। [অশ্রুগদগদস্বরে] হাত বেঁধে দিয়েছে, এই দেখ!

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। কাঁদ্‌ছ? মেয়ের গলা ধরে শিশুর মত কাঁদ্‌ছ মহারাজ! ছেলে বাপের উপর চোখ রাঙায় আর বাপ কাঁদে—এই আমি প্রথম দেখ্‌লাম।

সুরমা। কার কুমন্ত্রণায় এই রকম হয়েছে মা?

রাণী। আমার?

সুরমা। নিশ্চয়ই; দাদা আমার তেমন দাদা নয়—বাবা বলে' অজ্ঞান। তুমি বাপকে ছেলের পর করেছো, ছেলেকে বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে' তুলেছ, দুটো স্নেহার্দ্র হৃদয়কে আগুন করে' তুলেছ। ধন্য তুমি!

রাণী। মায়ের প্রতি কন্যার উপযুক্ত উক্তি বটে, উচিত আচরণ বটে! দুর্দ্দিনে সুকন্যা সান্ত্বনা দেয়,—ভৎর্সনা করে না।

সুরমা। সান্ত্বনা!—তাই দিতে এসেছিলাম, আমার সহ বেদনার অশ্রুজলে পিতার হৃদয়ের ক্ষত ধুয়ে দিয়ে স্নেহের প্রলেপ দিতে এসেছিলাম,

কিন্তু বঙ্গের মহারাজের—আমার পরম স্নেহাস্পদ পিতার হাত বাঁধা দেখে আমার নিজের অশ্রু শুকিয়ে গেছে। বাবা—তোমার এ অপমান!

রাণী। এই পুত্র বলতে মহারাজ চিরদিন যে অজ্ঞান! রাজ্যের ভিতরে তার দুর্দ্দান্ত উপদ্রবে রাজ্যকে অরাজক করে' তারপর—রাজ্যের বাহিরে গিয়ে সেই অরাজক রাজ্যকে ভেঙে চুরে ভাসিয়ে দিতে বসেছে। এ পুত্র না শত্রু?

সিংহবাহু। কথা কোয়োনা রাণী।

রাণী। কেন কৈব না—

সিংহবাহু। চুপ!

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। চুপ সুরমা! আমার মধ্যে রক্তস্রোত টগ্‌বগ্ করে' ফুট্‌ছে, মাথায় আগুন ছুটেছে। আমি বিজয়ের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠিয়েছি।

রাণী। সে কৈফিয়ৎ দেবে! সে এতক্ষণ দস্যু-পরিবৃত হ'য়ে রাজ-সিংহাসনে বসে' বিজয়ের অট্টহাস্য ধ্বনিতে সভাগৃহ ধ্বনিত কচ্ছে; সে পিতৃহত্যার মন্ত্রণা কচ্ছে।

সুরমা। অসম্ভব!

রাণী। [রাজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] এ সম্ভব বিবেচনা করেছিলে? তোমার পিতার হাতে রজ্জু, পায়ে শিকল—এ সম্ভব ভেবেছিলে সুরমা!

সুরমা। মা তুমি আবার কি মন্ত্রণা কচ্ছ? আর কি সর্ব্বনাশ কর্ব্বে?

রাণী। আমি ত সর্ব্বনাশই কর্চ্ছি! আর তোমার গুণনিধি ভাই রাজ্যের ইষ্টদেব, পুণ্যের কল্পতরু—

সিংহবাহু। চুপ্—বিজয়সিংহ আস্‌ছে।

অনুরোধ ও উরুবেলের সহিত বিজয়সিংহের প্রবেশ।

সুরমা। দাদা! দাদা। এ কি?

বিজয়। কি সুরমা? দাঁড়াও।—বাবা—[প্রণাম]

রাণী। উত্তম অভিনয়।

বিজয়। কে মহারাণী! মহারাণী মহারাজার কক্ষে কেন অনুরোধ? মহারাণীকে কক্ষান্তরে নিয়ে যাও উরুবেল!

উরুবেল। আসুন মহারাণী।

সুরমা। দাঁড়াও। দাদা! এ সব কি? তোমার দ্বারা এও কি সম্ভব?

বিজয়। কি সম্ভব নয় সুরমা? যে একটা দুঃখাচ্ছন্ন পরিবারের শনি হ'য়ে প্রবেশ করে, যে মাতৃহীন অভাগা পুত্রের কাছে থেকে তার বাপকে ছিনিয়ে নেয়, পুত্রের অন্ধকারে সেই একদীপ, তাও নির্ব্বাণ করে', তাকে অন্ধ করে' দেয়, যে বাপকে ছেলের পর করে, তার প্রতি কি অন্যায় আচরণ হয়েছে ভগ্নী!

সুরমা। কিন্তু—

বিজয়। দাঁড়াও।—হাঁ সমুচিত আচরণ এখনও হয় নি। দেখ্‌বে। পরে দেখ্‌বে—এখনও হয় নি।

সুরমা। কিন্তু মহারাজের প্রতি?—

বিজয়। বিদ্রোহ করেছি? কেননা দেখেছি ভিক্ষা নিষ্ফল।

সুরমা। কিন্তু তাঁকে এই কারাগারে নিক্ষেপ করে' তাঁর হাতে পায়ে শিকল পরানো!—

বিজয়। [সাতিবিস্ময়ে] সে কি! [নিরীক্ষণ করিয়া] তাইত! কে বাবার হাত বেঁধে দিয়েছে—অনুরোধ ?

অনুরোধ। আমি বুঝেছিলাম যুবরাজের আজ্ঞাক্রমে সে কাজ হয়েছে।

বিজয়। আমি আজ্ঞা দেবো বাবাকে বাঁধ্‌তে! অনুরোধ! এতদিনে আমায় চিন নি ?

অনুরোধ। যুবরাজ এ আজ্ঞা দেন নি ?

বিজয়। আমি আজ্ঞা দিয়েছিলাম, রাণীকে বাঁধ্‌তে। বাবা! কোন মহাভ্রমে এ কাজ হয়েছে। আমি নিজে এ বন্ধন খুলে দিচ্ছি। [উক্তবৎ কার্য্য] এই বেড়ী মহারাণীকে পরিয়ে দাও সুরমা!

সুরমা। সে কি দাদা ?

বিজয়। তুমি বাবাকেও জানো দাদাকেও জানো। যা গোঁ তা কর্ব্বই। দাও পরিয়ে দাও।

সুরমা। এ কাজ আমাদ্বারা হবে না।

বিজয়। তবে আমাকেই এ কাজ কর্ত্তে হোলো [বন্ধন পরাইয়া দিলেন] এখানেই শাস্তির শেষ নয় মহারাণী! কাল প্রজাবর্গ সমক্ষে মহারাণীর মস্তক মুণ্ডন করে' সহরের বাহির করে' দেওয়া হবে। নিয়ে যাও মহারাণীকে।　　[অনুরোধ মহারাণীকে লইয়া গেল]

বিজয়। এখন, বাবা আমার নিবেদন আছে।

সিংহবাহু। বন্দী অবস্থায় আবেদন শোনা দস্তুর আছে কি বিজয়-সিংহ ?

বিজয়। মহারাজ বন্দী নন। মহারাজ পূর্ব্বে যেরূপ মুক্ত ছিলেন,

আজও তেমনি মুক্ত। শুদ্ধ মহারাণীর সমক্ষে যাবার অধিকার নাই।

সিংহবাহু। কার আজ্ঞায় ?

বিজয়। আমার আজ্ঞায়।

সিংহবাহু। আমার চক্ষের সম্মুখে তোমার হুকুম খাটাচ্ছ বালক! স্পর্দ্ধা বটে! যে পিতার হাত পা বাঁধ্‌তে পারে, সে কি না পারে ?

বিজয়। আমার আজ্ঞায় কি জ্ঞাতসারে এ কাজ হয় নি। আমায় বিশ্বাস করুন মহারাজ।

সিংহবাহু। হোক্ না হোক্, একই কথা।

বিজয়। আমায় মার্জ্জনা করুন।

সিংহবাহু। তারপর ?

বিজয়। আমার আবেদন শুনুন।

সিংহবাহু। বঙ্গের মহারাজ সিংহাসনে বসে' আবেদন শোনে!

বিজয়। উত্তম, তবে তাই শুন্‌বেন। বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করে' বসি নাই—রাজ্যে আমার স্পৃহা নাই। শুদ্ধ এক অধিকার চাহি। সে অধিকার থেকে কেউ আমায় বঞ্চিত কর্ত্তে পাবে না। মহারাজ নিজেও নয়।

সিংহবাহু। বিজয়সিংহ, তুমি রাজদ্রোহী। তার বিচার কর্ব্ব। তার পর তোমার আবেদন শুন্‌বো।

বিজয়। উত্তম, বিজিত! মহারাজ মুক্ত ও স্বেচ্ছাগতি। প্রণাম মহারাজ! [প্রস্থান]

সিংহবাহু। সেই দর্প! সেই অভিমান! আমার পশুত্ব গলে'

যাচ্ছে। আমার হৃদয় গলে' যাচ্ছে—আমার পুত্র বটে! সুরমা! কন্যা আমার!

সুরমা। বাবা! দাদা মহৎ, তাঁকে ক্ষমা করুন।

সিংহবাহু। রাগ জল হ'য়ে গেল—জল হ'য়ে গেল।

চতুর্থ দৃশ্য।

কালসেন ও বিরূপাক্ষ কথোপকথন করিতেছিলেন।

কালসেন। কুবেণীর কোন সন্ধান পাও নাই?

বিরূপাক্ষ। না মহারাজ।

কালসেন। খোঁজ করেছ?

বিরূপাক্ষ। করেছি। নগরে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, গ্রামে, অরণ্যে, সর্ব্বত্র খোঁজ করেছি।

কালসেন। যাও!—না, শোন! হারীতকে সপরিবারে ধরে আন।

বিরূপাক্ষ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

কালসেন। তাকে সপরিবারে শূলে দেবো। তার গচ্ছিত সম্পত্তির সন্ধান এবার দেয় কিনা দেখি। যাও ধরে নিয়ে এস।

বিরূপাক্ষ। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান]

কালসেন। প্রজাদের স্পর্দ্ধা চূর্ণ কর্ব্ব। কুলবধূদের কলঙ্কিত

কর্ব্ব। গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে' দেবো। চরম রাজত্ব কর্চ্ছি! কে? জয়সেন?

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে জয়সেনের প্রবেশ।

কালসেন। জয়সেন! এ বেশ!

জয়সেন। তাইত মহারাজ! বদ্‌লে আসি। [গমনোদ্যত]

কালসেন। দাঁড়াও—শোন জয়সেন! তোমার দিন দিন পাণ্ডুর মুখ, শীর্ণ তনু, অপাঙ্গে কালিমা—তোমার হয়েছে কি?

জয়সেন। কৈ! কি হয়েছে?

কালসেন। খেতে পাওনা?

জয়সেন। পাই বৈ কি? মহারাজ! কুবেণীর সন্ধান পেয়েছি।

কালসেন। সে কি! কোথায় কুবেণী?

জয়সেন। জলধির তলে।

কালসেন। সে কি?

জয়সেন। দেখেছি। কাল সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রের কূলে দাঁড়িয়ে ছিলাম—তাকে দেখ্‌লাম।

দূরে বসুমিত্রার প্রবেশ।

কালসেন। সে কি!

জয়সেন। কুবেণী-সিন্ধু থেকে সূর্য্যের মত উঠ্‌ল। তারপর সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে এসে আমার হাত ধর্‌ল, আমার পানে অনেক ক্ষণ চেয়ে রৈল। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে জলধির জলে আবার মিলিয়ে গেল। তারপর আকাশ পানে চাইলাম। সেখানে দেখ্‌লাম, উজ্জ্বল কনক বেশে ভূষিত কুবেণী—শেষে আকাশে মিশে গেল।

কালসেন। কি বলছ জয়সেন! প্রলাপ বোকো না।

জয়সেন। সত্য দেখ্‌লাম।

কালসেন। যাও বেশ পরিবর্ত্তন করে' এস।

জয়সেন। মহারাজ! স্পষ্ট দেখ্‌লাম।

কালসেন। যাও জয়সেন।

[জয়সেন ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল]

কালসেন। শুন্‌লে বসুমিত্রা?

বসুমিত্রা। [অগ্রসর হইয়া আসিয়া] কুমার উদ্‌ভ্রান্ত—প্রেমে।

কালসেন। অসম্ভব।

বসুমিত্রা। অসম্ভব নয় প্রিয়তম! তুমি প্রেমের গতি বুঝ্‌বে কি—যে কখন ভালবাসে নি।

প্রেম গোষ্পদের বারি
নহে মহারাজ, প্রেম গৈরিক নির্ঝর।
প্রেম নহে ক্ষণিকের প্রমোদ উল্লাস,
প্রেম নিত্য কর্ত্তব্যের তীর্থ দরশন।

কালসেন। বটে, তুমি আমায় সেই রকম ভালবাস?

বসুমিত্রা। বাসি না? বাসি। নৈলে তোমায় আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্ত্তে পার্ত্তাম না।

কালসেন। বটে!—কি দিয়েছ?

বসুমিত্রা। [উত্তেজিত ভাবে] কি দিয়েছি জানো না। প্রাণ, মন, দেহ, আত্মা, লোকলজ্জা, ধর্ম্মভয়, বিভব, সম্পৎ, স্বর্ণলঙ্কা,—সব তোমার পায়ে ঢেলে দিয়েছি। তার পর আবার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কি দিয়েছ?

কালসেন। এত!

বসুমিত্রা। তার পর—এই আমার জাতির উপর—এই তুমি রাজত্ব কর্চ্ছ, তাদের পদতলে দলিত কর্চ্ছ, তাদের ঘন আর্ত্তনাদ—একটা জাতির আর্ত্তনাদ, আমি কান পেতে শুন্‌ছি, তাদের জননী আমি—সেই আর্ত্তনাদ শুন্‌ছি, শিশুর চক্ষে জননীর প্রতি সেই সজল নিষ্ফল যাচ্ঞা দেখ্‌ছি, আর কিছু কর্ত্তে পার্চ্চি না। সে দুঃখ—যে জননী, সেই বুঝে।

কালসেন। কেন আমার হাতে এ রাজ্য দিয়েছিলে রাণী?

বসুমিত্রা। কেন? কেন? কেন? তাই আমি বারবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—প্রভাতে সন্ধ্যায় আপনাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করি; অমনি হৃদয় থেকে একটা আত্মগ্লানির বুদ্বুদ উপর দিকে উঠে গলা টিপে ধরে। নিশীথে কৃষ্ণ আকাশের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করি, কেন? অমনি বিশ্ব জুড়ে অট্ট হাহাধ্বনি উঠে, আর বুকের মধ্যে রক্তের সমুদ্র ঢেউ খেলে যায়। তুমিও জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কেন!!

কালসেন। এত যদি অনুতাপ হয় ত, রাজ্য ফিরে নাও, দিচ্ছি। ফিরে নাও।

বসুমিত্রা। তা কি যায় মহারাজ! রমণী যা একবার দেয়,—তা কি আর ফিরে নেওয়া যায় মহারাজ! সে যা হারায় জন্মের মত হারায়।

কালসেন। সেটা হচ্ছে কি?

বসুমিত্রা। ধর্ম্ম। আমি ধর্ম্ম হারিয়েছি! ধিক্, শত ধিক্ আমাকে।

কালসেন। অনুতাপ হচ্ছে?

বসুমিত্রা। প্রথম যৌবনে একাকিনী অসহায়া যুবতী বিধবা,—অঙ্গে অঙ্গে তরল যৌবন ছুটে যাচ্ছে, ঐশ্বর্য্যের মদভরে মত্ত, কামনা মদিরা

পানে জ্বালাময়, অর্দ্ধেক উন্মাদ আমি—একসঙ্গে সব হারিয়ে বসে' আছি। তারপর—

কালসেন। তারপর?

বসুমিত্রা। এখন আর বলে' কি হবে মহারাজ! তারপর আমার এক সম্পত্তি—আমার শেষ সম্পত্তি বল্‌তে অলস জিহ্বা জড়িয়ে আসে—আমার একমাত্র সন্তান আমার মৃত পতির একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন;—শেষরত্ন, মুমূর্ষুর হরিনাম—সেই কন্যাও আমার কামের অনলে আহুতি দিয়েছি!—ওঃ [ঘাম মুছিলেন]

কালসেন। সুন্দর! নিজের পাপের এমন বিস্তৃত ব্যাখ্যান—মুখস্থ পাঠের মত এমন আবৃত্তি পূর্ব্বে কখন শুনি নি।

বসুমিত্রা। সব গেছে। সব নাও। শুধু মহারাজ। আমার কন্যা ফিরে দাও। এক কন্যা নিয়ে বৈধব্য সমুদ্রে ভাস্‌লাম;—তারপর কূল পেলাম—ভুজঙ্গ বেষ্টিত ক্রূর গহ্বরসঙ্কুল অরণ্য। সে কন্যাটীকে সাপে কামড়াল, ছটফট করে' সে মারা গেল, আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম।

কালসেন। অনুতাপ হচ্ছে?

বসুমিত্রা। না, না—কি বল্‌ছি! উন্মাদিনী! যা গিয়েছে যাক্! তুমি থাক। তোমার ভুজঙ্গপিচ্ছিল গলদেশ জড়িয়ে থাকি। শূন্য চেয়ে তাও ভাল, তাও ভাল! [ক্রন্দন]

কালসেন। কাঁদ, চিরদিন কাঁদ। এ জন্মে এ রোদন আর থাম্‌বে না। তুমি কিছু শুনেছ প্রেয়সী?

বসুমিত্রা। কিছু না। লঙ্কা সমুদ্রের জলে ডুবে যাক্, এস নাথ! আমরা প্রেমের ভরে আকাশে বিচরণ করি। যা হবার তা হবে।

কালসেন। কি বল্‌ছ প্রিয়ে ?

বসুমিত্রা। ডুব্‌তে বসেছি, ডুব্‌ব, তুমিও ডুব্‌বে, আমিও ডুব্‌ব। এত জাতির রক্তের উষ্ণ ঢেউয়ে দুজনেই ডুব্‌ব। এস ডুবি। এস এই সম্পদের পর্ব্বতশিখর থেকে হাত ধরাধরি করে' নাচ্‌তে নাচ্‌তে গভীর গহ্বরে নেমে যাই। যাক্ লঙ্কা—রসাতলে যাক্।

উৎপলবর্ণের প্রবেশ।

কালসেন। কি সংবাদ পুরোহিত ?

উৎপল। মহারাজ! আজ আমি পুরোহিতরূপে তোমার কাছে আসিনি।

কালসেন। তবে ? কি রূপে এসেছ ?

উৎপল। জাতির প্রতিভূরূপে আজ প্রজাদের দীন আবেদন জানাতে এসেছি।

কালসেন। কি আবেদন ?

উৎপল। তোমার স্বেচ্ছাচার সম্বরণ কর। রাজ্যের পিতার মত রাজ্য শাসন কর। রাজ্যের আর নিজের সর্ব্বনাশ ক'র না।

কালসেন। কেন ? আমি করেছি কি ?

উৎপল। তুমি রাজ্যে দস্যুর অধম ব্যবহার করেছ, লঙ্কার ললনার প্রতি ব্যভিচার করেছ, শিশুপূর্ণ তরণী নিমজ্জিত করে' মজা দেখেছ; আর নগরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, সেই দৃশ্য দেখে হাততালি দিয়ে প্রেতের ন্যায় নৃত্য করেছ।

কালসেন। মিথ্যা কথা!

উৎপল। সাবধান মহারাজ! সময় থাক্‌তে এর প্রতিকার কর; নৈলে এর প্রতিকার ভগবান্ কর্ব্বেন।

কালসেন। কি বল্‌ছ উন্মাদ!

উৎপল। না আমি উন্মাদ নই, আমি শুধু কালের পৃষ্ঠায় নিয়তির অক্ষর প'ড়ে যাচ্ছি, তোমাদের যার বর্ণপরিচয় হয়নি সাবধান, এইটুকু বলে' যাচ্ছি, আর বেশী বল্‌বো না।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—বঙ্গের রাজসভাস্থান। কাল—প্রভাত।

বিজয়সিংহ সিংহবাহুর হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন।

বিজয়। মহারাজ! এই আপনার সিংহাসনে বসুন। আমি বঙ্গের সিংহাসন অধিকার কর্ব্বার জন্য এ যুদ্ধ করি নাই। আমি সিংহাসন চাই না। শুদ্ধ আমি আপনার হৃদয়ে নিজের সিংহাসন দাবী করি। সে সিংহাসন আমার। তা থেকে কেউ আমায় বঞ্চিত কর্ত্তে পারে না—মহারাজ নিজেও না।

সিংহবাহু। তুমি দাবী কর বিজয়সিংহ—আশ্চর্য্য তোমার দম্ভ! এখনও সেই দর্পিত দৃষ্টি, স্ফীত বক্ষ, উদ্ধত শির!

বিজয়। আমি আপনারই ত পুত্র।

সিংহবাহু। আমার পুত্র বটে—

বিজয়। হাঁ আপনারই পুত্র। নৈলে, এই বাহুতে এত বল কোথা থেকে এল? অন্তরে এই দর্প, এত স্নেহ কোথা থেকে এল মহারাজ! আপনার পুত্র না হ'লে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'য়ে সে রাজ্য আপনার পদে দান করে' আপনার স্নেহভিক্ষা করি?

সিংহবাহু। দান! বিজয়সিংহ! আমি সিংহাসন এই মুহূর্ত্তে ত্যাগ কচ্ছি। পারি, ত এই বাহুবলে উদ্ধার কর্ব্ব। নহিলে বনে যাব। পুত্রের দান!

বিজয়। পুত্রের অর্ঘ্য। মহারাজ! সিংহাসনে বসুন।

সিংহবাহু। কদাপি না।

বিজয়। মিনতি করি [করযোড়ে]।

সিংহবাহু। পুত্রের দান শিরে বহন কর্ব্বে সিংহবাহু?

বিজয়। পুত্রের অর্ঘ্য কোন পিতা চরণে ঠেলে না।

সিংহবাহু। তার পূর্ব্বে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। দান!

বিজয়। পুত্রের দান কি তুচ্ছ মহারাজ! পিতা যে পুত্রের জন্মদান করে, আশৈশব অন্নবস্ত্র দান করে, স্নেহদান করে, পুত্রের শিক্ষাদান করে, সে সব কি পুত্র ভিক্ষাদান স্বরূপ গ্রহণ করে মহারাজ! সে সকল কি তাঁর প্রাপ্য নয়? আবার বৃদ্ধ মরণোন্মুখ পিতাকে যখন পুত্র আহার, আশ্রয়, শক্তি, ভক্তি দান করে—সেই বা কি ভিক্ষা দান? এ প্রকৃতির সাম্যতাজন্য পরিশোধ। মহারাজ এ পুত্রের দান—দেবতা যেমন ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করে—তদ্রূপ আপনিও গ্রহণ করুন। সিংহাসনে বসুন।

সিংহবাহু। তার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার আজ্ঞা রাজার আজ্ঞা বলে' গ্রহণ কর্ব্বে।

বিজয়। নিশ্চয়। চিরদিন যা মাথায় করে' বহন করেছি, হৃদয়ে ধারণ করেছি, আজ তা পেশীর বল হয়েছে বলে'—রক্তের তেজ হয়েছে বলে' কি ছুড়ে ফেলে দেব? দিতে পারি! বিজয়সিংহ চিরদিনই আপনার প্রজা, চিরদিনই আপনার পুত্র, চিরদিনই আপনার ভৃত্য।

সিংহবাহু। তবে শোন বিজয়সিংহ! তোমার বিপক্ষে যে গুরুতর অভিযোগ তার কৈফিয়ৎ চাই।

বিজয়। কিসের কৈফিয়ৎ মহারাজ!

সিংহবাহু। তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে কারাগার ভেঙে পালিয়েছ। তার পর, এ রাজ্যের প্রজা হ'য়ে এই রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে কলিঙ্গের পঙ্গপাল নিয়ে বিদ্রোহের ডঙ্কা বাজিয়ে এই রাজ্য আক্রমণ করেছ। এ গুরুতর অপরাধ। এর উত্তর চাই।

বিজয়। এর কৈফিয়ৎ দিব। কিন্তু তার পূর্ব্বে পুত্র একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ ভিক্ষা করে।

সিংহবাহু। তার অর্থ?

বিজয়। তার অর্থ এই যে, এই মন্ত্রী, এই ভৃত্যদের, এই পারিষদবর্গদের বিদায় দিন। এই ঘরে একবার নিভৃতে পিতা পুত্রের সাক্ষাৎ হোক্। করযোড়ে মহারাজ বলে' ডাক্‌বার পূর্ব্বে একবার তোমার গলাটি জড়িয়ে গালের উপর গাল রেখে একবার 'বাবা' বলে' ডাকি। আপনার প্রাণে আমার রাজ্য, আমার অধিকার আমি বুঝে নেই, ঐ প্রসারিত বক্ষে একবার প্রাণের উচ্ছ্বাসে, আবেগে মুখ লুকিয়ে কাঁদি, তার'পর কৈফিয়ৎ দিব।

সিংহবাহু। ভণ্ড তপস্বী—

বিজয়। না আমি ভণ্ড নই। আমি উদ্ধত হ'তে পারি, মূঢ় হ'তে পারি, নরহন্তা হ'তে পারি। শুধু আমি ভণ্ড নই। রাজা! আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

সিংহবাহু। তার প্রমাণ যথেষ্ট দিয়েছ। এখন কৈফিয়ৎ দাও, রাজদ্রোহ গুরুতর অপরাধ।

বিজয়। এ গুরুতর অপরাধ স্বীকার করি।

সিংহবাহু। তার উত্তর?

বিজয়। মহারাজের ক্ষমা ভিক্ষা করি।

সিংহবাহু। ক্ষমা! রাজার বিচারে ক্ষমা নাই।

বিজয়। তবে কার বিচারে ক্ষমা আছে মহারাজ! অশক্তের ক্ষমার মূল্য কি? যে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারে না, সে ক্ষমা করুক বা না করুক, সংসারের কি যায় আসে? যে শাস্তি দিতে পারে, যে আততায়ীর পদাঘাতের ঋণ সেই আততায়ীর রক্ত দিয়ে ধৌত করে' দিতে পারে, সে যদি সেই পদাঘাত ক্ষমা করে, সেইখানেই ক্ষমার প্রয়োজন—সেইখানেই ক্ষমার মাহাত্ম্য। মহারাজ! যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তপদে কারাগারে ছিলেন, তখন আমি মহারাজের ক্ষমা চাই নাই। মহারাজ এখন আবার বাঙ্গলার সিংহাসনে, এখন ইচ্ছা কর্লে, আমার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিতে পারেন। এখনই ত মহারাজের ক্ষমার সময়, ক্ষমার ক্ষমতা।

সকলে। সাধু বিজয়সিংহ।

সিংহবাহু। বিজয়সিংহ! আমি ক্ষমা জানি না। আমি পূর্ব্বেই

তোমার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম। সে দণ্ড প্রত্যাহার কর্লাম। কিন্তু আমি তোমায় দেশ থেকে চিরনির্ব্বাসন দণ্ড দিলাম।

বিজয়। দণ্ড মাথা পেতে নিচ্ছি পিতা! আর মহারাজের রাজ্যে বিজয়সিংহের নাম কেউ শুন্তে পাবে না। আমি যাচ্ছি, আপনায় ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, জন্মের মত যাচ্ছি—তবে তার আগে একবার আমায় তেমনি করে' বক্ষে টেনে নিন, যেমন আগে নিতেন, আমায় স্নেহ-গদ্‌গদস্বরে তেমনি করে', বিজয় বলে' ডাকুন, যেমন আগে ডাকৃতেন—একবার, একবার—বাবা!

সিংহবাহু। দূর হও ভণ্ড।

বিজয়। বাবা [পদধারণ]।

সিংহবাহু। আমি তোমায় বিষচক্ষে দেখি, দূব হও।

[পদাঘাত ও প্রস্থান]

বিজয়। এতদূব! শেষে মহারাণী তোমারই জয়! আমারই পরাজয়, উঃ কি পরাজয়! পিতার স্নেহভিক্ষা করে'—তার পর পদাঘাত! আমার অগাধ স্নেহের এই প্রতিদান—জগদীশ! এ হৃদয়ে এত স্নেহ দিয়েছিলে কেন? পিতার পদাঘাত! পিতার পদাঘাত!! উঃ—সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে, মাথা ঘুর্চ্ছে—কি পরাজয়!—কি পরাজয়! উঃ—ভগবতি বসুন্ধরে! দ্বিধা হও। একি! মাথা ঘুর্চ্ছে। একি! [মূর্চ্ছিত]

উরুবেল। যুবরাজ! যুবরাজ! হো অনুরোধ! জল নিয়ে এসো। যুবরাজ মূর্চ্ছিত। জল নিয়ে এসো—শীঘ্র।

[অনুরোধের প্রস্থান]

বিজিত। যুবরাজ!

জল লইয়া অনুরোধের প্রবেশ।

বিজিত। [মুখে জল দিয়া] যুবরাজ!

ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। কৈ—আমার বিজয় কৈ?

বিজিত। মূর্চ্ছিত।

ভৈবব। মূর্চ্ছা গিয়েছে? বিজয়—দাদা!

বিজয়। বাবা! বাবা! [চারিদিকে পর্য্যবেক্ষণ] বাবা কৈ?

ভৈরব। বাবা! কোথায় তোব বাবা? তোর দাদা আছে, বাপ নাই! তুই আমার দাদা, আমি তোর দাদা, সংসারে বাবা কেউ নেই।

বিজয়। [উঠিয়া] ভৈরব! ভৈরব! কেন এসে আবার দাদা বলে' ডাক্‌লে? আমার হেন সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। বাবা যেন স্নেহে গলে' গিয়ে আমায় বাবা বলে' ডাক্‌ছেন, আর স্বর্গে যেন বীণা বেজে উঠ্‌লো, মর্ত্ত্যভূমে স্বর্গের আলোক ছেয়ে গেল! তারপর, তারপর—

বিজিত। বিজয়!

ভৈবব। ভাই তুই বীব! এত অধীর হওয়া কি তোর সাজে?

বিজয়। না ভৈরব! তবে দেশ ছেড়ে যাই। স্বদেশ আমার! প্রিয় জন্মভূমি! এখন একা তুমিই আমার মা। তোমাকেও ছেড়ে যেতে হ'ল।—তবে বিদায় দাও মা। বৃথাই তোমার দুরন্ত ছেলেকে তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার ফলমূল, তোমার মিষ্টরস দিয়ে মানুষ করে' তুলেছিলে। কিছু কর্ত্তে পার্লাম না। আজ আমি পিতৃমাতৃহীন, গৃহহীন, লক্ষ্যহীন যুবক। আমার কেউ নেই। বিদায় দাও মা!

ভৈরব। দেশ ছেড়ে যাবে কেন বিজয়? বহির্দ্বারে পঞ্চসহস্র

তরবারি তোমার এক ইঙ্গিতের অপেক্ষা কর্চ্ছে। বল—আজ্ঞা দাও, এই রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে, ভূমিসাৎ করে' দিয়ে চলে' যাই। তার উন্মাদ রাজাকে বন্দী করে' রেখে দেই। তুমি আবার নূতন রাজ্য স্থাপন কর। দেশ ছেড়ে যাবে কেন বিজয় ?

বিজয়। না ভৈরব! পিতা সাক্ষাৎ দেবতা।

বিজিত। এই পিতা ?

বিজয়। সন্তান পিতা বেছে নিতে পারে না বিজিত! চল বিজিত রাজ্য ছেড়ে যাই।

ভৈরব। রাজ্য ছেড়ে যেতে যাবি কেন রে বিজয়। আয় আমার কুঁড়ে ঘরে রেখে দেবো—কেউ টের পাবে না। আমার বুকের মধ্যে রেখে দেবো—কেউ টের পাবে না।

বিজয়। না ভৈরব! পিতা সাক্ষাৎ দেবতা। আমি দেশ ছেড়ে যাবো। বন্ধুগণ! বিদায় দাও।

বিজিত। বিদায় দিব ? না বিজয়! তোমাকে বিদায় দেব না। তুমি এখানে থাকতে না চাও, আমি তোমায় ছাড়্‌ব না। তুমি যেখানে যাবে, আমি সঙ্গে যাবো।

বিরূপাক্ষ। আমরা তোমায় ছাড়্‌বনা।

বিশালাক্ষ। আমরা কেউ তোমায় ছাড়্‌ব না।

বিজয়। আমার সঙ্গে যাবে!

বিশালাক্ষ। যাব ভাই।

বিজয়। আমি কোথায় চলেছি জানো ?

বিরূপাক্ষ। যেখানে হয়, কিছু যায় আসে না।

বিজয়। আমি যেখানে চলেছি, সেখানে মানুষ নাই, আনন্দ নাই, মৃত্যুভয় নাই। যেখানে কেউ হাসে না, কাঁদে না, ভালবাসে না। ওঃ—সংসারের কি বিশাল ভ্রম! কি ভয়ানক শক্তির অপচয়! মানুষ! কাকে বিশ্বাস কর্ব্ব—যখন বাপ ছেলেকে পদাঘাত করে—সে ছেলে, যে সেই বাপের স্নেহের জন্য পাগল। সংসারে সব চোর। সব পর্ব্বতের মত স্বার্থমগ্ন, সমুদ্রের মত স্বেচ্ছাচারী, আকাশের মত উদাসীন, ঈশ্বরের মত কঠিন। ন্যায, মমতা, ভক্তি, বিশ্বাস কিছু নাই। তবে চল সবাই, সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে দেই।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—বঙ্গরাজপ্রাসাদ।

সুরমা ও লীলা।

সুরমা। শুনেছ বোন্?

লীলা। শুনেছি।

সুরমা। স্বদেশ থেকে চিরনির্ব্বাসন! এত বড় দণ্ড!—

লীলা। তার আর অন্যায় কি হয়েছে? তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন, মহারাজ বিদ্রোহীর দণ্ড দিয়েছেন। অন্যায় কিছু হয় নি।

সুরমা। সে কি বলিস্ লীলা!—এত স্নেহের বিনিময়ে—

লীলা। রাজার বিচারে স্নেহের স্থান নাই। পাত্রাপাত্রের ভেদ নাই। এই ত বিচার।

সুরমা। সে কি! তুই খুব সন্তুষ্ট হয়েছিস্?

লীলা। অত্যন্ত। এমন কি, এ সময়ে যুবরাজের স্ত্রীর যদি নাচা প্রথা থাকৃত, ত হয় ত আমি নাচ্তাম।

সুরমা। তুই যে বলেছিলি যে,—তুই কাছে থাকৃতে কেউ তার কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না।

লীলা। তা বলেছিলামই ত।

সুরমা। কিন্তু এ নির্ব্বাসন দণ্ড থেকে ত তাকে রক্ষা কর্ত্তে পালি নে?

লীলা। না, তা পার্লাম না। কিন্তু—আমি কিন্তু বলিনে—কেউ তাঁকে নির্ব্বাসন কর্ত্তে পার্ব্বে না। আমি বলিছিলাম যে, কেউ তাঁকে ধরে রাখ্তে পার্ব্বে না। তা কেউ পার্ল?

সুরমা। তুই যেন দেখাচ্ছিস্ যে, এই নির্ব্বাসন দণ্ডে তুই খুব খুসী।

লীলা। খুসীই ত—

সুরমা। এ নির্ব্বাসন দণ্ড ভাল হয়েছে?

লীলা। মন্দ কি!—

সুরমা। তোকে আমি বুঝ্লাম না।

লীলা। কাল বুঝ্বে। [প্রস্থান]

সুরমা। কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি!

সুমিত্রের প্রবেশ।

সুমিত্র। দিদি! দাদা কোথায়?

সুরমা। দাদা দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন।

সুমিত্র। কোথায়?

সুরমা। জানি না। সুমিত্র! কাল থেকে দাদাকে দেখ্‌তে পাবিনে, দাদা জন্মের মত দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন।

সুমিত্র। আমিও সঙ্গে যাবো!

সুরমা। অবোধ বালক! কিছু জানে না, যে তাকে এ রাজ্যের রাজা কর্ব্বার জন্যই এই মন্ত্রণা।

সুমিত্র। আমি এ রাজ্যের রাজা হব না, যদি দাদা দেশ হ'তে যায়। আমি মাকে গিয়ে বল্‌ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

সুরমা। তোর মা সেই কথা শুন্‌লেন আর কি!

সুমিত্র। শুন্তে হবে। স্পষ্ট কথা বলি শোন দিদি! আমি মায়ের চেয়ে দাদাকে ভালবাসি।

সুরমা। ঐ যে বাবা আর বিমাতা আস্‌ছেন! কি মন্ত্রণা কচ্ছে'ন শুনি।

সিংহবাহু ও রাণীর প্রবেশ।

সিংহবাহু। পূর্ব্বেই জান্তাম।

রাণী। বিদ্রোহ কর্ত্তে পারে।

সিংহবাহু। তা পারে। অর্দ্ধেক প্রজা ত ক্ষেপেছে।

রাণী। বিদ্রোহ কর্ব্বে বলে' বোধ হয়?

সিংহবাহু। বোধ কিছু হয় না রাণী!—কিন্তু একটা কথা ঠিক যে, চোখ রাঙ্গানিতে আমি ভয় পাই না। তবে—

রাণী। তবে?

সিংহবাহু। না—সে কথা যাক্। যখন দণ্ড দিয়েছি—দিয়েছি; যা হবার হবে।

বিজয়সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। প্রণাম হই মহারাজ!

সিংহবাহু। কে? বিজয়।

বিজয়। [অগ্রসর হইয়া] হাঁ বাবা, আমি।

সিংহবাহু। কবে যাচ্ছ?

বিজয়। এই দণ্ডেই। তরণী প্রস্তুত। [প্রস্থানোদ্যত]

সুমিত্র। আমি তোমায় যেতে দেব না দাদা! [পথ আগলাইলেন। বিজয় চলিয়া গেলেন]

সুরমা। বাবা! আপনি কি করেছেন?

সিংহবাহু। কি করেছি?

সুরমা। এই নির্ব্বাসন দণ্ড প্রত্যাহার করুন।

সিংহবাহু। প্রত্যাহার কর্ব্ব?

সুমিত্র। দাদাকে ফিরিয়ে আনো বাবা! নৈলে—

সুরমা। এখনও দাদা দেশে আছেন। কাল সন্ধ্যায় আর তাঁকে খুঁজে পাবেন না। মাথা খুঁড়্‌লেও পাবেন না,—এখনও সময় আছে। দণ্ড প্রত্যাহার করুন।

সিংহবাহু। এখনও সময় আছে!

রাণী। কি বল্‌ছ সুরমা? এ বিচার; পিতা পুত্রের কলহ নয়। এখান থেকে চলে' যাও।

সুরমা। কাল তাকে মাথা খুঁড়্‌লেও আর পাবেন না। দাদা বড় অভিমানী। আর সে ফিরে আস্‌বে না। চিরজীবন কাঁদ্‌তে হবে। চিরজীবন অনুতাপ কর্ত্তে হবে। চিরজীবন—

রাণী। চলে' যাও বালিকা!

সুরমা। মা! রাজ্য নাও—প্রাসাদ নাও—স্বর্গ নাও। দাদাকে ফিরিয়ে দাও। তিনি রাজ্য চান না।

রাণী। উদ্ধত বালিকা! চলে' যাও এখান থেকে।

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। [ধীরে] যাও।—এদিকে এস।

[সুমিত্রের হাত ধরিয়া ধীরে প্রস্থান। রাণী তাহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন।]

সুরমা। [জানু পাতিয়া] পরমেশ্বর! দয়াময়! দাদাকে ফিরিয়ে দাও। দাদাকে ফিরিয়ে দাও।

বালকবেশী লীলার প্রবেশ।

লীলা। দেখ দেখি কেমন দেখাচ্ছে দিদি!

সুরমা। এ আবার—কি!

লীলা। দেখাচ্ছে কেমন?

সুরমা। লীলা! একি তোর ছেলেমানুষি কর্ব্বার সময়?

লীলা। এস দিদি কথা আছে।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—বিজয়সিংহের শিবির। কাল—প্রভাত।

বিজিত, উরুবেল ও অনুরোধ।

বিজিত। মহারাজ বিজয়কে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

উরুবেল। হাঁ, যুবরাজ।

বিজিত। মাথা খারাপ!—এ পরিবারের সব পাগল।

অনুরোধ। কুমার মহারাজের পায়ে ধরে' মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছিলেন।

বিজিত। বিজয়?

অনুরোধ। হাঁ, যুবরাজ।

বিজিত। বুঝ্‌তে পার্‌লাম না!—এত গর্ব্বী, এত অভিমানী পুত্র—

অনুরোধ। কুমারের সেই অশ্রুগদ্গদ প্রার্থনায় সভায় একজনও ছিল না যে কাঁদিনি!

বিজিত। বিজয় এখন কি কর্ব্বে?

উরুবেল। তিনি দেশ ছেড়ে চলে' যাবেন।

বিজিত। কোথায়?

উরুবেল। জানি না।

বিজিত। কবে?

উরুবেল। আজই।

বিজিত। মাথা খারাপ।

অনুরোধ। প্রজারা কিন্তু তাঁকে যেতে দিতে চায় না।

বিজিত। তারা কি বলে?

অনুরোধ। বলে—"বিদ্রোহ কর্ব্ব", তারা বল্‌ছে "বঙ্গের মহারাজ সিংহবাহু নয়। বঙ্গের মহারাজ কুমার বিজয়সিংহ।

বিজিত। তাতে বিজয় কিছু বল্‌ছে?

অনুরোধ। কুমার তাদের বোঝাচ্ছেন।

বিজিত। মাথা খারাপ।

অনুরোধ। ঐ যে কুমার আস্‌ছেন।

বিজিত। তাইত! তারই ত গলা।

অনুরোধ। সঙ্গে প্রজাবর্গ। কুমার তাদের বোঝাচ্ছেন।

বিজিত। এই যে বিজয়।

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। এই যে বিজিত!

বিজিত। তুমি নাকি দেশ ছেড়ে যাচ্ছ বিজয়!

বিজয়। হাঁ, বিজিত।

বিজিত। তুমি ক্ষেপেছ?

বিজয়। কেন বিজিত? মহারাজ আমাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছেন। দেশে থাক্‌বার আর আমার অধিকার কি?

বিজিত। মহারাজ যখন তাঁর ভার্য্যার অধীন, তখন মহারাজ আর মহারাজ নহেন।

বিজয়। তার উপরে তিনি পিতা।

বিজিত। যে পিতা এমন স্নেহময় পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করেছেন!

বিজয়। পিতা চিরদিনই পিতা।

বালকবেশিনী লীলার প্রবেশ।

বিজিত। এ কে আবার ?

বালক। আমি একজন পিতৃমাতৃহীন বালক।

বিজয়। এখানে কি চাও ?

বালক। আমায় একটা চাকরি দিতে পারেন ?

বিজয়। তুমি চাকরি কর্ব্বে ?

বালক। তা ছাড়া ত আর কোন উপায় দেখ্‌ছি না। তবে চাকরিই করি।

বিজয়। কাব ?

বালক। এই ধরুন যে আপনাব—

বিজয়। আমি কে বল দেখি ?

বালক। মানুষ। তার চেয়ে বেশী চাইনে। তার চেয়েও কম হ'লে, তোমার চাকরি কর্ত্তাম না। আপনি—আপনি ত মানুষ ?

বিজয়। না—আমি নিতান্ত হতভাগ্য।

বালক। আমিও তাই। তা হ'লে আপনার কাছেই ঠিক পোষাবে।

বিজয়। তুমি এই বয়সে চাকরি খুঁজ্‌তে বেরিয়েছ ?

বালক। আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন।

বিজয়। তুমি কি জানো ?

বালক। আমি এমন একটা বিদ্যা জানি, যাতে আপনি খুসী না হ'য়ে থাক্‌তে পার্ব্বেন না।—একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র।

বিজিত। বটে ! সে কি বিদ্যা ?

বালক। খোসামোদ।

বিজিত। খোসামোদ কর্ত্তে পারো?

বালক। খুব।

বিজিত। কি রকম! একটা নমুনা দেখাও দেখি বালক?

বালক। দেখ্‌বেন? আচ্ছা, ধরুন প্রথমতঃ আপনি ত খুব বিশ্রী দেখ্‌তে—

বিজিত। খুব বিশ্রী!

বালক। অত্যন্ত।

বিজিত। কে বল্লে?

বালক। সকলেই বল্‌বে।

বিজিত। এই রকম করে' বুঝি তুমি খোসামোদ কর্ব্বে!

বালক। আগে শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। আপনি ত বেশ লোক মহাশয়! ভদ্রতা জানেন না?

বিজিত। বেশ খোসামোদ কর্চ্ছ ত বালক!

বালক। খোসামোদ আমি খুব কর্ত্তে পারি। আপনি কবিতা লেখেন?

বিজিত। লিখি।

বালক। সেগুলো কিছুই হয় না।

বিজিত। কেমন করে' জান্‌লে?

বালক। আপনার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ঐ চেহারায় কখন কবিতা হয়?

বিজিত। এ চেহারায় বুঝি কবিতা লেখা চলে না?

বালক। আচ্ছা, আপনি যখন যুদ্ধ করেন, তখন তরোয়ালের কোন্ দিকটা ধরেন?

বিজিত। দামাটটা।

বালক। কোন বিশেষত্ব নেই। প্রতিভার কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

বিজিত। কেন?

বালক। তলোয়ারের দামাট ত সকলেই ধরে। আপনি যখন লেখেন, তখন কলমের কোন্ দিক্ দিয়ে লেখেন?

বিজিত। আগা দিয়ে।

বালক। যে দিকটা কালিতে ডোবান?

বিজিত। হাঁ।

বালক। কোন বিশেষত্ব নেই। আপনি অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি। এই দেখুন আপনার কোনই গুণ নেই ত। এখন খোসামোদের জোরে আপনাকে কি করে' তুল্‌তে পারি দেখুন। প্রথমতঃ, যদি বলি যে আপনি দেখ্‌তে চমৎকার। আপনি কিছুতে বিশ্বাসই কর্ব্বেন না। টক্ করে' একটা উদ্দেশ্য ধরে' ফেল্‌বেন। আমি কি রকম করে' আরম্ভ কর্ব্ব জানেন?

বিজিত। কি রকম করে'?

বালক। প্রথমতঃ, ক্রমাগত আপনার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তে হবে। আপনি আমার দিকে চাইলেই চোখ নামাতে হবে। তারপর, আর একজনকে দিয়ে আপনার কাছে বলাতে হবে যে, আমি বল্‌ছিলাম যে আপনি দেখ্‌তে নবকার্ত্তিকটি। এ রকম উত্তরসাধক যত জোটাতে পারি—ততই আমার জয়।

বিজিত। ওরা কারা আসে?

বিজয়। আবার! মেলা লোক।

প্রজাবর্গের প্রবেশ।

বিজিত। এরা কারা বিজয়?

বিজয়। রাজ্যের প্রজা।

১ম প্রজা। আমরা তোমায় ছাড়্‌ছিনে, তুমি যাই বল।

২য় প্রজা। আমাদের ছেড়ে তুই যাবি কোথায় রাজা!

৩য় প্রজা। তুই এখানে থাক্। দেখি কার বাবার সাধ্যি যে, তোকে দেশ থেকে তাড়ায়।

বিজয়। প্রজাগণ!

৪র্থ প্রজা। আমরা ছেড়ে দেবো না।

৫ম প্রজা। যাবি কোথা?

২য় প্রজা। আমবা তোকে রাজা কর্ব্ব।

১ম প্রজা। তুমিই বঙ্গের মহারাজ। আমরা অন্য রাজা মানি না।

বিজয়। ভাই সব! পিতার আজ্ঞা—

৩য় প্রজা। আমরা জানিনে।

৪র্থ প্রজা। আমরা তোকে যেতে দেবো না। সোজা কথা।

বিজয়। এ রাজার আজ্ঞা—

৫ম প্রজা। তুইই আমাদের রাজা। আমরা অন্য রাজা মানি না—

সকলে। জয় মহারাজ বিজয়সিংহের জয়—

বিজয়। বন্ধুগণ! আমার কথা শোন—তারপর তোমাদের যা ইচ্ছা তাই ক'র।

৫ম প্রজা। আচ্ছা, শোন শোন!

বিজয়। ভাই সব। ভগবান রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় বনে গিয়েছিলেন। পুরু পিতার জরা নিজে যেচে নিয়েছিলেন। পিতার আজ্ঞা—সে ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, পিতার আজ্ঞার বিচার কর্ব্বার অধিকার পুত্রের নাই। পুত্র পিতার আজ্ঞা ঘাড় পেতে নেবে। এই সংসারের নিয়ম। পুত্র পিতার উপর যে দিন বিচার কর্ত্তে বস্‌বে—সেদিন সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠ্‌বে, সংসার উল্টে যাবে, মানুষ আবার পশুত্বের দিকে অগ্রসর হবে; গৃহে অশান্তি, রাজ্যে অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খল অহঙ্কারে সংসার ছেয়ে যাবে। পিতা পরম গুরু। যিনি আমাদের এই সুন্দর সংসারে এনেছেন, যাঁর জন্য ঐ নীল আকাশ, ঐ প্রভাতের অরুণচ্ছটা, মানুষের স্বর্গীয় মুখমণ্ডল দেখ্‌তে পাচ্ছি, যাঁর প্রসাদে মায়ের মধুর স্নেহ অনুভব করি; যিনি শৈশবে পালক, যৌবনে শিক্ষক, দুঃখে বন্ধু, পীড়ায় বৈদ্য, বিপদে সহায়, দৈন্যে আশ্রয়; বার্দ্ধক্যে যাঁর স্নেহমুখচ্ছবি আর দেখ্‌তে পাই না, যতদিন আছেন,—তিনি ভ্রান্ত হৌন, মত্ত হৌন ততদিন—তিনি পরম গুরু, তাঁর আজ্ঞা—ঈশ্বরের আজ্ঞা। পিতার আজ্ঞা পালন কর্ব্ব। তা কর্ত্তে যদি চক্ষে জল আসে, কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে দেবো—যদি বুক শতখান হ'য়ে ভেঙ্গে যায়—যাক্‌! পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা কর্ব্ব না,—পাপ হবে। তোমরা আমায় পিতৃ আজ্ঞা অবহেলা কর্ত্তে বোলো না, তোমাদেরও পাপ হবে।

১ম প্রজা। ঠিক বলেছেন যুবরাজ। পাপ হবে, পাপ হবে।

২য় প্রজা। তবে আমরা তোমার সঙ্গে দেশ ছেড়ে যাবো—

বিজয়। সে কি!

৩য় প্রজা। আমরা তোমায় ছাড়্‌বো না।

বিজয়। তোমরা কোথায় যাবে?

৪র্থ প্রজা। যেখানে তুমি যাবে রাজা!

বিজয়। আমি রাজা নই।

৪র্থ প্রজা। আমরা অন্য রাজা মানি না। এখানে না হোক, চল, অন্য কোন থানে চল, সেখানে নূতন রাজ্য তৈরি কর্ব্ব, তোকে সেখানকার রাজা কর্ব্ব।

বিজয়। কিন্তু—

৫ম প্রজা। আমরা শুন্‌বো না। কোন কথা শুন্‌বো না। আমরাও তোর সঙ্গে যাবো রাজা!

বিজয়। বিজিত! তুমি এদের বোঝাও।

বিজিত। আমার মনে হচ্ছে, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো!

বিজয়। সে কি!

অনুরোধ ও উরুবেল। আমরাও যাবো!

বিজয়। তোমরা কি বল্‌ছ সব!

বালক। এদের কথা শুন্‌বেন না, যুবরাজ। এরা ষড়যন্ত্র করেছে।

প্রজাবর্গ। আমরা—তোমায় ছাড়্‌বো না। আমরা সঙ্গে যাবো—

বালক। কিন্তু তোমাদের স্ত্রীরা যদি ঐ বায়না ধরে, যে আমরা তোমাদের ছাড়্‌বো না। তা হ'লে?

বিজয়। স্ত্রীপুত্র ছেড়ে কোথায় যাবে?

বালক। হাঁ, যুবরাজ যেন স্ত্রীর কোন ধার ধারেন না, কিন্তু তোমরা ত স্ত্রীর ধার ধারু।

১ম প্রজা। তারাও সঙ্গে যাবে!

২য় প্রজা। আমরা সপরিবারে যাবো।

বালক। এ ভাল কথা। তবে যুবরাজ আর আপত্তি কল্লে চল্‌ছে না।

বিজয়। তবে তাই চল। কিন্তু—

বালক। আর এতে কিন্তু নেই—

বিজিত। রাজ্যের প্রজাবর্গ রাজ্যের যুবরাজকে এত ভাল বাসে, এ কথন দেখিনি, শুনিনি। বিজয় তুমি সত্যই মহারাজ; তুমি মানুষের হৃদয়রাজ্যের রাজা। এত বড় রাজ্য কার আছে?

বালক। তবে এসো ভাই সব—সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে দেই।

অষ্টম দৃশ্য।

——(*)——

স্থান—শূন্য সমুদ্রতীর।

সিংহবাহু। ঐ জাহাজ যাচ্ছে—বিজয়! বিজয়! ফিরে আয় বাবা,—ফিরে আয়।

সুমিত্র। দাদা! দাদা!

[জাহাজ অদৃশ্য হইল।]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—সমুদ্রবক্ষে তরণী। কাল—প্রত্যূষ।

তরণীর সম্মুখে কুবেণী একাকিনী।

কুবেণী। আন্দোলিত বারিধির দিগন্তবিতত
অগাধ ভীষণ এই লবণাম্বুরাশি;—
প্রকৃতির কি প্রকাণ্ড অপচয়! তবু—

নাবিকের প্রবেশ।

কুবেণী। আমরা কি কুমারিকা অন্তরীপ ছাড়িয়ে এলাম নাবিক?

নাবিক। বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

কুবেণী। কি বোধ হয়?

নাবিক। ছাড়িয়ে আস্‌বার ত কথা নয়। সেতুবন্ধ ধ'রে ক্রমাগত ত উত্তরমুখে চ'লে এসেছি। কুমারিকা ছাড়িয়ে আস্‌বার ত কথা নয়।

কুবেণী। তবে এতদিনে কূল পাচ্ছিনা কেন?

নাবিক। বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে—এ দিকে খাবার আর জল ফুরিয়ে এল।

কুবেণী। তাইত। আচ্ছা ও পারে যারা আছে, তারা যক্ষ না রাক্ষস?

নাবিক। না, তারা মানুষ।

কুবেণী। মানুষ? মানুষ কি রকম দেখ্‌তে নাবিক?

নাবিক। আমাদেরই মত মা! তবে চেহারার কিছু প্রভেদ আছে।

কুবেণী। আমি সেই মানুষ দেখ্‌ব। নাবিক কূলে চল।

নাবিক। তাইত বরাবরই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু কূল পাচ্ছিনে যে!

কুবেণী। মেঘ ক'রে আস্‌ছে।

নাবিক। হ্যাঁ, ঝড় উঠ্‌বে বোধ হয়—দেখি

[কক্ষান্তরে প্রস্থান]

কুবেণী। বাতাস উঠেছে। কাল মেঘের ছায়া সমুদ্রের বুকের উপর এসে পড়েছে। কি বিরাট্‌! কি ভীম! কি সুন্দর! উঃ! ঢেউ উঠ্‌ছে দেখ। যেন এক একটা ছোট পাহাড়! আবার নেমে যাচ্ছে। কি ভীম তাণ্ডব নৃত্য! কে আছ গো ওপারে? ঐ মাঝিরা গাইছে। সঙ্গে আমিও গাই—

গীত

কে আছ ওপারে গো, কে আছ দাও না সাড়া।
অকূল এ সিন্ধু মাঝে আমি যে দিশেহারা॥
উঠিছে চারিদিকে সমুদ্র ঝঞ্ঝনা,
গভীর প্রশ্বাসি' প্রসারি' কোটি ফণা
জ্বলিছে বিদ্যুৎ—খেলিছে অনলকনা—
স্বনিছে অশনি—নামিছে মুষলধারা॥

বাহবা! কি গান! কি সঙ্গীত! প্রাণ নেচে উঠ্‌ছে। "কে আছ গো ওপারে"—উত্তর দাও। ওকি! মাঝিরা চীৎকার কচ্ছে´ কেন?

নাবিকের পুনরায় প্রবেশ।

কুবেণী। কি নাবিক! তোমরা চীৎকার কর্চ্ছিলে কেন?

নাবিক। তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন মা? ভয় পেয়েছ?

কুবেণী। ভয়? কিসের জন্য নাবিক! তুমি চীৎকার কচ্ছিলে না?

নাবিক। একি! জাহাজ ঘুচ্ছে´ কেন?

কুবেণী। ঘুচ্ছে´ কেন?

নাবিক। বুঝতে পাচ্ছি না—এ ঘূর্ণি ঝঞ্ঝা! একি হ'ল মা?

কুবেণী। কি হ'ল?

নাবিক। এই সমুদ্রের মাঝখানে ঘুর্ণিতে প'ড়ে গেলাম! বুঝি বা এবার—কপালে কি আছে? কে জানে। [দ্রুত প্রস্থান]

কুবেণী। কি ভীম তরঙ্গরাশি চারিদিকে ঐ
করিছে তাণ্ডব নৃত্য, ভীষণ কল্লোল!
—যেন কোটি ফণী, কোটি ফণা বিস্তারিয়া,
বেষ্টিয়া নিশ্বাসে তারে, করিছে গর্জ্জন।

নাবিকের পুনঃ প্রবেশ।

নাবিক। মা! মা!

কুবেণী। কি নাবিক?

নাবিক। বুঝি আর রক্ষা নাই—ভগবানের নাম কর মা! যিনি এই অকূল সমুদ্রের কাণ্ডারী—তাঁকে ডাক।

কুবেণী। তাইত ডাক্‌ছিলাম।

নাবিক। কাকে?

কুবেণী। ওপারে যে আছে তাকে। তাকে ডাক্‌ছিলাম—যদি ওপার থেকে কেউ উত্তর দেয়।

নাবিক। ওপার থেকে কে উত্তর দেবে?

কুবেণী। যদি কেউ দেয়। যদি দিত, তা' হ'লে কি রকম একটা ব্যাপার হ'য়ে যেত নাবিক! এপাব থেকে ওপাবে ডাক্‌ছে, ওপার থেকে এপারে ডাক্‌ছে, মধ্যে প্রকাণ্ড ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে! পরস্পব শুন্তে পাচ্ছে, কিন্তু কেউ এক পা এগোতে পাচ্ছে না। আর একদিন ডেকেছিলাম মনে আছে? সেদিন ডেকেছিলাম এপার থেকে—

[নেপথ্যে মাঝিদিগের চীৎকার]

নাবিক। ঐ আবার! আমি যাই। [প্রস্থান]

কুবেণী। কে আছ ওপারে গো—আজ ডাক্‌ছি সমুদ্রের মাঝখান থেকে। এই অন্ধকারে, এই গভীরে, এই অকূলে, এই বিপদে, এই বারিরাশির উদ্বমিত গর্জ্জনে, এই মৃত্যুর মত পবিত্যক্ত ভীষণ নির্জ্জনে —ডাক্‌ছি, কে আছ গো ওপারে? উত্তর দাও।

নাবিক। নৌকা ডোবে মা!

কুবেণী। ডোবে যদি ডুবুক।

নাবিক। মৃত্যু সম্মুখে!

কুবেণী। বেশ। এই ত চাই! কুবেণী—এক সামান্য বালিকার মত—ঘরের মধ্যে বিছানার উপরে শুয়ে, ছোট, তুচ্ছ, সাধারণ মরণ মর্ব্বে! তার চেয়ে, এই উদার আকাশের নীচে, উদার সমুদ্রের বক্ষে, এই প্রকাণ্ড

নর্ত্তনে দুল্‌তে দুল্‌তে, এই প্রলয় সঙ্গীত শুন্‌তে শুন্‌তে, গান গাইতে গাইতে মর্ব্বে। আমিও গাই—

কে আছ ওপারে গো, কে আছ দাও না সাড়া।

কেউ নেই ওপারে, নৈলে ডাক শুনে আস্‌তই।

নাবিক। ঐ দূরে আর একখানা জাহাজ বুঝি! হাঁ তাইত; জাহাজই ত।

কুবেণী। তবে আমার ডাক শুন্‌তে পেয়েছে। ঐ আস্‌ছে। ঐ আমার বর আস্‌ছে—আমায় নিতে। নিশ্চয় আমার বর—গলায় মালা, হাতে মালা, চন্দনচর্চ্চিত ললাটে, পীতবাসে, নূপুর-ঝঙ্কারে—ঐ আমার বর আস্‌ছে।

নাবিক। আরো কাছে, আরো কাছে।

[নেপথ্যে—মাঝিরা। সামাল, সামাল।]

নাবিক। নৌকা ডোবে—আর একটু কাছে, আর একটু কাছে।

কুবেণী। ঐ যে! ঐ যে! ঐ যে আমার বর। ঐ জাহাজের মাস্তুলের উপর থেকে চারিদিক চেয়ে দেখ্‌ছে—এই দিকে—এই দিকে চেয়েছে, আর ভয় নেই। বর এয়েছে, বর এয়েছে, বাদ্যি বাজা, শাঁখে—

[নেপথ্যে—সামাল সামাল]

দূরে বিজয়। ভয় নেই—

কুবেণী। ঐ আমার বর এয়েছে—তার ডাক শুনেছি।

[ঝম্প প্রদান]

নাবিক। মা! কি কর্লি মা!

[দূরে বিজয়সিংহ অপর জাহাজ হইতে সমুদ্রে ঝম্প দিলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—সমুদ্রবক্ষে বিজয়ের তরণী। কাল—প্রত্যুষ।

উরুবেল একাকী।

উরুবেল। ঝড়ের বেগ বাড়্ছেই। সমস্ত সমুদ্রটাকে যেন তোলপাড় ক'রে তুলেছে। আর রক্ষা নাই, চারিদিকে মেঘ—উঃ।

অনুরোধের প্রবেশ।

অনুরোধ। উরুবেল! উরুবেল! বিজয়সিংহ কোথায়?

উরুবেল। কেন? ঐ ঘরে।

অনুরোধ। ঘরে ত নেই—

উরুবেল। অসম্ভব।

অনুরোধ। না, এসে দেখ।

উরুবেল। সে কি?

অনুরোধ। কোথাও তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান]

বিজিত ও অন্যান্য সৈন্যগণের প্রবেশ।

বিজিত। কোথাও খুঁজে পেলে না?

সৈন্যগণ। কৈ না।

বিজিত। ভাল ক'রে দেখ। তন্ন তন্ন ক'রে দেখ! জাহাজের প্রত্যেক কোণ, প্রত্যেক গর্ত্ত, প্রত্যেক খোপ খুঁজে দেখ। তাতেও যদি না পাও, তবে জাহাজের তলদেশ চিরে দেখ। বিজয়কে চাই।

প্রথম সৈন্য । সব জায়গায় খুঁজেছি, আর কোথায় খুঁজ্‌বো ?

বিজিত । উদ্ধত সৈনিক ! যাও, আজ্ঞা পালন কর । নৈলে এই তরবারি দেখ্‌ছ ?

সৈনিক । তরবারির ভয় কি দেখাচ্ছ বিজিত ? [তরবারি নিষ্কাশন]

অন্যান্য সৈনিক । খবর্দ্দার । [তরবারি নিষ্কাশন]

দ্বিতীয় সৈন্য । আমরা সব জায়গায় খুঁজেছি মহাশয় ।

বিজিত । সব জায়গায় খুঁজেছ, তবে এস আমার সঙ্গে, সমুদ্রের জলে খুঁজি [তরবারি ফেলিয়া দিয়া বেগে প্রস্থানোদ্যত] ওকি ! ঐ ত বিজয়ের স্বর ! ঐ ত সমুদ্রের জলের ভেতর থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে । গেছে, বিজয় সমুদ্রের জলে ডুবে গেছে । কে আমার সঙ্গে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দেবে এস । [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে নিষ্ক্রমণ]

তৃতীয় সৈনিক । সর্ব্বনাশ ! বিজিত ক্ষেপে গিয়েছে—ধর, ধর— [পশ্চাৎ গমন]

চতুর্থ সৈনিক । ঐ যে মহারাজের স্বর ! ঐ আবার । এ কি ভৌতিক ব্যাপার ! ঐ যে আবার—

[উদ্‌ভ্রান্ত বিজিতকে ধরিয়া অনুরোধ ও উরুবেলের প্রবেশ]

অনুরোধ । ক্ষিপ্ত হয়োনা বিজিত । এই অন্ধকার, এই প্রবল ঝটিকায় অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ বিজয়কে খুঁজ্‌তে !

বিজিত । আমি তার স্বর শুনেছি—সমুদ্রের নীচে থেকে ডাক্‌ছে ! ঐ শোন—আমি তাকে রক্ষা কর্ব্ব, ছেড়ে দাও । [ছাড়াইবার চেষ্টা]

উরুবেল । উঃ! কি গর্জ্জন ! কি ঝড় ! আজ কি প্রলয়ের প্রভাত ! ছিঃ বিজিত, কথা শোন ।

বিজিত। ছাড় ভীরু, কাপুরুষ বিদ্রোহী! ঐ যে শুনছ না? এত উচ্চ স্বর শুনতে পাচ্ছনা?

[সকলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।]

নেপথ্যে। দড়ি ফেল! শীগ্‌গীর!

অনুরোধ। ঐ যে—

উরুবেল। ঐ ত'!—নাবিক!—[প্রস্থানোদ্যত] চল, চল।

[সকলের প্রস্থান]

সিক্ত বসনে বিজয় ও সৈনিকগণের প্রবেশ।

স্কন্ধে এক সিক্ত কন্যা—অজ্ঞান অবস্থায়।

বিজয়। বন্ধুগণ! দেহ উদ্ধার করেছি। কিন্তু বুঝি মরে গেছে।

সকলে। কে এ!

বিজয়। স্থির হও। শোন! এ বেচারীর জাহাজ জলমগ্ন হয়েছে। মাঝিরা সব মরেছে।

সকলে। সে কি! সে কি।

বিজয়। চেঁচিও না! দাঁড়াও। শেষ পর্য্যন্ত শোন। তাদের মধ্যে বেঁচেছে একজন—এই মেয়েটা। বেঁচে আছে কি না জানি না। তবে তার শরীর উদ্ধার করেছি। আর কাউকে উদ্ধার কর্ত্তে পার্‌লাম না।

বিজিত। তুমি তবে এতক্ষণ—

বিজয়। বল্‌ছি, দাঁড়াও। আমি মাস্তুলের উপরে উঠে সমুদ্রের ঐ আন্দোলিত বারিরাশির ঘর্ষণে উত্থিত বিদ্যুজ্জাল দেখ্‌ছিলাম—আর তার গম্ভীর গর্জ্জন শুন্‌ছিলাম। তার পরে সেই গর্জ্জন ছাপিয়ে আর্ত্ত চীৎকার শুন্‌লাম! দূরে জাহাজ থেকে সেই চীৎকার আস্‌ছিল। আমি—তাড়া-

তাড়ি নেমে চার জন মাঝি ডেকে নিয়ে এই জাহাজের একখানি নৌকা ক'রে সেই জাহাজের দিকে ভাস্লাম, কিন্তু অর্দ্ধ পথে যেতে যেতে সে জাহাজ জলমগ্ন হ'ল। চক্ষে শূন্য দেখ্লাম! সমুদ্র আমার চারিদিকে ঘূরে ঘূরে করতালি দিয়ে অট্টহাস্য কর্ত্তে লাগ্ল। তারপর একটা কি যেন নৌকায় এসে ঠেক্ল। তুলে দেখি, এই নারীর দেহ, মৃত কি জীবিত বুঝ্তে পার্লাম না।

[কেহ কেহ সেই শরীর পরীক্ষা করিয়া কহিল 'বেঁচে আছে', কেহ কেহ কহিল 'না ম'রে গিয়েছে।']

বিজিত। বেঁচে আছে বিজয়! ঐ যে-চোখের পাতা নড়্ছে।

বিজয়। দেখ, তোমরা ওকে বাচাও। কার কাছে ওকে রেখে যাই?

বালক। আমার কাছে রেখে যাও যুবরাজ! আমি শুশ্রূষা ক'রে তাকে বাঁচাব।—ঠিক বাঁচাব। আমার মত শুশ্রূষা কেউ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

বিজয়। তুমি বালক।

বালক। এও বালিকা। আপনি যান যুবরাজ, ভিজা কাপড় বদ্লান। তোমরা সবাই যাও।

বিজয়। কিন্তু—

বালক। কোন চিন্তা নাই যুবরাজ, আমায় বিশ্বাস করুন।—যান।

[কুবেণী ও বালক ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

বালক। সুন্দরী! অপূর্ব্ব সুন্দরী! ঘনকৃষ্ণ-সলিলসিক্ত কেশদাম বটের জটার মত পৃষ্ঠ বেয়ে জানুর নীচে এসে পড়েছে। দর্পণস্বচ্ছ

ললাট—যেন ভৃত্যে প্রভুসম আদেশ কর্চ্ছে। দীর্ঘ নেত্রদুটি সায়াহ্নে পদ্মপলাশের মত মুদে রয়েছে। তার ভিতরে কি দৃষ্টি নিহিত আছে কে বল্‌তে পারে।৹ সমুন্নত সরল নাসা। তার নীচে অধর রাঙ্গা দর্পিত হাস্যকে আচ্ছাদন ক'রে রয়েছে। তার নীচে চিবুক—সুধাপাত্র সম সে বিগলিত হাস্য ধর্ব্বার জন্য যেন উদ্যত রয়েছে। উন্নত বঙ্কিম গ্রীবায় তার দর্পিত ভঙ্গিমা' এখনও প্রকট। গৌরতনুখানি, কুঞ্চিত সিক্ত বসনের তলে জলদজড়িত প্রত্যূষের মত শুয়ে আছে। ঐ সূর্য্য উঠ্‌ছে, তার স্বর্ণকররাশি ঐ সমুদ্রজলে ছড়িয়ে প'ড়্‌ল। চোখ মেলেছে। সূর্য্য উঠেছে, আর কি চোখ দুটি ঘুমিয়ে থাকৃতে পারে ?

কুবেণী। আমি কোথায় ?

বালক। নিরাপদ তুমি ভগ্নী।

কুবেণী। তুমি কে ?

বালক। কোন চিন্তা নাই। উঠ্‌তে পার্ব্বে ?

[কুবেণী উঠিলেন]

বালক। এস।

কুবেণী। কোথায়—?

বালক। আমার সঙ্গে। কোন চিন্তা-নাই। এস।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য ।

—:০:—

স্থান—বঙ্গরাজ সিংহবাহুর প্রাসাদ-ভবন । কাল—প্রভাত ।
সিংহবাহু ও সুরমা দণ্ডায়মান ।

সিংহবাহু । বিজয়ের কোনই সংবাদ পেলে না সুরমা ?

সুরমা । না বা'বা !

সিংহবাহু । "না বাবা ।" রোজ ঐ এক উত্তর "না বাবা"—না, তোমার দোষ কি ? দোষ আমার !—যাও সুমিত্রকে এখানে ডেকে দাও ।

সুরমা । বাবা !

সিংহবাহু । [কঠোর স্বরে] যাও ।

[সুরমার প্রস্থান]

সিংহবাহু । যাক্, পরম স্নেহবান্ পুত্রকে দেশত্যাগী ক'রে পরমানন্দে আছি । পুত্র অবনত শিরে দোষ স্বীকার ক'রে, মার্জ্জনা চেয়েছিল—দিই নাই । স্নেহভিক্ষা করেছিল—দিই নাই । বাড়ী থেকে কুকুর তাড়া ক'রে বিদায় দিয়েছি । ক্রোধ কি বিষম শত্রু ! কি অন্ধ ! ঐ গাঢ় অন্ধকারের চেয়েও অন্ধ—বিজয় ! বিজয় !

সুমিত্রের প্রবেশ ।

সুমিত্র । বাবা !

সিংহবাহু । কে ? সুমিত্র ?

সুমিত্র । আমায় ডেকেছিলেন ?

সিংহবাহু। ডেকেছিলাম—হাঁ ডেকেছিলাম, কিন্তু—না, যা ফিরে যা।—

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। ফিরে যা।

[সুমিত্র নীরবে অবনতমুখে রহিল]

সিংহবাহু। না, না—তোরই বা কি অপরাধ? তুই কি কর্ব্বি?—ওরে পশু! ভিতরে আবার গর্জ্জাচ্ছিস্? থেমে যা।—না সুমিত্র! তোর কোন অপরাধ নাই। দোষ আমার। সুমিত্র! বিজয় তোকে ভালবাস্ত?

সুমিত্র। বাস্তেন বাবা! তিনি আমায় বড় ভালবাস্তেন।

সিংহবাহু। আমাকেও বাস্ত। তেমন ভাল বুঝি কোন ছেলে কোন বাপকে বাসেনি—হেন পুত্রকে আমি নির্ব্বাসিত করেছি—সেই সুন্দর, সেই মহৎ, সেই উন্নত ললাট, সেই শৌর্য্য—বিস্ফারিত বক্ষ—সেই উদার! হেন পুত্রকে—বিজয়! বিজয়!!

সুমিত্র। বাবা! [হাত ধরিলেন]

সিংহবাহু। না, তুই কি কর্ব্বি? তোর দোষ নাই [অর্দ্ধ স্বগত] তার পরিবর্ত্তে এই ভীরু, এই চকিতদৃষ্টি, এই নারী-কোমল, লোল মাংসপিণ্ড, এই অসার! না—তোর দোষ কি, দোষ আমার, আমার, আমার! [বক্ষে করাঘাত]

সুমিত্র। ওকি কর্চ্ছেন বাবা!

সিংহবাহু। স'রে যা,—না, না, ওকি কর্চ্ছি? না, না, রাজকুমার! তোমার তরোয়াল কৈ?

সুমিত্র। এই যে।

সিংহবাহু। বা'র কর্।

[সুমিত্র বাহির করিলেন।]

সিংহবাহু। আয়, তরোয়াল খেলা শিখাই ; [শিখাইতে লাগিলেন] এই রকম ক'রে মাথা রক্ষা কর্ত্তে হয়—এই খোঁচ দিতে দিতে মাথা রক্ষা কর্ত্তে হ'লে, এই রকম ক'রে ঘূরে যেতে হয়, ঘোর। না—হ'ল না। এই, তারপর—

সুমিত্র। পা রক্ষা কর্ত্তে হয় কি রকম ক'রে বাবা ?

সিংহবাহু। পা রক্ষা কর্ত্তে হবে না। পা দুখানা আছে, একখানা গেলে ক্ষতি নেই ; কিন্তু মাথা মোটে একটা। বিপক্ষের প্রধান লক্ষ্য, ঐ তোর মাথাটার দিকে।

সুমিত্র। মাথাটার দিকে ?

সিংহবাহু। হাঁ, ঐ মাথাটা। পা গেলে কাঠের পা হয় ; কিন্তু মাথা গেলে কাঠের মাথা হয় না। মাথা বাঁচিয়ে তারপর আর সব—

সুমিত্র। বিপক্ষকে আক্রমণ কর্ত্তে হয় ত এমনি ক'রে ?

সিংহবাহু। হাঁ, কিন্তু নিজের মাথা বাঁচিয়ে।

সুমিত্র। বাবা ! আপনি যে সেদিন বল্লেন, যে আত্মরক্ষা এই রকম ক'রে কর্ত্তে হবে, যাতে আত্মরক্ষা থেকেই সহজে আক্রমণ করা যায়।

সিংহবাহু। সে সব ভুল শিখিয়েছি, তা সব ভুলে যা। নতুন রকম শেখাচ্ছি। এই—এই—

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। বাবা ! বাবা !

সিংহবাহু। তারপর, তরোয়াল—এই—

সুরমা। বাবা! দাদার সংবাদ পেয়েছি।

সুমিত্র। বাবা! দিদি কি বল্‌ছে শোন।

সুরমা। দাদা জীবিত!

সুমিত্র। শোন বাবা! দাদা জীবিত।

সিংহবাহু। মিথ্যা কথা!

সুরমা। না বাবা! মিথ্যা কথা নয়। তিনি—

সিংহবাহু। বেরো বল্‌ছি।

[সুরমার প্রস্থান]

সিংহবাহু। বোরা—দাঁড়িয়ে রৈলি যে!

সুমিত্র। বাবা—

সিংহবাহু। ঘোরা! মাথা বাঁচা নৈলে বধ কর্ব্ব।

সুমিত্র। কর বধ। [তরবারি ফেলিয়া দিলেন]

সিংহবাহু। কি!—ভেবেছিস্‌ পার্ব্বনা? পার্ব্বনা? সে আমার পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা চেয়েছিল। আমি তাকে পদাঘাতে দূর করেছি—বাপ হ'য়ে!—ওরে বোকা ছেলে! আমি কে জানিস্‌? আমি সিংহবাহু। সিংহ আমার বাপ। সিংহ সন্তানের রক্ত পান করে জানিস্‌? নে, তরোয়াল নে, বীরের মত যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্।

সুমিত্র। [করযোড়ে] বাবা!

সিংহ। চোপ্‌রও, আমার মন গলাবি ভেবেছিস্‌? সেও বাবা ব'লে ডেকেছিল,—কিছু কর্ত্তে পারে নি। আমার নাম সিংহবাহু—নে তরোয়াল নে।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাজ!

সিংহবাহু। মন্ত্রী!

মন্ত্রী। মহারাজ [অভিবাদন]

সিংহবাহু। ভিষক্ ডাকো, যুবরাজের বিকার হ'য়েছে। মৃত্যুর বেশী বিলম্ব নেই [কঠোর স্বরে] যাও		[মন্ত্রীর প্রস্থান]

সুমিত্র। ভগবান্! এত স্নেহময় পিতা, এত স্নেহময়! তাঁকে ক্ষিপ্ত ক'রো না। দাদাকে ফিরিয়ে দাও—আমার অভিমানী, মহৎ, উদার দাদাকে ফিরিয়ে দাও। বড় অভিমানী—কিন্তু বড় স্নেহময়। ভগবান্! [রুদ্ধকণ্ঠে] বাবা! আমায় বধ কর, কিন্তু জ্ঞান হারিও না। [সিংহবাহুর গলদেশ ধরিয়া] বধ কর্ত্তে চাও বাবা!

সিংহবাহু। [তরবারি ফেলিয়া দিয়া] আয় কোলে আয়, বাছা! আঃ! কি শীতল স্পর্শ! আমার পশুপ্রবৃত্তি জল হ'য়ে গেল! ওরে অবোধ বালক! আমার ভিতরে কি হ'চ্ছে জানিস্—তাকে পদাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি—ও হো হো হো [ক্রন্দন] আর একদিন ছিল, যখন তার—তার নিমিষের অদর্শনে মনে হোত, বুঝি বাছা আমার নাই—ক্ষণিকের বিচ্ছেদের পর পুনর্ম্মিলনে মনে হোত, যেন এ হারানো ধন ফিরে পেলাম। সে ত শুধু ছেলে ছিল না, সে যে আমার খেলার সাথী, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার ইহজীবনের সব। তাকে আমি কুকুর: তাড়া করেছি। ও হো হো হো—

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনাপতি। মহারাজ! ভৈরব ডাকাত ধরা প'ড়েছে।

সিংহবাহু। শূলে দাও।—না, সে বিজয়কে বাঁচিয়ে ছিল। তাকে পেট ভ'রে খাইয়ে ছেড়ে দাও।

সেনাপতি। সে একবার মহারাজের সাক্ষাৎ চায়।

সিংহবাহু। সাক্ষাৎ চায়?—কেন?

সেনাপতি। কিছু বল্‌তে চায়—

সিংহবাহু। কি বিষয়ে?

সেনাপতি। মহারাণীর সম্বন্ধে—

সিংহবাহু। দরকার নাই—

সেনাপতি। বিজয়সিংহের বিষয়ে—

সিংহবাহু। চল।

[প্রস্থান]

সুমিত্র। বাবার এ রকম হ'ল কেন, এ রকম হ'ল কেন? [জানু পাতিয়া] ভগবান্। বাবাকে রক্ষা কর। দাদাকে ফিরিয়ে দাও—

রাণীর প্রবেশ।

সুমিত্র। মা!—মা!

রাণী। সুমিত্র! মহারাজ কোথায়?

সুমিত্র। জানি না ত মা!—মা! বাবা কি রকম হ'য়ে গিয়েছেন—

রাণী। তিনি এখানেই ত ছিলেন?

সুমিত্র। ছিলেন। তারপর—ভৈরব ডাকাত এসেছে ব'লে মন্ত্রী মহাশয় তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন, ও কি মা!—ও রকম ক'রে চেয়ে রয়েছ কেন মা!

রাণী। তারপর?

সুমিত্র। তারপর বাবা হঠাৎ তাঁর সঙ্গে চ'লে গেলেন।

রাণী। সর্ব্বনাশ!—

সুমিত্র। কি মা?

রাণী। তিনি কতক্ষণ হ'ল এখান থেকে গিয়েছেন?

সুমিত্র। এই কতক্ষণ।—মা! বাবা কেন এমন হ'লেন?

রাণী। জানি না।　　　　[দ্রুত প্রস্থান]

সুমিত্র। আশ্চর্য্য!

মন্ত্রী ও ভিষকের প্রবেশ।

মন্ত্রী। রাজকুমাব! মহারাজ কোথায়?

সুমিত্র। মন্ত্রীমহাশয়! বাবা হঠাৎ এ রকম হ'লেন কেন, আপনি কিছু জানেন?

ভিষক্। রাজকুমার! হাত দেখি? [পরীক্ষা]

সুমিত্র। কেন? [হাত বাড়াইলেন। ভিষক্ নাড়ী দেখিলেন]

ভিষক্। জিভ।

সুমিত্র। জিভ দেখাইলেন।

ভিষক্। তাইত!

মন্ত্রী। কি দেখ্‌লেন?

ভিষক্। অবস্থা খারাপ।

মন্ত্রী। কেন! কেন মহাশয়?

ভিষক্। আর কেন? [করুণ ভাবে মাথা নাড়িলেন] রাজকুমার! তোমার অবস্থা খারাপ।

সুমিত্র। কেন?

ভিষক্। রাত্রে ঘুম হয় না ভাল—না ?

সুমিত্র। চমৎকার ঘুম হয়।

ভিষক্। কিন্তু যদি ঘুম ভাঙে, তখন ত ঘুম হয় না ? আর—আর ক্ষুধা—?

সুমিত্র। আজ্ঞে, ক্ষুধা বেশ হয়।

ভিষক্। বেশ ত হবেই। কিন্তু যখন ক্ষুধা হয়—তখন খেতে ইচ্ছা হয় ?

সুমিত্র। তা হয়।

ভিষক্। খারাপ। ক্ষুধা হ'লে খেতে ইচ্ছে হওয়াটা—উঁহু—খারাপ। আর একবার নাড়ীটা দেখি। [পরীক্ষা] হুঁ— বাপুহে তোমার বিকার।

সুমিত্র। বিকার !—সে কি !

ভিষক্। বিকার !—জ্বর-বিকার।

সুমিত্র। কৈ ! আমি ত বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনে।

ভিষক্। ঐ ত খারাপ !—আরে বাপু, বুঝ্‌তেই যদি পার্ব্বে, তা হ'লে ত সোজা জ্বর। কিন্তু ঐ যে বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, ঐ ত খারাপ।

সুমিত্র। আজ্ঞে আমার জ্বর হ'ল !

ভিষক্। বাপুহে ! আমি চিকিৎসক, আমি বল্‌ছি তোমার জ্বর। তুমি ত এ শাস্ত্র পড় নি।

সুমিত্র। কিন্তু—

ভিষক্। তর্ক ক'রো না—তোমার জ্বর-বিকার। শোও গে যাও। ঔষধের ব্যবস্থা আমি কর্চ্ছি। তুমি শোও গে যাও।

নেপথ্যে সিংহবাহু। [ক্রুদ্ধ স্বরে] রাণী কোথায়, ডাক তাঁকে।

মন্ত্রী। ঐ যে মহারাজ আস্‌ছেন।

ক্রুদ্ধভাবে সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহবাহু। এ কি! ভিষক্ এখানে! রাজ-অন্তঃপুরে?

ভিষক্। মহারাজের অনুমান ঠিক। কুমারের বিকার হয়েছে।

সিংহবাহু। বাতুল! বাতুল!

ভিষক্। বাতুলই বটে—কুমার আবোল তাবোল বক্‌ছেন।

সিংহবাহু। আবোল তাবোল তুমি বক্‌ছ মূর্খ।

মন্ত্রী। ভিষক্ কি উন্মাদ হয়েছে?

ভিষক্। মহারাজ!

সিংহবাহু। বা'র ক'রে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ!

সিংহবাহু। আগে একে বা'র ক'রে দাও, তারপর কথা ক'য়ো।

ভিষক্। আমি ঔষধের—

সিংহবাহু। বেরোও [ভিষকের প্রস্থান]

মন্ত্রী। মহারাজ কিন্তু ভিষক্‌কে—

সিংহবাহু। এরা আমায় পাগল না ক'রে ছাড়্‌বে না, বেরোও বৃদ্ধ—

[মন্ত্রীর প্রস্থান]

সিংহবাহু। আর তুমি দাঁড়িয়ে রৈলে যে? ভেবেছ রাজ্য পাবে? তা পাচ্ছ না। তার আগে, রাজ্য ভেঙ্গে, চুরে, পুড়িয়ে, ভস্ম ক'রে দিয়ে, সেই ভস্ম রাণীর মুখে ছড়িয়ে দেবো।—না—না, রাণী কোথায়? রাণী কোথায়? দৌবারিক!

দৌবারিকের প্রবেশ।

সিংহবাহু। রাণীকে খবর দেও, বল-এই মুহূর্ত্তে আমি তার সাক্ষাৎ চাই, এই মুহূর্ত্তে। [দৌবারিকের প্রস্থান]

সিংহবাহু। আজ রাণীর রাজ্য গেল! রাণী গেল, রাজা গেল, রাজপুত্র গেল—আজ আমি আর তুই পুত্র—একি। আমার পশুপ্রকৃতি আবার জেগে উঠ্ছে—হুঙ্কার দিচ্ছে—না কোন ভয় নেই পুত্র! দাঁড়াও, আমি স্থির হ'য়ে নেই। বিচার কর্ব্ব। [পরিক্রমণ] আমি এ ত ভাবিনি! কিন্তু কেন যে ভাবিনি তা জানিনে—এই যে রাণী!

রাণীর প্রবেশ।

সিংহবাহু। দাঁড়াও রাণী! আমার সম্মুখে দাঁড়াও। হাত যোড় ক'রে দাঁড়াও।

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। চুপ; রাণী! এতদিন পরে সমস্ত চক্রান্ত, কথা ক'য়ে উঠেছে, রণতুরীর শব্দে চেঁচিয়ে উঠেছে।

রাণী। চক্রান্ত!

সিংহবাহু। জান না? পাপ এমন সুন্দর মুখোষ পর্ত্তে পারে! আশ্চর্য্য! পাপীয়সী!—না ভুল হচ্ছে—ধীরভাবে বিচার কর্ব্ব। ধীর ভাবে—যতদূর সম্ভব। বিধাতঃ! এই কর, যেন দণ্ড দেবার আগে আমি ক্ষেপে না যাই—দৌবারিক!

দৌবারিকের প্রবেশ।

সিংহবাহু। জল্লাদকে ডাক।

[দৌবারিকের প্রস্থান]

সিংহবাহু। আজ তোমায় কুকুর দিয়ে—না ধীরভাবে বিচার কর্ব্ব। রাণী! দাঁড়াও, হাত যোড় কর, কম্পিত হও। তোমার বিপক্ষে কি অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে জান?

রাণী। আমার বিপক্ষে!

সিংহবাহু। হাঁ তোমার বিপক্ষে। রোস, স্থির হ'য়ে নিই [পরিক্রমণ] এ কথনও ভাবিনি; কিন্তু ভাবিনি কেন তা জানি না। রাণী! দাঁড়াও, আমার সম্মুখে অপরাধীর মত হাত যোড় ক'রে দাঁড়াও। [সপদদাপে] দাঁড়াও। [রাণী উক্তবৎ দাঁড়াইলেন]

সিংহবাহু। শোন, আমার পুত্র বিজয়সিংহের বিরুদ্ধে তোমার ষড়্যন্ত্র প্রমাণ হয়েছে। তুমি এই অভিযোগ আনিয়েছিলে—

রাণী। [সাশ্চর্য্যে।] আমি!

সিংহবাহু। একেবারে আকাশ থেকে প'ড়্লে যে?

রাণী। আমি কুমার বিজয়সিংহের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করেছি?

সিংহবাহু। হাঁ রাণী!

রাণী। প্রমাণ?

সিংহবাহু। প্রমাণ চাও? প্রহরী! ব্রাহ্মণকে ডাক—

ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল।

সিংহবাহু। প্রমাণ এই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ! কে তোমায় এ অভিযোগ আস্তে বলেছিল?

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী।

সিংহবাহু। মন্ত্রী কার মন্ত্রণায় এ অভিযোগ এনেছিল জান?

ব্রাহ্মণ। জানি—

সিংহবাহু। কার প্ররোচনায় ?

ব্রাহ্মণ। মহারাণীর।

সিংহবাহু। প্রমাণ শুন্‌লে রাণী !

রাণী। উত্তম! এই এক দরিদ্র ভিক্ষুক—মহারাজ! প্রকৃতিস্থ হোন্‌। আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানি না।

সিংহবাহু।—দাঁড়াও, আরও আছে। তারপর, তুমি যুবরাজকে হত্যা কর্ব্বার জন্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেছিলে।

রাণী। কি রকম ক'রে ?

সিংহবাহু। বিষ দিয়ে।

রাণী। তারও কি প্রমাণ—

সিংহবাহু। এই দরিদ্র ভিক্ষুক নয়, তার প্রমাণ সেই মন্ত্রী; মৃত্যু-শয্যায় সে আমার কাছে তা স্বীকার ক'রে গিয়েছে। আমি কিন্তু তখন তা' বিশ্বাস করিনি—কি! মুখ যে পাথরের মত হ'য়ে গেল ?

রাণী। তারপর ?

সিংহবাহু। তারপর তুমি নিজে যুবরাজকে হত্যা কর্ত্তে গিয়েছিলে, তার প্রমাণ—এই ডাকাত—ভৈরব !

ভৈরবের প্রবেশ।

সিংহবাহু। তার প্রমাণ এই ভৈরব [ভৈরবকে সম্মুখে ধরিলেন]

রাণী। উত্তম! বঙ্গের মহারাণীর বিপক্ষে অভিযোগ—মহারাজের পুত্রহত্যার চেষ্টা; তার সাক্ষী—এক ভিক্ষুক, এক বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী, আর এক ডাকাত!—এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি একটা রাজ্য শাসন কর—[অবজ্ঞায় ফিরিলেন]

সিংহবাহু। দাঁড়াও। আমার কথা শেষ হয় নি? শোন; আমি বিচার করি শোন—ব্রাহ্মণ! তোমার কন্যা গিয়েছে, আমার পুত্র গিয়েছে,—আমরা সমদুঃখী। কিন্তু বঙ্গের যুবরাজের বিপক্ষে মিথ্যা অভিযোগ আনার শাস্তি কি জান?—কাঁপ্‌ছ কেন ব্রাহ্মণ! তোমায় বেশী শাস্তি দেবো না। তোমায় রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত কর্‌লাম। মন্ত্রী শাস্তির বাহিরে। আর ভৈরব ডাকাত! তুমি আমার পুত্রকে রক্ষা করেছ, তুমি আজ থেকে আমার রাজ্যের সেনাপতি।

ভৈরব। মহারাজ মার্জ্জনা কর্ব্বেন—আমি মহারাজের হস্তে কোন পুরস্কার নেবো না, শপথ করেছি।

সিংহবাহু। যেরূপ তোমার ইচ্ছা—আর মহারাণী! বঙ্গের যুবরাজের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের শাস্তি কি জান?

রাণী। প্রাণদণ্ড!

সিংহবাহু। জল্লাদ! [জল্লাদের প্রবেশ, রাণীকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাও। যাও, আমার আজ্ঞা।— [জল্লাদ রাণীকে বাঁধিল]

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। সুমিত্র!

সুমিত্র। বাবা! মাকে মেরো না।

সিংহবাহু। আচ্ছা, তবে তোমায় প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে এই দণ্ড দিলাম।—জল্লাদ! তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে এই নারীকে অন্ধ ক'রে পুরপথে ছেড়ে দাও।—না আর একবার আমার কাছে নিয়ে এসো।—একবার দেখ্‌ব কি চেহারা হয়।—নিয়ে যাও।

[রাণীকে লইয়া জল্লাদ প্রস্থানোদ্যত]

সিংহবাহু। আর শোন্! তার আগে ওর—জিভ কেটে দিবি! জিভ থাকৃতে স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নেই।—সে এত মিথ্যা কথা কৈতে পারে!—যাও, নিয়ে যাও।

রাজা। রাণী! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্রকে আমাব পর ক'রে দিয়েছ, আমার চোখ থাকৃতে আমায় অন্ধ করেছ, আমি যদি বিনিময়ে—

সুমিত্র। বাবা! বাবা! মাকে মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর।

সিংহবাহু। কি? পুত্র? তোকে এই বাজ্যের রাজা ক'বে যাবো ভেবেছিস্? তা মনেও করিস্ না। ঐ রাক্ষসীব গর্ভে মানুষ জন্মায় না, রাজা ত দূরের কথা। তোকেও ওর সঙ্গে নির্ব্বাসিত কর্ব্ব। বেরো বেটা।

সুমিত্র। বাবা! ক্রোধে ক্ষিপ্ত হবেন না।

সিংহবাহু। ক্রোধে! না, না, কর্চ্ছি কি? না—কিছু না—কিন্তু ওঃ!—যাকে পথের কর্দ্দম হ'তে তুলে এনে, গোলাব জলে স্নান করিয়ে, সিংহাসনে আমার পাশে বসিয়েছিলাম, তাব এই উচিত প্রতিদান বটে! ঠিক শাস্তি দিয়েছি।

সুমিত্র। ঐ মা আর্ত্তনাদ কচ্ছেন! মা—মা! [দৌড়িয়া নিষ্ক্রান্ত]

রাজা। ঐ—ঐ—আহা হা! বেচাবী। ওবে, অন্দ ক'রে দিস্ না—অন্ধ ক'রে দিস্ না। [দৌড়িয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই সহসা নিবৃত্ত হইয়া] না, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!—আশ্চর্য্য! না, আর না। পদাঘাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে।

অন্ধ রাণীকে লইয়া জল্লাদের প্রবেশ।

সিংহবাহু। অন্ধ ক'রে দিয়েছিস্? [দেখিয়া সভয়ে মুখ ফিরাইয়া] ও কি! এ কে? এ কি রাণী!—কি ভয়ানক!—দুঃখ! কোন

দুঃখ নাই। এখন আমরা দুজনাই অন্ধ—আমি চোখ থাকতে অন্ধ, আর তুমি!—হাঃ, হাঃ, হাঃ, বেশ হয়েছে। বেশ হয়েছে!—পিশাচী! শয়তানী! [কেশ ধরিলেন]

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। বাবা! বাবা! কি কর্চ্ছেন?

সিংহবাহু। কেন? কি কর্চ্ছি? [ছাড়িয়া দিলেন]

সুরমা। এও কি আপনার দ্বারা সম্ভব বাবা!

[সিংহবাহু লজ্জায় অধোমুখ হইলেন।]

সুরমা। বাবা! এখন নিষ্ফল ক্রোধ ক'রে কি হবে? পুত্র ত আর ফিরে পাবেন না।

সিংহবাহু। কি অন্যায় করেছি? রাজা আমি, বিচার করেছি। তাকেও পুত্র ব'লে রেয়াৎ করিনি, একে রাণী ব'লে রেয়াৎ কর্ব্ব? আমি মহারাজ সিংহবাহু—বিনা দোষে পুত্রকে নির্ব্বাসিত করেছি। নিয়ে যাও এই পিশাচীকে—দেশ থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দাও।

সুরমা। তা'হলে আমিও চল্লাম বাবা!

সিংহবাহু। যা না, কে তোকে ধ'রে রাখ্ছে?

সুরমা। এস মা অভাগিনী! আজ তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্লাম। আজ আমি তোমার মা হ'লাম। এসো মা! [পিতাকে প্রণাম করিয়া রাণীকে লইয়া প্রস্থান]

সিংহবাহু। ব্যস, ব্যস। পুত্র গেল, কন্যা গেল, স্ত্রী গেল। রাজ্য যাক্। আর কেন? আমিও যাই। বম্ ভোলানাথ!

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কার উপকূল।　কাল—সন্ধ্যা।

বিজয় একাকী।

বালক সমুদ্রতীরে গান গাহিতেছিল। বিজয় দূরে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় তাহাই শুনিতেছিলেন।

গান।

বরষা আইল ওই ঘন ঘোর মেঘে
দশদিক তিমিরে আঁধারি।
আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগে
রাখিতে—রাখিতে নাহি পারি॥
চমকে চপলা, চিত চমকে, সঘন ঘন
গরজনে কাঁপে হিয়া সখিরে—
ঝর ঝর অবিরল ঝরে জলধারা,
ঝর ঝর চোখে বহে বারি॥
সঘন আঁধার ওই ঘনাইয়া আসে,
বিষাদে হৃদয় আসে ছেয়ে,
বাতাস মিশায়ে যায় সজল বাতাসে
শূন্য-নয়নে রহি চেয়ে—
কত না নিহিত ব্যথা, নিহিত যাতনা কত,
হৃদয়ে জাগিয়ে উঠে সখিরে—
মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা,
ধিক্ ধিক্ জনম আমারি॥

বিজয়। কি আশ্চর্য্য!

[গাইতে গাইতে লীলা বিজয়ের কাছে আসিলেন।]

বিজয়। বালক! এত কিশোর বয়সে কি দুঃখ তোমার? এই তরুণ বয়সে তুমি কি কাউকে ভাল বেসেছ?

লীলা। কে বল্লে? আমার দুঃখ! আমার অপার সুখ।

বিজয়। তবে দুঃখের গান গাইছিলে যে—

বালক। দুঃখের গানের মত মিষ্ট গান আছে?

বিজয়। ঠিক বলেছ ভাই।

লীলা। আচ্ছা, তুমি কি ভাব্‌ছিলে ভাই?

বিজয়। বিশেষ কিছু নয়।

লীলা। আমার মনে হচ্ছে, যে বিশেষ কিছু।

বিজয়। কেন?

লীলা। আমি চিরকাল দেখে এসেছি যে, যখনই কোন যুবা পুরুষ মানুষ, 'কি ভাব্‌ছিলের' উত্তরে বলে, 'এঁ্যা—এমন বিশেষ কিছু নয়', তখনই তারা বিশেষ কিছুই ভাব্‌ছে।

বিজয়। কে বল্লে? কখন না।

লীলা। অত রাগ কেন? বল্লেই ত হয়—'এই স্ত্রীর কথা ভাব্‌ছিলাম'; তা ভাব্‌লে কেউ তোমায় দোষ দিতে পার্ত্তো না; কিংবা—"ভাব্‌ছিলাম—পশু চার পায়ে হাঁটে, আর মানুষ দু পায়ে হাঁটে কেন"? সে সমস্যাটার মীমাংসা এতদিন কেউ কর্ত্তে পারেনি—কিন্তু—"না—তা—এমন কি—হাঁ—তা বিশেষ কিছু—এঁ্যা" এর একটা নিগূঢ় অর্থ আছে।

বিজয়। তুমি এখন যাও।

লীলা। তুমি কি ভাব্‌ছিলে—আমি বল্‌বো ?

বিজয়। কি ? বল দেখি।

লীলা। তুমি ভাব্‌ছিলে, যে দুই আর দুইয়ে চার হয় কেন ? কখন পাঁচ হয় না কেন ?

[বিজয় হাসিলেন।]

লীলা। তার উত্তর কি বল্‌বো ?

বিজয়। [সহাস্যে] কি ?

লীলা। তার উত্তর—চিরকাল তাই হ'য়ে এসেছে, অন্য রকম হবার যো নেই, কি কর্ব্বে বল।

বিজয়। না। [হাসিলেন।]

লীলা। এটা কিন্তু কাষ্ঠ হাসি।—কেমন ধরেছি কি না ?—আচ্ছা বন্ধু! তুমি এত গম্ভীর কেন ?

বিজয়। আমি কি অত্যন্তই গম্ভীর ?

লীলা। ভয়ানক! সংসারে এসে এত গম্ভীর! যে সংসারের দিকে—চেয়ে দেখি—একটু যদি ভাবি—অমনি ভয়ানক হাসি পায়।

বিজয়। খুব বেশী হাসি পায় না কি ?

লীলা। ভয়ানক। আমার মনে হয়, মানুষ পরস্পরেব পানে চেয়ে দেখেও কি রকম ক'রে গম্ভীর হ'য়ে থাকে !

বিজয়। গম্ভীর হ'য়ে থাকা কি ভারি শক্ত ?

লীলা। ভারি শক্ত। এ যে ভয়ানক বেশী জোরে হাস্‌বার বিষয়।

বিজয়। কি রকম ?

লীলা। এই দেখ বন্ধু! মানুষ কাপড় চোপড় জড়িয়ে খাড়া হ'য়ে

দাঁড়িয়ে, মাথা উঁচু ক'রে দেখায় যে, সে মানুষ। কিন্তু ভিতরে সে পশু।

বিজয়। পশু কেন?

লীলা। নগ্ন অবস্থায় চার পায়ে হাঁট্‌লেই সে পশু। দ্বিতীয়তঃ, যা নিকট, যা ধ্রুব, যা মুষ্টিগত, যা সহজ, তা ছেড়ে, যা দূর, যা অজ্ঞেয়, যা অস্পষ্ট, তাবই পিছনে ছুটেছে! তাই, সে ঘরের লক্ষ্মীকে ছেড়ে, পরের লক্ষ্মীর দিকে ধেয়ে যায়, দীপ ছেড়ে জোনাকি ধর্ত্তে ছোটে। তাই, সে এমন সুন্দর, সরল, প্রত্যক্ষ জগৎ ছেড়ে, অবোধ্য, অন্ধকার, নিগূঢ় ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামায়। ঐ আকাশের পিছনে কি আছে, মৃত্যুর পরপারে কি আছে—সেই চিবন্তন "কি?" আর "কেন"র পিছনে ছুটেছে, যা—জান্‌বার যো নাই।

বিজয়। বালক! তুমি কে? আমি সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হই যে—

লীলা। আশ্চর্য্য হ'বার কথা বটে!

বিজয়। যে—তুমি এই কিশোর বয়সে বাড়ী ছেড়ে একদল গৃহহীন ডাকাতের সঙ্গে সঙ্গে ঘুচ্ছ কেন?—আশ্চর্য্য!

লীলা। আশ্চর্য্য বটে—

বিজয়। কেন ঘুচ্ছ?

লীলা। কৌতূহল মাত্র।

বিজয়। মিথ্যা কথা।

লীলা। ঠিক বলেছ—মিথ্যা কথা। বন্ধু তুমি অন্তর্য্যামী।

বিজয়। কিসে?

লীলা। কিম্বা মিথ্যা কথা তোমার এত পরিচিত, যে দেখ্‌লেই তাকে চিন্তে পার। তোমার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়।

বিজয়। কেন?

লীলা। পাছে সত্য কথাগুলি মিথ্যা হ'য়ে যায়।—একে মিথ্যা কথা কহা অভ্যাস আমার—তার উপরে—ঐ শোন ঘুঘু ডাকে।

বিজয়। তুমি এক প্রহেলিকা।

লীলা। ঠিক বুঝেছ।

বিজয়। কি বুঝেছি?

লীলা। যে আমি এক প্রহেলিকা—ঠিক—এত বুদ্ধি!

বিজয়। যে হেতু বুঝেছি যে তুমি প্রহেলিকা?

লীলা। তাই কয় জন জানে? মানবজীবনই যে এক মহা প্রহেলিকা। কে কাকে জানে বন্ধু? কতটুকু জানে? আপনাকেই বা কে জানে? তথাপি মানুষ, কে সৎ, অসৎ, সরল, উদার, কূট, তাই বিচার কর্ত্তে বসে—আস্পর্দ্ধা বটে! জান কি বন্ধু যে সম্পদে যে সাধু, দারিদ্র্যে হেন কত "সাধু" চৌর হয়, আর কত শত চৌর প্রাচুর্য্যে "সাধু" নামে খ্যাত হ'তে পার্ত্ত! জান কি হে বন্ধু—যাকে আজ অবজ্ঞা কর, যার সঙ্গে কথা কৈতে ঘৃণা কর—সে যদি তোমার প্রভু হ'য়ে বসে, তবে তার সঙ্গে একটি কথা কৈবার জন্য তুমি লালায়িত হ'তে? শুধু আমি প্রহেলিকা? না মনুষ্যজীবনই এক প্রহেলিকা—এ বিশ্বসংসারই এক মহা প্রহেলিকা। মূর্খ ভাবে বুঝেছি—জ্ঞানী ভাবে কিছু বুঝি নাই—তাই সে জ্ঞানী।

বিজয়। এসব কোথায় শিখ্‌লে বালক?

লীলা। [মস্তকে হাত দিয়া] এইখানে—তুমি যে উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছ! যাও নিজের কাজ কর। এক বালকের প্রলাপ শুনে, আলস্যে এ দীপ্ত প্রভাত কাটিয়ে দিচ্ছ! লজ্জা করে না? কর্ম্ম কর,

নহিলে এ দীর্ঘ জীবন কাটবে কিসে? কর্ম্ম কর্ব্বার যা আছে, তার পক্ষে এ জীবন অতি ক্ষুদ্র, যে কর্ম্ম না করে, তার পক্ষে এ জীবন অতি দীর্ঘ। যাও বীর কর্ম্ম কর। [প্রস্থান]

বিজয়। কি আশ্চর্য্য! এত ক্ষুদ্র বালক—সংসারের কিছু জানে না—কিন্তু এত প্রাজ্ঞ! কথন কথন তার কথোপকথন ক্ষুদ্র তটিনীর তরল কল্লোলের মত অলস-মধুর। আর কথন কথন তার সরল বিজ্ঞান মর্ম্মে গিয়ে আঘাত করে—হৃদয়ের নিহিত ঝঙ্কারকে গিয়ে আলোড়িত করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, যে সে প্রাণের কোন নিহিত ব্যথা গোপন ক'রে আছে। তার হাসি হাসি মুখ, নত চক্ষু, বিকম্পিত স্বর। তথাপি তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অনেক শান্তি পাই।

অনুরোধের প্রবেশ।

অনুরোধ। মহারাজ!

বিজয়। [চমকিয়া] কে—অনুরোধ! কি সংবাদ?

অনুরোধ। বন্দীর প্রতি কি আজ্ঞা হয়েছে?

বিজয়। বন্দী! কোন্ বন্দী?

অনুরোধ। মেহুন্নার মহারাজ।

বিজয়। ওঃ! তাকে মুক্ত ক'রে দাও।

অনুরোধ। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান]

বিজয়। সুন্দর সুনীল ঐ প্রগাঢ় আকাশ,
সুন্দর এ শৈলতট—নিস্তব্ধ নির্জ্জন,
কিন্তু, এ হৃদয়ে এক অশান্তি গভীর।
সুন্দর সে মুখখানি! কি মহিমাময়!

উন্মাবেল ও বিজিতের প্রবেশ।

বিজিত। বিজয়! তুমি এ স্থান পরিত্যাগ কর্ব্বার আদেশ দিয়েছ?

বিজয়। দিয়েছি।

বিজিত। আবার কোথায় যাবে?

বিজয়। জানি না, পাল তুলে দাও, যেখানে গিয়ে পড়ি।

বিজিত। বিজয়! তোমার মাথার ঠিক নাই।

বিজয়। আমারও তাই বোধ হয়।

বিজিত। কি বোধ হয়?

বিজয়। যে আমার মাথার ঠিক নাই।

বিজিত। সেটা বুঝেছ? তা হ'লে একেবারে মাথার ঠিক নাই বলি কেমন ক'রে? যদি বা মাসাধিক কাল পরে একটা উপকূলে এসে পড়্‌লে, দুর্জ্জয় বাহুবলে সেই মেদুরা জয় ক'রে মহারাজ হ'য়ে বস্‌লে, তিন দিন না যেতে যেতেই আবার মেদুরা ছাড়্‌বার সংকল্প ক'রে বস্‌লে!

বিজয়। আর ভাল লাগে না।

বিজিত। কোথা যাবে বিজয়? দেখ, এই সুন্দর রাজ্য—একটা শান্তিময় শ্যামল সুন্দর রাজ্য—এমন রাজ্যের রাজা হ'য়ে বস্‌তে পার। না আবার ছুট্‌তে চলেছ।

বিজয়। এত শান্তি, এত সৌন্দর্য্য, এত সেবা, সহ্য হচ্ছে না—তাই যেতে চাই বন্ধু।

বিজিত। কোথায়?

বিজয়। যেখানে অরাজক, অত্যাচার, উচ্ছৃঙ্খল, উৎপীড়ন, প্রাণঘাতী ক্রোধ। যেখানকার রাজা—'কে আমার অংশ কেড়ে খেতে

এলো?' ব'লে মার্ত্তে ধেয়ে আসে, যেখানে অগ্নিবর্ণ চক্ষু আর উদ্যত তরবারি, আর সরল শত্রুতা। ঢাকাঢাকি নাই, ধূর্ত্ততা মাখামাখি নাই·— সোজা সরল শত্রুতা পাই।

বিজিত। কিন্তু দশদিন এক জায়গায় স্থির থাক্‌তে পার না?

বিজয়। পারি কেমন ক'রে বন্ধু?

বিজিত। আমি পারি কেমন ক'রে বিজয়?

বিজয়। তুমি! হুঁ—তুমি কখন নিজের বাপকে ক্রমে ক্রমে অপরিচিতের ন্যায়, শেষে শত্রুব মত ব্যবহার কর্ত্তে দেখেছ? বাপের কোলে উঠ্‌তে গেলে, বাপ তোমায় কখন লাথি মেরেছে? যে তোমার হাতে ক'রে মানুষ করেছে, সে কি তোমার অধরে বিষপাত্র ধরেছে? তুমি কি—না আমাব এ জীবন-সমুদ্র মন্থন ক'রে কি হবে? গবল উঠ্‌বে বৈ ত নয়।

বিজিত। চাকা ঘূরে যেতে পারে।

বিজয়। ভাগ্যের দয়ার উপব নির্ভর ক'রে থাক্‌বার লোক বিজয়সিংহ নয়।

বিজিত। তবে কি কর্ব্বে?

বিজয়। নূতন দেশ আবিষ্কার ক'র্ব্বে, নূতন রাজ্য স্থাপন কর্ব্ব, নূতন ধর্ম্ম প্রচার কর্ব্ব।

বিজিত। কি ধর্ম্ম?

বিজয়। যে—সংসারে ভাই নাই, বাপ নাই, মা নাই। সব মায়া। সব ভ্রান্তি। সব মিথ্যা। সব শেততপ্ত মস্তিষ্কের ধূমায়িত কল্পনা। সংসার মায়া, স্বজন মায়া, স্নেহ মায়া, ভক্তি মায়া।

বিজিত। তবে সব সত্য?

বিজয়। নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাবাদ, ধাপ্পাবাজি, শয়তানী। পরমেশ্বর যদি থাকেন—থাকুন। অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকুন। তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

বিজিত। আমরা কি এক উন্মাদের পিছনে ছুটেছি!

বিজয়। তাই কি তোমার বোধ হয়?

বিজিত। তাইত বোধ হচ্ছে।

বিজয়। তবে তোমরা বাড়ী ফিরে যাও।

বিজিত। যাব, তোমাকে নিয়ে।

বিজয়। পার্ব্বে না।

বিজিত। চেষ্টা ত করি।

বিজয়। নিষ্ফল প্রয়াস। আগে ভেবেছিলাম আর লোকালয়ে মুখ দেখাব না। অকূল গভীর সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে দিয়ে—চ'লে যাই—যেখানে বাতাস ও ঢেউয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তার পর তোমরা আমার সঙ্গ নিলে।—কেন নিলে,—ভগবান্ জানেন।

বিজিত। আমরা তোমায় ভালবাসি ব'লে।—

বিজয়। তোমার তাই বোধ হয়?

বিজিত। বোধ হয় কি রকম!

বিজয়। আমার ত তা ঠিক বিশ্বাস হয় না।

বিজিত। আমার ব'য়ে গেল।

বিজয়। আচ্ছা—এরা না হয় গৃহহীন দস্যু; এরা আমার শক্তির পরিচয় পেয়েছে—লুটের আশায় আমার পশ্চাৎ নিয়েছে। কিন্তু তুমি—রাজপুত্র তুমি—না, এ বেশ একটু খট্‌কা।

বিজিত। তা হোক্। এখান থেকে আজই যেতে হবে?

বিজয়। হাঁ।

বিজিত। কিন্তু—

বিজয়। দোহাই বিজিত! আপত্তি ক'রোনা, আমি আর থাক্‌তে পার্ব্ব না। যাও প্রস্তুত হও গে।

[বিজিতের প্রস্থান]

বিজয়। উত্তাল সমুদ্র করে প্রবল আঘাত
মেতুরার শৈলতটে মেঘমন্দ্রসম;
উঠিছে সে মেতুবায় ঘন আর্ত্তনাদ,
তথাপি সিন্ধুর অন্ধ অস্থির হৃদয়ে
দয়া নাই, অনুকম্পা নাই—কি অসীম,
কি অস্থির, কি গম্ভীর, ঐ পারাবার!

অলক্ষ্যে কুবেণীর প্রবেশ।

বিজয়। কে!—ওঃ!

কুবেণী। বঙ্গ-যুবরাজ! করিতেছ পরিত্যাগ
মেতুরার শৈলতট?

বিজয়। সত্যকথা দেবি!

কুবেণী। কোথায় যাইবে?

বিজয়। কোন লক্ষ্য নাই দেবি!
তরণী ভাসায়ে দিব অকূল সাগরে।
তারপর তরঙ্গ ও বায়ু যেথা ল'য়ে যায়।

কুবেণী। কোথায় যাইব আমি?

বিজয়। যথা অভিলাষ।

কুবেণী। যাইতে ছাড়িয়া মোরে পারিবে কুমার?

বিজয়। কেন পারিব না দেবি?

কুবেণী। পারিবে না তুমি।
আমি ভালবাসিয়াছি তোমারে কুমার!
নীরব কি হেতু? আমি ছাড়িয়া দিব না
তোমারে কুমার আর। পাইয়াছি খুঁজি
নিজ অধিকার আজ।

বিজয়। বিবাহিত আমি।

কুবেণী। না, তাহার নহ তুমি, তুমি যে আমার—
বুঝিলাম সে মুহূর্ত্তে, যে মুহূর্ত্তে আমি
দেখিলাম তোমারে কুমার!
আমারে ছাড়িয়া যাবে? সাধ্য কি তোমার!

বিজয়। বিবাহিত আমি দেবি!

কুবেণী। চেয়ে দেখ দেখি
আমার এ মুখপানে। শুধু একবার
ভাল ক'রে চেয়ে দেখ। তার পর তুমি
পার যদি, যেও যুবরাজ! চেয়ে দেখ।

বিজয়। অনিন্দ্যসুন্দরী তুমি, হেন রূপ কভু
দেখি নাই—কিন্তু দেবি!

কুবেণী। আর 'কিন্তু' নাই।—
আর চিন্তা নাই। তুমি আমার—আমার!

বাখানি কন্যার রূপ—বিবাহপ্রস্তাবে—
কহিতেন মাতা গর্ব্বে—কন্যারত্ন তাব
অতুল সুন্দরী বিশ্বে। স্বজন বান্ধবী
উন্মত্ত, আনন্দে অন্ধ, করিত বন্দনা,
হই নাই উদ্বেলিত। কেন আজ তবে,
শুনিয়া তোমার মুখে রূপের ব্যাখ্যান,
আনন্দে অধীর আমি? শোন প্রিয়তম!
এ রূপ তোমারে আমি ভিক্ষাদান করি।
লহ, ধন্য হও।

বিজয়। দেবি! বিবাহিত আমি।

কুবেণী। কহিয়াছি একবার, যথা ইচ্ছা তব
যাও। দেখি সাধ্য তব।

[বাহুদণ্ড দুলাইলেন]

বিজয়। কে তুমি সুন্দরী?

কুবেণী। পরিচয়ে প্রয়োজন? যাও দেখি বীর!

বিজয়। উত্তম, বিদায় দাও, দেখি—

কুবেণী। সাবধান!
অন্ধকার করিও না তব অহঙ্কারে
তব ভবিষ্যৎ!

বিজয়। দেবি! যেই অন্ধকার
মগ্ন বর্ত্তমান, তার চেয়ে গাঢ়তর
অন্ধকার অসম্ভব!—

কুবেণী। কি দুঃখ তোমার ?

বিজয়। নহিলে ভাসায়ে দেই মম বর্ত্তমান
　　লবণাম্বু পারাবারে ?

কুবেণী। বিজয়! তোমার
　　কি দুঃখ আমারে বল।—করিব মোচন।

বিজয়। সাধ্য নাই বন্ধু তব।

কুবেণী। তথাপি, তথাপি—
　　কি দুঃখ আমারে বল; বল প্রিয়তম!

বিজয়। শুনিবে বান্ধবী ?

কুবেণী। কহ।

বিজয়। দেশ-নির্ব্বাসিত
　　আমি! আর—আর সেই নির্ব্বাসনদাতা—
　　প্রিয়তম পিতা মম—যাঁহারে—জগতে
　　এত ভালবাসি নাই জীবনে কাহারে—
　　সেই পিতা—সেই পিতা!—না, না, কাজ নাই,
　　পিতা তিনি বটে, কিন্তু তিনি মহারাজ,
　　করেছেন সুবিচার। কোন দোষ নাই,
　　সব দোষ—অপরাধ—আমার, আমার।

কুবেণী। বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। আর যুবরাজ!
　　আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িত গোপনে
　　একসঙ্গে। এ জীবনে অভেদ্য আমরা।
　　কুবেণী আমার নাম। ভূত লঙ্কেশ্বর

পিতা মোর। পিতৃহীন আমি প্রিয়তম !
জননী বিবাহ করি' নব লঙ্কেশ্বরে
হয়েছেন সন্তানের পর। বল দেখি,
সে কি দুঃখ সন্তানের, যখন—যখন
জননী জননী নহে আর ! তারপর,
এই নব লঙ্কেশ্বর ; নির্ব্বাসিত আমি।
এই রাজকন্যা আমি, পিতৃ-মাতৃহীনা,
কিশোরী—বিশাল বিশ্বে কেহ নাহি মোর !
পিতা নাই, মাতা নাই, গৃহ নাই ! তুমি
সমুদ্রের গ্রাস হ'তে করিলে উদ্ধার !
এস নাথ ! কর মম রাজ্যের উদ্ধার,
সিংহাসন ফিরে দাও। ফিরে দাও দেব !
আমার পৈতৃক স্বত্ব, জন্ম—অধিকার।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কা। উৎপলবর্ণ ও তাপস।

উৎপলবর্ণ। সেই একই পুরাণো কথা—শুদ্ধ নূতন আকারে। মানবজীবন চক্রের মত ঘুরে যাচ্ছে ! যা ঘটেছে, তাই আবার নূতন ক'রে ঘটছে, আবার ঘটবে। তাই মাঝে মাঝে জন্মান্তর হ'তে ভাবী ঘটনার দুই একটা সঙ্কেত পাই। স্মৃতির নীরব তন্ত্র বেজে ওঠে। পূর্ব্ব

জন্মের নিবিড় কাহিনী স্বপ্নাবেশে ভেসে আসে। তারপর মোহের আলস্যে আবার ঘুমিয়ে—

তাপস। তা বুঝেছি পুরোহিত। কিন্তু এ স্বর্ণলঙ্কা যক্ষের। মানুষের কখনও হবে না।

উৎপল। যক্ষের আগে এ স্বর্ণলঙ্কা রাক্ষসের ছিল, তাপস!

তাপস। তবু আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না যে, এ দ্বীপ মানুষ এসে জয় কর্ব্বে।

উৎপল। বিশ্বাস শীঘ্রই কর্ত্তে হবে। যে জয় কর্ব্বে, সে এসেছে।

তাপস। কে?

উৎপল। বিজয়সিংহ। আমি তার গভীর বিজয়ভেরী শুনেছি।

তাপস। অসম্ভব।

উৎপল। এসেছে। আজই এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখ্‌বে। সাতশত সৈন্য নিয়ে বিজয় লঙ্কাজয় কর্ব্বে।

তাপস। সাতশত মাত্র সৈন্য নিয়ে! অসম্ভব—উৎপলবর্ণ!

উৎপল। যখন ভিতর ক্ষয় হ'য়ে যায়, তখন সুমেরু-পর্ব্বতশৃঙ্গও বাতাসের এক মৃদু নিশ্বাসে ভূমিসাৎ হয়।—ঐ দেখ আস্‌ছে। অন্তরালে এসো। [উভয়ের অন্তরালে গমন]

কথা কহিতে কহিতে অনুরোধ ও উরুবেলের প্রবেশ।

অনুরোধ। আমাদের দেশ থেকে যে বিশেষ তফাৎ, তা ত বোধ হচ্ছে না।

উরুবেল। কৈ! সেই নীল আকাশ, সেই চষা ধানক্ষেত, সেই গাছপালা।

অনুরোধ। গরুগুলো ঠিক গরু।

উরুবেল। বোধ করি দুধও দেয়।

অনুরোধ। উঃ! লঙ্কার বিষয়ে কতই শুনেছিলাম—যে তার মাঠে সোনা ফলে, গাছে হীরে ঝোলে!—এ সবই ত আমাদের দেশের মত।

উরুবেল। তবে একটু বেশী জঙ্গুলে!

অনুরোধ। আর বেশ ঠাণ্ডা।

উরুবেল। ভারি নিস্তব্ধ।

অনুরোধ। মায়াময়! যেন থাক্‌তে থাক্‌তে ঘুম আসে!

উরুবেল। কিন্তু বেজায় জলকষ্ট। দু'ক্রোশের মধ্যে একটা সরোবর নেই।

অনুরোধ। এরা বোধ হয় জল খায় না।

উরুবেল। তাইত! এরা সব ফেরে না কেন?

অনুরোধ। চল এগিয়ে দেখি!

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

উৎপলবর্ণ ও তাপস বাহির হইয়া আসিলেন।

তাপস। এদের কথা কিছু বোঝা গেল না।

উৎপল। একে প্রাকৃত ভাষা বলে।

তাপস। তুমি এ ভাষা জান?

উৎপল। জানি।

তাপস। এরাই লঙ্কা জয় কর্ব্বে?

উৎপল। অবিকল।

তাপস। অসম্ভব। [প্রস্থান]

উৎপল। [তাপসের পানে চাহিয়া] বেচারী। পূর্ব্বজন্মের কিছুই জানে না—ঐ বিজয় আস্‌ছে।

[বালকের সহিত বিজয় পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।]

বিজয়। তাদেরই পদচিহ্ন। ঠিক। কিন্তু এইখানে যে শেষ। আর ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বালক। তাইত!

বিজয়। এর মানে কি বালক?

বালক। এইখানেই কেউ তাদেব হত্যা করেছে, কিংবা—

বিজয়। 'কিংবা' কি?

উৎপল। এসেছ বিজয়?

বিজয়। কে আপনি?

উৎপল। একি! তোমাকে যে চিনি বিজয়সিংহ!

বিজয়। সে কি! আপনি আমার নাম জান্‌লেন কেমন ক'রে?

উৎপল। নাম!—তোমার নাড়ী নক্ষত্র সব জানি।

বিজয়। আপনি আমায় চেনেন?

উৎপল। বেশ চিনি। ঠিক সেই গর্ব্বিত শিরঃসঞ্চালন, সেই চিন্তাকুল উদাস দৃষ্টি!—ঠিক্ সেই বটে।

বিজয়। আপনি আমায় পূর্ব্বে দেখেছেন?

উৎপল। দেখেছি।

বিজয়। কোথায়?

উৎপল। পূর্ব্বজন্মে। তুমি আমায় কিছু চিন্তে পাচ্ছ না?—কি! আশ্চর্য্য ভাবে আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ যে! চিন্তে পাচ্ছ না?

বিজয়। না।

উৎপল। কিন্তু আমার বেশ মনে আছে। বেশ মনে পড়ে—তুমি এক বণিকের পুত্র ছিলে, আর আমি এক গৃহস্থপুত্র ছিলাম। বাণিজ্যে তোমার আসক্তি ছিল না, আমারও সংসারে স্পৃহা ছিল না। আমরা দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলাম।—কিছু মনে পড়ে না?

বিজয়। না।

উৎপল। আমরা দুজনে দিনের মধ্যে পরস্পরকে একবার না দেখ্‌লে থাক্‌তে পার্ত্তাম না। একদিন মনে আছে, আমরা দুজনে নীলাচলমূলে বেড়াচ্ছিলাম, তুমি দেশ দেশান্তরের কথা আমায় শোনাচ্ছিলে, আমি তোমায় কত জন্ম জন্মান্তরের বার্ত্তা শোনাচ্ছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। আমি বল্লাম—'চল বাড়ী যাই।' তুমি বল্লে—'আগে চাঁদ উঠুক্।' তার পর অন্ধকার হ'য়ে এলো; পরে চাঁদ উঠ্‌লো; তখন আমরা বাড়ী ফির্লাম—কিন্তু এক অপরিচিত পথ দিয়ে।—মনে পড়ে না?

বিজয়। কৈ?

উৎপল। তার পর, একটা জঙ্গলে এসে পড়্‌লাম। একটা বাঘের ডাক শুন্‌লাম। আমি ভয় পেলাম। তুমি কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে, পূর্ব্ববৎ গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে চল্লে। তার পর—

বিজয়। তার পর?

উৎপল। একটা বাঘ বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আমায় আক্রমণ কর্ল। তুমি ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি খুলে তার গলায় বসিয়ে দিলে; বাঘ

আমায় ছেড়ে তোমায় আক্রমণ কর্ল। এখনও মনে পড়ে—ব্যাঘ্রের সেই উন্মত্ত গর্জ্জন, তোমার সেই স্থির রক্তাক্ত দেহ, কাতর দৃষ্টি, মৃত্যু—

বিজয়। আমার মৃত্যু!

উৎপল। ঠিক মনে আছে।

বালক। সত্যই এ মায়াব দেশ, সবই অদ্ভুত।

উৎপল। এ বালকটি কে? পূর্ব্বজন্মে দেখেছি ব'লে ত মনে হচ্ছে না।

বিজয়। পূর্ব্বজন্মের কথা আপনাব এত মুখস্থ?

উৎপল। পবীক্ষা দিতে পারি।

বালক। যাক্—সে বিষয়ে আপনাকে পরীক্ষা কর্ব্বার লোকের অভাব। আপাততঃ এ জন্মে আপনি কে?

উৎপল। আচার্য্য।

বালক। তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।—এ কোন্ দেশ?

উৎপল। লঙ্কা। এ নগরেব নাম তাম্রপর্ণী।

বালক। রাবণ তবে এই লঙ্কার রাজা ছিলেন?

উৎপল। হাঁ বালক।—পূর্ব্বজন্মে তুমি কি ছিলে বল দেখি?

বালক। পূর্ব্বজন্মে আমি হতাশ-প্রণয়িনী ছিলাম।

উৎপল। বটে! বটে!—কাকে ভালবাস্‌তে?

বালক। এই বিজয়সিংহকে। বন্ধু তোমার মনে নেই? সেই যে—একটি ছোট ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিল। ধূলার প্রাসাদ তৈর ক'রে ভেঙ্গে ফেল্‌তো, খাবার পেলে তোমাকে অর্দ্ধেক এনে দিত।

উৎপল। দিত নাকি?

বালক। না দিয়ে খেত না। বিজয়কে যখন তাঁর বাপ বেত মার্ত্তেন—

বিজয়। কি! আমায় বেত মার্ত্তেন?

বালক। আমি সে আঘাত পিঠ পেতে নিতাম। উঃ! এখনও তার বেদনা কিছু কিছু অনুভব কচ্ছি যেন। তারপর, বিজয়ের বাপ যখন বিজয়কে তাড়িয়ে দিলেন—

বিজয়। পূর্ব্বজন্মেও আমার বাপ আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন?

বালক। আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফির্ত্তাম। বিজয় আমায় দেখ্‌ত না।

উৎপল। বিজয়কে তোমার প্রেম—

বালক। না—

উৎপল। ঠিক।

বালক। "ঠিক" কি?

উৎপল। তুমিই বটে!

বালক। এখন চিন্তে পাচ্ছেন?

উৎপল। না, তোমায় কখন দেখিনি। তবে—

বালক। তবে?—

উৎপল। বিজয় তোমার কথা আমায় কখন কখন বল্‌ত।

বালক। বল্‌তেন? বাঁচ্‌লাম।

উৎপল। বিজয় তোমায় ভালবাস্‌তো।

বালক। বাস্‌তেন? আহা! সে কথাটা যদি পূর্ব্বজন্মে জান্তাম!

বিজয়। তোমরা দু'জনে একটা ষড়যন্ত্র ক'রেছ নাকি?—মহাশয়!

সে সব পূর্ব্বজন্মে আমি যা-ই ছিলাম—তাতে আপাততঃ কিছু যাচ্ছে আস্‌ছে না। এখন আমার সঙ্গীরা কোথায় বল্‌তে পারেন? তাঁরা এই দিকেই এসেছিলেন।

উৎপল। ক' জন?

বিজয়। সাত শ জন।

উৎপল। ঠিক।

বালক। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গে মিলে গেল নাকি?

উৎপল। রোস, তোমায় মায়ার অভেদ্য ক'রে দেই। [হস্তে সূত্রবন্ধন]

বালক। আবার—বাঁধে যে!

উৎপল। মন্ত্র পড়িয়া বিজয়ের গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন।

বিজয়। ও আবার কি?

উৎপল। তুমি লঙ্কাজয় কর্ব্বে।

বিজয়। একি! আমায় উন্মাদ পেলেন নাকি? [কঠোর স্বরে] আমার সঙ্গীরা কোথায়? শীঘ্র বলুন। নইলে—[তরবারি নিষ্কাশন করিলেন]

উৎপল। অত উৎকট নয় ভাই। তরবারির ব্যবহার কর্ত্তে হবে—কিন্তু এখন নয়।—তোমার সঙ্গীদেব বন্দী ক'রে রেখেছে।

বিজয়। কে?

উৎপল। লঙ্কার অধিপতি।

বিজয়। কি রকমে?

উৎপল। মায়াবলে। এই যক্ষ মায়াবলে অজেয়। কিন্তু যক্ষকন্যা

কুবেণী তার মায়াবলে তাদের উদ্ধার করেছে। আমি মায়াবল জানি না। কিন্তু মায়াবল প্রতিরোধ কর্ত্তে জানি। ঐ দেখ, তোমার সঙ্গীরা আস্‌ছে।

বিজয়ের সঙ্গিগণের প্রবেশ।

সঙ্গিগণ। জয় যুবরাজ বিজয়সিংহের জয়!

উৎপল। তুমি এই সাত শ সেনা নিয়েই লঙ্কাজয় কর্ব্বে। পূর্ব্বেও এইরূপ হয়েছিল। এবারও হবে। তুমি লঙ্কার রাজা হবে, কুবেণী লঙ্কার রাজ্ঞী হবে। যাও বিজয়! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওগে, কাল যুদ্ধ।　　[বিজয় ও বালক ভিন্ন সকলে নিষ্ক্রান্ত।]

লীলা। বন্ধু! আমার কিন্তু ভারি হাসি পাচ্ছিল।

বিজয়। কেন?

লীলা। একটা কথা মনে ক'রে।

বিজয়। সেটা হচ্ছে কি?

বালক। সেটা হচ্ছে যুদ্ধ।

বিজয়। যুদ্ধ হাস্যকর?

বালক। হাস্যকর নয়? একটা গরু ঘাস খাচ্ছে, পাশের জমিতে আব একটা গরু ঘাস খাচ্ছে। এ গরুটা তাই দেখ্‌ল। আর সৈল না। সে বল্ল, আমি নিজের ঘাস খাব না, ওর ঘাস খাব। কেন? না ও ঘাস বেশী মিষ্টি। ও গরুটা যদি বলে, যে তবে তোমার ঘাস আমি খাই? না, আমি এ-ও খাব, ও-ও খাব! দুটোই খাব। তুমি খেতে পাবে না। শুদ্ধ আমি বাঁচি। তোমার বাঁচার ত কোন দরকার নাই।

বিজয়। ঠিক বলেছ বালক!

বালক। তবে আমার গলা টিপে ধর।

বিজয়। কেন ?

বালক। তোমার জোর বেশী। অপ্রিয় সত্য কথা বল্‌বার আমার অধিকার কি ?

বিজয়। সত্য, বালক! কে তুমি ? আপন মনে কি ব'লে যাও—যেন পাগলের পাগলামি! কিন্তু তা ত নয়। এর ভিতরে একরাশ মানে।—কে তুমি বালক ? [হস্ত ধরিলেন]

[বালক সর্পদিষ্টবৎ হাত সরাইয়া লইলেন।]

বিজয়। কি, লেগেছে ?

বালক। লেগেছে, বড় লেগেছে, কিন্তু হাতে নয়—[বক্ষে হাত দিয়া] এখানে, এখানে। কেন আমায় তুমি স্পর্শ কর্লে ? কি কর্লে! কি কর্লে!

বিজয়। কেন, কি করেছি ?

বালক। আর ত পারি না। এই নির্জ্জন সমুদ্রতীর, এই মধুর সন্ধ্যা, আকাশে ঐ চাঁদ উঠ্‌ছে।—প্রিয়তম! প্রাণাধিক!—না, না—রাজাধিরাজ! আমার কোন বাসনা নাই। ক্ষমা কর। [প্রস্থান]

বিজয়। কি আশ্চর্য্য!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কার প্রাসাদ। কাল—সন্ধ্যা।

কালসেন ও জয়সেন।

কালসেন। যুদ্ধের সংবাদ কি, জয়সেন!

জয়সেন। জানি না পিতা!

কালসেন। তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আস্‌ছ না?

জয়সেন। না, পিতা।

কালসেন। তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

জয়সেন। প্রাসাদশিখরে।

কালসেন। প্রাসাদশিখরে!—সেখানে কি কর্চ্ছিলে?

জয়সেন। যুদ্ধ দেখ্‌ছিলাম।

কালসেন। যুদ্ধ দেখ্‌ছিলে!—ও কি! কাঁপ্‌ছ কেন?

জয়সেন। পিতা! এ সময়ে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত।

কালসেন। কে বল্লে?

জয়সেন। বিজয়সিংহ দেবরাজ ইন্দ্রের মত যুদ্ধ কচ্চে! লঙ্কার সৈন্য তাকে আক্রমণ কর্ত্তে যাচ্ছে, আর তার শরাঘাতে ভস্মের মত উড়ে যাচ্ছে। বিজয়সিংহ সাক্ষাৎ কালান্তক যম। হেন ভীষণ মূর্ত্তি কখন দেখিনি। সে কি ভয়ানক! লঙ্কার পরাজয় হবে।

কালসেন। তাই কাঁপ্‌ছ? ভীরু! তুচ্ছ মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে যক্ষের পরাজয় হবে! কি প্রলাপ বক্‌ছ? তুচ্ছ মানুষের সঙ্গে!—

উৎপলবর্ণের প্রবেশ।

উৎপল। স্বয়ং ভগবান্ মানুষেরই আকারে লঙ্কাধামে এসেছিলেন মহারাজ!

কালসেন। কিন্তু বঙ্গের বিজয়সিংহ ভগবান্ নয়।

উৎপল। মহারাজ কালসেনও শমনজয়ী দশানন নয়—রাজপুত্র জয়সেনও ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ নয়।

কালসেন। কিন্তু সাত শ সৈন্য—

উৎপল। মহারাজ! যখন কালপূর্ণ হয়, তখন সব অসম্ভবই সম্ভব হয়। লঙ্কায় যক্ষের রাজত্বের পরমায়ু শেষ হয়েছে—মানুষের যুগ এসেছে।

কালসেন। কে বল্লে?

উৎপল। আমি দেখেছি।

কালসেন। কি দেখেছ পুরোহিত?

উৎপল। এই ভবিষ্যদ্বাণী।

কালসেন। দেখেছ? কোথায়?

উৎপল। অনল অক্ষরে লেখা।

কালসেন। কোথায়?

উৎপল। আকাশের ঘন আস্তরণে।

ঐ শোন মানুষের জয়ধ্বনি!

ও কি লঙ্কেশ্বর! কেন পাংশু ভায়?

রক্ষা নাই—সাবধান! [প্রস্থান]

কালসেন। আবার ও মানুষের জয়ধ্বনি!—একি?

দেখি অন্ধকার! কেন কম্পিত চরণ!

আবার, আবার ঐ সমুচ্চ নিনাদ—
মানুষের জয়ধ্বনি।—কে আছ কোথায়?
রক্ষা কর, রক্ষা কর।

নেপথ্যে বসুমিত্রা। পালাও। পালাও।

বসুমিত্রার প্রবেশ।

কালসেন। কে—কে তুমি?

বসুমিত্রা। চল, চল—পলাইয়া যাই।

কালসেন। কোথায়?

বসুমিত্রা। সমুদ্রে, ঘন গহনে, পর্ব্বতে; যেখানে হয়, পালাই।

কালসেন। পালাবো!

বসুমিত্রা। হাঁ, চল পালাই।

কালসেন। রক্ষা কর বিরূপাক্ষ!

বসুমিত্রা। কারো সাধ্য নাই যে, তোমায় এ সঙ্কটে রক্ষা করে মহারাজ!

কালসেন। কেন? স্পষ্ট ক'রে বল। ওকি! বারবার বিপক্ষের জয়ধ্বনি! ওকি বসুমিত্রা! পাষাণ-প্রতিমার মত স্থিরমূর্ত্তি—নির্ণিমেষ নেত্রে চেয়ে রয়েছ কেন? বসুমিত্রা!

বসুমিত্রা। মহারাজ! পালাই চল। নইলে রক্ষা নাই।

কালসেন। কেন? স্পষ্ট ক'রে বল।

বসুমিত্রা। কুবেণীকে মনে পড়ে মহারাজ!

কালসেন। সে ত ম'রে গিয়েছে।

বসুমিত্রা। মরে নাই মহারাজ! কাল রাত্রিকালে তাকে দেখেছি।

কালসেন। কোথায়?

বসুমিত্রা। স্বপ্নে। দেখ্‌লাম, সে বিজয়সিংহের পাশে দাঁড়িয়ে। পরিধানে রণবেশ; স্বর্ণ উষ্ণীষের নীচে আলুলায়িত কেশদাম, দীপ্ত বদনমণ্ডল, অপাঙ্গে গভীর কালিমা। সে বল্লে, "মা পালিয়ে এসো।" আমি যাইতে চাইলাম না। অমনি সে নিমেষে আকাশের সঙ্গে মিশিয়ে গেল। কিন্তু বিজয় দাঁড়িয়ে রৈল। চল পালাই।

কালসেন। শুধু নারীর স্বপ্ন।

বসুমিত্রা। শুধু স্বপ্ন নয়, তারপর ঘুম থেকে উঠে আমি ভাব্‌ছি—চক্ষু তুলে দেখি সম্মুখে কুবেণী! আমি তাকে জড়িয়ে ধর্লাম। আমার হাত ধ'রে বল্ল "মা চ'লে এস।" আমি বল্লাম, "না, যাব না।" অনেক সাধ্‌ল, আমি তবু গেলাম না। তারপর—তারপর সে চ'লে গেল।

কালসেন। তুমি গোপনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ?

বসুমিত্রা। করেছি। কি! তোমার মুখ হঠাৎ সাদা হ'য়ে গেল কেন? এস, এস পালাই। [হাত ধরিলেন]

কালসেন। [ধীরে হাত ছাড়াইয়া] বসুমিত্রা! এ তোমার কাজ!

বসুমিত্রা। কি আমার কাজ?

কালসেন। তুমি এই বৈরীদল লঙ্কায় ডেকে এনেছ।—ওকি! আবার বিপক্ষের জয়ধ্বনি! তুমি—তবে—

বসুমিত্রা। না, না, আমি নই। আমার কন্যা।

কালসেন। একই কথা। আমি পালাব না। আমি মর্ত্তে বসেছি, মর্ব্ব। কিন্তু তুমিও মর্ব্বে।

বসুমিত্রা। সে কি!—

কালসেন। তোমায় হত্যা কর্ব্ব। [তরবারি খুলিয়া বসুমিত্রার গলদেশ ধরিয়া ভূপাতিত করিয়া] প্রস্তুত হও।

বসুমিত্রা। হত্যা ক'রো না—আমি নির্দ্দোষী।

কালসেন। দোষী কি নির্দ্দোষী তা বিচার কর্ব্বার অবসর নাই। তবে—[তরবারি উঠাইয়া]

বসুমিত্রা। রক্ষা কর! রক্ষা কর! কে আছ কোথায়—রক্ষা কর।

কালসেন। এই কর্চ্ছি। [তরবারি দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত]

রণবেশে বিজয়সিংহ ও কুবেণীর প্রবেশ।

কুবেণী। এই যে এখানে, মহারাজ। মহারাণী কোথায়?

কালসেন। মহারাণী! কোথাকার মহারাণী?

কুবেণী। লঙ্কার জননী!

কালসেন। কেন?

কুবেণী। যেন তাঁর আর্ত্তস্বর শুন্‌লাম।

কালসেন। শুনেছ?

কুবেণী। শুনেছি—কে যেন বল্ল, "হত্যা ক'রো না, রক্ষা কর।" সেই স্বর। মহারাণী কোথায়?

কালসেন। ঐখানে। ঐ কোণে। ঐ স্থির মাংসপিণ্ড।

কুবেণী। [অগ্রসর হইয়া] মা! মা—উত্তর নাই যে! মা! একি?—রক্ত!

কালসেন। সব বাক্য স্তব্ধ হয়েছে।

কুবেণী। কি করেছ মহারাজ!

কালসেন। হত্যা করেছি।

কুবেণী। হত্যা করেছ? তুমি—

কালসেন। আমি হত্যা করেছি।

বিজয়। [অগ্রসর হইয়া] লঙ্কেশ্বর! তুমি নারীহত্যা করেছ? অস্ত্র বা'র কর।

কালসেন। কে তুমি?

বিজয়। আমি বিজয়সিংহ। যুদ্ধ ক'রে মর—কাপুরুষ!

[উভয়ের যুদ্ধ ও কালসেনের পতন।]

কুবেণী। [বসুমিত্রার উপর পড়িয়া] জননী! জননী!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কার একটি বিজন প্রান্তর। কাল—সন্ধ্যা।

বিরূপাক্ষ ও বিশালাক্ষ।

বিরূপাক্ষ। বিজয়সিংহ তা হ'লে রাজা হ'য়ে বসেছেন ?

বিশালাক্ষ। বসেছেন বৈ কি।

বিরূপাক্ষ। যখন এই বিজয়ী বীর লঙ্কার সিংহাসনে বস্‌লেন, তখন লঙ্কার অধিবাসীরা কি ভাবে তা নিলে ?

বিশালাক্ষ। বিজয়সিংহ লঙ্কার সেই পুরাতন মণিখচিত স্বর্ণ সিংহাসনে বস্‌লেন। তাঁর অনুচরবর্গ উচ্চ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—"জয় লঙ্কাধিপতি বিজয়সিংহের জয়।" অমনি প্রাসাদমঞ্চে জয়বাদ্য বেজে উঠ্‌ল। দুর্গশিরে বঙ্গের শুভ্রপতাকা উড়িয়ে দিল। সভাসদ্‌গণ জয়ধ্বনি কর্‌ল।

বিরূপাক্ষ। প্রজাগণ সে জয়ধ্বনিতে যোগ দেয় নি ?

বিশালাক্ষ। দিয়েছিল।

বিরূপাক্ষ। ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি হয় নি ?

বিশালাক্ষ। হয়েছিল।

বিরূপাক্ষ। পুরোহিতবর্গ উপস্থিত ছিল?

বিশালাক্ষ। ছিল।

বিরূপাক্ষ। কেউ কিছু বলেছিল?

বিশালাক্ষ। একজন তরুণ তাপস বলেছিল। সে বলেছিল—"জয় মহারাজ জয়সেনের জয়।"

বিরূপাক্ষ। সত্য? কে সে তাপস?

বিশালাক্ষ। জানি না।

বিরূপাক্ষ। ধন্য তাপস! তা'তে কেউ কিছু বলেছিল?

বিশালাক্ষ। না। বঙ্গের বিজয়সিংহ একবার তার পানে চেয়ে দেখেছিলেন। অমনি তাঁর দীপ্ত মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর হ'ল। তার পর পূর্ব্ববৎ তিনি তাঁর প্রিয় অনুচরদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কৈতে লাগ্‌লেন।

বিরূপাক্ষ। তারপর আর কিছু?

বিশালাক্ষ। আজ প্রভাতে রাজ্ঞী কুবেণীর সঙ্গে বিজয়সিংহের বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে।

বিরূপাক্ষ। [গম্ভীর ভাবে] হুঁ!

বিশালাক্ষ। রাজকুমার জয়সেন সে বিবাহে এসে বাধা দেন। রাজ্ঞী তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন।

বিরূপাক্ষ। কি অপরাধে?

বিশালাক্ষ। জয়সেন উন্মত্তবৎ বিবাহ-সভায় বিজয়সিংহকে হত্যা কর্ত্তে যান। রাজ্ঞী উন্মাদ ব'লে তাকে রুদ্ধ করেছেন।

বিরূপাক্ষ। উত্তম! তারপর?

বিশালাক্ষ। আজ রাত্রিকালে রাজদম্পতীর বিবাহ-উৎসব।

বিরূপাক্ষ। হুঁ! এখন কি কর্বে ঠিক করেছ বিশালাক্ষ!

বিশালাক্ষ। কি আবার কর্ব?

বিরূপাক্ষ। এই শত্রুর সেনাপত্য কর্বে?

বিশালাক্ষ। কেন কর্ব না? যখন লঙ্কা স্বাধীন ছিল, যুদ্ধ করেছি। লঙ্কাজয়ের পর, আর বিবাদ করা পাপ।

বিরূপাক্ষ। এক বাঙ্গালীর দাসত্ব কর্বে—লঙ্কার অধিবাসী! মানুষের দাস্য কর্বে—যক্ষ!

বিশালাক্ষ। মানুষ। কিন্তু মানুষের মত মানুষ। এই বিজয়সিংহকে দেখে তোমার ভক্তি হয় না?

বিরূপাক্ষ। কি বল্লে বিশালাক্ষ? ভক্তি! কথাটা বেশ উচ্চারণ কর্লে ত! মানুষকে ভক্তি!

বিশালাক্ষ। বিরূপাক্ষ বৃথা এই আস্ফালন। যক্ষের যুগ গিয়েছে। এখন মানুষের যুগ এসেছে। অবশ্য, সে মানুষের মত মানুষ যদি হয়।

বিরূপাক্ষ। সেনাপতি! যদি যক্ষের যুগ গিয়ে থাকে, ত আমিও তার সঙ্গে যাব! জ্যোৎস্নার বিলয়ে, নির্লজ্জ কলঙ্কী চাঁদের মত, আকাশে ভয়ে পাংশু হ'য়ে, দাঁড়িয়ে সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাক্‌ব না।

বিশালাক্ষ। রাজ্যশাসন কর্ত্তে অক্ষম, অত্যাচারী কালসেনের উচ্ছৃঙ্খল রাজত্ব ত যাবেই। বিজয়সিংহ কেবল বিধাতার হুকুম তামিল করেছে। তার জয় হোক্।

বিরূপাক্ষ। উত্তম! আজ থেকে আমি তোমার শত্রু।

বিশালাক্ষ। বিবেচনা কর বিরূপাক্ষ! [হাত ধরিলেন]

বিরূপাক্ষ। যাও [হস্ত ছাড়াইয়া দ্রুত প্রস্থান ।]

বিশালাক্ষ। বৃথা আস্ফালন, বিরূপাক্ষ! নূতনের কাছে পুরাতন টেকে না,—কি রাজ্যে, কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে। আকাশে মেঘ ছেয়ে এসেছে। অথচ বৃষ্টি নাই, বাতাসের একটা উচ্ছ্বাসও নাই। কি গ্রীষ্ম!

কথা কহিতে কহিতে উৎপল ও তরুণতাপসের প্রবেশ।

তাপস। তবে তুমি এই বঙ্গের বিজয়সিংহকে এই লঙ্কায় টেনে এনেছ পুরোহিত!

উৎপল। আমি নয়—ভাগ্য।

তাপস। ভাগ্য?—মিথ্যা কথা! ভাগ্য? মানুষ আপনার ভাগ্য আপনি গড়ে।

উৎপল। তোমার তাই বিশ্বাস? অহঙ্কার চিরদিন অহঙ্কার করে যে, সে একা নিজে নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করে। কিন্তু সে এই গণ্ডীর ভিতর আছে। বাইরে যাবার সাধ্য নাই। এ বিজয়সিংহ এ অবস্থায় চিরদিন এসেছিল, আজ এসেছে, চিরদিন আস্‌বে।

তাপস। আর তুমি তাকে বরণ ক'রে এনে ঘরে তুল্‌বে?

উৎপল। আমি ভাগ্যের অধীন।

তাপস। ভাগ্যের অধীন! না বিশ্বাসঘাতক!

উৎপল। হাঁ, আমি বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু এই ভাগ্য!—আমি কি কর্ব্ব বল? আমি জান্তাম যে, আমি বিশ্বাসঘাতক হব। বিজয় লঙ্কাজয় কর্ব্বে। তুমি নিষ্ফল আস্ফালন কর্ব্বে। এ ললাটলিপি আমি যে পড়েছি। যা যা হচ্ছে, সব—জান্তাম।

তাপস। আর যা যা হবে?

উৎপল। সব জানি।

তাপস। জান, যে তোমার মৃত্যু তোমার সম্মুখে?

উৎপল। বহুদূরে। আমার কাজ এখনও শেষ হয় নি। বহুদূরে—

তাপস। না, এই দণ্ডে।

উৎপল। বহুদূরে —

তাপস। তবে এই মুহূর্ত্তে! এই দেখ—[গলদেশ ধরিয়া কুক্ষি হইতে ছুরি বাহির করিয়া উৎপলবর্ণকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎক্ষণাৎ বিশালাক্ষ আসিয়া তাপসের হাত ধরিয়া কহিলেন "সাবধান!"]

তাপস। কে তুমি?

বিশালাক্ষ। পুরোহিত হত্যা ক'রো না। [হস্ত হইতে ছুরিকা সবলে কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন]

তাপস। তোমায় মার্ত্তে পার্লাম না।

উৎপল। তা পূর্ব্বেই জান্তাম! [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কা। বালকবেশী লীলা ও কুবেণী।

বালক। কি ভাবছ মহারাণী!

কুবেণী। গাঢ় ভবিষ্যৎ।

বালক। তা আর ভেবে কি হবে মহারাণী! এই গাঢ় ভবিষ্যৎ—

গাঢ় অন্ধকার ! সে অন্ধকারে কেউ প্রবেশ কর্ত্তে পারে না। তবু, আশ্চর্য্য মহারাণী ! মানুষ ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল ।—শুধু সময় অপব্যয় ।

কুবেণী। নহিলে'আর কি ভাব্‌ব ? অতীত ?

বালক । মন্দ কি !

কুবেণী। যা অতীত তা অতীত ।

বালক। তথাপি 'ভবিষ্যতের চেয়ে সে ভাল গুরুমহাশয়। অতীত তবু কিছু শিক্ষা দিতে পারে ।

কুবেণী। অতীত বিজ্ঞান ! কিন্তু ভবিষ্যৎ কবিত্ব।

বালক। অতীত মাতা, ভবিষ্যৎ পত্নী ! অতীত করুণার মত স্নেহের সরল বেষ্টনে গলাটি জড়িয়ে ধ'রে কাঁদে, শীর্ষে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ক'রে কাঁদে, আর ভবিষ্যৎ শুধু চায়, শুদ্ধ দাবী করে—

কুবেণী। অতীতের স্মৃতির মূল্য আছে। এ অতীত পতিতের নিকটে মধুর—হায়রে সেদিন !

বালক। সে দিন চিরকালই হায়রে সেদিন। মানুষ বর্ত্তমান সুখের মধ্যে চিরকালই অতীতের দিকে তাকিয়ে বলে হায়রে সেদিন ! অকৃতজ্ঞ মানুষ !

কুবেণী। কেন ?

বালক। চিরদিন অনুযোগ করা তার স্বভাব। নিজের নিয়ে কেউ সুখী নয়। বর্ত্তমান তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিগত শৈশব চিরকালই— "হায়রে সেদিন।" আমি ত মনে করি, শৈশব একবারেই সুখের নয়।

কুবেণী। কেন ?

বালক। রোজ রোজ নূতন পড়া মুখস্থ করা বড় সুখের ব'লে ত

বোধ হয় না। বাড়ীতে বাবা আর বিদ্যালয়ে গুরুমহাশয়। এ এক দিকে বাঘ, আর এক দিকে সমুদ্র, যাই কোন্ দিকে স্থির কর্ত্তে না পেরে ইচ্ছা হয় যে, রাস্তায় একটা ছাতি নিয়ে ব'সে থাকি—

কুবেণী। তোমার গুরুমহাশয় তোমায় মার্ত্তেন?

বালক। উঃ—তাইতেই ত দেশ ছেড়ে পালালাম।

কুবেণী। আর তোমার বাবা?

বালক। তিনি মার্ত্তেন না—চোখ রাঙ্গাতেন।

কুবেণী। আচ্ছা—তোমার মা আছেন?

বালক। না!

কুবেণী। বিয়ে হয়নি?

বালক। হ'য়েছিল বোধ হয়, ঠিক মনে নেই।

কুবেণী। কিছু মনে নেই?

বালক। কিছু মনে নেই।

কুবেণী। আশ্চর্য্য ত!

বালক। ভারি আশ্চর্য্য।

কুবেণী। বিজয়সিংহের সঙ্গে তোমার কতদিন থেকে আলাপ?

বালক। পূর্ব্বজন্ম থেকে। পূর্ব্বজন্মে আমি তাঁর স্ত্রী ছিলাম।

কুবেণী। স্ত্রী ছিলে?

বালক। স্ত্রী ছিলাম।

কুবেণী। পূর্ব্বজন্মে তিনি তোমায় ভালবাসতেন?

বালক। তিনি আমার মুখদর্শন কর্ত্তেন না।

কুবেণী। কেন?

বালক। বোধ হয় আমি দেখ্‌তে খারাপ ব'লে।

কুবেণী। না—তুমি ত দেখ্‌তে বেশ।

বালক। মন্দ কি!

কুবেণী। না। এই বিজয়সিংহ ভালবাস্‌তে জানেন না। ভালবাসা কাকে বলে, তা তিনি জানেন না।

বালক। কেন? তিনি ত তোমার বেশ পোষ মেনেছেন!

কুবেণী। তিনি যাদুমন্ত্রে আমার বশ। এই যাদুদণ্ডে তাঁকে চালাচ্ছি। ভালবাসায় নহে।

বালক। চালাচ্ছ ত।

কুবেণী। তাতে তৃপ্তি হয় না।

বালক। কেন?

কুবেণী। এ অন্তরের ক্ষুধা। ভালবাসা সম্বন্ধে তুমি কি জান্‌বে বালক!

বালক। আমি কতক জানি।

কুবেণী। তুমি!

বালক। পরীক্ষা ক'রে নেন।

কুবেণী। বল দেখি ভালবাসা কি?

বালক। ভালবাসা দু'রকম আছে।

কুবেণী। কি রকম?

বালক। এক ভালবাসা আছে, যা সর্ব্বদা প্রিয়জনকে আপনার ক'রে নিতে চায়—যে সাহচর্য্য, প্রতিপক্ষ-প্রণয় সহ্য কর্ত্তে পারে না; যে প্রেম, তার পুষ্পকোমল ক্ষীণ বাহুর বন্ধনে একটা জগৎকে

আঁকড়ে ধর্ত্তে চায়—বক্ষের মধ্যে একটা অগাধ অস্থির সমুদ্রকে বেঁধে রাখ্‌তে চায় ।

কুবেণী । ঠিক বলেছ বালক ! আমার সেই প্রেম—সর্ব্বগ্রাসী, অধীর, অসহ্য, অস্থির প্রেম । বিশ্বে আর কিছু জানি না, মানি না—চাই না—শুধু তাকেই চাই । ঐ চাঁদ, ঐ সমুদ্র, এই উৎসবসজ্জা—এ সব চোখের সামনে দিয়ে ছবির মত ভেসে যাচ্ছে । মস্তিষ্কে এক চিন্তা, হৃদয়ে এক ভাব, জীবনে এক লক্ষ্য, ইহকালে এক সুখ—তার ভালবাসা ।

বালক । জানি, তুমি প্রতিদানের জন্য ব্যাকুল । কিন্তু আর এক ভালবাসা আছে জেনো মহারাণী ! যা নিত্য বিশ্বের কল্যাণে আপনাকে জাগিয়ে তোলে, যা আপনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয় ; সুখী ক'রে সুখী হয় । তার ভালবাসা এক কণা পাই, ত আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি, কিন্তু যদি না পাই, ক্ষতি নাই—কারণ সে ভালবাসার আশা করি না । সেই রকম ভালবাসা একবার বাস দেখি মহারাণী ! দেখ্‌বে, যে আর ভয় নাই, দ্বিধা নাই, উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই ।

কুবেণী । সে কথার কথা ।

বালক । যদি তাই হয়, তবু সেই মন্ত্র জপ কর । কামনাহীন প্রেম জপ কর ।

কুবেণী । শুধু কামনাহীন প্রেম ! একটা কথা—শব্দ মাত্র ।

বালক । যদি তাই হয়, তবু তার কি মূল্য নাই ? কথা—শব্দ—ধ্বনি মাত্র—কর্ণের ভিতরে নিত্য যেতে যেতে যদি বা কখন কোন শুভ মুহূর্ত্তে অন্তরের দ্বার খোলা পেয়ে সেখানে প্রবেশ করে । আমাদের

দেশের লোক নিত্য হরিনাম জপ করে—শুদ্ধ জপ করে। মনে হয়, তার মধ্যে গূঢ় অর্থ আছে। হয়ত বা সেই নিরাকার, নিত্য, নিরঞ্জন, সেই হরিনাম, কথন কোন্ সুযোগে আকার ধারণ ক'রে, হয়ত বা সেই শব্দেই একখানি হৃদয়ের বীণা বেজে ওঠে—নিশ্চয় এ রকম হ'য়েছে, নৈলে তারা করে কেন।

কুবেণী। বালক! তুমি কে?

বালক। ঐটেই এতদিনে বুঝ্‌তে পারি নি মহারাণী! আপনি কে, তা কতকটা বুঝ্‌তে পারি—কিন্তু আমি কে, সেইটে বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। আমি কে? এ সংসারে এসেছি কেন? কেনই বা দেশ ছেড়ে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি? কি চাই? কেন ভালবাসি? ভাল না বাস্‌লেই বা তার কি আস্‌ত যেত? সে কি আমায় কথন বুঝ্‌তে পার্ব্বে?

কুবেণী। কে সে? কাকে তুমি ভালবাস বালক!

বালক। ছি ছি ছি। কি বলেছি, কি বলেছি! মহারাণী! সে তোমার! আমার কেউ নয়! কেউ নয়!

[প্রস্থান]

ধীরে ধীরে বিজয়ের প্রবেশ।

কুবেণী। ঐ আমার প্রিয়তম আস্‌ছেন [দৌড়িয়া গিয়া] এস এস আমার প্রাণেশ্বর—নাথ—বল্লভ—সর্ব্বস্ব—কি ব'লে তোমায় ডাক্‌ব তা জানি না—তুমি আমায় ভালবাস?

বিজয়। এখানে বালকটি এখনি ছিল না?

কুবেণী। সে চিন্তা কেন নাথ! যে ছিল, সে ছিল—তুমি এসেছ, আর কেও নাই। কেবল তুমি আর আমি আছি,—আর কেউ নাই,

কিছু নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই, নক্ষত্র আকাশ নাই, সাগর পর্ব্বত নাই ; কানন প্রান্তর নাই। কেবল তুমি আর আমি! দুইটি জগৎ—দুইটি বাসনা—দুইটি চেতনা, দুইটি সৃষ্টি, দুইটি প্রলয়, দুইটি স্বর্গ, দুইটি নরক।

বিজয়। কুবেণী! তুমি কি উন্মাদ?

কুবেণী। উন্মাদ! আমি তোমার প্রেমোন্মাদ! বিজয়! আমি তোমায় বড় ভালবাসি, বড় ভালবাসি।

বিজয়। সে ত অনেকবার বলেছ।

কুবেণী। তৃপ্তি হয় নি। আর কিছু বল্‌তে চাইনে, পারি না, আর কিছু মধুর লাগে না। আর যা কিছু জান্তাম, তা ভুলে গেছি। আমার অভিধানে আজ ঐ এক শব্দ আছে—"ভালবাসি" "ভালবাসি"। সে শব্দে কত যে মধু, কত যে মাধুরী, কত নিবিড় আনন্দ, কত ভাব, কত ছন্দ, কত নব নব নিহিত নিগূঢ় অর্থ, কত রত্নধন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, শান্তি, কত পুণ্যরাশি, কত জন্মজন্মান্তর—নাথ! পৃথিবীতে আর কি আছে? ঐ শব্দটি কেড়ে নাও। দেখ দেখি, পৃথিবীতে আর কি থাকে? ছাই আর ভস্ম।

বিজয়। কুবেণী! তুমি এত উদ্দাম-প্রবৃত্তি—এত অস্থির! তুমি এক প্রহেলিকা।

কুবেণী। কেন?

বিজয়। যেদিন আমার সঙ্গে প্রথম কথা কইলে, আমায় কি বলেছিলে মনে আছে?

কুবেণী। কি বলেছিলাম?

বিজয়। রাজ্ঞীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে তর্জ্জনী হেলিয়ে বলেছিলে "আমি

তোমায় এই রূপ দান কর্চ্ছি—ভিক্ষুক! ভিক্ষা নাও"। আর আজ তোমার এত কাতর নিবেদন! ভিক্ষুকের মত দীন প্রার্থনা!

কুবেণী। তোমায় সব দিয়েই ত আমি ভিখারিণী হ'য়েছি! একদিন গর্ব্ব ক'রে বলেছিলাম 'আমি বিবাহ কর্ব্ব! কাকে? আমার সমতুল্য জগতে কে আছে, যাকে আমি বিবাহ কর্ত্তে পারি।' তারপর তোমায় দেখ্‌লাম। মনে হ'ল, যে এই সেই। যাকে সেই দেখেছিলাম—নিদাঘের ভীম রৌদ্রে, শরতের রঞ্জিত প্রভাতে, প্রাবৃটের নব জলধরে। এ সেই, যার স্বর শুনেছি—জলধি নির্ঘোষে, মুরজমন্দ্রে, মেঘের গর্জ্জনে, উল্লাসের উচ্চহাস্যে, ভক্তের কীর্ত্তনে! এ সেই, যাকে হৃদয়ে অনুভব করেছি—সত্যের আলোকে, সরল বিশ্বাসে, ত্যাগীর সন্ন্যাসে। তোমায় দেখ্‌লাম—চিন্‌লাম—তোমায় এককক্ষেপে আমার সব দিলাম।

বিজয়। কেন দিলে? কে চেয়েছিল!

কুবেণী। কেন দিলাম? জানি না!—আশ্চর্য্য বটে! কেন দিলাম! —সেই আমি আর এই আমি!

বিজয়। কি ভাব্‌ছ কুবেণী?

কুবেণী। বাল্যকালেই উদ্দামপ্রবৃত্তি ছিলাম। বনে, পর্ব্বতে, সৈকতে, অস্থির বাসনায় অবারিতগতি ছুটে বেড়াতাম। যেন কেউ ডাঙস মেরে চালাচ্ছে। ক্রোধে মত্ত, সুখে দৃপ্ত, বাসনায় অন্ধ, দুঃখে জ্বালাময়, আনন্দে অধীর। এই কুবেণীর পৃষ্ঠাব্যাপী ইতিহাস। তারপর—

বিজয়। তারপর—

কুবেণী। না, না, আমি ভিক্ষাদান করিনি। আমার রাজাকে রাজকর

দিয়েছিলাম। অশান্ত বাঘিনী কোন্ যাদুমন্ত্রে নিজের প্রভু চিনে নিল, আর সুয়ে তার চরণতলে লুঠিয়ে পড়ে' গেল। উদ্বেল প্রবৃত্তির দুর্ব্বল উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হ'ল। এই ক্ষুব্ধ সমুদ্র ঝটিকার পর শান্ত হ'য়ে সূর্য্যের অর্চ্চনা কর্ত্তে বস্‌ল। কি কর্লে? কি কর্লে বিজয়!

বিজয়। কি করেছি?

কুবেণী। সব দিয়েছি! রূপ, যৌবন, স্বদেশ, সিংহাসন, ভূত গরিমার স্মৃতি—বাপ মা—আত্ম পরিজন—সব দিয়েছি! এক ক্ষেপে সব দিয়েছি! রাজপুত্রী আমি, দাসী হ'য়েছি। আব আমিই না মাতাকে ভৎর্সনা কবেছিলাম।—জননী! জননী! ক্ষমা কব। ক্ষমা কর।

[করজোড়ে জানু পাতিয়া বসিলেন]

বিজয়। কুবেণী! যদি আক্ষেপ হয়, সব ফিরে নাও। আমি চ'লে যাই।

কুবেণী। না, না; যেও না, যেও না। 'যাব বলো না,—ছেড়ে দিতে পার্ব্বনা। আমি তোমায় যেতে দেব না। নাও, নাও, সব নাও। যা আছে তা নাও, যা নেই, তার জন্য ক্ষমা করো! এ কি ছাব রূপ! যদি এ রূপ শতগুণ হ'ত, ত অর্ঘ্যসম তোমার চরণে ঢেলে দিতাম। আর এ দ্বীপ বড় ক্ষুদ্র! তোমার উপযুক্ত নয়। আর ক্রোধ নাই, অভিমান নাই, দুঃখ নাই, সুখ নাই, ইচ্ছা নাই, ক্ষুধা নাই!—এক অনন্ত উল্লাস—অনন্ত ক্রন্দন—অনন্ত নরক।

বিজয়। নরক!

কুবেণী। ও কি বল্‌ছি। শুনো না—শুনো না। আমি আজ প্রলাপ বক্‌ছি। আমার মাথা খারাপ হ'য়েছে। বিকার! বিকার! অনন্ত

দাহ!—সব দিয়েছি। আরও থাকৃত, ত আরও দিতাম! আমার ভালবাসা ক্ষুধিতের গ্রাস—খাদ্য এসে সে ক্ষুধার কণ্ঠরোধ করে! আমি উন্মত্ত হ'য়েছি। শুনো না। আমি গাই শোন।

বিজয়। গাও প্রিয়ে!

কুবেণী। তার আগে, আমার তৃষিত অধরে তোমার চুম্বন সুধা দাও, আমি পান ক'রে—অমর হই। দেশ যাক্; পিতা মাতা যাক্, আমি যাই।—এখন আমি গান গাই।

বিজয়। গান কর, গান কর, থেমো না; আমায় চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার কর।

কুবেণী। কিসের চিন্তা?

বিজয়। তা তুমি কি বুঝ্বে? এ তোমার স্বদেশ। তার ক্রোড়েই দোল খাচ্ছ। কিন্তু আমি আমার স্বদেশ ছেড়ে—

কুবেণী। স্বদেশকে এতদিনে ভুল্তে পার্লে না?

বিজয়। স্বদেশ কি ভোলা যায়! সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, আলোকে অন্ধকারে, গৌরবে লাঞ্ছনায়, স্বদেশ চিরদিনই স্বদেশ।

কুবেণী। যে স্বদেশ তোমায় নির্ব্বাসিত ক'রেছে!

বিজয়। স্বদেশের তিরস্কার—সে জননীর তিরস্কার—তা'ও মিষ্ট।

কুবেণী। এ লঙ্কাপুরী তোমার ভাল লাগ্ল না? এর এত স্নেহ, এত সুপ্তি, এত সৌন্দর্য্য, ভাল লাগ্ল না!

বিজয়। কুবেণী! আমি তোমার দ্বীপের নিন্দা করি না। এ, অপূর্ব্ব দ্বীপ! ফলে ফুলে, প্রান্তরে পর্ব্বতে, উপত্যকায় উপবনে—এ অপূর্ব্ব দেশ। এ যেন এক মায়ার পুরী। গভীর জলধি এর প্রাকার বেষ্টন

ক'রে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের মত পাহারা দিচ্ছে। এর পবনে লবঙ্গলতার সুগন্ধ ভেসে আস্‌ছে; এর আকাশ চিরস্নিগ্ধোজ্জ্বল; এখানে চির বসন্ত বিরাম কচ্ছে। কিন্তু—

কুবেণী। কিন্তু?—

বিজয়। কিন্তু বিমাতা পরম স্নেহবতী হ'লেও বিমাতা।—কুবেণী! শৈশবেই আমি মাতৃহারা। জননীর স্নেহ ঠিক আজ মনে নাই। তবু যেন মাঝে মাঝে তাঁর সেই মৃদু সকরুণ স্নেহ-উচ্ছলিত ঘুম পাড়ানিয়া গান মনে পড়ে; এই অতীত বর্ষগুলির কুজ্ঝটিকা দিয়া দূরাগত বংশী-ধ্বনির মত ভেসে আসে। মা শৈশবে ছেড়ে গেলেন। সেই অবধি এই জন্মভূমিই আমার মা। সেইদিন থেকে—

কুবেণী। কি! বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলে যে!

বিজয়। আমার মত দুঃখী জগতে আর কেউ আছে কি কুবেণী! দুই মা-ই হারিয়েছি। জানো কি কুবেণী! গভীর নিশীথে যখন তুমি সুখে নিদ্রিত, যখন তোমার ঐ গৌরতনুখানি—সাগরসৈকতে জ্যোৎস্নার মত শুভ্র শয্যাপরে ছড়িয়ে রয়েছে, যখন দূরে থেকে বাঁশীর গান সুপ্তিহীন প্রাণে ভেসে আসে, তখন আমি হর্ম্ম্যমঞ্চে গিয়ে আল্‌সের উপর বাহুর ভর দিয়ে, ঐ অশান্ত দিগন্ত-বিতত কৃষ্ণসমুদ্রের পানে চেয়ে দেখেছি; আর আমার চিত্তপটের উপর দিয়ে বাঙ্গালার মধুর ছবি মধুর স্বপ্নের মত ভেসে গিয়েছে;—বাঙ্গালার সেই শ্যামল ক্ষেত্র, বাঙ্গালার সেই ধূসর নদী; বাঙ্গালার সেই নীল নির্ম্মল আকাশ, সেই দীপ্ত রৌদ্র, সেই সুস্নিগ্ধ মলয়পবন হিল্লোল, সেই কোকিলের ঝঙ্কার, বাঙ্গালা মাঝির সেই গান, যেন অনুভব ক'রেছি, আর চক্ষে ক্ষুদ্র বর্ত্তমান লুপ্ত হ'য়ে

গিয়েছে। স্বদেশ কি ভোলা যায় কুবেণী! আর এ হেন স্বদেশ—যার পবনে সুগন্ধ, নিকুঞ্জে সঙ্গীত, বৃক্ষে অমৃত, নির্ঝরে জননীর স্তনধার; গগনে দেবতার আশীর্ব্বাদ; সেই কৃষকের ধান্যভরা প্রাঙ্গণ, সতীর মুখভরা হাসি, মাতার বুকভরা স্নেহ, পিতার—

কুবেণী। কি! সহসা অধোমুখ কি হেতু নাথ?

বিজয়। না, গান গাও,—নৃত্য কর, কোলাহলে বর্ত্তমান ডুবিয়ে দাও।—

কুবেণী। নৃত্য কর নর্ত্তকীবৃন্দ!

বিজয়। দাও সুরা! [সহচরী সুরা তাহার অধরে ধরিল। বিজয় পান করিলেন] তুমি গাও প্রিয়তমে!

[কুবেণী গাইলেন]

বিজয়। না, গান গাও! কোলাহলে বর্ত্তমান ডুবিয়ে দাও। তুমি গাও প্রিয়তমে!

যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই, আমার এ দুঃখ আমি দিতে তো পারি না;
(তুমি) রহিলে সুখে নাথ, পুরিবে সব সাধ, নিরাশা কভু (যদি) ললাট ঘিরে—
তখনই এই বুকে আসিও ফিরে, তখনই এই বুকে আসিও ফিরে।
হয়ত দিতে পারে অপর কেহ, আমার চেয়ে যদি মধুর স্নেহ,
মিটিলে সব সাধ, ভাঙ্গিলে অবসাদ, প্রাণের নিরাশায় গভীর দুঃখে—
যদি বা প্রাণ চায় এস এ বুকে;
এ হৃদি—যাও চলি চরণে দলি' তায়, অথবা তুলে ধর আমার বলি' তায়,
রবে সে চিরদিন, তোমারি পরাধীন, যখনি মনে পড়ে অভাগিনীরে—
তখনি এই বুকে আসিও ফিরে।

[এই গানের মধ্যে বিজয় নিদ্রিত হইলেন।]

কুবেণী। নীরব যে নাথ!—ঘুমিয়ে প'ড়েছেন। বহ বহ—সুমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহ। প্রিয়তমের শ্রান্তি দূর কর!—বিজয়। বিজয়সিংহ। দয়িতবল্লভ! কেন এত ভাল বাস্‌লাম।—[নিরীক্ষণ] প্রদীপ নিভিয়ে দেই [নির্ব্বাণ] একি এ অদ্ভুত! প্রদীপের বক্তিম আভায় এমন শুভ্র চন্দ্রকররাশি সমাবৃত ছিল! জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে এসে যেন মানুষের পায়ে ধ'রে সাধ্‌ছে—ঐ বাইরের সৌন্দর্য্যের উৎসব দেখ্‌বার জন্য! সমুদ্র উন্মুক্ত উদার গরিমায় যেন দুল্‌ছে। উপরে সচন্দ্র শর্ব্বরী! কি সুন্দর!

জুমেলিয়ার প্রবেশ।

জুমেলিয়া। মহারাণী।

কুবেণী। কি জুমেলিয়া? কি হ'য়েছে?

জুমেলিয়া। নীচে দরোজা খুলে রেখে এসেছিলে?

কুবেণী। কেন?

জুমেলিয়া। প্রাসাদে শত্রু প্রবেশ ক'রেছে।

কুবেণী। কে বল্লে!

জুমেলিয়া। আমি তোমার শয়নকক্ষের পাশে অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি, আর সতর্ক পদশব্দ শুনেছি!

কুবেণী। তুমি সেখানে কি কর্চ্ছিলে?

জুমেলিয়া। ঘুমোচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ জেগে উঠে শব্দ শুন্‌লাম। যেন ধরাতল পাশ ফিরে শুলো, বাতাস যেন কথা ক'য়ে উঠ্‌ল! তারপর—

কুবেণী। চল দেখি—পার্শ্বরক্ষীরা কোথায়?

জুমেলিয়া। এই কক্ষের বাহিরে! [উভয়ের প্রস্থান]

ধীরে ধীরে বালকের প্রবেশ।

বালক। একা রেখে কোথায় গেলে রাণী! ততক্ষণ আমি তাঁকে রক্ষা কর্ব্ব। [বিজয়ের নিকট অগ্রসর হইয়া] গাঢ় নিদ্রিত। চাঁদের আলো মুখের উপর এসে পড়েছে। কি সুন্দর!—একবার জন্মের সাধ—না। শুধু চেয়ে দেখি। [অবলোকন]।

দূরে কুবেণী ও জুমেলিয়ার প্রবেশ।

কুবেণী। ও তোমার কল্পনা। যাও, সুখে নিদ্রা যাও গে।—

বালক। একবার, কি দোষ?—আমারও ত তিনি। একবার—[বিজয়সিংহকে চুম্বন]

কুবেণী। কে তুমি?

বালক। [জানু পাতিয়া] ক্ষমা করো! ক্ষমা করো! অন্যায় ক'রেছি। কিন্তু পার্লাম না। অভাগিনী আমি—[হস্তদ্বয় দিয়া মুখ ঢাকিলেন]

কুবেণী। সঙ্গে এস!

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চসৈনিকসহ বিরূপাক্ষের প্রবেশ।

বিরূপাক্ষ। [থমকিয়া দাঁড়াইয়া] এই যে, এখানে।—গাঢ় নিদ্রিত। একাকী।—এত সহজ হবে, তা কখন ভাবিনি।—নিদ্রিত! এ ক্ষুদ্র নিরীহ যুবক, সমরে অজেয় বীর—আশ্চর্য্য! কি নিস্পন্দ! শুধু নীরবে বক্ষস্থল নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে আন্দোলিত হচ্ছে! কি গাঢ় নিদ্রিত! না, এ সুপ্ত সুকোমল দেহে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে পার্ব্ব না। যা কখন জীবনে করিনি। জাগাই। বিজয়সিংহ! বীরবর! উঠ।

বিজয়। [উঠিয়া] পিতা! একি! কোথা আমি? এ ত পিতা নহে! এ ত জন্মভূমি নহে!—স্বপ্ন! স্বপ্ন!—কে তুমি সৈনিক!

বিরূপাক্ষ। বিরূপাক্ষ!

বিজয়। কি চাও?

বিরূপাক্ষ। অস্ত্র লও। যুদ্ধ কর—

বিজয়। কেন?

বিরূপাক্ষ। তোমায় বধ কর্ব্ব—কিংবা মর্ব্ব। এই ভিক্ষা চাই। আর কিছু না।

বিজয়। কি হেতু?

বিরূপাক্ষ। হেতুর প্রয়োজন নাই। তোমায় হত্যা কর্ত্তে এসেছি। তারপর দেখ্‌লাম, তুমি সুপ্ত শিশুসম অসহায়, তার উপর লঙ্কার আকাশের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। লঙ্কার বাতাসে তোমার বিকম্পিত শুভ্রায়িত কৃষ্ণ অলকগুচ্ছ। হত্যা কর্ত্তে পার্লাম না। চিরদিন যুদ্ধ ক'রেছি। হত্যা কখন করিনি। পার্লাম না। অস্ত্র নাও বীর! [নিজের তরবারি দান ও নিজে অপর এক সৈনিকের অস্ত্রগ্রহণ]

বিজয়। উত্তম। প্রস্তুত আমি।

[উভয়ের যুদ্ধ; বিরূপাক্ষের পতন]

বিরূপাক্ষ। উদ্ধার কর্ত্তে পার্লাম না। জননী বিদায়!

ত্রস্তা-স্রস্তবাসা কুবেণীর প্রবেশ।

কুবেণী। একি! একি! নাথ!

বিজয়। [ধীরে কুবেণীকে সরাইয়া] বীরূপাক্ষ! বীরবর! বুঝেছি, তোমার জিনিষ আমি ফিরিয়ে দেবো।

বিরূপাক্ষ। সে কি!

বিজয়। এতক্ষণ আমি কি দেখ্‌ছিলাম জান—আমার জন্মভূমি আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার পিতা। আর গৃহান্তরালে মুক্ত গবাক্ষে সজল নয়ন দুটি। এতদিনে তোমার জিনিষ তোমায় ফিরে দেবো বীর!

বিরূপাক্ষ। তবে এ আমার সুখমৃত্যু।

বিজয়। আমায় ক্ষমা কর বীর! ক্ষমা কর কুবেণী!—ক্ষমা কর পরমেশ!

বিরূপাক্ষ। বাঙ্গালী বীর! এত মহৎ তুমি!

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

বনমধ্যে সিংহবাহু ও সুমিত্র।

সিংহবাহু। এ নিবিড় জঙ্গলের যে আর শেষ নাই।

সুমিত্র। মাঝে মাঝে কেবল জলা আর নদী।

সিংহবাহু। বন্য বরাহ আহার, আর এই নোনা জলে স্নান, বৃক্ষতলে শয়ন—এ মন্দ নয়—সুমিত্র!

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। রাত্রে চারিদিকে আগুন জ্বেলে শুয়ে থাকি—তার বাহিরে বন্য পশুর গর্জ্জন, উপরে বৃক্ষপত্রের দীর্ঘশ্বাস, আর সব ছাপিয়ে—অন্তরে এক অসীম ক্রন্দন—এর মাঝখানে এই দেহখানি বিছিয়ে শুয়ে থাকি। তাতেও নিদ্রাও ত হয়!

সুমিত্র। বাবা! রাত্রে মাঝে মাঝে আমার বড় ভয় করে; তোমার করে না? যখন সিংহের ডাক শুনি—

সিংহবাহু। ওরে বেটা! সিংহের ডাক শুনে ভয় করিস্? সিংহ-রাশিতে আমার জন্ম, সিংহ আমার বাপ, সেই সিংহ বধ ক'রে আমার রাজ্য। জানিস্ রে বেটা!

সুমিত্র। সে কি বাবা!

সিংহবাহু। এই বন্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে শৈশব কাটিয়েছি—বন্যপশুদের রাজত্বে আমি নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়িয়েছি, বন্য জাতিদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে লড়েছি। আমার আবার ভয়! এই চেহারা দেখ্‌ছিস্? সিংহের মত না?

সুমিত্র। বাবা! এখানে কিসের রক্ত?

সিংহবাহু। হুঁ রক্ত! মেষরক্ত, সিংহ তার ঘাড় মট্‌কেছে। রক্ত! রক্ত! আমি খাব! আমি খাব।

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। খাব—রক্ত খাব।

সুমিত্র। ওকি বাবা! আমার ভয় কচ্ছে।

সিংহবাহু। সিংহ ব্যাঘ্র নিজের সন্তান খায় জানিস্?

সুমিত্র। শুনেছি বাবা—

সিংহবাহু। আমারও তাই খেতে ইচ্ছে করে। এক বেটাকে খেয়েছি। তোকেও—মাঝে মাঝে ভাবি—সেই পেটের মধ্যে পুরি। আজ আমার—

সুমিত্র। আজ কি বাবা! বাবা! বাবা! অমন ক'রে আমার পানে চাইচেন কেন বাবা?

সিংহবাহু। আজ এই ঘোর বনের মধ্যে, এই ক্ষুদ্র কান্তারের রক্তাক্ত জমির উপর,—এই ভয়ানক নির্জ্জনে, আমার মধ্যে সেই বন্য জন্তু লাফিয়ে উঠেছে; আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি আজ তোকে খাব, খাব। নে, তরোয়াল নে—যুদ্ধ কর্।

সুমিত্র। সে কি বাবা।

সিংহবাহু। বাবা, বাবা, করিস্‌নে। আমার মধ্যে মানুষ যা, তা পেটের মধ্যে মাথা গুঁজে আছে। আজ সে পাশব ক্ষুধা জেগে উঠেছে। সেই রক্ত—রক্ত চাই, রক্ত চাই। তরোয়াল বের কর্। যুদ্ধ ক'রে মর্ বেটা। স্বর্গে যাবি। [তরবারি উত্তোলন]

সুমিত্র। মেরোনা, মেরোনা বাবা! [সিংহবাহুর গলদেশ জড়াইয়া ধরিল]

[সিংহবাহুর হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইল।]

সিংহবাহু। না রে না। এই কোমলস্পর্শে যে সব গলে জল হ'য়ে গেল। আবার অনুকম্পায় আমার মধ্যে মানুষ জেগে উঠেছে। স্নেহের স্পর্শ এত শীতল!—মানুষের মধ্যে মানুষের এত শক্তি! আয়রে বাপ্—আমার বক্ষে আয়, আমার প্রাণ শীতল হোক!

সুমিত্র। বাবা! বাবা আমার!

সিংহবাহু। গলে' গেল,—গলে' গেল! প্রাণ আমার স্নেহে গলে' গেল। তোর ঐ চখের জলে আমার পশুত্ব সব ভেসে গিয়েছে।

সুমিত্র। ও কিসের শব্দ!

সিংহবাহু। তাইত!—ও—দস্যুর চীৎকার! বনের মধ্যে দস্যুরা কি ডাকাতি করে—ফল মূল?

সুমিত্র। ঐ আবার! কাছে।—ঐ যে, এই দিকেই আস্‌ছে।

সিংহবাহু। আসুক।

দস্যুদলের প্রবেশ।

১ম দস্যু। ওরে এখানে মানুষ!

২য় দস্যু। তাইত!

১ম দস্যু। [অগ্রসর হইয়া] কে তোমরা?

সিংহবাহু। তোমরা কা'রা?

২য়। আমরা ডাকাত।

সিংহবাহু। দাঁড়াও। বিচার কর্ব্ব।

১ম দস্যু। কে তুমি?

সিংহবাহু। আমি এদেশের রাজা; ডাকাতির শাস্তি কি জানিস্?

২য় দস্যু। বেটা পাগল।

সিংহবাহু। না, যেতে দেবো না। আমার রাজ্যে ডাকাতি! শাস্তি দিব।—সুমিত্র! পুত্র!—পাকড়াও।

[সুমিত্র তরবারি লইয়া দস্যুদের আক্রমণ করিলেন।]

১ম দস্যু। বা রে!

[যুদ্ধ। দুইজন দস্যুর পতন]

সিংহবাহু। সাবাস্ পুত্র!—এমন পুত্র যার সে সত্যই রাজা। ধন্য পুত্র। প্রাণে মেরো না; আহত কর; বন্দী কর; আমি রাজা—বিচার কর্ব্ব।

[অন্য দস্যুদের সহিত সুমিত্রের যুদ্ধ]

সিংহবাহু। সাবাস!

[দস্যুরা সুমিত্রকে ঘেরিল।]

সিংহবাহু। স'রে দাঁড়া। যুদ্ধ দেখ্‌তে দে।

সুমিত্র। [ভিতর হইতে] বাবা!

সিংহবাহু। এই যে যাচ্ছি বাবা! [তরবারি নিষ্কাশন করিয়া ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ।—অন্যান্য দস্যুর পতন ও যখন সেই স্থান কতক পরিষ্কার হইল, দেখা গেল যে, সুমিত্র ভূপতিত, পার্শ্বে জানু পাতিয়া সিংহবাহু]

সুমিত্র। বাবা! আমি মরি।

সিংহবাহু। বিষম আহত হয়েছ পুত্র!

১ম দস্যু। একেও সাবাড় কর—

২য় দস্যু। বেশ কথা

সুমিত্র। বাবা! বাবা! ডাকাতরা তোমায় অক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছে, নিজেকে রক্ষা কর।

সিংহবাহু। তুই চ'লে গেলে, আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি?—বৎস আমার। [সুমিত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন।]

[দস্যুরা সুমিত্রকে ছাড়িয়া সিংহবাহুকে আক্রমণ করিল।]

সিংহবাহু। আয় তোরা! দেখি একবার—এ সিংহবাহুতে এখনও কত শক্তি আছে। যুদ্ধ কর্—

সুমিত্র। বাবা! বাবা! সাবধান। আমি আস্‌ছি। [তরবারির উপর ভর দিয়া উঠিয়া সিংহবাহুর দিকে অগ্রসর হইলেন।]

১ম দস্যু। এ আবার ওঠে যে!

২য় দস্যু। দে ওকে সাবাড় ক'রে।

[উভয়ে সুমিত্রের উপরে তরবারি উঠাইল।]

সুমিত্র। বাবা! বাবা!

সিংহবাহু। এই যে আস্‌ছি বাবা! [দৌড়িতে গিয়া পদস্খলিত হইয়া পতিত ও তরবারিচ্যুত হইলেন। সিংহবাহু গড়াইয়া গিয়া সুমিত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন।]

সুমিত্র। বাবাকে বধ ক'রো না, বাবাকে বধ ক'রো না! বাবা! আমায় ছেড়ে দাও।

[দস্যুরা তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, ভৈরব আসিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিল, "সবুর!" উদ্যত খড়্গাগুলি সেইরূপই রহিল।]

ভৈরব। সুমিত্রের গলা শুন্‌লাম না?—কে? মহারাজ! প্রণাম। আমি ভৈরব ডাকাত!

সুমিত্র। ভৈরব দাদা!

ভৈরব। আমায় দাদা বলে' ডেকেছিস্‌, আর ভয় নেই। ভাই সব! তরোয়াল নামাও।—এদের কুঁড়েয় নিয়ে চল।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কার কারাগার।

বালকবেশে লীলা।

বালক। সে দিন প্রথমে—প্রথমদিন—ক্ষীণ মুহূর্ত্তে, অতর্কিতে, নিজের প্রভুত্ব হারিয়েছিলাম। আমার সাধনাকে কামনায় পঙ্কিল করেছিলাম।

তার শাস্তি জগদীশ্বর দিয়েছেন। তোমার জয় হোক্!—একি! পার্শ্বে আবার এক কক্ষ!—এ কে?

দ্বার খুলিয়া জুমেলিয়ার প্রবেশ।

জুমেলিয়া। এ কে আবার! তুমি কে?

বালক। আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম।

জুমেলিয়া। তুমি যে নারী! তুমি এখানে কেন?

বালক। তাইত!

জুমেলিয়া। তোমাকে তারা বন্দী করেছে?

বালক। সেইরকম ত এখন বুঝ্‌ছি।

জুমেলিয়া। আগে বুঝ্‌তে পার নি?

বালক। কেউ ত তা পূর্ব্বে বলে নি।

জুমেলিয়া। প্রহরী কি বল্ল?

বালক। প্রথমে এসেই আমার হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে দিল। আমি প্রথমে ভাব্‌লাম, যে বুঝি বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে।

জুমেলিয়া। ভাব্‌লে বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে!—হাতকড়ি দিয়ে?

বালক। তার আর আশ্চর্য্য কি! এও হাতকড়ি, সেও হাতকড়ি। তবে এ হাতকড়ি খোলে, আর সে হাতকড়ি জীবনে খোলে না।—এই তফাৎ।

জুমেলিয়া। বটে! তারপর?

বালক। তারপর আমায় বরাবর এইখানে নিয়ে এল। এনে আমায় বল্লে, যে তুমি আপাততঃ এইখানে বাস কর। আমি জিজ্ঞাসা

কর্লাম, কেন আমি অন্যত্র বাস কর্লে কি কারও আপত্তি আছে? তা বল্লে, 'আছে'। তখন বুঝ্লাম আমি বন্দী।

জুমেলিয়া। তবে তুমি বন্দী!

বালক। সে বিষয়ে বোধ হয় আর সন্দেহ নেই!

জুমেলিয়া। না।

বালক। বাঁচা গেল।

জুমেলিয়া। কেন?

বালক। আমার অবস্থাটা জান্বার জন্য আমার একটু ভাবনা হয়েছিল। এখন নির্ভাবনা হওয়া গেল।

জুমেলিয়া। তোমায় তারা বন্দী কর্ল কেন?

বালক। সেইটে এখনও কেউ বুঝিয়ে দেয় নি।

জুমেলিয়া। কেন, জান না?

বালক। না।

জুমেলিয়া। কেন—বোধ হয়?

বালক। বোধ হয় আমার চেহারা খারাপ ব'লে।

জুমেলিয়া। তোমার চেহারা ত বেশ।

বালক। আপনার তাই বোধ হয়?

জুমেলিয়া। হাঁ, আমার ত তাই বোধ হয়—

বালক। দেখুন, এই বন্দী অবস্থা শেষ হ'লেই, আপনার আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রৈল!

জুমেলিয়া। কেন?

বালক। আমার চেহারাখানা ভাল শুনে আমার বড় আনন্দ

হচ্ছে। কার না হয়? অথচ, এর জন্য আমার নিজের কোন বাহাদুরি নেই। আমি মুক্ত হ'লেই, আপনি বরাবর আমার বাড়ী যাবেন,—বিজিতপুরে—সমুদ্রের ধা'রে তেতালা বাড়ী—নীলরং। আপনি এখানকার ব্যবস্থা সব জানেন বোধ হয়, লঙ্কার এটা কারাগার?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। বেশ কারাগার ত। এ দ্বীপে সবই অদ্ভুত,—সবই মায়াময়—হাঁ,—এখানে এরা খেতে দেয় কি রকম?

জুমেলিয়া। মন্দ নয়।

বালক। নেংড়া আম দেয় ত? সেটা নৈলে আমার বড় অসুবিধা হবে। সকালে উঠেই আমার পাঁচটা নেংড়া আম চাই।

জুমেলিয়া। রোজ!

বালক। রোজ—তা কি গ্রীষ্ম কি শীত! অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

জুমেলিয়া। শীতকালে নেংড়া আম কোথা থেকে পেতে?

বালক।—কি কর্ব্ব? অভ্যাস।

জুমেলিয়া। বালিকা! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

বালক। শুনে সুখী হ'লাম।

জুমেলিয়া। সুখী হ'লে!—কেন?

বালক। তা'লে এতদিনে বুঝ্লাম, যে আমার মাথাটা আছে। নৈলে খারাপ হবে কোথা থেকে।

জুমেলিয়া। তোমার কি বিশ্বাস ছিল, যে তোমার মাথা নেই?

বালক। সেই রকম বিশ্বাস ছিল।—আপনার চেহারা ত বেশ!

জুমেলিয়া। তোমার কি তাই মনে হয়?

বালক। মনে? খুব হয়। আপনি সাঁতার জানেন?

জুমেলিয়া। না।

বালক। জানেন না? আমি শিখিয়ে দেবো'খনি!

জুমেলিয়া। তুমি মনুষ্য?

বালক। দস্তুরমত! আপনি বোধ হয় যক্ষ?

জুমেলিয়া। আমি যক্ষ।

বালক। তা'হলে আরো ভালো। আপনার কাছে অনেক শেখা যাবে।—আচ্ছা, আপনারা হাত দিয়েই খান?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। বেশ করেন। তারপর—আপনারা লম্বা হ'য়েই শোন্?

জুমেলিয়া। তা শুই বৈ কি!

বালক। ও প্রথাও ঠিক।—স্বপ্ন দেখেন?

জুমেলিয়া। দেখি।

বালক। আর দেখ্‌বেন না।—বেশ খেতে ত?

জুমেলিয়া। কি?

বালক। এই আখ। লঙ্কায় আখ বেশ হয়; কিন্তু সব চেয়ে ভাল এই নেংড়া, যা আমার খাওয়া অভ্যাস—এ বেশ কারাগার ত?

জুমেলিয়া। কেন?

বালক। কেমন জলকল্লোল শোনা যাচ্ছে।—এ ঘরের চারিদিকেই জল?

জুমেলিয়া। চারিদিকেই জল!

বালক। ও গুলি কি?

জুমেলিয়া। বাতাস আস্‌বার ফোকোর!

বালক। বেশ ত! ঐ আকাশ দেখা যাচ্ছে। না?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। এখান দিয়ে বুঝি বাহিরে যাবার পথ?

জুমেলিয়া। হাঁ!

বালক। আর এঁরা বুঝি পাহারা?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। বেশ ত বন্দোবস্ত।—আপনি এখানে হঠাৎ এলেন কেন?

জুমেলিয়া। আমাদের মহারাণী আস্‌ছেন।

বালক। তিনি কোথায়?

জুমেলিয়া। আস্‌ছেন।—ঐ যে, আমি তবে আসি। [প্রস্থান]

কুবেণীর প্রবেশ।

লীলা। এই যে মহারাণী!

কুবেণী। কি আশ্চর্য্য! এই ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, সামান্য জীব! এর জন্য —বালিকা! তুমি মন্ত্র জান?

লীলা। মহারাণী!

কুবেণী। কি মন্ত্রে তুমি বিজয়কে বশ করেছ, বল।

লীলা। বশ করেছি?

কুবেণী। বল অধম যাদুকরী! নহিলে—এই ছুরিকা দেখ্‌ছ?

লীলা। আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, মহারাণী!

কুবেণী। নেকী সেজো না, তুমি সব জান; সত্য কহ—প্রশ্ন করি।

লীলা। করুন।

কুবেণী। তুমি বিজয়সিংহের অনুরাগিণী?

লীলা। স্বচক্ষে দেখেছেন। আর জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কেন?

কুবেণী। বিজয়সিংহ তোমার অনুরাগী?

লীলা। কে বল্লে?

কুবেণী। তুমি জান না?

লীলা। আমি জানি না, কিন্তু—না, অসম্ভব। আমি যে নারী, তা পর্য্যন্ত তিনি অবগত নন।

কুবেণী। মিথ্যাবাদিনী!

লীলা। মহারাণী! আমি স্বয়ং হাতে হাত দিয়ে তোমাদের বিবাহ দিয়েছি। আমার কৌস্তুভরত্ন নিজের বক্ষ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে তোমার বক্ষে পরিয়ে দিয়েছি।—আর কি চাও? তোমাদের ক্রীড়া কৌতুকে হাস্যপরিহাসে, আমি হেসেছি—যখন শরীরের মধ্যে রক্তের তপ্তস্রোত ব'হে গিয়েছে। তোমাদের মিলন সম্ভোগ দাঁড়ায়ে দেখেছি—মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই নি। আর কি চাও?

কুবেণী। আর কি চাই? আমি আমার বিজয়সিংহকে চাই।

লীলা। পেয়েছ ত।

কুবেণী। পেয়েছি? তাকে আমি যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ক'রে রেখে দিয়েছি। আমি ছলে তাকে অধিকার ক'রে রেখে দিয়েছি। কিন্তু আমি তাকে পাই নি। তুমি তার হৃদয় অধিকার ক'রে ব'সে আছ—রাক্ষসী! একখানি শূন্য, শ্লথ, প্রাণহীন আলিঙ্গন নিয়ে কি কর্ব্ব? সে তোমার, আমার নয়।

লীলা। মহারাণী! আমি সত্য বল্‌ছি—ভগবান্‌ সাক্ষী, তিনি এখনও জানেন না, যে আমি নারী।

কুবেণী। আবার মিথ্যা কথা? ছদ্মবেশিনী গণিকা!

লীলা। [ধীর-গম্ভীরে] মহারাণী! আমি তাঁর গণিকা নই।

কুবেণী। তবে?

লীলা। আমি কুলবধূ।

কুবেণী। তুমি তাঁর স্ত্রী?

লীলা। আমি তাঁর স্ত্রী।

কুবেণী। কুলবধূ! তুমি কি তবে বিজয়সিংহের সঙ্গে—

লীলা। বেরিয়ে এসেছি।

কুবেণী। তুমি তাঁর প্রণয়িনী?

লীলা। তার চেয়ে একটু বেশী।

কুবেণী। বেশী?

লীলা। আমি তাঁর স্ত্রী। আমি যে বাঁধা মাহিনার চাকর! আমি কি তাঁকে ছাড়্‌তে পারি?

কুবেণী। [ইতস্ততঃ করিয়া] মিথ্যা কথা।

লীলা। রাণী! আমার মুখের পানে চাও দেখি। আমায় মিথ্যা-বাদিনী ব'লে মনে হয়? গণিকা যদি হ'তাম, ত লাঞ্ছিত, দেশনির্ব্বাসিত, পিতৃপদাহত এক দরিদ্র হতভাগ্যের সঙ্গে, দীনদুঃখী বেশে, দেশে দেশে ঘূরে বেড়াতাম? গণিকা—যখন গাড়ী উপর দিকে ওঠে, তখন সে সেই গাড়ি ধ'রে থাকে, নীচের দিকে যখন নামে, তখন লাফিয়ে পড়ে। গণিকা শুধু সম্পদে সহচরী—বিপদে নয়।

কুবেণী। তুমি তাঁর স্ত্রী, অথচ তিনি তোমায় ছদ্মবেশে চিনেন নি। একি হ'তে পারে?

লীলা। তিনি কদাপি বিবাহিত স্ত্রীর মুখাবলোকন পর্য্যন্ত করেন নি।

কুবেণী। কেন?

লীলা। স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ। তাই আমি বালকবেশ ধ'রে তাঁর অনুসরণ করেছি।

কুবেণী। তাই ঘর ছেড়ে, তুমি কুলবধূ—ঘর ছেড়ে, ছদ্মবেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ!

লীলা। মহারাণী! সতীর কাছে তার স্বামীই ঘর, স্বামীই সর্ব্বস্ব। সীতা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসিনী হয়েছিলেন। নারীর মরণ নেই, তাই।—নহিলে, যে তাকে দেখ্‌তে পারে না, তার হাতে পায়ে ধ'রে জীবনধারণ করে! ধিক্।

কুবেণী। বালিকা! তুমি আমায় ভালবাস?

লীলা। বাসি।

কুবেণী। কেন?

লীলা। আমার বিজয় যে তোমায় ভালবাসেন, আমি ভাল না বেসে থাক্‌তে পারি?

কুবেণী। তবে তোমায় এক কাজ কর্ত্তে হবে।

লীলা। কি!

কুবেণী। তুমি দেশে ফিরে যাও।

লীলা। কেন মহারাণী!

কুবেণী। আর তুমি বিজয়সিংহের মুখদর্শন কর্ত্তে পাবে না।

লীলা। মহারাণী! তবে কি দেখ্‌ব? জগতে আর কি দেখ্‌বার আছে? সেই যে—শত-ইন্দুবিনিন্দিত ম্লান মুখখানি, কে যেন সুধা নিংড়ে তাতে ঢেলে দিয়েছে, সেই যোগীর সাধনার ধন, সেই এই বিশ্বসৌন্দর্য্যের সেরা সৌন্দর্য্য—তা দেখ্‌তে পাব না? হ'তে পারে রাণী! তুমিও ত' সে মুখখানি দেখেছ। এখন আর না দেখে থাক্‌তে পার? সত্য বল। পার?

কুবেণী। আমি পারি কি না, তোমার জানার প্রয়োজন নাই। তোমায় এই কাজ কর্ত্তে হবে।

লীলা। আমি পার্ব্ব না।

কুবেণী। কর্ত্তে হবে, নৈলে—

লীলা। আমায় বধ কর।

কুবেণী। না, তোমায় অন্ধ ক'রে দেবো। প্রতিজ্ঞা কর—

লীলা। সে প্রতিজ্ঞা কর্ব্ব কেমন ক'রে মহারাণী! যে প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পার্ব্ব না—সে প্রতিজ্ঞা কর্ত্তে পার্ব্ব না।

কুবেণী। নৈলে তোমায় অন্ধ ক'রে দেবো, জেনো বালিকা।

লীলা। না, না, আমায় অন্ধ ক'রে দিও না মহারাণী! আমায় পূর্ণ বিকলাঙ্গ ক'রে দাও,—শুদ্ধ আমায় অন্ধ ক'রো না। শুদ্ধ তাঁকে দেখ্‌তে দাও। বিধাতা! আমার সমস্ত অঙ্গ—তোমার বিরাট কারখানায় গলিয়ে, শুদ্ধ দুটি চক্ষু তৈরি ক'রে দাও। অনন্ত—অনন্ত যুগ তাঁকে নয়ন ভ'রে দেখি।

কুবেণী। তুমিই বলেছিলে না, যে—দেখার ভালবাসা ভালবাসা নয়। ভালবাসা কিছু চায় না,—দিয়েই সুখী। দেখি, তুমি সেই ভালবাস্‌তে পার কি না।

লীলা। বলেছিলাম। কিন্তু পারি কৈ? সেই আমার সাধনা, কিন্তু আমি অবলা। ঈশ্বরের কাছে দিবারাত্রি এই বর চাই যে, সেই ভাল-বাসা আমায় শেখাও দয়াময়!—কিন্তু হৃদয়ে সে বল নাই।

কুবেণী। নারী! বৃথা বাক্যে সময় অপব্যয় কর্ত্তে পারি না। এই প্রতিজ্ঞা কর।

লীলা। পার্ব্ব না।

কুবেণী। এই তোমার স্থির সংকল্প?

লীলা। না—পারি না, তা কর্ব্ব কি ক'রে মহারাণী?

কুবেণী। পার কি না দেখ্‌ছি। যাও, দীপ্ত লৌহশলাকা নিয়ে এসো।

রক্ষিণীর প্রস্থান ও দীপ্ত লৌহশলাকা লইয়া প্রবেশ।

কুবেণী। তবে প্রস্তুত হও।

লীলা। মহারাণী! মার্জ্জনা কর। আমায় অন্ধ ক'রে দিও না। আমার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি। শুধু তাকে দেখ্‌বার অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রো না! আর কিছু চাই না। তাঁর চরণের তলে আমায় বেঁধে রেখে দাও। আমি শুধু দেখ্‌ব! এখনও দেখা শেষ হয় নি। আমায় অন্ধ ক'রো না।

কুবেণী। অনুনয় কচ্ছ কার কাছে বালিকা! আমি বধির। কিছু শুন্তে পাচ্ছি না। প্রস্তুত হও।

লীলা। দয়া কর।

কুবেণী। দয়া মায়া নাই। তবে—[লৌহশলাকা দিয়া বালিকাকে

অন্ধ করিতে উদ্যত—এমন সময় বিজয় আসিয়া কহিলেন—"ক্ষান্ত হও।" কুবেণী ক্ষান্ত হইয়া বিজয়ের মুখ পানে চাহিলেন।]

বিজয়। কে তুমি?

কুবেণী। তোমার প্রণয়িনী।

লীলা। তোমার বিবাহিত পত্নী।

পঞ্চম দৃশ্য।

—:০:—

স্থান—লঙ্কা।

বিজিত। কি! বিজয় এই দ্বীপ পরিত্যাগ কর্ব্বার আদেশ দিয়েছে?

অনুরোধ। হাঁ কুমার।

বিজিত। আশ্চর্য্য মানুষ!

উরুবেল। তাঁকে কিছু বুঝ্‌তে পারি না কুমার! যুদ্ধে হেন দুর্জ্জয় বীর! বক্ষ প্রসারিত, মুখমণ্ডল দীপ্ত, চক্ষুর্দ্বয় দিয়ে স্ফুলিঙ্গ বেরোচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হ'লে, আবার সেই দীন সঙ্কুচিত মূর্ত্তি, ম্লান মুখ, নিষ্প্রভ।

অনুরোধ। লঙ্কার রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহের পর দিনকতক সম্ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে, তার পর এই কয় দিন আবার সেই

চিন্তাকুল, শূন্যদৃষ্টি, যেন নিজের শরীর ছেড়ে, তার মন ঐ সমুদ্রের পরপারে ভেসে গিয়েছে। ডাক্‌লে সাড়া পাইনে।

বিজিত। আমিও লক্ষ্য করেছি।—ঐ যে বিজয় আস্‌ছে। তোমরা এখন যাও। [অনুরোধ ও উরুবেলের প্রস্থান]

বিপরীত দিক হইতে বিজয়ের প্রবেশ।

বিজিত। বিজয়! তুমি নাকি এ দ্বীপ ত্যাগ কর্ত্তে আদেশ দিয়েছ?—বিজয়!—

বিজয়। কে?

বিজিত। আমি বিজিত। চিন্তেই পাচ্ছ না! বিজয়! তুমি কেন এমন হ'য়ে গেলে?

বিজয়। কেমন?

বিজিত। তুমি নাকি দ্বীপ ত্যাগ কর্ব্বার আদেশ দিয়েছ?

বিজয়। হাঁ বিজিত।

বিজিত। তুমি যে শেষে ক্ষেপে গেলে।

বিজয়। [ম্লান হাস্যে] বোধ হয়।

বিজিত। এ লঙ্কাপুরী তোমার আর ভাল লাগে না?

বিজয়। ভাল লাগ্‌বে! এ ভয়ানক জায়গা! এখানে ঘুম আসে, বড় ঘুম আসে! এরা মন্ত্র জানে! পালাও—পালাও!

বিজিত। বিজয়! তোমার মনের মধ্যে কি একটা বিরাট দুঃখ জাগ্‌ছে?

বিজয়। [সহসা] এই জায়গায়! এই জায়গায়! [বিজিতের হস্ত লইয়া নিজের বক্ষের উপর রাখিলেন] উঃ! দিবারাত্রি কর্ কর্

ক'রে কাট্‌ছে। আমি শুন্তে পাচ্ছি। [কাণ পাতিয়া] ঐ, ঐ বেশ শুন্তে পাচ্ছি।

বিজিত। দেশে ফিরে চল।

বিজয়। [সহসা বিজিতের স্কন্ধে করতল স্থাপন করিয়া] বিজিত!

বিজিত। [চমকিয়া] কি!

বিজয়। তুমি—তোমরা সব দেশে ফিরে যাও।

বিজিত। কেন?

বিজয়। সেখানে ফিরে যাবার আমার অধিকার নাই। আমি যে নির্ব্বাসিত। নিজের দেশের রাজা,—আমার দেবতা—আমায় পরিত্যাগ করেছেন।

বিজিত। পিতার উপর কি এই অভিমান সাজে ভাই! দেশে ফিরে চল।

বিজয়। না, দেশে যাব না।

বিজিত। কেন?

বিজয়। কেন এক হতভাগ্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য উন্মাদের সঙ্গে ঘূরে মচ্ছ? দেশে যাও, বিবাহ কর, সুখী হও।

বিজিত। সে কথা ত অনেকবার বলেছ।

বিজয়। কেন এই শুষ্ক পঞ্জরখানা তোমাদের অসীম স্নেহ দিয়ে ঘিরে আছ? গায়ে হাড় ফুট্‌ছে না?—যাও।

[নীরবে প্রস্থান]

উদ্ভ্রান্তভাবে জয়সেনের প্রবেশ।

জয়সেন। একি!

বিজিত। কে? জয়সেন!

জয়সেন। শীঘ্র এস! শীঘ্র এস!

বিজিত। কোথায়?

জয়সেন। আমার সঙ্গে।

বিজিত। কোথায়?

জয়সেন। ঐ বনের ভিতর। এক বিপন্না নারীকে রক্ষা কর।

বিজিত। কি হয়েছে তার?

জয়সেন। তাকে জ্যান্ত দাহ কচ্ছে।

বিজিত। কে?

জয়সেন। মহারাণী।

বিজিত। কেন?

জয়সেন। জানি না। আগে এসো,—তাকে বাঁচাও। তারপর জিজ্ঞাস ক'রো।

বিজিত। ঠিক বলেছ কুমার! নারী—বিপন্না! এই যথেষ্ট! আর জিজ্ঞাসা কর্ব্বার কিছু নাই।—চল! [নিষ্ক্রান্ত]

বিজয় ও সুমিত্রের প্রবেশ।

বিজয়। আশ্চর্য্য! আমার প্রথমে মনে হ'ল, যে আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি নাকি! এইখানে ব'স! জিজ্ঞাসা করি। কত কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার আছে।—বাবার কুশল ত! কি! নীরবে রৈলে যে? তবে কি পিতা ইহ জগতে নাই? শীঘ্র বল।

সুমিত্র। বাবা বেঁচে আছেন।

বিজয়। তার পর—

সুমিত্র। তিনি রাজ্যচ্যুত বনবাসী।

বিজয়। সে কি! কেন?

সুমিত্র। অঙ্গরাজ বঙ্গজয় করেছেন।

বিজয়। এঁ্যা—

সুমিত্র। ও কি! ও রকম ক'রে চেয়ো না দাদা!

বিজয়। না।—তারপর!—বিমাতা?

সুমিত্র। দাদা! তাঁকে ক্ষমা কর।

বিজয়। সাধ্য নাই।—বিমাতা! কোথায়?

সুমিত্র। মৃত্যুর পরপারে [ঊর্দ্ধে দেখাইয়া] ঐখানে! তাঁকে ক্ষমা কর দাদা!

বিজয়। বাবার শরীর সুস্থ?

সুমিত্র। সুস্থ।—মাকে ক্ষমা কর দাদা!

বিজয়। সুমিত্র! ভাই! আমি দেবতা নই, আমি মানুষ,—সামান্য মানুষ। মানুষে যা পারে, তা আমি পারি। কিন্তু মানুষে যা পারে না, তা আমি পারি না। যে বিমাতা—না ভাই! তোমার মনে কষ্ট দেবো না—তার পর—বাবা? তিনি আমার নাম করেন?

সুমিত্র। তাঁর মুখে আর কোন কথা নেই দাদা! দিবারাত্র ঐ এক নাম "বিজয়—আর বিজয়!" মুমূর্ষু যেমন হরিনাম করে।

বিজয়। কি বল্লি! এ সত্য? সত্য?—বল্, আর একবার বল্।

সুমিত্র। কেঁদে কেঁদে তাঁর চক্ষু দুটি অন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। সমুদ্রের ধারে একখানি কুটীর বেঁধে ব'সে আছেন। প্রতি সন্ধ্যায় অন্ধনেত্রে

সাগর তটে ব'সে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকেন, ঢেউ গ'র্জ্জে ওঠে, আর তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—'ঐ আমার বিজয় আস্‌ছে।'

বিজয়। [উন্মত্ত ভাবে] বিজিত! বিজিত!

সুমিত্র। ও কি দাদা! [ধরিলেন]

বিজয়। ছেড়ে দাও!—নৌকা খুলে দাও বিজিত! দেশে চল। বাবা! আমি আস্‌ছি। আমি আস্‌ছি। বিজিত! বিজিত!

[নিষ্ক্রান্ত]

দৃশ্যান্তর।

বিজয়ের সঙ্গিগণের গীত।

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব, সেকি মা ভক্তি, সেকি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত!
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্ত্র।

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর-উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা ।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে ।

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে, চুম্বি' তোমার চরণ-প্রান্ত ;
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ ।

(কোরাস্)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নি ।

প্রহরিণী-বেষ্টিত রক্তাম্বরা লীলা ও সম্মুখে কুবেণী ।

কুবেণী । না জুমেলিয়া ! আমি কোন কথা শুন্‌ব না ! আজ চক্ষের সম্মুখে বিজয়ের প্রণয়িনীর সৎকার কর্ব্ব ।

জুমেলিয়া । তাতে কি হবে মহারাণী !

কুবেণী । কিছু হবে না । আমার সুখের সংসার পুড়ে গিয়েছে । আজ সকলের ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চ'লে যাব । আমার সর্ব্বনাশ ক'রে বিজয় সুখী হবে ! তার সুখ নির্ম্মূল ক'রে দিই ।

জুমেলিয়া । মহারাণি ! এ কাজ কর্ব্বেন না, আমি বারবার বল্‌ছি ।

কুবেণী । কেন কর্ব্ব না ? আমার আর কি বল ।

জুমেলিয়া । কিন্তু এতে কি হবে ?

কুবেণী । এই যা সুখ—অন্য সকল সুখের আশা যখন গিয়েছে !

জুমেলিয়া । কিন্তু এখনও তার পথ আছে ।—এতে সে পথ তোমার সম্মুখে চিরদিনের জন্য বন্ধ হবে ।

কুবেণী । যাক্, উড়ে পুড়ে সব ছারখার হ'য়ে যাক্ ! গেছে যখন, তখন সব যাক্ ।

জুমেলিয়া । কিন্তু লাভ কি হবে ?

কুবেণী । লোকে লাভ কি হ'বে বলে, লোকসান হিসাব ক'রে কি হাসে, কাঁদে, হিংসা করে, ক্রুদ্ধ হয় ? এই বিজয়সিংহ চ'লে যাবে—

যাক্ । কিন্তু—ওঃ ! যদি তার গতি বোধ কর্ত্তে পার্ত্তাম !—বিজয় যায় যাক্, কিন্তু আমার ভোগ্যকে যে এ ভোগ কর্ব্বে, তা দিব না ।

জুমেলিয়া । কিন্তু এ অন্ধ প্রবৃত্তি ।

কুবেণী । সব প্রবৃত্তিই অন্ধ ।—সব প্রস্তুত পুরোহিত ?

তাপস । প্রস্তুত ।

কুবেণী । অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর । না, তার পূর্ব্বে একবার আমার কাছে নিয়ে এসো ।

[তাপস লীলাকে কুবেণীর কাছে লইয়া আসিলেন ।]

কুবেণী । কি বিজয়সিংহের প্রণয়িনী ! ঐ অগ্নিকুণ্ডে তোমায় পুড়ে মর্ত্তে হবে ।

লীলা । তা জানি মহারাণী !

কুবেণী । ভয় কচ্ছে ?

লীলা । [সব্যঙ্গ হাস্যে] ভয়, মহারাণী ! ভয় ! হিন্দুসতী যে স্বামীর মৃতদেহ ক্রোড়ে জড়িয়ে ধ'রে হাস্তে হাস্তে জলন্ত চিতায় ওঠে, তার এই আগুন দেখে ভয় !—তবে এ একটু—একটু—[হাসিয়া] তাড়াতাড়ি হ'ল ।

কুবেণী । কি ! তুমি হাস্‌ছ ?

লীলা । ওটা আমার একটু স্বভাব । কায়দা দুরস্ত নয় । পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ! আদব কায়দা শিখি নি । ক্ষমা কর্ব্বেন ।—আচ্ছা মহারাণী, আমি যদি এখন একটা গান গাই, ত আপত্তি আছে ?

কুবেণী । গান—গাইবে !

লীলা । গাইলামই বা ! আমার বোধ হয়, মৃত্যুদণ্ড তামিল কর্ব্বার

সময় একটা সঙ্গীতের প্রথা প্রচলিত করা মন্দ নয়। দণ্ডিত ব্যক্তি, গান শুন্তে শুন্তে একটু সুখে মরে। তার আত্মা সেই গানের মূর্চ্ছনার সঙ্গে আবেগে, আনন্দে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, ঐ নীল আকাশে মিশিয়ে যায়।

কুবেণী। বধ কর, নৈলে আমায় যাদু কর্ব্বে।

লীলা। কিছু কর্ব্ব না দিদি!

কুবেণী। নিয়ে যাও।

লীলা। কারো নিয়ে যেতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। স্বামীকে ভালবাসার শাস্তি আমি ঘাড় পেতে নিয়েছি। কোন দুঃখ নাই—শুধু যদি মর্ব্বার আগে একবার তাঁর মুখখানি শেষ দেখ্‌তে পেতাম, দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখ বুঁজতাম—স্বর্গে যেতাম। না পাই, তাঁর ছবি এইখানে আছে। চোখ বুঁজে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মর্ব্ব।—দিদি—

কুবেণী। শুন্তে চাই না! যাদু কর্ব্বে! নিয়ে যাও, দাহ কর।

লীলা। এই যাচ্ছি বোন্‌। তুমি মহারাণী হ'লেও তুমি আমার ছোট বোন্‌। বিজয়সিংহকে যেন তুমি পাও, ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে এই শেষ প্রার্থনা করি। যাও দিদি, সুখিনী হও—যশস্বিনী হও।

[কুবেণী পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া রহিলেন। লীলা নির্ভীকভাবে চিতার কাছে গিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন] "হে দেবাদিদেব মহাদেব! আমি কাছে থাকলে, স্বামীর কোন অমঙ্গল হবে না, এটা আমি ধ্রুব জানি। কিন্তু আজ তাঁকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। তোমার হাতে তাঁকে সমর্পণ ক'রে চ'লে গেলাম। দেখো প্রভু।"

[পরে সগর্ব্বে অগ্নিকুণ্ডের উপর আরোহণ করিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। কুবেণী সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন ও চীৎকার করিয়া

উঠিলেন,—"রক্ষা কর—রক্ষা কর" এই সময়ে বিজিত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াই, চিতার মধ্য হইতে লীলাকে টানিয়া বাহির করিলেন।]

কুবেণী। কে তুমি! কার আজ্ঞায় তুমি এই নারীকে রক্ষা করেছ?

বিজিত। [বক্ষে হাত দিয়া] এর আজ্ঞায়।

কুবেণী। আমি ওর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। আমি রাজ্ঞী।

বিজিত। আমি তার চেয়েও বড়। আমি মানুষ!

সপ্তম দৃশ্য।

কুবেণী ও জুমেলিয়া।

কুবেণী। আজ আমার শেষ রাত্রি! বড় অনুনয় ক'রে, ভিক্ষা ক'রে—লঙ্কার রাজ্ঞী আমি—ভিক্ষা ক'রে—এক রাত তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। জুমেলিয়া—এরাত্রি যেন বৃথা না যায়।

জুমেলিয়া। হায় মহারাণী!

কুবেণী। ও রকম ক'রে আমার পা'নে চাস্‌নে জুমেলিয়া! তুইও বল্—যেতে দেবো না।—বল্ তাকে ধ'রে রাখ্‌ব।

জুমেলিয়া। এ বিশ্বের ভিতর কে কাকে ধরে' রাখ্‌তে পারে মহারাণী! কে কবে স্নেহের বশ হয়েছে? সখি! প্রবৃত্তি প্রবল, স্বার্থ প্রবল, নিয়তি প্রবল; কেবল এক স্নেহ দুর্ব্বল—অতি দুর্ব্বল!

কুবেণী। ও কথা বলিস্ না। তুই আজ আমার সহায় হ',—লঙ্কার স্বর্ণভাণ্ডার খুলে দে! স্বর্ণ যা ক্রয় কর্ত্তে পারে, একটা জাতি যা ত্যাগ

কর্ত্তে পারে, সব তার পায়ে ঢেলে দেবো।—সে কি মানুষ নয়?—দেখি পারি কি না। সজ্জিত কক্ষে নিয়ে গিয়ে রত্ন-সিংহাসনে তাকে বসাব। সে মানুষ ত?—সব প্রস্তুত ক'রে রেখে দে,—সুরা, সঙ্গীত, আলোক, সুগন্ধ! দেখি পারি কি না? যা জুমেলিয়া!—[জুমেলিয়ার প্রস্থান]

কুবেণী। চ'লে যাবে! আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে! এত রূপ—এত প্রেম—এত ক্ষমতা—এত ঐশ্বর্য্য—এত সম্ভোগ—ছেড়ে সে চ'লে যাবে! সেই দুর্জ্জয় বীর, যে এতদিন আমার তর্জ্জনীর সঞ্চালনে কলের পুতুলের মত বসেছে, উঠেছে, হেসেছে, কেঁদেছে। সে কিনা—না যেতে দেবো না—তবে এসো আজ স্বর্গের নন্দনকানন—মর্ত্ত্যে নেমে এসো! চন্দ্রমা! স্নিগ্ধতম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়ে দাও। স্বর্ণ-লঙ্কা! আজ ঐশ্বর্য্যে জ্ব'লে ওঠ! আর তুমি লঙ্কার রাজ্ঞী—রূপের তড়িৎ খেলিয়ে দিয়ে, এর উপর দিয়ে চ'লে যাও। আর এই পুষ্পহারসম ক্ষীণ বাহুবন্ধ আজ মৃত্যুর নিগড়ের মত কঠিন হোক্। আমার যাদুদণ্ড কৈ?—আমি তাকে যেতে দেবো না।

লীলার প্রবেশ।

কুবেণী। এই যে বালিকা। আমার বিজয় কোথায়?

লীলা। আস্‌ছেন।

কুবেণী। তুমি এখানে কেন?

লীলা। কেন বোন্! তোমার কাছে কি আমার আস্‌তে নাই? তুমি যে আমার ছোট বোন্।

কুবেণী। পিশাচী! শয়তানী!—তুই আমার বিজয়সিংহকে কেড়ে নিয়েছিস্! ফিরিয়ে দে রাক্ষসী!

লীলা। আমি নিই নাই বোন্। তোমার বিজয় তোমারই আছে।

কুবেণী। মিথ্যা কথা—

লীলা। সত্যবাণী। যে বিজয় বালককে ভালবাস্‌ত, সে বালিকাকে ঘৃণা করে।—রাজ্ঞী! বিজয় আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে।

কুবেণী। সত্য কথা?

লীলা। শুধু তাই নয়। আমার এই দগ্ধ গণ্ডচর্ম্ম দেখে তিনি ভীত হ'য়ে, স'রে গেলেন, আর আমি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেলাম।

কুবেণী। সত্য?

লীলা। সত্য কথা মহারাণী! ভালই হয়েছে, আমার প্রেমের মোহ কেটে গিয়েছে। অগ্নিপরীক্ষায় আমার মালিন্য পুড়ে গিয়েছে। এখন আমার যা আছে, তা শিশিরের মত পবিত্র—ঐ নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল!

জুমেলিয়ার প্রবেশ।

কুবেণী। তুমি কি বল্‌ছ বালিকা!

লীলা। এতদিন আমার প্রেমে প্রতিদানেচ্ছা ছিল, রূপের গর্ব্ব ছিল, সুখে অতৃপ্তি ছিল। আর নাই। বিজয়সিংহ আমার অন্তরে। বাহিরের বিজয়কে তোমায় দিলাম। আমি একবার—শেষবার—বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে—জন্মের মত বিদায় নিয়ে যাব—তারপরে এ সংসারে আমারে কেউ দেখ্‌তে পাবে না। [প্রস্থান]

কুবেণী। জুমেলিয়া কিছু বুঝ্‌তে পার্লি?

জুমেলিয়া। পার্লাম।

কুবেণী। কি বুঝ্‌লি?

জুমেলিয়া। এ বালিকা ক্ষিপ্ত। আমি ভয়ে স'রে যাচ্ছিলাম দেখ্‌ছিলে না।

কুবেণী। কেন?

জুমেলিয়া। পাছে কামড়ায়। এসো রাজ্ঞী! সব প্রস্তুত।

[প্রস্থান।]

কুবেণী। তবে এ বালিকা নয়। স্বদেশ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তবে এ দ্বন্দ্ব কুবেণীতে আর এ বালিকাতে নয়। দ্বন্দ্ব স্বদেশে আর স্বর্গে। ভবে, না—বিশ্বাস হয় না। ও ত বাতাস নয়, পাথর নয়, উদ্ভিদ নয়, রক্ত মাংসে গড়া মানুষ ত, নারী ত, হ'তে পারে না, সব ছল, সব প্রতারণা। আমি তোমার হাতে আমার বিজয়কে দেবো না। দেখি, কি ক'রে ছিনিয়ে নাও। আচ্ছা, এত অনুনয় কিসের জন্য? যাক্ না বিজয়। সে বিজয় নৈলে কি আর আমি বাঁচি না? যাক্‌ই না। কিসের জন্য আক্ষেপ? যে জগতে বিজয়-সিংহ নাই, সেখানে কি কেউ বাঁচে না? যাক্!—কৈ জয়সেন এখনও এল না। তাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিস্ ত?

জুমেলিয়া। ঐ আস্‌ছেন কুমার।

জয়সেনের প্রবেশ।

কুবেণী। জয়সেন! তুমি আমায় ভালবাস?

জয়সেন। জান না কি কুবেণী—

কুবেণী। এত ক্ষীণস্বর! একি! তুমি যে কঙ্কালসার হ'য়ে গিয়েছ!

জয়সেন। তুমিই আমার এই দশা করেছ কুবেণী!

কুবেণী। অন্যায় করেছি। এবার আমি হৃদয়েশ্বর কর্ব্ব।

জয়সেন। ব্যঙ্গে প্রয়োজন কি কুবেণী!

কুবেণী। না, সত্য কথা জয়সেন। তোমায় যদি হৃদয়েশ্বর কর্ত্তাম, হয় ত এক রকম সুখে কেটে যেত। এই শান্ত হ্রদের স্বচ্ছসলিল ছেড়ে, অকূল সমুদ্রে আমার তরীখানি ভাসিয়ে দিলাম কেন?

জয়সেন। আমায় ভালবাস কুবেণী—আমি তোমার ক্রীতদাস হ'য়ে থাকৃব।

কুবেণী। এই রাজত্ব ছেড়ে—পরের দ্বারে ভিক্ষা কর্ত্তে গিয়েছি! ধিক্ আমায়। তোমায় ভালবাস্‌ব জয়সেন! পার্ব্ব না?—কেন পার্ব্ব না?

জয়সেন। পার্ব্বে। আমি তোমার—শৈশবের বন্ধু, তোমার স্বজাতি—

কুবেণী। প্রেমের এ কি প্রকৃতি, যে সমতল উপত্যকায় বিচরণ কর্ত্তে চায় না—পর্ব্বতের শিখর থেকে লাফিয়ে পড়্‌তে চায়।

জয়সেন। কুবেণী!

কুবেণী। পার্ব্ব। তোমায় আমি ভালবাস্‌ব জয়সেন! তোমায় লঙ্কার সিংহাসনে বসাব! যাক্, বিজয়সিংহ দেশে ফিরে যাক্। কে বিজয়? কোথাকার বিজয়? কে তাকে চায়? এস জয়সেন!

জয়সেন। কুবেণী! তোমায় আমি বড় ভালবাসি। [চুম্বন করিতে উদ্যত]

কুবেণী। কৈ! স্বরে মাদকতা নাই ত,—স্পর্শে রোমাঞ্চ হয় না ত,—নিশ্বাসে নন্দন-সৌরভ নাই ত—ঐ বিজয় আস্‌ছেন। ঐ আমার প্রিয়তম আস্‌ছেন, কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কি গম্ভীর মূর্ত্তি!

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। কোথায় কুবেণী?

কুবেণী। কি মধুরস্বর—এই আর ঐ! না, না, পার্ব্ব না, পার্ব্ব না। যাও জয়সেন! এই মুহূর্ত্তে—নহিলে হয়ত তোমায় ঘৃণা কর্ব্ব। ঐ আর এই!—এসো প্রিয়তম।

[বিজয়ের হস্ত ধরিয়া নিষ্ক্রান্ত]

জয়সেন। এতদূর! কুবেণী! তোমায় হত্যা কর্ব্ব।

অষ্টম দৃশ্য।

আলোকিত সজ্জিত কক্ষ।

নর্ত্তকীবৃন্দ।

গীত

ঢালো অমিয়া ঢালো কিশোর সুধাকর, আকুল তৃষা অতি অধীরা;
উঠুক্ শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত ঢেউ—ঢালো মদিরা।
ঢুলাও চামর বসন্ত-সিক্ত সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,
বাজাও সুললিত মৃদঙ্গ মন্দিরা মুরলী নন্দন ভবনে;
গাও বিকম্পিত স্ফুরি' দিগন্ত বিমুগ্ধ অপ্সরা রমণী,
নৃত্য কর মদমত্ত, মন্মথ হৃদয়ে বিঁধ শর অমনি।

সসহচরী কুবেণী ও সসহচর বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। একি! এ যে স্বর্গ!

কুবেণী। স্বর্গ কখন দেখেছ কি নাথ!

বিজয়। না।

কুবেণী। আমি দেখেছি।

বিজয়। কোথায়?

কুবেণী। [বিজয়কে আলিঙ্গন করিয়া] এই আমার স্বর্গ। ওকি! মুখ ফিরাচ্ছ কেন নাথ! ক্রমে ক্রমে নিজেকে এই ভুজপাশ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছ কেন নাথ! আমি তোমায় যেতে দেবো না।

বিজয়। ঝটিকার গতিকে কে রোধ কর্ত্তে পারে কুবেণী? আজ বিদায় দাও কুবেণী।

কুবেণী। আশ্চর্য্য পুরুষ জাতি! অনায়াসে হাস্যমুখে অনাসক্ত ভাবে রমণীর মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ কর! তারপর খাদ্য মুখে রোচে? নিদ্রাও হয়? [স্বর কাঁপিতে লাগিল]

বিজয়। কুবেণী! ক্রুদ্ধ হ'য়ো না।

কুবেণী। না। সহচরীগণ! তোমাদের প্রভু দেশে ফিরে যাচ্ছেন। উৎসব কর—

বিজয়। কুবেণী! তুমি দেবী। তাই আজ তুমি আমার আনন্দে যোগ দিতে এই মহোৎসবের আয়োজন করেছ।

কুবেণী। এ আয়োজন লঙ্কেশ্বরের উপযুক্ত নয়। এমন আনন্দের দিনে— [হস্তে মুখ ঢাকিলেন]

বিজয়। ও কি কুবেণী!

কুবেণী। কিছু না—গাও, নৃত্য কর—সহচরীগণ! তোমাদের প্রভু কাল তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন। এ জন্মে তাঁকে আর দেখ্‌তে পাবে

না। অনেকবার তাঁর মনোরঞ্জন ক'রেছ। আজ শেষ রাত্রি। আজ আমাদের শেষ রাত্রি।

বিজয়। কি! কুবেণী! কাঁদ্‌ছ?

কুবেণী। না—আজ শেষ রাত্রি! আজ আমি গাইব—আমি নাচ্‌ব।

বিজয়। গাও, উৎসব কর—আমি কাল স্বদেশে ফিরে যাচ্ছি। এর যোগ্য উৎসব কর!

নৃত্যগীত।

কুবেণী। দেখ! দেখ নাথ!

[সহসা নর্ত্তকীগণের সজ্জার পরিবর্ত্তন হইল।]

বিজয়। চমৎকার! চমৎকার! [পান]

[নৃত্য চলিল।]

বিজিত। আর পান ক'রো না বন্ধু!

বিজয়। কি বল্‌ছ বিজিত! আজ মহোৎসব, বাবা আমার জন্য কেঁদেছেন। আজ মহোৎসব, কাল প্রত্যূষে তরী স্বদেশের দিকে ভাসিয়ে দেবো। নাচ গাও। [পান]

বিজিত। [বিজয়ের হস্ত ধরিয়া] আর পান ক'রো না।

বিজয়। বিরক্ত কর কেন বিজিত! নাচ গাও!—

[নৃত্যগীত চলিল; সঙ্গে সঙ্গে কুবেণী এক অদ্ভুত নৃত্য সহকারে বিজয়ের মস্তকোপরি যাদুদণ্ড দোলাইতে লাগিলেন।]

বিজয়। কি সুন্দরী তুমি প্রেয়সী! এ কি মায়ার রাজ্য—আমার

চক্ষের সম্মুখে খুলে দিলে সুন্দরী! এ যে স্বর্গ! তুমি কি ইন্দ্রাণী?

কুবেণী। আর না। এ মদিরা বড় মধুর, বড় তীব্র, আর সহ্য হয় না। [পান করিতে উদ্যত]

বিজিত। আর পান কর্ত্তে দেবো না। [হস্ত ধরিলেন]

বিজয়। দূর হও বিজিত—

কুবেণী। দূর ক'রে দাও প্রহরিণী।

বিজিত। আমি যাব না।

কুবেণী। দূর ক'রে দাও। আমার রাজার আদেশ।

[প্রহরী বিজিতের হাত ধরিল।]

প্রহরী। রাজার আদেশ—

বিজিত। অবনতশিরে বহন কর্চ্ছি। [অবনতশিরে প্রস্থান]

বিজয়। কুবেণী! কোথায় তুমি?

কুবেণী। এই যে নাথ! জুমেলিয়া [ইঙ্গিত করিলেন।]

[নর্ত্তকীগণ অন্তর্হিত হইল। প্রদীপ নিভিয়া গেল।]

বিজয়। কুবেণী!—

কুবেণী। নাথ!

বিজয়। আমি কোথায়? স্বর্গে না মর্ত্ত্যে?

কুবেণী। এ স্বর্গও নয়, মর্ত্ত্যও নয়—এ 'কনককিরীটী লঙ্কা। [যাদুদণ্ড দুলাইলেন।]

বিজয়। কুবেণী! প্রেয়সী! কি সুন্দরী তুমি!

কুবেণী। নাথ! কাল দেশে ফিরে যেতে হবে মনে রে'খো।

বিজয়। কোথায় দেশ—

কুবেণী। যাবে না বল। প্রতিজ্ঞা কর।

বিজয়। কুবেণী তুমি আমার দেশ। তুমি আমার—

কুবেণী। প্রতিজ্ঞা কর। বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না। প্রতিজ্ঞা কর,—আমায় ত্যাগ কর্ব্বে না।

বিজয়। তোমায় ত্যাগ কর্ব্ব! কুবেণী! কার জন্য?

কুবেণী। আর দেশে ফিরে যাবে না?

[দ্রুত জয়সেনের প্রবেশ ও বিজয়কে তীব্র ছুরিকা আঘাত করিতে উদ্যত; বিদ্যুতের মত আসিয়া লীলা নিজের বক্ষে সে আঘাত লইলেন ও ভূপতিত হইলেন।]

বিজয়। কে তুমি?

কুবেণী। এ কি কর্লে বালিকা! প্রহরী!

প্রহরীগণ প্রবেশ করিল।

কুবেণী। [জয়সেনকে দেখাইয়া] বন্দী কর—

[প্রহরীগণ জয়সেনকে বন্দী করিল। কুবেণী বালিকার সেবা করিতে উদ্যত হইলেন।]

বিজয়। একি! রক্ত!

লীলা। না—সেবার প্রয়োজন নাই। এই মৃত্যুই আমি প্রার্থনা করেছিলাম।

বিজয়। একি! বালক না? এ বেশ!

কুবেণী। ও বালক নয়। ও তোমার স্ত্রী।

বিজয় উঠিয়া বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইলেন।

লীলা। বালক বলে' আমায় ভালবাস্‌তে। নারী বলে' আমায় ঘৃণা ক'রো না প্রিয়তম!

বিজয়। একি স্বপ্ন! [স্তম্ভ ধরিয়া দাঁড়াইলেন]

কুবেণী। তুমি এ কাজ কেন কর্লে ভগ্নী?

লীলা। আমি যে ভালবাসি। নাথ! [চরণ ধরিয়া] তোমার হৃদয় চাই না। তা তুমি কুবেণীকে দাও। আমায় তোমার চরণ দাও। [হস্ত বাড়াইলেন] এ আমার সুখমৃত্যু।

নবম দৃশ্য।

স্থান—সমুদ্রতীর। সিংহবাহু ও সুরমা।

সিংহবাহু। কৈ? বিজয় ত এল না!

সুরমা। কৈ আর এলেন তিনি বাবা!

সিংহবাহু। কিন্তু আস্‌বে। আজই আস্‌বে। স্বপ্নে দেখেছি আস্‌বে। সে আস্‌বেই।

সুরমা। স্বপ্ন কখন সত্য হয়?

সিংহবাহু। কখন কখন হয়। এত দিন, এত মাস, এত বর্ষ, এই সমুদ্রের সৈকতে ব'সে আমি তার অপেক্ষা কর্চ্ছি। কোন দিন ত স্বপ্ন দেখিনি যে বিজয় এসেছে। কাল রাতে দেখ্‌লাম কেন? সে আস্‌বেই।

সুরমা নীরব রহিলেন।

সিংহবাহু। কি স্বপ্ন দেখ্‌লাম জানিস্।

সুরমা। শুনেছি।

সিংহবাহু। না, আবার শোন্। স্বপ্ন দেখ্‌লাম যে, বিজয় এসেছে! তার সেই শতচন্দ্র নিংড়ানো হাসি হেসে, তার সেই জলদ গম্ভীর স্বরে ডেকে, বল্ল "বাবা এসেছি"—বলে' আমার পা জড়িয়ে ধর্ত্তে এল—ঠিক সেই দিনকার মত ক'রে সুরমা! আমি পা দুটো পিছন দিকে সরিয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ধর্ত্তে গিয়েছি, এমন সময় পা পিছ্‌লে উপুড়-হ'য়ে পড়ে' গেলাম। তার পর, বিজয় আবার ডাক্‌ল বাবা!—তার পর আর মনে নাই। আচ্ছা, পড়ে' গেলাম কেন সুরমা! বল্‌তে পারিস্?

সুরমা। সে ত স্বপ্ন।

সিংহবাহু। স্বপ্ন? কি! এত স্পষ্ট, এত প্রকৃতবৎ স্বপ্ন জীবনে আর কখন দেখিনি কন্যা! এত প্রত্যক্ষ—ঐ সমুদ্র গর্জ্জন কর্চ্ছে। বাতাস উঠেছে বুঝি?

সুরমা। হাঁ বাবা!

সিংহবাহু। বৎসে!

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। তা সমুদ্র ঠিক সেই রকম নীল স্বচ্ছ অসীম? ঠিক সেই রকম?

সুরমা। ঠিক সেই রকম।

সিংহবাহু। হায়! অন্ধ আমি! অন্ধ আমি!—গিরি, নদী, বন, সমুদ্র, আকাশ, নক্ষত্র, আমার কাছে সব একাকার। অন্ধ আমি!—সুরমা!

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। শুধু আজ অন্ধ নই। চিরদিন এমনি অন্ধ। চোখ থাকতে এমনি অন্ধ। বাসনায় অন্ধ, ক্রোধে অন্ধ, মদভরে অন্ধ, আজ শোকে অন্ধ।—আমার মত দুঃখী কে?—কন্যা!—কথা কচ্ছিস্ না যে?

সুরমা। কি কথা কৈব বাবা!

সিংহবাহু। আমি রাজ্য হারিয়েছি। তা'তে দুঃখ ছিল না, যদি এই সাম্রাজ্য—আমার পুত্র—থাকত। কিন্তু আজ আমি পথের ভিখারী, কিছু নাই—কেউ নাই।

সুরমা। এই যে আমি আছি বাবা!

সিংহবাহু। [তাহাকে ধীরে সরাইয়া] সে আমার বীরপুত্র, আমার—শুধু আমার স্নেহ চেয়েছিল—ধন নয়, রত্ন নয়, রাজ্য নয়, সিংহাসন নয়, শুধু স্নেহ। আমি দিই নাই। বিনিময়ে—স্নেহ না দিয়ে—সেই কৃতাঞ্জলি করপুটে ভস্ম ঢেলে দিয়েছিলাম। পুত্রের সেই করুণ কাতর চরণ ধারণে পদাঘাত করেছিলাম! [সরোদনে] পদাঘাত করেছিলাম।

সুরমা। এখন আর নিষ্ফল বিলাপ করে' কি হবে বাবা!

সিংহবাহু। সত্য কথা। তরুর মূলোচ্ছেদ করে, জলসেচন কর্লে আর কি হবে?—সুরমা!

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। সূর্য্য অস্তে যায় নাই?

সুরমা। না।

সিংহবাহু। আমি রাজ্য হারিয়েছি। আমার বীর পুত্র থাকত, ত

রাজ্য হারাতাম না।—সুরমা! উত্তর দিচ্ছিস্ না যে? তুই এত কম কথা কস্?

সুরমা। কি কথা কৈব?

সিংহবাহু। আমায় সান্ত্বনা দে। আমায় সান্ত্বনা দে।

সুরমা। বাবা! আমার প্রাণ দিলেও যদি আপনার মনে এতটুক শান্তি পান, আমি এক্ষণি এ প্রাণ দিতে রাজি আছি।—কিন্তু—কি কর্ব্ব বাবা!

সিংহবাহু। না, না, তুই বড় ভালো মেয়ে। তোকে আমি তাড়া দিয়েছি—ভর্ৎসনাই করেছি। বিনিময়ে—তুই আমার অন্ধের যষ্টি হ'য়ে আছিস্।—সুরমা! রাণীকে আমি অন্ধ করেছিলাম। ভগবান্ আমায় অন্ধ করেছেন। শোধ বোধ্। কেমন—শোধ বোধ? সুরমা! কেমন?

সুরমা। আমি কি বল্‌ব বাবা!

সিংহবাহু। তা বটে!—আচ্ছা—তোর বোধ হয় বিজয় আস্‌বে?—আস্‌বে না?—সে যে বড় স্নেহবান্ পুত্র। সুমিত্রের মুখে শুনে, সে নিশ্চয় আসবে। সে যে আমায় বড় ভালবাসে। পৃথিবীতে এত ভাল কেউ কাউকে বাসেনি।—এমন পুত্রকে আমি পদাঘাত করেছিলাম! [ক্রন্দন]

সুরমা। আবার!

সিংহবাহু। না, না—অনুশোচনার মত দুর্ব্বল কিছু নয়—কি হবে?—ও কিসের শব্দ!

সুরমা। সমুদ্র গর্জ্জন। বাবা! ঝড় উঠ্‌ছে!

সিংহবাহু। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়েও ঝড় উঠ্‌ছে।—বিজয় কখন আস্‌বে সুরমা!

সুরমা। কৈ আর এলেন!

সিংহবাহু। না—সে আস্‌বে, সে স্নেহশীল।

সুরমা। কিন্তু বড় অভিমানী।

সিংহবাহু। হাঁ বড় অভিমানী।—বিজয় এলে এখন আমি কি করি জানিস্?

সুরমা। কি করেন?

সিংহবাহু। ছিঁড়ে খাই। না, না—তাকে এই বুকে জোরে চেপে ধরি, যাতে সে নিঃশ্বাস আট্‌কে মরে যায়। বলি, "ওরে বিজয় নে কত স্নেহ নিবি নে"—ওঃ!—এত স্নেহ তখন কোথা লুকিয়ে ছিল সুরমা! কোথা ছিলি? কোথা ছিলি? [পুনঃ পুনঃ বক্ষে করাঘাত]

সুরমা। [নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়া] ওকি কচ্ছেন বাবা!—ওকি কচ্ছেন?

সিংহবাহু। তাইত, ও কি কর্চ্ছি।

সুরমা। বাবা! ঝড় উঠ্‌ল, বাড়ী চলুন।

সিংহবাহু। না, আমি এখানে দাঁড়িয়ে বিজয়সিংহের অপেক্ষা কর্চ্ছি।

সুরমা। আর অপেক্ষা করে' কি হবে বাবা! রাত হ'য়ে এল। আজ দাদা আস্‌বেন না।

সিংহবাহু। আস্‌বে। আমি স্বপ্ন দেখিছি।

সুরমা। ঐ বজ্রনাদ। বাড়ী চলুন।

সিংহবাহু। খালি বুকে আমি বাড়ী ফিরে যাবো না। বিজয় আসুক।

সুরমা। তিনি আস্‌বেন না।

সিংহবাহু। যদি না আসে—ত এই সৈকতে রাত্রিযাপন কর্ব্ব।

সুরমা। গম্ভীর—গম্ভীরতর সমুদ্র গর্জ্জন!

সিংহবাহু। গভীর সঙ্গীত।

সুরমা। [সহসা] বাবা!

সিংহবাহু। কি?

সুরমা। ঐ বুঝি আস্‌ছে।

সিংহবাহু। কৈ?

সুরমা। ঐ ঢেউয়ের উপর একখানি তরণী দেখ্‌ছি—পাল তুলে দিয়ে ছুটে আস্‌ছে।

সিংহবাহু। কৈ?

সুরমা। ঐ যে—

সিংহবাহু। ভগবান্! একবার—মুহূর্ত্তের মত—চক্ষুদুটি ফিরে দাও। প্রাণ ভ'রে দেখে নেই। তার পর আবার অন্ধ করে' দিও।—

সুরমা। ও কার কণ্ঠস্বর বাবা!

সিংহবাহু। বিজয়ের। নৈলে মেঘনির্ঘোষের মত ও কণ্ঠধ্বনি আর কার হ'তে পারে?—ঐ যে গান গাইছে—শোন্!

[দূরে গীত।]

সিংহবাহু। ঐ যে আরও কাছে! বিজয় [নৃত্য] ঐ যে, ঐ যে আমার—বিজয়। বিজয়!—[সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া গেলেন ও একটি ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল]

সুরমা। বাবা!—বাবা!—সর্ব্বনাশ! [মুখ ঢাকিলেন]—ওঃ! [বসিয়া পড়িলেন]

সদলে বিজিত, বিজয় ও সুমিত্রের প্রবেশ।

বিজয়। ঢেউয়ে কি কর্ব্বে—বিজিত! যখন সন্তান তার মায়ের বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে!—এই আমার জননী। সেই শান্তিময়। মা!—মা!—একে! [সুরমাকে পরীক্ষা]

সুমিত্র। এ যে সুরমা!—

বিজয়। সে কি! তাইত! মূর্চ্ছিত না মৃত?—সুরমা! সুরমা!

সুরমা। কে?—একি!—দাদা না?

বিজয়। হাঁ, আমি দিদি!

সুরমা। [উঠিয়া] হাঁ, মনে পড়েছে। বাবা! বাবা!—[সমুদ্রদিকে দৌড়িলেন]

বিজয়। ও কি সুরমা!—[হস্ত ধরিলেন]

সুরমা। দাদা! দাদা! [বিজয়ের বক্ষে মুখ লুকাইলেন] এত দেরী! বাবা!—

বিজয়। বাবা কোথায়?

সুরমা। ঐ সমুদ্রের তলে। ওঃ!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—লঙ্কা। জয়সেন ও তাপস।

জয়সেন। তবে ইন্ধন প্রস্তুত?

তাপস। প্রস্তুত। কেরলরাজকেও এ ব্রতে দীক্ষিত করেছি।

জয়সেন। কিন্তু কেরলরাজ লঙ্কার সিংহাসনে বস্‌বে না?

তাপস। না। বিদেশী কেউ এসে লঙ্কার রাজা হবে না। লঙ্কার সিংহাসনে তুমি বস্‌বে।

জয়সেন। আর আমার বাম পার্শ্বে কুবেণী—

তাপস। যুবরাজ! কুবেণীর আশা ত্যাগ কর।

জয়সেন। তা পারি না তাপস! আজ যে আমি কুবেণীকে সিংহাসনচ্যুত কর্ত্তে বসেছি, সে ঈর্ষায়—ক্রোধে নয়।

তাপস। ঈর্ষায়?

জয়সেন। ঈর্ষায়। এই কুবেণীকে আমি শৈশব থেকে ভালোবেসেছি। বিনিময়ে—তার কাছ থেকে অবজ্ঞা পেয়েছি—আর কিছু নয়। তবু তাকে ভালোবেসেছি। কিন্তু সেদিন—সেই উৎসব নিশীথে—যখন সে

বিজয়সিংহকে দেখে আমায় বল্লে 'দূর হও', সেদিন আমার প্রথম মনে হোল—

তাপস। কি?—থাম্‌লে যে যুবরাজ?

জয়সেন। মনে হোল—আমি কি কুকুরেরও অধম! চ'লে এলাম। কিন্তু একেবারে চলে যেতেও পার্লাম না, না। অন্তরালে দাঁড়িয়ে বিজয়সিংহের সঙ্গে এই কুবেণীর—প্রেমালাপ দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন জ্বালা অনুভব কর্ত্তে লাগ্‌লাম। তারপরে আর থাক্‌তে পার্লাম না। উন্মত্তবৎ—ছুটে গিয়ে ছুরী মার্লাম, তা ম'ল—এক নিরীহ ব্রাহ্মণ কন্যা!

তাপস। এই বিজয়সিংহকে যেন একটা দৈবশক্তি ঘিরে রক্ষা কচ্ছে।

জয়সেন। বিজয় আমায় বন্দী কর্লে। কিন্তু সে চলে' গেলে, এই কুবেণী অবজ্ঞাভরে হেসে আমায় মুক্ত ক'রে দিলে—আমায় নির্ব্বাসিত কর্লে।—তার চেয়ে আমায় বধ কর্লে না কেন? এত অবজ্ঞা! এত!—আমি এবার তাকে সিংহাসন থেকে টেনে এনে আমার দাসী করে' রাখ্‌বো। দেখুক কুবেণী যে—

বীরবলের প্রবেশ।

তাপস। এই কেরলরাজ।—আমরা আপনারই অপেক্ষা কর্চ্ছিলাম। এই যুবরাজ ত অধীর হ'য়ে পড়েছেন।

বীরবল। ইনি লঙ্কার যুবরাজ?

তাপস। ইনি যুবরাজ জয়সেন।

বীরবল। কোন চিন্তা নাই যুবরাজ। আমি তোমার যুবরাজ পদবী ঘোচাবো। তোমায় লঙ্কার রাজা কর্ব্ব। কোন চিন্তা নাই।

জয়সেন। আমি রাজত্ব চাই না, কুবেণীকে চাই।

বীরবল। কুবেণী কে?

অলক্ষিতে বিশালাক্ষের প্রবেশ।

তাপস। কুবেণীব নাম শুনেন নাই? তিনি লঙ্কার রাজ্ঞী।

বীরবল। ও! বিজয়সিংহের—[ইঙ্গিত]

তাপস। হাঁ মহারাজ!

বীরবল। বিজয়সিংহ যে নূতন বিবাহ করেছে।

তাপস। কাকে?

বীরবল। পাণ্ড্যরাজ কুমারীকে। ভারি ঘটা!

তাপস। তার ত কুবেণীর প্রতি এই গভীর প্রেম!

বীরবল। সে একটা নীচ ভণ্ড।

বিশালাক্ষ। সাবধান।

বীরবল। [চমকিয়া] কে তুমি?

বিশালাক্ষ। তবে এই শত্রুর বিবর খুঁজে বের করেছি।—যুবরাজ! এই চক্রান্তের ঊর্ণনাভে প'ড়ে মারা যাবে। এ কুমন্ত্রণা তোমায় কে দিলে যুবরাজ!

বীরবল। তুমি কে?

বিশালাক্ষ। আমি বিজয়সিংহের সেনাপতি বিশালাক্ষ।

বীরবল। বন্দী কর।

বিশালাক্ষ। [হাসিয়া] বন্দী কর্ব্বে!

[তরবারি নিষ্কাশন] অপর সকলে পরস্পরের দিকে চাহিলেন। বিশালাক্ষ ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বঙ্গের প্রাসাদ, অন্তঃপুর। কাল—প্রভাত।

বিজয় একাকী।

বিজয়। এখনও কুবেণীর কথা মনে পড়ে। সেই অশান্ত উদ্দাম-পূর্ণ যুবতী—প্রাতঃসূর্য্যের মত, পূর্ণ প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের মত। আমি তাকে ভালোবাসি? না ভয় করি? ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি নে।—সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে, সেই চলে' আস্‌বার আগেকার রাত্রি। সেই উজ্জ্বল আলোকিত, ঝঙ্কারিত নৃত্যগীত!—কি আশ্চর্য্য! আর সেই সরলা, মুগ্ধা, নতনেত্রী বালিকা, লজ্জাবতী লতার মত পবন হিল্লোলে সঙ্কুচিত।—কি প্রভেদ! তবে—এই যে গুরুদেব।

বুদ্ধদেবের শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। বিজয়সিংহ! তবে তুমি প্রস্তুত?

বিজয়। প্রস্তুত গুরুদেব!

শিষ্য। যাও বিজয়সিংহ! সিংহলে এই ধর্ম্ম প্রচার করগে যাও। বুদ্ধদেব তোমায় সেই কার্য্যের ভার অর্পণ করেছেন।

বিজয়। জগদ্‌গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

শিষ্য। তুমি অশান্ত হৃদয়ে, উন্মত্তবৎ পৃথিবীময় ছুটে বেড়িয়েছ; সাগর, কানন, নগরী, পরিভ্রমণ করে' বেড়িয়েছ, কর্ম্ম কর, শান্তি পাবে।

বিজয়। শান্তি পাবো আমি?—আমার দুঃখ আপনি জানেন?

শিষ্য। জানি বৎস! দুঃখীদিগের সান্ত্বনার জন্যই এই ধর্ম্ম। যারা সুখী, যারা বিলাসে মজে আছে, ঐশ্বর্য্যে ডুবে আছে, পুত্রকন্যা সম্পদে যারা সম্পৎশালী, যাদের দেহে বল, মনে তেজ, হৃদয়ে উল্লাস, তারা ধর্ম্ম চায় না। কিন্তু যারা বিপন্ন, ক্লিন্ন, দুবেলা দুমুটো যাদের আহার জোটে না, যাদের সংসারে কেউ নাই—বা যারা ছিল, তারা গিয়েছে, যারা প্রপীড়িত—নিস্তেজ, যাদের গণ্ডে দুধারে অশ্রু বয়ে যাচ্ছে, তাদের সান্ত্বনার জন্যই এই ধর্ম্মের সৃষ্টি, তারাই ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝে।

বিজয়। সত্য বলেছেন গুরুদেব!

শিষ্য। এই ধর্ম্ম একদিন জগৎ ছেয়ে ফেল্‌বে। কারণ, এ জগতে অনেকেই দুঃখী—সুখী ক' জন? সুখ ক' দিনের? আতস বাজীর আলো নিভে যায়, উৎসবের হাসি থেমে যায়, উল্লাসের গান উঠেই হাহাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ জগতে অন্ধকারের রাজত্ব শূন্যের বিস্তার, মরণের অবসাদ; স্তব্ধতার সাম্রাজ্যের অন্ত নাই। তার মধ্যে এই আলোক, এই আশা, এই জীবন, কতটুকু বৎস!

বিজয়। সত্য কথা।

শিষ্য। যাও বৎস! ধর্ম্ম প্রচার কর, তাই তোমার কর্ম্ম। বঙ্গের বুদ্ধদেবের মহান্ ধর্ম্মের প্রথম প্রচারক বঙ্গের বিজয়সিংহ। এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কি আছে?

বিজয়। যে আজ্ঞা গুরুদেব [প্রণাম]

[শিষ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া গাইতে গাইতে প্রস্থান।]

বিজয়। তাই হোক।

সুরমা ও বিজিতের প্রবেশ।

সুরমা। দাদা! তুমি আবার সিংহলে ফিরে যাচ্ছ?

বিজয়। যাচ্ছি বৎসে—বুদ্ধদেবের আদেশ, জাহাজ প্রস্তুত।

বিজিত। আমাকে নিয়ে যাবে না?

বিজয়। নিয়ে গেলেই বা পারি কৈ? এখন কি আর আমায় ভালো লাগ্‌বে?—কি বল বিজিত! এখন একটা নূতন মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিশিভোর হ'য়ে যাবে। এখন জগৎকে একটু রঞ্জিত ভাবে, একটু ঘোরালো রকম দেখ্‌বে।

সুরমা। এখন আমি আমার শূন্য জীবনে একটা কর্ত্তব্য খুঁজে পেলাম—একজনকে সুখী করা, একজনের পদতলে আমার ভবিষ্যৎ অবিশ্রান্তধারে ঢেলে যাওয়া—আর যদি পারি—

বিজয়। কি শুন্‌ছো বিজিত!

বিজিত। কৈ?

বিজয়। ঐ যে! বংশীধ্বনিবৎ, কাণ উচ্চ করে শুন্‌ছো কি!—নূতন স্ত্রীর কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট—বিশেষতঃ, যখন সে বলে—"নাথ আমি জগতের সকলের চেয়ে তোমাকে ভালবাসি"—যদিও নাথ ছাড়া জগতে আর কাউকে দেখিনি।—এই যে ভাই—

সুরমা। তুমি এঁকে সঙ্গে নিয়ে যাও আর না যাও, কিন্তু তাঁকে ত নিয়ে যাচ্ছ?

বিজয়। কাকে ?

সুরমা। পাণ্ড্যরাজপুত্রীকে ?

বিজয়। না।

সুরমা। সে কি ?

বিজয়। তাকে নিয়ে গিয়ে কি হবে ?

সুরমা। কি হবে! সরলা, বিশ্রব্ধা, কিশোরীকে বিবাহ করেছিলে, এখানে ফেলে রেখে যাবার জন্য ?

বিজয়। তাকে বিবাহ করেছিলাম সুরমা, গুরুদেবের আদেশে—সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশে—

সুরমা। কি রকম ?

বিজয়। গুরুদেবের আদেশ, যে আমায় লঙ্কার রাজা হ'তে হবে, আর লঙ্কার রাজা হ'তে হলে, রাজকন্যাকে বিবাহ করা চাই।

সুমিত্রের প্রবেশ।

সুমিত্র। দাদা! আমায় ডাক্‌ছিলে ?

বিজয়। হাঁ ভাই। তোমাকে স্ত্রী একটা দিয়ে যেতে পার্লাম না। সেটা তুমি নিজে দেখে শুনে নিও। কিন্তু তার চেয়ে বোধ হয় বেশী দামী জিনিষ—রাজ্য দিয়ে গেলাম—যা নিজে দেখে শুনে নেওয়া একটু শক্ত।—তোমাকে বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর করে' গেলাম।

সুমিত্র। তুমি আবার সিংহলেই যাচ্ছ ?

বিজয়। এবার যুদ্ধে দেশ জয় কর্ত্তে যাচ্ছি না। হৃদয়রাজ্য জয় কর্ত্তে যাচ্ছি। কেড়ে নিতে যাচ্ছি না, দিতে যাচ্ছি।

সুমিত্র। কি দিতে যাচ্ছ ?

বিজয়। বৌদ্ধধর্ম্ম।—সুমিত্র!—এই দেশ শত্রুর হাত থেকে পুনরুদ্ধার করে', আমার মাকে তোমার কাছে রেখে গেলাম। দ্বিতীয় ইন্দ্রের মত বিক্রমে ও রামচন্দ্রের মত স্নেহে তাকে শাসন ক'র্‌বো। আর—ভাই!

সুমিত্র। দাদা!

বিজয়। আমরা দু'জনেই পিতৃমাতৃহীন! আর একবার জন্মের মত, যাবার আগে, তোকে একবার বক্ষে ধরি। বৎস! ভাই!

তৃতীয় দৃশ্য।

—∞*∞—

স্থান—লঙ্কা। কুবেণী ও বিশালাক্ষ।

কুবেণী। লঙ্কার সৈন্য বিদ্রোহী? তাদের নায়ক কে?

বিশালাক্ষ। যুবরাজ জয়সেন।

কুবেণী। আর প্রজাগণ?

বিশালাক্ষ। তারাও এই বিদ্রোহী সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তরুণ তাপস মকরন্দ তাদের উত্তেজিত করেছে।

কুবেণী। এ যে স্বপ্নেরও আগোচর বিশালাক্ষ! [গম্ভীর স্বরে] অমাত্যবর্গকে ডেকেছিলে?

বিশালাক্ষ। ডেকেছিলাম। তারা এই শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা এল না।

কুবেণী। আশ্চর্য্য! আমি কি এমন মহা অপরাধ করেছি,

বিশালাক্ষ! মহারাজ বিজয় যখন এখানে ছিলেন, আমার কৃপার দ্বারে ভিখারী হ'য়ে, গড়িয়ে, হাত পাত্‌ত, তারাই!—তুমিও বিদ্রোহীর সঙ্গে যোগ দাওনি সেনাপতি!

বিশালাক্ষ। যতদিন দেহে একবিন্দু রক্ত থাকে, তা রাণীর জন্য দিব।

কুবেণী। সিংহলের পক্ষে কয়জন সৈন্য আছে?

বিশালাক্ষ। শতাধিক হবে।

কুবেণী। এই এক শ সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বে!

বিশালাক্ষ। কর্ব্ব।

কুবেণী। তাতে কি ফল হবে?

বিশালাক্ষ। এই একশ রাজভক্ত সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধে রাণীব জন্য প্রাণত্যাগ কর্ব্ব। তার চেয়ে উচ্চ আকাজ্ক্ষা আমার নাই।

কুবেণী। সত্য বল্‌ছ সেনাপতি?

বিশালাক্ষ। ঈশ্বর সাক্ষী।

কুবেণী। বিশালাক্ষ! বীর!—নেও এই মুক্তাহার—কৃতজ্ঞ রাজ্ঞীর এই শেষ অভিজ্ঞান। নেও, শির অবনত করে' গ্রহণ কর—নেও বীব! লঙ্কার রাজ্ঞীর দান। তুচ্ছ কৌরোন' [মুক্তাহার দান] তার পর, লঙ্কার স্বর্ণ ভাণ্ডার খুলে দাও। লুট করে' তারা গৃহে চলে' যাক্।

বিশালাক্ষ। সে কি রাজ্ঞী?

কুবেণী। চুপ্, কথা কোয়ো না—কথা না। হৃদয় ভেঙ্গে যাবে। যাও সেনাপতি!

বিশালাক্ষ। দেবি!

কুবেণী। [কঠোর স্বরে] যাও। এখনও আমি রাণী। আমার

আজ্ঞা পালন কর। কেন এই বৃথা যুদ্ধ বীরবর! তুমি আর একশ সৈন্য আমার পুত্র। কেন তারা আমাকে বাঁচাতে প্রাণ দেবে? হয়ত তাদের কাছে জীবন মধুর। হয়ত তারা আজ পত্নীর সাশ্রু নেত্রপুট চুম্বন করে', সন্তানকে স্নেহের পীড়নে বক্ষে চেপে ধ'রে, আবেগ কম্পিত-চিত্তে নিষ্ফল যুদ্ধে চলেছে—আমায় বাঁচাতে। যাব আশা নাই, আসক্তি নাই, যার ভবিষ্যৎ ঐ লবণাম্বুধিব সলিলের মত শ্মশান—উদাস, বৈচিত্র্য-হীন; রাবণের চিতাসম শুধু এক ধূ ধূ শব্দ তার শোনা যায়। যাও বীর! ফেরাও আমার সৈন্যে।

বিশালাক্ষ। তার পর—

কুবেণী। তার পর দুর্গের দ্বার খুলে দাও। স্বহস্তে আমার মুণ্ড কেটে, আমাব সৈন্যদের উপহার দেব।

বিশালাক্ষ। আর এ সিংহল?—

কুবেণী। রসাতলে যাক্!

বিশালাক্ষ। সম্রাজ্ঞী!

কুবেণী। তুমিও আমার অবাধ্য!—যাও, আমি ঘুমোবো।

[বিশালাক্ষের প্রস্থান]

কুবেণী। [দূরে সমুদ্রের পানে চাহিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন] ঐ সমুদ্রের উপরে দু'জনার দেখা!—ঐ সমুদ্রের উপর! না! আবার কেন?—সব যায় স্মৃতি যায় না কেন? বিধাতা!—[পাদচারণ] এ কি! ধরণী এত স্তব্ধ কেন! উপরে ঐ মলিন সূর্য্য, আর ঐ আকাশ—একটা নীল মরুভূমির মত বিস্তৃত! একদিন ছিল—আবার!—জুমেলিয়া!—জুমেলিয়া—

জুমেলিয়ার প্রবেশ।

কুবেণী। জুমেলিয়া! সুরা দে।—নর্ত্তকী নিয়ে আয়। কি!—হাঁ করে' রৈলি যে!

জুমেলিয়া। সে কি রাজ্ঞী! সম্মুখে যুদ্ধ! আর এই—

কুবেণী। কোথায় যুদ্ধ? আমি দুর্গের দ্বার খুলে দিতে বলেছি! লঙ্কার নূতন রাজা আস্‌ছে। আজ নব ভূপতিরে সমুচিত অভ্যর্থনা দিব। নিন্দা না কর্ত্তে পারে। যা জুমেলিয়া—ও কি! মূক পাষাণমূর্ত্তির মত—যা জুমেলিয়া। আজ কি লঙ্কার রাজ্ঞীর এক আজ্ঞা দুবার দিতে হবে! যাও। [জুমেলিয়ার প্রস্থান]

কুবেণী। তাকে ভুল্‌বো! একবারে ভুল্‌বো [ছুরিকা বাহির করিয়া বক্ষের উপর ধীরে স্থাপন করিয়া] ধার আছে? কিন্তু—এই যে!—

জুমেলিয়া মদিরাপাত্র লইয়া প্রবেশ করিল।

কুবেণী। দে, দে—শীঘ্র—[পান করিয়া] নর্ত্তকীরা?

জুমেলিয়া। আস্‌ছে।

দূতের সহিত বিশালাক্ষের প্রবেশ।

কুবেণী। কি সংবাদ বিশালাক্ষ!

বিশালাক্ষ। বিপক্ষের শিবির থেকে এই দূত এসেছে।

কুবেণী। দুর্গদ্বার মুক্ত করেছ?

বিশালাক্ষ। না মহারাণী! এই দূত—

কুবেণী। দূত কিসের জন্য? দূতের কথা শুন্‌বার জন্য আমি এখানে বসে' নাই। জয়সেনকে নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে এস। আমি তার অপেক্ষায় বসে' আছি।

বিশালাক্ষ। তার আগে জয়সেনের কি বক্তব্য শুনুন্ না মহারাণী!

কুবেণী। কিছু প্রয়োজন নাই! "না, বল দূত! কি বল্‌তে চাও। শীঘ্র বল।"

দূত। আমি পত্রবাহক মাত্র। [পত্রদান]

কুবেণী। [বিশালাক্ষকে পত্র দিয়া] পড় বিশালাক্ষ! উচ্চৈঃস্বরে পড়।

বিশালাক্ষ। [পড়িতে লাগিলেন] "বিজয়ের ক্রীতদাসী! যে দস্যুর বলে আমার পিতাকে বধ করে', লঙ্কার প্রাসাদ অধিকার করেছিলে, সে দস্যু বিজয় এখন কোথায়? রাজ্ঞী! পরাভব স্বীকার কর। নহিলে—

কুবেণী। আর দরকার নাই। পত্রে কার স্বাক্ষর?—

বিশালাক্ষ। "মহারাজ জয়সেন।"

কুবেণী। (ব্যঙ্গস্বরে) মহারাজ জয়সেন! কবে থেকে দূত?

দূত। আমি পত্রবাহক মাত্র।

কুবেণী। তা বটে। যাও—

দূত। পত্রের উত্তর?

কুবেণী। বিশালাক্ষ! কৃপাণের ঝনৎকারে—ভেরীর নির্ঘোষে—এ পত্রের উত্তর দাওগে যাও। আমি আস্‌ছি।

বিশালাক্ষ। জয় লঙ্কার রাজ্ঞীর জয়।

[দূতের সহিত বিশালাক্ষের প্রস্থান]

কুবেণী। এতদূর স্পর্দ্ধা। জুমেলিয়া! সেই নিরীহ মাংসপিণ্ড জয়সেন—যে নতজানু না হ'য়ে—আমার সঙ্গে কথা কহিত না—ঐ রণ-শৃঙ্গ বেজে উঠেছে! জুমেলিয়া! আমি মর্ব্ব, যুদ্ধ করে' মর্ব্ব। পরাভব স্বীকার কর্ব্ব

না। ডাক, আমার সহস্র পার্শ্বরক্ষিণীদের ডাক! তারা ত আমায় ত্যাগ করিনি। ছুড়ে ফেলে দাও এসব।

[মদিরাপাত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া] জুমেলিয়া!

জুমেলিয়া। মহারাণী—

কুবেণী। আমার বর্ম্ম চর্ম্ম অসি নিয়ে এস। আর শোন—জুমেলিয়া, সাজো, তুমিও রণবেশে সজ্জিত হও। পার্ব্বে? না দরকার নাই। তুমি মর্ত্তে যাবে কেন? তুমি ত—

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

—:০:—

স্থান—লঙ্কা।

জয়সেন, তাপস, কুবেণী, উৎপলবর্ণ, বিশালাক্ষ ও জুমেলিয়া।

তাপস। ঐ ধীরে ধীরে জ্ঞান হচ্ছে!

কুবেণী। বিজয়! বিজয়! এ কি! আমি কোথায়?

উৎপল। আপন প্রাসাদে রাজ্ঞী।

কুবেণী। একি! আমার হাত বাঁধা কেন?—জুমেলিয়া! [উঠিতে চেষ্টা]!

জুমেলিয়া। স্থির হও রাজ্ঞী! আমি উঠিয়ে দিচ্ছি [উঠাইয়া দিলেন]।

কুবেণী। এরা কারা?—এ যে জয়সেন! তুমি জয়সেন বটে?

বিশালাক্ষ। ধীরে ধীরে স্মৃতি ফিরে আস্‌ছে।

কুবেণী। এ কি! আমার হাত বাঁধা কেন!

জয়সেন। তুমি আমার বন্দিনী।

কুবেণী। তোমার বন্দিনী আমি! কেন জয়সেন?

বিশালাক্ষ। মহারাজ্ঞী! আমাদের যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে।

কুবেণী। পরাজয়? যুদ্ধে?—কার সঙ্গে কার যুদ্ধ?—ও! মনে পড়েছে। তবে সে কি সব স্বপ্ন!—[বিশালাক্ষকে] আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম সেনাপতি?

বিশালাক্ষ। মূর্চ্ছিত, সমরক্ষেত্রে।

কুবেণী। তবে কি সে সব স্বপ্ন?

উৎপল। কি স্বপ্ন মহারাণী?

কুবেণী। আমি দেখেছিলাম যে, অন্ধকারে আমি সমুদ্রের উপর এক উত্তাল তরঙ্গের উপর বসে', তার নীচে সহস্র ফণা বিস্তার করে' রয়েছে; আর দূর থেকে এক স্বর্ণকিরণ এসে' সে সমস্ত দৃশ্যকে উজ্জ্বল করে' দিল। সমুদ্র ধামারে তাল দিয়ে বেজে উঠ্‌ল, উপরে কে ভূপালী রাগিণীতে গান ধরে' দিলে—সে কি সব স্বপ্ন?

উৎপল। তার পর?

কুবেণী। তার পর স্বর্ণকিরণ সেই সমুদ্রের জলে ডুবে গেল। আবার গাঢ় অন্ধকার। পিছন থেকে এক প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আমায় ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রের গর্ভে ফেলে দিল। তার পর বিজয় আমার—তূরী বাজাতে বাজাতে, পীত নিশান উড়িয়ে, সেই সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে এল। আমি হাত বাড়িয়ে ডাক্‌লাম, বিজয়!—বিজয়ওহাত বাড়াল,

ধর্ত্তে পার্ল না। আমি ডুব্‌লাম। জলের মধ্যে থেকে সেই তুরীধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছিলাম। জলের মধ্যে থেকেই ডাক্‌লাম, বিজয়!—একটা বুদ্বুদ উঠ্‌ল,—সে কি সব স্বপ্ন!—ও কি! পুরোহিত! চোখ মুছ্‌ছ কেন?

উৎপল। বিজয় আস্‌বে।

কুবেণী। [দাঁড়াইয়া] আস্‌বে? আসবে? কখন আস্‌বে?

উৎপল। বড় বেশী দেরিতে মহারাণী!

কুবেণী। যত দেরি হয় হোক্‌—আস্‌বে ত? আর কোন দুঃখ নাই, আমার হাত খুলে দাও, সে এলেই আমি তার পা জড়িয়ে ধর্ব্ব।—ছাড়্‌ব না। হাত খুলে দাও পুরোহিত!

জয়সেন। [সৈনিককে] হাত খুলে দাও।

কুবেণী। তুমি এখন লঙ্কার মহারাজ?

জয়সেন। আমি মহারাজ।

কুবেণী। এই সিংহাসন, এ প্রাসাদ তোমার, এ সৈন্য তোমার, এ পৌরজন তোমার, এ লঙ্কার অগাধ ধন রত্নরাজি তোমার ভূপতি! সব নাও। বিজয় আমার থাকুক, আমি—

জয়সেন। 'কোথায় বিজয়সিংহ সুন্দরী—তোমার?—যে পতি তোমারে দুদিন ভোগ করে' উচ্ছিষ্টের মত পথে পরিত্যাগ করে'—

কুবেণী। পেয়েছিলাম তারে যদি—সে বিজয় দেবতার বর; হারিয়েছি তারে যদি, সেও দেবতার বর। পূর্ব্বজন্মের কৃত পুণ্যফলে পেয়েছিলাম, পূর্ব্বজন্মের কৃত পাপফলে তাকে হারিয়েছি—আবার যদি সেই বীর, সেই রাজাধিরাজ, সেই দেবতা—

জয়সেন। সেই দেশনির্ব্বাসিত, ঝটিকাতাড়িত যুবা, সেই অধমাধম দস্যু—

কুবেণী। দস্যু তুমি জয়সেন! বঙ্গের বিজয়সিংহ দ্বিতীয় রাঘবসম এসে এ সিংহল বিজয় করেছিলেন। আর তুমি ছলে, আমারই প্রজাদের —আমারই ভৃত্যদের হীন চক্রান্তের বলে লঙ্কা অধিকার করে', এই আস্ফালন কচ্ছ দস্যু!

জয়সেন। জানো কি বন্দিনী! আমি যদি ইচ্ছা করি, মুহূর্ত্তেই তোমার দ্রুত রসনার গতি নিরুদ্ধ কর্ত্তে পারি।

কুবেণী। জানি জয়সেন! যখন সিংহ শৃঙ্খলিত, হেয় কুক্কুর এসে তাকে পদাঘাত করে' চ'লে যায়। তবু চিরদিন সিংহ—সিংহ, কুক্কুর কুক্কুর। যখন সূর্য্য অস্তমিত, তখন শিবা উল্লাসে চীৎকার করে; মহাধ্বংসের উপর ছত্রক জন্মে। এতে গর্ব্ব কর্ব্বার কিছু নেই জয়সেন!

জয়সেন। বল মহারাজ।

কুবেণী। মহারাজ!—আশ্চর্য্য! লঙ্কার মহারাজ জয়সেন! আচ্ছা জয়সেন! তুমি একবার ঐ সিংহাসনে ব'স দেখি—যে সিংহাসনে মহারাজ বিজয়সিংহ বসত। দেখি কি রকম দেখায়। আর এই আমার কৃতঘ্ন ভৃত্যকুল একবার চেঁচিয়ে জয়নাদ করুক—'জয় জয়সেন—নব লঙ্কার ভূপতি', দেখি কি রকম শোনায়—ব'স জয়সেন!

জয়সেন। তার জন্য তোমার আজ্ঞার অপেক্ষা কর্ব্বার প্রয়োজন হয় নাই কুবেণী!

কুবেণী। তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্ব্বার প্রবৃত্তি আমার নাই। আমি তোমার বন্দিনী, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।

উৎসর্গ পত্র।

কবিবর

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উদ্দেশে

এই নাটকখানি

উৎসৃষ্ট হইল।

কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট্,
"এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ-কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কুশীলবগণ।

(পুরুষ)

নন্দ	...	মগধের রাজা।
চন্দ্রগুপ্ত	...	নন্দের বৈমাত্রেয় ভাই পরে ভারত-সম্রাট্।
বাচাল	...	নন্দের শ্যালক।
চাণক্য	...	জনৈক ব্রাহ্মণ পরে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী।
কাত্যায়ন	...	নন্দের মন্ত্রী।
চন্দ্রকেতু	...	মলয়াধিপতি।
সেলূকস	...	সেকেন্দার সাহার সেনাপতি পরে গ্রীক-সম্রাট্।
আন্টিগোনস্	...	জনৈক গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষ।

(স্ত্রী)

হেলেন	...	সেলূকসের কন্যা পরে ভারত-সম্রাজ্ঞী।
ছায়া	...	চন্দ্রকেতুর ভগ্নী।
মুরা	...	চন্দ্রগুপ্তের মাতা।

চন্দ্রগুপ্ত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—সিন্ধু নদতট ; দূরে গ্রীক্ জাহাজ-শ্রেণী। কাল—সন্ধ্যা।

নদতটে শিবির-সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়াছিলেন। হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। সূর্য্যরশ্মি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু গম্ভীর-গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে; আমি নির্ব্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে।

সেলুকস। সত্য সম্রাট্।

সেকেন্দার। কোথাও দেখি তালীবন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্ব্বতসম মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্র রেখায় পড়ে' আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জ্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘ-কান্তি জাতি এই দেশ শাসন কর্চ্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য্য পরাজয় করে' আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী করে' আনি যখন—সে কি বল্লে জানো?

সেলুকস। কি সম্রাট্?

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্লাম 'আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?'—সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিল "রাজার প্রতি রাজার আচরণ।" চমকিত হ'লাম। ভাব্‌লাম—এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ ক'র্লাম।

সেলুকস। সম্রাট্ মহানুভব।

সেকেন্দার। মহানুভব! তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখ্‌লেই একটা উল্লাস আসে। আর, আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে আসি নাই। আমি এসেছি সৌখীন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস। তবে সে দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট্?

সেকেন্দার। যে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ কর্ত্তে হ'লে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই।—কি আশ্চর্য্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে' চলে' এসেছি। ঝঞ্ঝার মত এসে মহাশত্রু-সৈন্য ধূম্ররাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। অর্দ্ধেক এসিয়া মাসিডনের বিজয়বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হয়েছে। নিয়তির মত দুর্ব্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি অর্দ্ধেক এসিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়-শকট অবাধে চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রুতীরে।

চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আন্টিগোনসের প্রবেশ।

সেকেন্দার। কি সংবাদ আন্টিগোনস্? এ কে?

আন্টিগোনস্। গুপ্তচর।

সেলুকস। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

আন্টিগোনস্। আমি দেখ্‌লাম যে এক শিবিরের পাশে বসে' নির্জ্জনে শুষ্ক তালপত্রে কি লিখ্‌ছিল। আমি দেখ্‌তে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল। পড়্‌তে পার্লাম না—তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। কি লিখ্‌ছিলে যুবক! সত্য বল।

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বলব!—রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে এখনও শিখে নাই।

সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন—"উত্তম! বল কি লিখ্‌ছিলে।"

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, ব্যূহ-রচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এই সব মাসাবধি কাল ধরে' শিখ্‌ছিলাম।—

সেকেন্দার। কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস?

সেলুকস। সত্য।

সেকেন্দার। [চন্দ্রগুপ্তকে] তার পর?

চন্দ্রগুপ্ত। তার পর গ্রীক সৈন্য কাল এ স্থান পরিত্যাগ করে' যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কি অভিপ্রায়ে?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার সাহার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য নহে!

সেকেন্দার। তবে?—

চন্দ্রগুপ্ত। তবে শুনুন সম্রাট্‌। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে' আমায় নির্ব্বাসিত ক'রেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তার পর!

চন্দ্রগুপ্ত। তার পর শুন্‌লাম মাসিডন ভূপতির অদ্ভুত বিজয়-বার্ত্তা। অর্দ্ধেক এসিয়া পদতলে দলিত করে', নদ নদী গিরি দুর্ব্বার বিক্রমে অতিক্রম করে', শুন্‌লাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্য্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত ক'রেছেন। হে সম্রাট্‌! আমার ইচ্ছা হোল যে দেখে আসি—কি সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে, সমস্ত এসিয়া তার পদতলে

লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শক্তি লুকায়িত আছে, আর্য্যের মহাবীর্য্যও যার সংঘাতে বিচলিত হ'য়েছে। তাই এখানে এসে এই সেনাপতির কাছে শিক্ষা কর্চ্ছিলাম। আমার ইচ্ছা শুদ্ধ আমার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এই মাত্র।

সেকেন্দার সেলুকসের পানে চাহিলেন।

সেলুকস। আমি এরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা, কথাবার্ত্তা আমার মিষ্ট লাগ্‌ত। আমি সরলভাবে গ্রীক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে যুবকের সঙ্গে আলোচনা কর্ত্তাম। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাস-ঘাতক।

আণ্টিগোনস্। কে বিশ্বাসঘাতক?

সেলুকস। এই যুবক।

আণ্টিগোনস্। এই যুবক না তুমি?

সেলুকস। আণ্টিগোনস্! আমার বয়স না মানো, পদবী মেনে চোলো।

আণ্টিগোনস্। জানি, তুমি গ্রীকসেনাপতি, তা সত্বেও তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস। আণ্টিগোনস্! [তরবারি বাহির করিলেন]

আণ্টিগোনস্ ক্ষিপ্রতর হস্তে তরবারি বাহির করিয়া সেলুকসের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি ক্ষেপণ করিলেন। ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে চন্দ্রগুপ্ত নিজ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত নিবারণ করিলেন। আণ্টিগোনস্ তাঁহাকে ছাড়িয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন।

সেকেন্দার। নিরস্ত্র হও।

সেই মুহূর্ত্তেই আন্টিগোনসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে ভূপতিত হইল।

সেকেন্দার। আন্টিগোনস্!

আন্টিগোনস্ লজ্জায় শির অবনত করিলেন।

সেকেন্দার। আন্টিগোনস্! তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত ক'র্লাম। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের এতদূর স্পর্দ্ধা!—আমি এতক্ষণ বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে চেয়েছিলাম। তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা হতে পারে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।—যাও, এই মুহূর্ত্তেই তোমায় নির্ব্বাসিত ক'র্লাম।

[আন্টিগোনসের প্রস্থান।]

সেকেন্দার। আর সেলুকস! তোমার অপরাধ তত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো, যে গ্রীক সম্রাটের সম্মুখে চক্ষু রক্তবর্ণ করা গ্রীক সেনাপতির শোভা পায় না।—আর যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট্!

সেকেন্দার। তোমায় যদি বন্দী করি?

চন্দ্রগুপ্ত। কি অপরাধে সম্রাট্?

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ ক'রেছো, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে!—ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার সাহা বীর, দেখ্‌ছি যে তিনি ভীরু। এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু

রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার সাহা এত কাপুরুষ তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার। সেলুকস! বন্দী কর।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট্! আমায় বধ না করে' বন্দী কর্ত্তে পার্ব্বেন না। [তরবারি বাহির করিলেন]

সেকেন্দার। [সোল্লাসে] চমৎকার!—যাও বীর! তোমায় বন্দী কর্ব্ব না। আমি পরীক্ষা কর্চ্ছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার কর্ব্বে। তুমি দুর্জ্জয় দিগ্বিজয়ী হবে।—যাও বীর! মুক্ত তুমি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—শ্মশানপ্রান্ত। কাল—প্রত্যূষ।

চাণক্য একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চাণক্য। ঐ বদ্ধজলার উপরে একটা ধোঁযার কুণ্ডলী উঠ্ছে। পচা হাড়ের দুর্গন্ধে বাতাসের যেন নিজেরই নিশ্বাস আট্‌কে আস্‌ছে। ঘেয়ো কুকুরের বিকট 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ পরিত্যক্ত প্রান্তরের স্তব্ধতা ভঙ্গ কর্চ্ছে।—প্রভাতের সর্ব্বাঙ্গে ঘা। পূঁয্ পড়্‌ছে।—হে সুন্দরি বীভৎসতা! তুমি এত সুন্দরী! তাই আমি গ্রাম পরিত্যাগ করে' নিত্য প্রত্যূষে তোমার কদর্য্যতায় স্নান কর্ত্তে ধেয়ে আসি। তুমি আমায় অনেক

শিখিয়েছো প্রেয়সী আমার! তুমি আমাকে শিখিয়েছো—সংসারকে ঘৃণা কর্ত্তে, ক্ষমতাকে তুচ্ছ কর্ত্তে, ঈশ্বরের অত্যাচারের বিপক্ষে সোজা হ'য়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে।—হে সুন্দরি! আমায় সংসার হতে আরও দূরে টেনে নিয়ে যাও—যতদূর পারো। নরকে হয় তাও ভালো; শুদ্ধ সংসার থেকে যত দূরে হয়।

দুই জন ব্যক্তি গল্প করিতে করিতে আসিতেছিল।

১ ব্যক্তি। নূতন মন্ত্রী হলেন তবে কাত্যায়ন?

২ ব্যক্তি। কাত্যায়ন কি রকম! শাকতাল।

১ ব্যক্তি। তারই নাম কাত্যায়ন। শাকতাল কখন নাম হয়? শাক আর তাল—দুটোই খাদ্য। আমি কিন্তু ভাবৃছি—

২ ব্যক্তি। কি?

১ ব্যক্তি। মহারাজ তাঁকে কারাগার থেকে শেষে মুক্ত করে' দিলেন—এই যথেষ্ট আশ্চর্য্য, তার উপর আবার তাকে কর্লেন মন্ত্রী! তার সাত সাতটা পুত্রকে হত্যা করে'—চরম।

২ ব্যক্তি। রাজার খেয়াল।

দূরে চাণক্য। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।

১ ব্যক্তি। ও কে?

২ ব্যক্তি। চাণক্য ব্রাহ্মণ।

১ ব্যক্তি। মানুষ?

২ ব্যক্তি। শুন্তে পাই। কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

১ ব্যক্তি। চল এখান থেকে।—অযাত্রা!

২ ব্যক্তি। চল। ওকে দেখ্‌লে আমার ভয় করে।

উভয়ে দ্রুত চলিয়া গেল।

চাণক্য। নীচের আজ স্পর্দ্ধা—ব্রাহ্মণকে দেখে একটা শুষ্ক প্রণামও কর্ত্তে তার হাত ওঠে না। অথচ একদিন ছিল।—যাক্।—যাও। আমার ছায়া মাড়িও না। আমার নিশ্বাসে বিষ আছে। আমি দুর্ভিক্ষ। আমি মড়ক।

দূরে কাত্যায়নের প্রবেশ।

চাণক্য। এঃ! আমায় নিঃসহায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পেয়ে এই নীচ কুশাঙ্কুর পর্য্যন্ত মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়েছে। রোসো, আমি এ কুশগুচ্ছ নির্ম্মূল কর্ব্ব।—কুশ উপড়াইতে উপড়াইতে বাতাসে উড়াইয়া দিতে লাগিলেন—"এই নাও, এই নাও, এই নাও—কেমন! আর ব্রাহ্মণের নগ্নপদে বিঁধ্‌বে?"

কাত্যায়ন। [অগ্রসর হইয়া] নমস্কার।

চাণক্য। কে তুমি?

কাত্যায়ন। আমি মহারাজ নন্দের মন্ত্রী কাত্যায়ন।

চাণক্য। মহারাজ নন্দের মন্ত্রী! সরে' দাঁড়াও।

কাত্যায়ন। কেন? আমি কি অপরাধ ক'রেছি?

চাণক্য। না তুমি অপরাধ কর্ব্বে কেন! তুমি কোন অপরাধ কর নাই। রাজা কোন অপরাধ করেন নাই। ঈশ্বর কোন অপরাধ করেন নাই। যত অপরাধ—আমার। মহারাজ আমার ব্রহ্মোত্তর বাজে আপ্ত কর্লেন—সে আমার অপরাধ! ঈশ্বর আমার গৃহ শূন্য করে' আমার গৃহলক্ষ্মীকে কেড়ে সবলে ছিনিয়ে নিলেন—আমার অপরাধ!

দস্যু আমার কন্যা অপহরণ কর্‌লে—সেও আমার অপরাধ। আমায় দীন দরিদ্র পেয়ে, এই কুশাঙ্কুরও আজ মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে। [কুশাঙ্কুরের প্রতি চাহিয়া] কেমন—আর বিঁধ্‌বে পায়ে ? বেঁধো!

কাত্যায়ন। চাণক্য! আমি আজ তোমার কাছে এসেছি।

চাণক্য। কেন মন্ত্রী মহাশয়! আমার ত আর কিছুই নাই। ঐ কুঁড়েখানি আছে—শূন্য কুঁড়েঘর। দাও, পুড়িয়ে দিয়ে যাও।—ওঃ ব্রাহ্মণের সে প্রতাপ যদি আজ থাক্‌তো!

কাত্যায়ন। নাই কেন ব্রাহ্মণ ? পাণিনি বলেন—

চাণক্য। [আপন মনে] তার নিজের দোষ। জাতির সমস্ত বিদ্যা, যশ, ক্ষমতা আত্মসাৎ করে' নিজে বাড়্‌বে ? শরীরকে অনশনে রেখে, মস্তিষ্ক বড় হবে ? তা কি সয় ? সয় না। তাই এই পতন। —না, সুন্দরী ? আচ্ছা তুমি বল ত! তা কি সয় ? এত অধঃপতন নৈলে হবে কেন ?

কাত্যায়ন। এ আবার কি! কার সঙ্গে কথা কইছে!

চাণক্য। ওঃ কি অধঃপতন! একেবারে পর্ব্বতের শিখর হতে গভীর গহ্বরে। আজ ব্রাহ্মণ তাই মূষিকের মত গৃহের এক অন্ধকার গর্ত্ত থেকে অন্য অন্ধকার গর্ত্তে সেঁধোবার জন্য মাথা নীচু করে' চলেছে; অন্যের পরিত্যক্ত চারটি তণ্ডুলকণা খুঁটে বেড়াচ্ছে। লজ্জাও নাই! একদিন যাঁর তিন গাছি সূতা দেখে দেবরাজ ঐরাবত থেকে নেমে আস্‌তেন, একদিন যাঁর পদাঘাতচিহ্ন, স্বয়ং নারায়ণ সগর্ব্বে বক্ষে ধারণ কর্ত্তেন—আজ সে উপবীতসার ব্রাহ্মণ মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত! ওঃ কি অধঃপতন!

কাত্যায়ন। —আবার উঠ্‌তে পারে।

চাণক্য। অসম্ভব। তার সে ক্ষমতা গিয়েছে ;—যায় নি প্রেয়সী ?

কাত্যায়ন। কেন ? এখনও মন্ত্রী হতে ব্রাহ্মণ, পৌরোহিত্য কর্ত্তে ব্রাহ্মণ, বিদূষক হতে ব্রাহ্মণ, বিধান দিতে ব্রাহ্মণ। এই গৌরবর্ণ জাতি এখনও স্বর্ণসূত্রের মত সমস্ত সমাজকে গেঁথে রেখেছে।

চাণক্য। কিন্তু রাত্রি সন্নিকট। ঐ দেখ [দূরে দেখাইলেন]

কাত্যায়ন। কেন চাণক্য! এই ব্রাহ্মণই নিজের প্রভুত্ব খুইয়েছে, আবার এই ব্রাহ্মণই তাকে উদ্ধার কর্ব্বে।—আমি আজ সেই উদ্দেশ্যে তোমার কাছে এসেছি ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। কি রকম ?

কাত্যায়ন। তোমায় মহারাজের মাতামহের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য কর্ত্তে হবে।

চাণক্য। [সহসা] মন্ত্রী মহাশয়! আমি দীন দরিদ্র অসহায় ব্রাহ্মণ বটে। কোন দিন খেতে পাই ; কোন দিন পাই না।—সত্য ; তথাপি মহারাজের পৌরোহিত্য কর্ব্বনা। মরে' গেলেও না। আমি ক্ষত্রিয়ের দাসত্ব কর্ব্ব না।

কাত্যায়ন। শোন ব্রাহ্মণ—

চাণক্য। না।—এ কি অত্যাচার! আমি নিজের কুঁড়ে ঘরে বসে' কাঁদ্‌তেও পাবো না ?

কাত্যায়ন। পুরুষের ক্রন্দন শোভা পায় না।

চাণক্য। তা পায় না বটে। [কিঞ্চিৎ ভাবিয়া] কিন্তু কি কর্ব্ব মন্ত্রী মহাশয়! উপর্য্যুপরি ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আমার কিছু কর্ত্তে পারে

নি। কিন্তু কন্যার অপহরণে আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।

কাত্যায়ন। [অর্দ্ধ স্বগত] আবার এত কোমলপ্রকৃতি!

চাণক্য। মন্ত্রী মহাশয়! আমি কার্য্যান্তর থেকে রাত্রিকালে ফিরে এসে যখন দেখ্‌লাম যে, আমার ভৃত্য ভূমিতলে অজ্ঞান; আর আমার কন্যার শয্যা শূন্য, তখন আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বইল; চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌লাম; মাটি থেকে একটা তপ্ত বাষ্প আকাশে উঠ্‌তে লাগলো। তার পর উন্মত্তবৎ রাস্তা দিয়ে 'মা' 'মা' বলে' চীৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে ছুট্‌লাম। পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে পাখীরা কলরব করে' উঠ্‌লো। নদীর ধারে গিয়ে ওপারে ডাক্‌তে লাগ্‌লাম। সেই অন্ধকারে দুপারের মধ্যে কেবল কৃষ্ণা নদী গর্জ্জন করে' চলে' গেল। আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে' গেলাম।

কাত্যায়ন। তুমি বিচক্ষণ ব্যক্তি—তুমি এত অধীর হচ্ছ!

চাণক্য। অধীর! ইচ্ছা করে যে কাঁদি, চীৎকার করে' কাঁদি,—আমার অশ্রুজলে পৃথিবী ডুবিয়ে ভেঙ্গে চুরে ভাসিয়ে দিই। কিন্তু অশ্রুর উৎস শুকিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, ভিতরে অশ্রু জমাট হয়ে গিয়েছে। অবিচারে, অত্যাচারে, ঈশ্বরকেও খেয়ে, ছেয়ে ফেলেছে।—দেখ্‌তে পাই না।

কাত্যায়ন। আবার পাবে। মেঘ কেটে যাবে। একাকী বসে' নিষ্ফল অনুশোচনা না করে' নূতন উদ্যমে বুক বাঁধো; কর্ম্মস্রোতে গা ঢেলে দাও। এ কার্য্যময় সংসারে বসে' থাকা চলে না।

চাণক্য। তা চলে না বটে।

কাত্যায়ন। সুখে দুঃখে মানুষের জীবন। আলোকে অন্ধকারে

কালের বিকাশ। শুদ্ধ কি তুমিই দুঃখ পাচ্ছ ব্রাহ্মণ! আমার কি দুঃখ জানো? এই রাজারই আজ্ঞায় অন্ধকারু কারাগৃহে আমার সাত সাতটা পুত্রকে চক্ষুর সম্মুখে অনাহারে মরে' যেতে দেখেছি।

চাণক্য। সে কি!—তবু তুমি তার মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। হাঁ চাণক্য!—প্রতিশোধ নেবার জন্য আমিই বেঁচে রৈলাম।—অনাহারে মলাম না! প্রতিশোধ নেবার জন্য মন্ত্রিত্ব নিয়েছি।—চাণক্য তুমি আমার সহায় হও।

চাণক্য। ব্রাহ্মণেরই উপরে যত অত্যাচার!—তুমি এত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'র্চ্ছ কেন সুন্দরী? কি আজ্ঞা কর?

কাত্যায়ন। এই ব্রাহ্মণের লুপ্ত তেজ—এসো আমরা পুনরুদ্ধার করি। আমি রাজার মন্ত্রী আছি, তুমি হও রাজার পুরোহিত। আজ আমরা দুই ব্রাহ্মণ মিলিত হই। আমাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেই। যতদিন ভারত ভারত, ততদিন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ। —এসো তাই।

চাণক্য। [যেন কান পাতিয়া কি শুনিলেন] উত্তম!—আমি পৌরো হিত্য স্বীকার ক'র্লাম—যখন তোমার আজ্ঞা!—মন্ত্রী মহাশয়! জানি সব যাবে এই অবিশ্বাসী বৌদ্ধযুগ ধরে' ফেলেছে;—ব্রাহ্মণের শাঠ্য, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি—ধরে' ফেলেছে; গলা টিপে ধ'রেছে। ঐ বন্য আসছে। যাবে—ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব যেতে ব'সেছে—যাবে। রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্ব না। তবু প্রলয়ের পূর্ব্বে এই কলির ব্রাহ্মণ একবার দ্বাদশ সূর্য্যের মত আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে চলে' যাবে!—চল যাচ্ছি।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—মহারাজ নন্দের প্রমোদোদ্যান । কাল—রাত্রি ।

মহারাজ নন্দ, পারিষদ্‌গণ ও নর্ত্তকীগণ ।

নর্ত্তকীদের নৃত্য গীত ।

গীত ।

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু—আমরা তোমায় ভালোবাসি ।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা, তাই, তোমার কাছে ছুটে আসি !
তুমি শুধু দিয়ো হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, বঁধু, আমরা কেমন ভালোবাসি ।
গাঁথি মালা শতদলে, দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে ধর গলে, আমরা—দেখ্‌বো তোমার মধুর হাসি ;
তুমি কভু দয়া করে', বাজিও তোমার মোহন বাঁশী ;
শুন্তে তোমার বাঁশীর ধ্বনি, বঁধু ! আমরা বড় ভালোবাসি ।
তুমি মোদের হোয়ো প্রভু, আমরা তোমার হব দাসী ;
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু, আর, আমরা যে গো ব্রজবাসী ।
ভালোবাসো নাহি বাসো, নইক তার অভিলাষী—
আমরা শুধু ভালোবাসি—ভালোবাসি—ভালোবাসি ।

চাণক্যের প্রবেশ ।

চাণক্য । মহারাজ !

১ম পারিষদ । এ আবার কে !

২য় পারিষদ। তুমি কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ!

৩য় পারিষদ। নাচ্‌তে জানো?

নন্দ। কে তুমি?

চাণক্য। আমি ব্রাহ্মণ।

১ম পারিষদ। যাও, এখানে কিছু হবে না।

২য় পারিষদ। স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ—এদের আমরা কিছু বলিনে; সরে' পড়—

৩য় পারিষদ। নিরীহ জাতি!

নন্দ। তুমি এখানে এ সময়ে কিসের জন্য?

চাণক্য। মহারাজ! আমি তোমার মাতামহের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য কর্ত্তে এসেছিলাম—যেচে আসিনি—

নন্দ। তোমাকেই বা কে যেচে আস্তে গিয়েছিল ঠাকুর?

চাণক্য। তোমার মন্ত্রী।

নন্দ। মন্ত্রী ডেকে এনেছে, তার কাছে যাও।

চাণক্য। তোমার শ্যালক আমার অপমান ক'রেছে—

১ম পারিষদ। তা ত কর্ব্বেই!

২য় পারিষদ। শ্যালকমাত্রেই অপমান করে' থাকে।

৩য় পারিষদ। শ্যালকের সাত খুন মাফ্। ধোরো না বাবা!

চাণক্য। [সপদদাপে] চুপ কর্ কুক্কুরের দল!

পারিষদবর্গ ভীত হইয়া স্তব্ধ রহিল।

নন্দ। অপমান ক'রেছে তাই হয়েছে কি ঠাকুর!—মগধের মহারাজের শ্যালক।

বাচালের প্রবেশ।

বাচাল। আমায় তুমি সহজ লোক ঠাওরাও? আমি মহারাজের শ্যালক; মহারাজের বাপ আমার বাপের বেহাই; মহারাজ আমার ভগ্নীপতি; মহারাজের ছেলে আমার ভাগিনেয়।—আমায় তুমি সহজ লোক ঠাওরাও ঠাকুর!

নন্দ। যাও এখান থেকে, এখানে আমরা ব্রাহ্মণের অনুযোগ শুন্তে আসিনি।

চাণক্য। না, তা শুন্‌বে কেন!—ব্রাহ্মণ আজ আর সে ব্রাহ্মণ নাই। তাই এক্ষণে ক্ষত্রিয় অনায়াসে তার সম্পত্তি লুণ্ঠন করে'. নির্ভয়ে তার উপরে চোখ রাঙায়! সে তেজ যদি ব্রাহ্মণের থাকতো. ত তাকে তোমার সম্মুখে রোষরক্তিম্‌ দেখে তুমি ঐখানে সিংহাসন শুদ্ধ মাটির নীচে বসে' যেতে। কিন্তু সে প্রতাপ একেবারে লুপ্ত হয় নাই জেনো!

বাচাল। দেখি ব্রাহ্মণের প্রতাপটা একবার—আর তুমি মহারাজের শ্যালকের প্রতাপটা কি রকম একবার দেখ।

চাণক্য। দেখ্‌বে—মহারাজ! তুমিও দেখ্‌বে—যদি এর প্রতি-বিধান না কর।

নন্দ। কি! তুমি ঐখানে দাঁড়িয়ে আমার উপর চোখ রাঙাবে, ভিক্ষুক! বেরোও এখান থেকে।

চাণক্য। কলির ব্রাহ্মণ! কাণ পেতে শোন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বল্‌ছে—"বেরিয়ে যাও এখান থেকে।" তথাপি ঝড় উঠ্‌ছে না, অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে না, পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌ছে না! সর্ব স্থির!—কি আশ্চর্য্য!

নন্দ। গলায় হাত দিয়ে বের করে' দাও ত।

চাণক্য। ভগবতি বসুন্ধরে! দ্বিধা হও!—ব্রাহ্মণ! জড়ের মত খাড়া হয়ে আর দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি! জগতের বিদ্রূপ হয়ে' ঐশ্বর্য্যের দ্বারে ভিক্ষা মেগে বেড়াতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না! পারো ত ওঠো। কপিলের তেজে স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করে', নীচের দর্প ভস্ম করে' দাও। আর তা যদি না পারো, তা হলে—ওরে ক্ষুদ্র, ওরে ঘৃণিত, ওরে পদদলিত, ওরে মহত্বের কঙ্কাল, আর আলোকে মুখ দেখিও না। রসাতলে যাও।

নন্দ। আমরা কি এখানে এক উন্মাদের প্রলাপ শুন্তে এসেছি!—বাচাল! একে বা'র করে' দাও।

বাচাল। [চাণক্যের শিখা ধরিয়া টানিয়া] বেরিয়ে যা ভিক্ষুক!

চাণক্য। কি!—হাঁ যাচ্ছি—যাচ্ছি। তবে যাবার আগে বলে' যাই। মহারাজ নন্দ! তবে একবার এই কলিযুগেই এই বিশীর্ণ ধ্বংসাবশেষ ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখ্‌বে! এই নন্দবংশ ধ্বংস না করি ত আমি চণকের সন্তান নই। তোমার রক্তে রঞ্জিত হস্তে এই শিখা বাঁধ্‌বো, এই প্রতিজ্ঞা করে' গেলাম, মনে থাকে যেন মহারাজ! আর ভবিষ্যদ্বাণী করে' যাই—একদিন এই ভিক্ষুকের পদতলে তোমায় জানু পেতে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে। আমি সে ভিক্ষা দিব না। সেইদিন দেখ্‌বে আবার—এই ব্রাহ্মণের তপস্যার শক্তি, ব্রাহ্মণের প্রতিভার প্রভাব, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞার বল, ব্রাহ্মণের অভিশাপের তেজ, ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ বিক্রম, ব্রাহ্মণের দুর্জ্জয় প্রতাপ। [প্রস্থান]

নন্দ । কে এ ! হয়েছিল কি !

বাচাল । হবে আবার কি ! এই অপোগণ্ড জানোয়ারটা পুরুত-গিরি কর্ত্তে এসেছিল । এ দিকে আমি পুরোহিত এনেছি । ওকে উঠ্‌তে বল্লাম, উঠ্‌বে না । তখন আমি গলায় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি । আমার অপরাধের মধ্যে এই ।

নন্দ । তুমি ব্রাহ্মণকে গলা-ধাক্কা দিতে গেলে কেন ?

বাচাল । আমি মহারাজের শ্যালক—

১ম পারিষদ । তার উপরে মহারাজ ওঁর ভগ্নীপতি—

২য় পারিষদ । ওঁর বাপ মহারাজের শ্বশুর ।

৩য় পারিষদ । বেশ করেছো ।

নন্দ । আমোদটা মাটি করে' দিলে ।—যাক্ ।

১ম পারিষদ । মন্দ কি !—একটা নতুন হোল ।

২য় পারিষদ । গেয়ে গেল বেশ !

১ম পারিষদ । যা হোক্ শ্রাদ্ধে এত মজা কখনও দেখিনি ! মেয়ের বিয়েতে এ রকম নাচ গান হয় বটে ।

২য় পারিষদ । সেও একরকম শ্রাদ্ধ !

১ম পারিষদ । কি রকম ।

২য় পারিষদ । শ্রাদ্ধ তিন রকম । যথা, বাপের শ্রাদ্ধ—তার নাম শ্রাদ্ধ ; মেয়ের শ্রাদ্ধ—তার নাম বিয়ে ; টাকার শ্রাদ্ধ—তার নাম মোকদ্দমা ।

৩য় পারিষদ । আর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—তার নাম ?

৪র্থ পারিষদ । যা গড়াচ্ছে ।

মুরাকে সঙ্গে লইয়া কাত্যায়নের প্রবেশ।

নন্দ। এ আবার কে!—ও!—তা এখানে কেন?

কাত্যায়ন। মহারাজ যে আজ্ঞা ক'র্লেন 'অবিলম্বে'—

নন্দ। তাই বলে' এখানে—প্রমোদোদ্যানে! একটা ত ভদ্রতা আছে—

মুরা। তোমার মুখে একথা শুন্নে প্রীত হ'লাম বৎস!

নন্দ। প্রীত হবার মত কোন কাজ কর্ব্বার জন্য তোমায় এখানে নিয়ে আস্‌তে বলিনি। কিন্তু—রাজকার্য্য এখানে কেন মন্ত্রী! তুমি বড় অবিবেচক।

কাত্যায়ন। আজ্ঞা হয় ত আবার রেখে আসি।

২য় পারিষদ। ওহে মন্ত্রী মহাশয়, তুমি যে সেই রকম কর্লে—

১ম পারিষদ। কি রকম!

২য় পারিষদ। একজন পাল্কী চড়ে' গিয়ে দেখে যে টেঁকে পয়সা নেই। ভাড়া দিতে পারে না। শেষে বেহারাদের ব'ল্ল 'আমার কাছে পয়সা নেই; কিন্তু তোমরা গরীব লোক, তোমাদের লোকসান কর্ব্ব কেন—আমাকে যেখান থেকে এনেছিলে সেখানেই রেখে এসো—আমি না হয় হেঁটেই আস্‌বো'।

৩য় পারিষদ। একজন সত্যই তাই করেছিল। কুয়ো কাটিয়ে দরে বন্‌লো না বলে' মজুরদের ব'ল্ল—"আচ্ছা, দে বাপু তোদের কুয়ো তোরা বুঁজিয়ে দে; আমি অন্য মজুর দিয়ে আমার কুয়ো কাটিয়ে নেবো"।

কাত্যায়ন। বলুন মহারাজ, এঁকে গিয়ে রেখে আসি।

নন্দ। না, যখন এনেছো—শোন মা! তোমার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত জীবিত আছে।

মুরা। আছে? কোথায় সে? কোথায় সে?

নন্দ। তাই জান্‌বার জন্য তোমায় ডেকেছি। সে কোথায় তুমি জানো?

মুরা। আমি জানি না বৎস!

নন্দ। তুমি জানো। বল সে কোথায়। নহিলে নন্দকে জানো?

মুরা। জানি। নন্দকে জানি না? আমি তাকে কোলে করে' মানুষ করেছি; বুকে করে' ঘুম পাড়িয়েছি।

নন্দ। সে গৌরব তুমি কর্ত্তে পার।—এখন চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?

মুরা। আমি জানি না।

নন্দ। জানো। বল। নহিলে—

মুরা। আমায় বধ কর্ব্বে? কর—কিন্তু এখন নয়। আমি মর্ব্বার আগে একবার চন্দ্রগুপ্তকে দেখ্‌তে চাই।—একবার—একবার—

নন্দ। না, তোমায় বধ কর্ব্ব না। অত শীঘ্র শেষ কর্লে চল্‌বে না। তোমায় আজীবন কারারুদ্ধ করে' রেখে দেবো। অনাহারের জ্বালায় তিলে তিলে দগ্ধ কর্ব্ব।

মুরা। না, এত নিষ্ঠুর তুমি হবে না। আমি তোমার মা।

নন্দ। হাঁ শূদ্রাণী মা বটে। পিতার দাসী হয়ে স্পর্দ্ধা—যে মহারাজের মা হতে চাও!

মুরা। ওঃ!　　　[শির নত করিলেন]

২য় পারিষদ। একটা গল্প মনে প'ড়্ল—এক—

নন্দ। চুপ কর।—মহারাজের মা হতে চাও—শূদ্রাণী মা!

মুরা। না, আমি মহারাজের মা হতে চাই না। মহারাজ, তুমি চিরদিন মহারাজ হয়ে থাকো। আমার চন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষুক হোক। শুধু সে বেঁচে থাকুক। আমি শুধু তাকে একবার দেখ্‌তে চাই। একবার বুকে ধরে' চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে চাই। আমি চন্দ্রগুপ্তের মা, এই আমার পরম গৌরব। আর বাড়া গৌরব আমি চাই না। আমি মহারাজের মা হ'তে চাই না।

নন্দ। চন্দ্রগুপ্ত কোথায়—এখনও বল। তুমি জানো।

মুরা। যদি জান্তামও তবু বল্‌তাম না। ভাবো কি মহারাজ নন্দ, যে মা নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তার ছেলেকে বাঘের মুখে ছেড়ে দেবে!—হারে মূঢ়! 'মা' চিন্‌লিনে!

নন্দ। বল্‌বে না! বটে,! আমি শুনেছি—সে আমার বিপক্ষে বিদ্রোহের সূচনা কর্চ্ছে। সৈন্য সংগ্রহ কর্চ্ছে।

মুরা। ভগবান্‌! এই কথা সত্য হোক। চন্দ্রগুপ্ত যেন তার মাতার অপমানের প্রতিশোধ নেয়।

নন্দ। নিয়ে যাও কারাগারে—

বাচাল। এসো বাছাধন [কেশ ধরিয়া টানিল]

পারিষদ্‌বর্গ হাসিল ; সঙ্গে সঙ্গে নন্দও হাসিলেন।

মুরা। এতদূর!—মহারাজ নন্দ! তোমার মাতার এই অপমান তুমি উপভোগ কর্চ্ছ! তুমিও হাস্‌ছো!—না, আমি তোমার মাতা নই, আমি তোমায় স্তন্য দিই নাই। কোন রাক্ষসী তোমায় রক্ত

খাইয়ে মানুষ করেছে। নহিলে ক্ষত্রিয় মহারাজ তুমি—না! আজ যদি ক্ষত্রিয়ের এই আচরণ হয়, তবে আমি যেন জন্ম জন্ম শূদ্রাণী হয়েই জন্মগ্রহণ করি।

১ম পারিষদ। বাঃ বল্‌ছে বেশ!

২য় পারিষদ। সুন্দর! বল্‌তে দাও।

৩য় পারিষদ। কি মহারাজ, মাথা হেঁট কর্চ্ছেন যে!

মুরা। মহারাজ নন্দ! আমি তোমার মাতা নই। কিন্তু আমি নারী—দীনা দুর্ব্বলা নিঃসহায়া রমণী। নারীর লাঞ্ছনা,—দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার,—নারী সৈতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম সয় না জেনো।

বাচাল। এসো, এখানে আমরা ধর্ম্মের কাহিনী শুন্তে আসিনি, এসো।

এই বলিয়া বাচাল তাঁহার গলদেশ ধরিল।

নন্দ। এখনও বল চন্দ্রগুপ্ত কোথায়। নহিলে—

মুক্ত তরবারিহস্তে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ।

চন্দ্রগুপ্ত। এই চন্দ্রগুপ্ত তোমার সম্মুখে। অধম! [বাচালকে পদাঘাতে ভূপাতিত করিয়া] মা, তোমার এই অপমান—চন্দ্রগুপ্ত জীবিত থাক্‌তে! মা আমার!

মুরা। বৎস আমার! [চন্দ্রগুপ্তের গলদেশ জড়াইলেন]

চন্দ্রগুপ্ত। ভীরু! পাষণ্ড! কাপুরুষ! এর প্রতিফল পাবে। —এসো মা। [মুরার সহিত প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—মলয়রাজ্যে চন্দ্রকেতুর প্রাসাদ। কাল সায়াহ্ন।

চন্দ্রগুপ্ত ও চন্দ্রকেতু।

চন্দ্রকেতু। এ গৃহ আপনারি গৃহ। আমি আপনার অনুগত বন্ধু! মহারাজ আমায় বিশ্বাস করুন। মহারাজের জন্য আমার এই পার্ব্বত্য সৈন্য প্রাণ দিবে।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি এই অশিক্ষিত সৈন্য গ্রীক প্রথায় শিক্ষিত করে' তুল্‌বো। এই পার্ব্বত্য সাহস গলিয়ে বিজ্ঞানের কারখানায় পিটিয়ে এমন করে' গড়ে' তুল্‌বো যার কাছে—মগধ ত ছার—সমস্ত ভারতবর্ষ মাথা হেঁট কর্ব্বে।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু নন্দের মন্ত্রী শুনেছি—অতি কূট, অতি বুদ্ধিমান্!

চন্দ্রগুপ্ত। জানি চন্দ্রকেতু। আমার পক্ষেও নন্দের পুরাতন মন্ত্রী কাত্যায়ন আছেন। আর আমি তাঁকে পাঠিয়েছি কৌশলী বিচক্ষণ চাণক্যকে ডেকে আনবার জন্য।

চন্দ্রকেতু। এই চাণক্য কে?

চন্দ্রগুপ্ত। শুনেছি তিনি একজন অতি বুদ্ধিমান্ একনিষ্ঠ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ। নন্দের প্রতি তাঁর ক্রোধ অনেক দিন থেকে ধোঁয়াচ্ছিল; এখন বাতাস পেয়ে জলে' উঠেছে,—তিনি নাকি যাদু জানেন।

চন্দ্রকেতু। কি রকম!—

চন্দ্রগুপ্ত। তিনি শুনেছি বাতাসের সঙ্গে কথা ক'ন। অগ্নির সঙ্গে মন্ত্রণা করেন। তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তৃণ জ্বলে' উঠে ভস্ম হ'য়ে যায়। তিনি একাকী থাকেন। তাঁর বন্ধু জগতে কেউ নাই।

চন্দ্রকেতু। এরূপ লোক কিন্তু ভয়ানক!

চন্দ্রগুপ্ত। এখন ভয়ানক লোকই চাই চন্দ্রকেতু।—তোমার উপর নির্ভর কর্ত্তে পারি?

চন্দ্রকেতু। মহারাজ! আমি আপনাকে যখন একবার মগধের ন্যায্য মহারাজ বলে' ডেকেছি, যখন একবার ভাই বলে' আলিঙ্গন করেছি, তখন মহারাজ, রাজভক্ত চন্দ্রকেতু চিরদিন আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, জান্‌বেন।

চন্দ্রগুপ্ত। ভাই! [আলিঙ্গন] তবে আর কোন চিন্তা নাই।

নেপথ্যে। চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। আস্‌ছি মা!—চল চন্দ্রকেতু, মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করি।

[উভয়ের প্রস্থান]।

ছায়ার প্রবেশ।

ছায়া। ইনি কি অবতীর্ণ দেবরাজ! এঁর দর্শন পূর্ণচন্দ্রের উদয়। এঁর স্বর রণকণ্ঠ। দাদাকে যখন ইনি আলিঙ্গন কর্লেন, মনে হোল যেন শরতের মেঘকে সূর্য্যকিরণ এসে ঘিরেছে। চলে গেলেন—যেন একটি মলয়োচ্ছ্বাস।

ছায়ার গীত।

আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে, নূতন পাতায়, নূতন ফুলে।
শুনি, পড়ে' প্রেমফাঁদে, তা'রা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে ;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি ;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

কথা কহিতে কহিতে চন্দ্রগুপ্ত ও মুরার প্রবেশ।

চন্দ্রগুপ্ত। মা, আমি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি। আগুন জ্বালিয়েছি। তোমার অপমান তাতে আজ আহুতি দিল। যদি কখনো স্নেহের দৌর্ব্বল্যে ভাই নন্দকে ক্ষমা কর্ত্তে চেয়েছিলাম, আজ হ'তে সে চিন্তা মন থেকে নির্ব্বাসিত কর্লাম। আমার স্নেহাশ্রুবিন্দু আজ তোমার জন্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গে পরিণত হোক।

মুরা। যখন নন্দ আমায় শূদ্রাণী মা বলে' সম্বোধন কর্ল, তখন আমার মনে হোল বৎস! যে অগ্নির লেলিহান শিখার মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তার পর যখন তার আজ্ঞায় বাচাল আমার কেশ আকর্ষণ কর্ল—[কাঁদিয়া উঠিলেন]

চন্দ্রগুপ্ত। মা! যদি জয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল,—আর তার

রেখামাত্র নাই। প্রপীড়িতা সীতার অশ্রুজলে লঙ্কা ভেসে গেল, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর ক্রোধে কুরুবংশ ভস্ম হয়ে গেল, অবলার উপর অত্যাচারে একটা জাতি উচ্ছন্ন যায়,—নন্দ বংশ ত ছার। আমি এর যোগ্য প্রতিশোধ নেবো!

মুরা। সেই আশায় জীবনধারণ করে' রৈলাম। [প্রস্থান]

চন্দ্রগুপ্ত। শূদ্রাণী!—শূদ্র মানুষ নহে? তার ক্ষত্রিয়েরই মত হস্তপদ নাই? মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই? এত ঘৃণা!—উত্তম! দেখাবো একবার শূদ্রের শক্তি। দেখাবো যে সেও মানুষ। —সেকান্দার সাহা! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল করা আমার জীবনের চরম লক্ষ্য হোক।

কাত্যায়নের প্রবেশ।

চন্দ্রগুপ্ত। কে?—

কাত্যায়ন। আমি কাত্যায়ন।—

চন্দ্রগুপ্ত। কৈ! চাণক্য কৈ?

কাত্যায়ন। আস্‌ছেন। পূজা সাঙ্গ করে' আস্‌ছেন।

চন্দ্রগুপ্ত। কি রকম দেখ্‌লেন?

কাত্যায়ন। মথিত সমুদ্রের মত। জানি না গরল ওঠে কি অমৃত ওঠে। তাঁর চেহারাটা এবার কিন্তু আমার বড় ভালো লাগ্‌লো না।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন?

কাত্যায়ন। আমি এ সংবাদ দেওয়া মাত্র তাঁর গম্ভীর মুখখানি সহসা প্রত্যূষের মত দীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো, আবার তৎক্ষণাৎ গোধূলির মত ম্লান হয়ে গেল। শীর্ণ দেহখানি প্রদীপশিখার মত কেঁপেই

আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রৈল। ওষ্ঠপ্রান্তে এক ব্যঙ্গহাস্য জেগে উঠে ধীরে ধীরে নিভে গেল। শেষে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি—ওষ্ঠাধর সম্বদ্ধ, মুখ পাংশু, ললাটে গভীর রেখা, কৃষ্ণাপাঙ্গ চক্ষু দুটির তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টি দূর শূন্যে চেয়ে রৈল।

চন্দ্রগুপ্ত। অদ্ভুত! [পাদচারণ করিতে করিতে] কখন আস্‌বেন?

কাত্যায়ন। ঐ যে!

চন্দ্রগুপ্ত। এ কে?

কাত্যায়ন। ঐ চাণক্য পণ্ডিত।

চন্দ্রগুপ্ত। ইনি?

চাণক্যের প্রবেশ।

চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য উভয়ে সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে চন্দ্রগুপ্ত নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন।

চাণক্য। তুমি চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রগুপ্ত। আপনার দাস।

চাণক্য। [আপাদমস্তক চন্দ্রগুপ্তকে নিরীক্ষণ করিয়া] তুমি পার্ব্বে।

চন্দ্রগুপ্ত। যদি আপনার কৃপা থাকে।

চাণক্য। আমি কে? কেউ না। তুমি একাই পার্ব্বে। আমি কে? দীন ব্রাহ্মণ। অতি দীন।

চন্দ্রগুপ্ত। দীন ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। আজ ব্রাহ্মণের মত দীন কে? তার শাপে সগরবংশ ভস্ম

হওয়া দূরে থাকুক, প্রদীপটি পর্য্যন্ত জ্বলে না। তার উপবীত আজ ভিক্ষুকের চিহ্ন। তাঁকে ক্ষত্রিয় আজ পদাঘাত করে' চলে' যায়।

চন্দ্রগুপ্ত স্তব্ধ রহিলেন।

চাণক্য। মাঝে মাঝে সমুদ্রের মত তরঙ্গ তুলে ধেয়ে আসি, কিন্তু তীরে বাধা পেয়ে গভীর হতাশ্বাসে ফিরে যাই। কোন শক্তি নাই! কোন শক্তি নাই!!

চন্দ্রগুপ্ত। সে কি! শুনেছি চাণক্য পণ্ডিত—

চাণক্য। বিচক্ষণ, বিদ্বান, কূট। না?—ঠিক শুনেছিলে। কেবল একটা কথা শোন নাই। শোন নাই যে, তার হৃদয় নাই। আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।—এ বক্ষ—[সহসা চন্দ্রগুপ্তের হস্ত টানিয়া নিজের বক্ষের উপর রাখিয়া] এই বক্ষে হাত দিয়ে দেখ। কি দেখ্‌ছ?

চন্দ্রগুপ্ত। ক্ষীণ রক্ত স্রোত বৈছে।

চাণক্য। কিসের স্রোত?

চন্দ্রগুপ্ত। রক্তস্রোত।

চাণক্য। মূর্খ! রক্ত নাই। এ দেহে রক্ত নাই! এ হিমানী প্রবাহ। রক্ত যা ছিল, জমাট হয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! আমি সব শুনেছি। আমায় শুদ্ধ আজ্ঞা দিউন। আমায় শুদ্ধ আশীর্ব্বাদ করুন। আমায় শুদ্ধ বলুন— চন্দ্রগুপ্ত! তুমি অগ্রসর হও। আর কিছু চাই না। আর সব আমি কর্ব্ব।

চাণক্য। পার্ব্বে?

চন্দ্রগুপ্ত। পার্ব্ব। গুরুদেব! সেকেন্দার সাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী

যে আমি দিগ্বিজয়ী বীর হব। সেই আশ্বাসবাণী নিদ্রায় ও জাগরণে আমার কর্ণে এখনও বাজ্‌ছে। আমি পার্ব্ব। শুদ্ধ আপনি আমার এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত হৌন। আপনি আমায় এই ব্রতে দীক্ষিত করুন।

চাণক্য। কি? তুমি কি আজ্ঞা কর্চ্ছ প্রাণেশ্বরি?

চন্দ্রগুপ্ত। এ কি আবার!

চাণক্য। তোমার আজ্ঞা! উত্তম!—[চন্দ্রগুপ্তকে] তবে পা ছুঁয়ে শপথ কর যে, এই ব্রাহ্মণের আদেশ তুমি সর্ব্বথা পালন কর্ব্বে।

চন্দ্রগুপ্ত। [চাণক্যের চরণ স্পর্শ করিয়া] শপথ কর্চ্ছি গুরুদেব! আপনি আমায় দীক্ষা দিউন।

চাণক্য। হাঁ তুমি পার্ব্বে। তোমার মুখ, তোমার দৃষ্টি, তোমার ভঙ্গিমা সমস্বরে বল্‌ছে যে, তুমি পার্ব্বে। হাঁ, আমি তোমায় দীক্ষা দিব। তোমায় মগধের সিংহাসনে বসাবো। তোমায় ভারতের অধীশ্বর কর্ব্ব। তবে ইন্ধন প্রস্তুত কর চন্দ্রগুপ্ত! আমি তাকে ব্রহ্ম-তেজে প্রজ্বলিত কর্ব্ব! সেই অগ্নি দাবানলের ন্যায় ব্যাপ্ত হবে! সমস্ত ভারতবর্ষ জ্বলে' উঠ্‌বে!—চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব।

চাণক্য। ঊর্দ্ধে চাও দেখি!—কি দেখ্‌ছো?

চন্দ্রগুপ্ত। আকাশ।

চাণক্য। কি বর্ণ?

চন্দ্রগুপ্ত। পাংশুরক্তবর্ণ।

চাণক্য। কি বুঝ্‌ছো?

চন্দ্রগুপ্ত । ঝড় উঠ্‌বে ।

চাণক্য । ঠিক ! ঝড় উঠ্‌বে ।—আর সম্মুখ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ দেখি ! কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

চন্দ্রগুপ্ত । না ।

চাণক্য । অন্ধ !—সেখানেও একটা ঝড় উঠ্‌বে !—এ কপিলের অভিশাপ নয়, বিশ্বামিত্রের তপোবল নয়, পরশুরামের শৌর্য্য নয়, বামনের ছলনা নয় । এ ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আর শূদ্রের নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণের সাধনা আর শূদ্রের প্রতিহিংসা, ব্রাহ্মণের তেজ আর শূদ্রের শক্তি ! স্বর্গমর্ত্ত্য এক সঙ্গে ! আর ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত ! ওঠো—আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখ্‌ছি জানো ?

চন্দ্রগুপ্ত । কি গুরুদেব ?

চাণক্য । এই প্রধূমিতা, প্রজ্বলিতা, প্রবাহিতরক্তস্রোতস্বতী-ভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্ত্তে এক রত্নালঙ্কারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীত-মুখরা, হাস্যময়ী জননী । জলধি হ'তে জলধি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য ! সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—হিরাটের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

সেলুকস ও হেলেন।

সেলুকস্। হেলেন! বীরবর সেকেন্দার সাহার মৃত্যু হয়েছে।

হেলেন। সে কি! কি করে' জান্‌লেন?

সেলুকস। সূর্য্য অস্তে গেলে পৃথিবী জান্তে পারে না?

হেলেন। তার পর!

সেলুকস। তার পর আবার কি! তিনি আমায় এসিয়ার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী করে' গিয়েছেন।

হেলেন। এক মহতী আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় অর্দ্ধেক এসিয়া জয় করে' পরে নিজের দেশেও মর্ত্তে পেলেন না।

সেলুকস। হেলেন—সেকেন্দার সাহা যা সাধন কর্ত্তে ব্যর্থকাম হয়েছিলেন আমি তা সম্পূর্ণ কর্ব্ব।

হেলেন। কি!

সেলুকস। ভারতবর্ষ জয়।

হেলেন। তাতে কি লাভ হবে?

সেলুকস। কীর্ত্তি।

হেলেন। না অকীর্ত্তি!—আশ্চর্য্য পুরুষের উচ্চাশা! কিছুতেই পূর্ণ হয় না। আশ্চর্য্য পুরুষের জিঘাংসা! মানুষ যেন বন্য শীকার। বধ কর্ত্তেই হবে! তবু মানুষ মানুষের মাংস খায় না!—খায়না কেন বাবা? ভাল লাগে না?

সেলুকস। প্রথা নাই।

হেলেন। সৃষ্টি করুন না—নাম থেকে যাবে।—বাবা আপনারা পুরুষজাতি এত রক্তপিপাসু?—হৃদয়ের মধ্যে কি আর কোন প্রবৃত্তি নাই?

সেলুকস। কি প্রবৃত্তি?

হেলেন। দুঃখীর দুঃখ দূর করা, রোগীর সেবা করা, ক্ষুধার্ত্তকে খেতে দেওয়া, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া—এ সব কি কিছু নাই?—কেবল স্বার্থের প্রসার, বেদনার বৃদ্ধি, অত্যাচার, অবিচার পীড়ন!

সেলুকস। ডিমস্থিনিস্ বলেছেন বিজীগিষা মানুষের একটা মহৎ প্রবৃত্তি!

হেলেন। কোথাও তিনি এ কথা বলেন নি! নিয়ে আসছি ডিমস্থিনিস্ [প্রস্থানোদ্যত]

সেলুকস। না না নিয়ে আসতে হবেনা! তুমি ডিমস্থিনিসও পড়েছো?

হেলেন। পড়েছি।

সেলুকস। তুমি অত পড় কেন? পড়ে' পড়ে' তোমার মৌলিকত্ব নষ্ট কর্চ্ছ।

হেলেন। মৌলিকতা নষ্ট হয় প'ড়লে? আর না প'ড়লেই মৌলিক হয়?—বাবা, তা হ'লে সবার চেয়ে মৌলিক হ'চ্ছে—ঐ—ঐ গাধাটা।

সেলুকস। কেন?

হেলেন। কারণ—সে কিছুই প'ড়েনি।

সেলুকস। তুমি আমায় অপমান কর্চ্ছ।

হেলেন। না বাবা।

সেলুকস। তুমি আমার সঙ্গে গাধার তুলনা কর্চ্ছ!

হেলেন। না বাবা, আমি করিনি।

সেলুকস। করেছো।

হেলেন আমার অন্যায় হয়েছে। [করজোড়ে] ক্ষমা চাচ্ছি।

সেলুকস না আমি ক্ষমা কর্ব্বনা, আমি রেগেছি! তুমি প্রায়ই আমাকে অপমান কর।

হেলেন। বাবা—[হাত ধরিলেন]

সেলুকস। যাও [হাত ছাড়াইয়া লইলেন]

হেলেন। [গদ্গদস্বরে] "বাবা"—[নতজানু হইলেন।]

সেলুকস। ওকি!—না না ওঠ্—তোর কিছু অন্যায় হয় নি। আমার অন্যায়। আমি ক্রোধবশে "যাও!" ব'লেছি। আমি তোর উপর এত রূঢ় যে কখন হ'তে পারি—তা ভাবিনি। ওঠ্—[হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া] আমায় ক্ষমা কর্ হেলেন।

হেলেন। সে কি বাবা! [তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন]

সেলুকস। [হেলেনকে বাহুবেষ্টন করিয়া] মাতৃহারা কন্যা আমার!

হেলেন। কে বলে আমি মাতৃহারা। এই যে আমার মা! শুধু বাপ হ'লে কি এত আব্দার কর্ত্তে পার্ত্তাম।

সেলুকস। কৈ তুমি আব্দার কর!

হেলেন। আবদার করি না?—ও বাবা!

সেলুকস। তুমি ত আমার কাছে কিছু চাও না!—কেন চাওনা হেলেন?

হেলেন। না চাইতেই ত সব পেয়েছি। আমার কিসের অভাব বাবা?

সেলুকস। মহার্ঘ পরিচ্ছদ—অমূল্য অলঙ্কার—

হেলেন। আছে ত সবই।

সেলুকস। তবে পর না কেন?

হেলেন। প'র্লে আপনি সন্তুষ্ট হন? আচ্ছা, এখন থেকে প'র্ব্ব।

সেলুকস। হাঁ পো'রো!—আর দেখ!—আমি এখন একবার সৈন্যাধ্যক্ষের শিবিরে যাবো। তুমি ঘুমোওগে যাও!—ধাত্রী!

হেলেন। যাচ্ছি বাবা! আমি আর এখন খুকিটি নই; যে সন্ধ্যা না হ'তেই ধাত্রী এসে আমায় ঘুম পাড়াবে!

সেলুকস। কিন্তু তুমি অত্যন্ত রাত্রি জেগে পড়! পড়ে' পড়ে' তোমার রং মলিন হ'য়ে যাচ্ছে! অত প'ড়োনা।

হেলেন। [সহাস্যে] আচ্ছা বাবা—এখন থেকে একটু মৌলিক হব।

সেলুকস চলিয়া গেলেন। হেলেন ক্ষণেক পাদচারণ করিয়া একখানি পুস্তক লইয়া বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন; পরে পুস্তক রাখিয়া কহিলেন—"সূর্য্য অস্তে যাচ্ছে! আজ সিন্ধুনদতীরে সেদিনকার

সেই গরিমাময় সূর্য্যাস্ত মনে পড়ে! কোথায় সেই রবিকরোজ্জল ভারত, কোথায় এই কুজ্‌ঝটিকাবৃত আফগণিস্থান! [পুনরায় পাঠ]—সেই মগধের রাজপুত্র।—আমি সংস্কৃত শিখ্‌বো। শুনেছি সংস্কৃত ভাষা ভাবুকতা, কবিত্ব, জ্ঞানের খনি। [পাঠ]—কে? [ফিরিয়া চাহিয়া] ও!—আণ্টিগোনস্‌!

[আণ্টিগোনসের প্রবেশ]

আণ্টিগোনস্‌। হাঁ আমি হেলেন।

হেলেন। [উঠিয়া] পিতা গৃহে নাই।

আণ্টিগোনস্‌। তা জানি।

হেলেন। তবে তুমি এখানে—অকস্মাৎ?

আণ্টিগোনস্‌। আমার আগমন কি তোমার কাছে এতই অপ্রীতিকর?

হেলেন। আমি তা ত বলি নাই।

আণ্টিগোনস্‌। কি কপট জাতি! মনের কথা এখনও, এত দিনেও, জাস্তে পার্লাম না। 'আমি তা ত বলি নাই'—কি সুন্দর উত্তর! 'বলি নাই' বটে—কিন্তু আমার আগমন প্রীতিকর কি অপ্রীতিকর তা ব'ল্‌তে কোন বাধা আছে কি?

হেলেন। বলে' লাভ কি?

আণ্টিগোনস্‌। লোকসানই বা কি?—বলে' তোমার লাভ না থাকতে পারে,—শুনে আমার লাভ আছে।

হেলেন। কি লাভ?

আণ্টিগোনস। লাভ এই যে ঐ উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ

নির্ভর কর্চ্ছে।—শোন্ হেলেন, আমি এই শেষবার জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি।

হেলেন। কি ?

আন্টিগোনস্। আমি অশ্রুজলে জানু পেতে ভিক্ষা চেয়েছি—পাই নাই। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে দাবী ক'রেছি—পাই নাই! আজ সহজ, সরল, শুষ্ক ভাষায়, একবার জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি—এর মধ্যে ক্রোধ নাই, কাকুতি নাই।—তুমি আমায় বিবাহ কর্ব্বে কি না ?

হেলেন। আমার পিতার স্কন্ধের উপর যে খড়্গ তোলে তা'কে আমি বিবাহ কর্ত্তে পারি না।

আন্টিগোনস্। সেই এক কথা!—তা'র কারণ তুমিই না হেলেন ? তা'র পূর্ব্বে তোমার কাছে আমি এ প্রস্তাব করি, তুমি ব'লেছিলে—পিতার মতেই তোমার মত! পরে তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি ব্যঙ্গভরে ব'ল্লেন যে যার জন্মের ঠিক নাই, তার সঙ্গে সেলুকসের কন্যার বিবাহ অসম্ভব।

হেলেন। তিনি সেনাপতি, আর তুমি একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষ।

আন্টিগোনস্। তা'র জন্য নয় হেলেন। তিনি আমার জন্ম নিয়ে ব্যঙ্গ ক'রেছিলেন। সেই ব্যঙ্গের জ্বালায় আমি ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাঁর উপর খড়্গ তুলেছিলাম—আমায় ক্ষমা কর হেলেন।

হেলেন। যদি বা ক্ষমা কর্ত্তে পারি, বিবাহ কর্ত্তে পারি না।

আন্টিগোনস্। কেন ?

হেলেন। রাজকন্যা কোন প্রজার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়।

আণ্টিগোনস্। এত গর্ব্ব!

হেলেন। না, আমি একথা প্রত্যাহার কর্চ্ছি! তা'র পরিবর্ত্তে এই কথা ব'ল্লেই যথেষ্ট হবে বোধ হয় যে, কোন কুমারী বিবাহসম্বন্ধে তা'র মতামতের কোন কারণ ব্যক্ত কর্ত্তে বাধ্য নয়।

আণ্টিগোনস্। আমি কারণ চাহিনা, আমি উত্তর চাই।—তুমি আমায় বিবাহ কর্ব্বে কি না?

হেলেন। একি! হঠাৎ এত রুক্ষ স্বর?

আণ্টিগোনস্। উত্তর চাই। বিবাহ কর্ব্বে কিনা?—বল। [হাত ধরিলেন]

হেলেন। আণ্টিগোনস্!—হাত ছাড় কাপুরুষ!—গ্রীক্ তুমি!

আণ্টিগোনস্। আমি প্রণয়ী।—সহজ সরল উত্তর দাও—বিবাহ কর্ব্বে কি না?

হেলেন। তোমাকে বিবাহ করার চেয়ে এক দুর্গন্ধ গলিত কুষ্ঠ-রোগীকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। অধম! [সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইলেন] চলে' যাও এখান থেকে।

আণ্টিগোনস্। উত্তম!—যাচ্ছি। [তাহার পরে চলিয়া যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিলেন] যাবার সময় এক কথা বলে' যাই, হেলেন!

হেলেন। বল "রাজকন্যা"। আমার নাম ধরে' ডাক্‌বার তোমার অধিকার নাই। একজন সামান্য সৈনিক—যাকে ইচ্ছা কর্লে কীটের মত চরণে দলিত কর্ত্তে পারি—করি না, কারণ সে অতি

অধম,—সে এসিয়ার সম্রাট সেলুকসের কন্যার অঙ্গস্পর্শ করে! —এতদূর স্পর্দ্ধা!

আন্টিগোনস্। উত্তম! এর উত্তর আর একদিন দিব!—দেখি চাকা ঘোরে কি না।

এই বলিয়া আন্টিগোনস্ চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে তাঁহার সম্মুখে সেলুকস দণ্ডায়মান।

সেলুকস। আবার নিভৃতে সাক্ষাৎ!

হেলেন। [কম্পিত স্বরে] পিতা!—আপনার কন্যার গায়ে হস্তক্ষেপ করে এমন বর্ব্বর কাপুরুষ গ্রীক্ আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ?

সেলুকস। সে কি?—সত্য কথা আন্টিগোনস্?

আন্টিগোনস্। সত্য কথা।—আমার অপরাধ হ'য়েছে।

সেলুকস। হুঁ!—আন্টিগোনস্! সেকেন্দার সাহার আজ্ঞায় তুমি নির্ব্বাসিত হ'য়েছিলে। আমি তা সত্ত্বেও তোমাকে আমার সৈন্যাধ্যক্ষ ক'রেছিলাম। তা'র এই প্রতিদান!—সৈনিকগণ!

[দুইজন সৈনিকের প্রবেশ]

সেলুকস। বন্দী কর। [সৈনিকগণ আন্টিগোনস্‌কে বন্দী করিল]

সেলুকস। তোমার শাস্তি মৃত্যু—নিয়ে যাও বধ্যভূমিতে। এই মুহূর্ত্তে!

সৈনিকগণ আন্টিগোনস্‌কে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে, হেলেন সৈনিকগণকে কহিলেন—"দাঁড়াও"; পরে সেলুকসকে কহিলেন "পিতা!—এবার এঁকে ছেড়ে দিন!—"

সেলুকস। না! এতদূর স্পর্দ্ধা!

হেলেন। পদচ্যুত করুন।

সেলুকস। সে শাস্তি যথেষ্ট নয়।

হেলেন। রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করুন। মৃত্যু দণ্ড দিবেন না।

সেলুকস। না হেলেন—অসম্ভব।

হেলেন। আণ্টিগোনস্ বীর! তিনি অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছেন। এইবার—এই শেষবার তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁকে নির্ব্বাসিত করুন।

আণ্টিগোনস্। আমি সেলুকসের ক্ষমার প্রার্থী নই।—সেলুকস! আমার অপরাধ হ'য়েছে, স্বীকার কর্চ্ছি। অপরাধের দণ্ড দাও। আমি তোমার মার্জ্জনা চাই না।

হেলেন। আমি চাচ্ছি,—বাবা!—

সেলুকস। না হেলেন—

হেলেন। [জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে] বাবা!—

সেলুকস। আচ্ছা, এবার তোমায় মার্জ্জনা কর্লাম আণ্টিগোনস্—যাও। কিন্তু আমার সাম্রাজ্যে আর যদি কখন পদার্পণ কর, ত তোমার শাস্তি মৃত্যু।—মুক্ত কর।

সৈনিকগণ তাঁহাকে মুক্ত করিল। আণ্টিগোনস্ ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

হেলেন। জানি বাবা, আপনি মুক্ত করে' দেবেন।

সেলুকস। তোর যুক্তকরের কাছে যে সকল যুক্তি হার মানে হেলেন! আমার বুড়োবয়সের মা হ'য়ে খুব হুকুমটা চালিয়ে নিলি যা হোক্।

হেলেন। [সহাস্যে] এ বিষয়ে থেমিষ্টক্লিস কি বলেন বাবা!

সেলুকস। কিছু বলেন না। তুমি অত্যন্ত অবাধ্য!—যাও।

[প্রস্থান]।

হেলেন দ্রুত পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—"পিতা! আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা—আপনার অগাধ স্নেহের বিনিময়ে আর কি দিতে পারি!—আপনার স্কন্ধের উপর যে খড়্গ তোলে, তাকে আপনার কন্যা কখন বিবাহ কর্ব্বে না। না, আণ্টিগোনস্‌কেও নয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্রে চাণক্যের শিবির। কাল—রাত্রি।

মুরা ও চাণক্য।

মুরা। কাল যুদ্ধ?

চাণক্য। কাল যুদ্ধ।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত আক্রমণ কর্ব্বে?

চাণক্য। হাঁ মুরা। তা ত সমস্ত দিনে একশ একবার ব'লেছি। আবার সেই কথা এত রাত্রে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছো কেন!

মুরা। স্থির হ'তে পার্চ্ছিনা গুরুদেব!—না গুরুদেব, এ যুদ্ধে কাজ নাই।

চাণক্য। [সাশ্চর্য্য] মুরা!

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত আমার পুত্র; আর নন্দ—সেও আমার পুত্র। চন্দ্রগুপ্ত আর নন্দ—এক বৃন্তে দুটি ফুল। আমার হৃদয় আকাশের

সূর্য্য চন্দ্র। তাদের সংঘাতে যে আকাশ চূর্ণ হ'য়ে যাবে।—না গুরুদেব, কাজ নাই। চন্দ্রগুপ্ত আমার পথের ভিখারী হোক। বিবাদে কাজ নাই।

চাণক্য। নারী! সম্মুখে কালের সংহারমূর্ত্তি। দেখ্‌ছ না আকাশ কি স্থির!—রুদ্ধশ্বাসে সে যেন এক ঝটিকার অপেক্ষা কর্চ্ছে। সব প্রস্তুত। এখন নারীর কাকুতি শোন্‌বার সময় নয়। শিবিরে যাও।

মুরা। নারীর কাকুতি! এতই অবজ্ঞেয় নারী! গুরুদেব আপনি কি বুঝ্‌বেন এ বক্ষে কি ঝড় বৈছে;—আমি কতখানি সহ্য কর্চ্ছি, তা আপনি কি বুঝ্‌বেন গুরুদেব?

চাণক্য। আর তুমি কি বুঝ্‌বে নারী,—লুপ্ত গৌরবের দীন মহিমা যার রুদ্ধ আবেগ কারাগারের লৌহদ্বারে মাথা খুঁড়ে, নিজেই রক্তাক্ত হ'য়ে ভূলুণ্ঠিত হয়। তুমি কি বুঝ্‌বে নারী—এ প্রতিহিংসার জ্বালা, এ মর্ম্মদাহ—যাও, বিরক্ত কোরো না। শিবিরে যাও।—এ যুদ্ধ অনিবার্য্য।

মুরা। কিন্তু গুরুদেব!—

চাণক্য। [কঠোর স্বরে] যাও।

[সভয়ে মুরার প্রস্থান]।

চাণক্য একাকী পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

চাণক্য। শূকরের মুখ, ঊর্ণনাভের ত্বক্, শবদাহের গন্ধ, এরণ্ডের আস্বাদ, আর গর্দ্দভের চীৎকার,—একসঙ্গে কড়ায় চড়িয়েছি। দেখি কি দাঁড়ায়। নূতন রকম ব্যঞ্জন একটা কিছু তৈয়ারি হবেই নিশ্চয়!

—হে অদৃশ্য মহাশক্তি! কি মধুর পূতিগন্ধময় ভাগাড়ের মাঝখান দিয়ে আমার হাত ধরে' নিয়ে চলেছ। বলিহারি! [বাহিরের দিকে চাহিয়া] উঃ! বাহিরে শিশির-বিন্দুগুলো জ্বলছে দেখ, যেন এক একটা স্ফুলিঙ্গ! আকাশ দাউ দাউ করে' পুড়ে' যাচ্ছে। আর আমি এই অগ্নির প্রবাহে গা ঢেলে দিয়েছি। পুড়ে' যাচ্ছি না—শুদ্ধ ব্রহ্মতেজে বোধ হয়। [হাস্য] না, এই কলিযুগেতেও একবার ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখাতে হবে।—না প্রেয়সী? ঐ দীর্ঘ দন্তে হেসে, রুক্ষ মাথা নেড়ে ব'লছ "হাঁ"।—শুনেছি। —কি কদর্য্য তুমি, হে সুন্দরি! তোমার প্রেমে শেষে পাগল না হ'য়ে যাই।—কে! কাত্যায়ন?

কাত্যায়নের প্রবেশ।

কাত্যায়ন। হাঁ আমি, চাণক্য।

চাণক্য। এত রাত্রে!

কাত্যায়ন। সংবাদ আছে।

চাণক্য। কি!—

কাত্যায়ন। নন্দের বৃদ্ধ মন্ত্রী এসেছিলেন।

চাণক্য। [সাগ্রহে] এসেছিলেন নাকি!—তার পর!

কাত্যায়ন। তিনি সন্ধির কথা ব'ল্লেন।

চাণক্য। কি ব'ল্লেন!

কাত্যায়ন। অনেক বাজে কথার পর তিনি ব'ল্লেন এই ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ কেন! রাজ্য সমান ভাগ করে' নিলেই ত হয়। নন্দ অবোধ ছোট ভাই। যা করে' ফেলেছে, বড় ভাইয়ের কাছে তা'র কি মার্জ্জনা নাই?

চাণক্য। [সকৌতূহলে] বটে! বটে!—চন্দ্রগুপ্ত সেখানে ছিল?

কাত্যায়ন। ছিল।

চাণক্য। বিচক্ষণ এই মন্ত্রী!—চন্দ্রগুপ্ত কিছু ব'লেছিল?

কাত্যায়ন। না।

চাণক্য। তুমি কিছু ব'লেছিলে?

কাত্যায়ন। আমি ব'লেছিলাম যে তোমার পরামর্শ নিয়ে তা'র পরে বলে' পাঠাবো।

চাণক্য। তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এলে না কেন?

কাত্যায়ন। তিনি স্বীকৃত হ'লেন না।

চাণক্য। খাসা চাল চেলেছে। পরাজয় অনিবার্য্য দেখে—হুঁ! [চিন্তা]।

কাত্যায়ন। তুমি কি বল?

চাণক্য। কিছু না!—

"মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।"

কাত্যায়ন। কিন্তু আমি তোমার মিত্র।

চাণক্য। পণ্ডিত চাণক্য বলেন—"ন মিত্রেপ্যতি বিশ্বসেৎ।" তোমাকে এখনও বলবার সময় হয় নি।—তবে সন্ধি হবে না।

কাত্যায়ন। কেন?

চাণক্য। তুমি এখন শিবিরে যাও। আমি একবার প্রেয়সীর সঙ্গে পরামর্শ কর্ত্তে চাই।

কাত্যায়ন। প্রেয়সী কে?

চাণক্য। জান না? [হাস্য] আমার একজন গণিকা আছে।

কাত্যায়ন। তোমার গণিকা!

চাণক্য উচ্চহাস্য করিলেন। কাত্যায়ন মুখব্যাদান করিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

চাণক্য। তুমি নন্দের এই মন্ত্রীকে জান?

কাত্যায়ন। জানি বৈকি। শৈশবে তিনি আর আমি একত্রে শাস্ত্র-পাঠ ক'রেছিলাম। মনোবিজ্ঞানে তাঁর অসীম মেধা ছিল। তিনি কেবল দিবারাত্র সাংখ্য প'ড়্‌তেন।

চাণক্য। আর তুমি বুঝি পাণিনি মুখস্থ কর্ত্তে।

কাত্যায়ন। কি! তুমি হাস্‌ছো যে! পাণিনি ব্যাকরণের এক-একটি সূত্র এক একটি গূঢ়তত্ত্বকথা! এই ধর—

চাণক্য। এই মাটি ক'রেছে।—থামো! পাণিনি শুন্‌বার আমার অবকাশ নাই। ব্যাকরণে হবেনা।

কাত্যায়ন। পাণিনিকে তুমি তুচ্ছ কর্চ্ছ? তুমি জান যে—

চাণক্য। নন্দ তোমায় কারারুদ্ধ ক'রেছিলেন কেন, তা আমি এখন কতক বুঝতে পার্চ্ছি।

কাত্যায়ন। কেন?

চাণক্য। তোমার এই পাণিনির জ্বালায়। তুমি বসে' পাণিনি আওড়াচ্ছই, আওড়াচ্ছই। রাজ্যে মড়ক এলো—পাণিনি। যুদ্ধ হোল—পাণিনি। অতিবৃষ্টি হোল—পাণিনি। অনাবৃষ্টি—পাণিনি। মহারাণীর সঙ্গে মহারাজের কলহ—পাণিনি। আমি শুনেছি রাজা নন্দ শেষে তোমার পাণিনির জ্বালায় অস্থির।

কাত্যায়ন। অস্থির কি রকম!

চাণক্য। শুনেছি যে তোমার পাণিনির জ্বালায় রাজার শেষে শূল বেদনা হ'ল্ল; মাথা ঘুর্ত্তে সুরু ক'ল্ল; খয়ে ঢেকুর উঠ্‌তে লাগলো। তিনি শেষে নিরুপায় হ'য়ে তোমায় কারারুদ্ধ কর্ত্তে বাধ্য হ'লেন।—পাণিনি ঐ ভুল ক'রেছিলেন।

কাত্যায়ন। কি ভুল!

চাণক্য। অতবড় একখানা ব্যাকরণ লেখা, যা কোন ভদ্রলোকে মুখস্থ কর্ত্তে পারে না।

কাত্যায়ন। দুঃখের বিষয় তুমি কিছু জান না। পাণিনির সূত্রগুলি—

চাণক্য। চমৎকার! তুমি শিবিরে যাও।—দেখ চন্দ্রকেতু কোথায়!

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে।

চাণক্য। বেশ সোজা কথা। তোমার পাণিনির কোন সূত্রে একথা বাহির করে দিতে পার্ত্ত!

কাত্যায়ন। পাণিনি অমন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘোরান নি।

চাণক্য। যাও। একবার চন্দ্রকেতুকে আমার শিবিরে পাঠিয়ে দাও।

কাত্যায়ন দিচ্ছি। কিন্তু পাণিনি—

চাণক্য। আবার পাণিনি! যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দুপুর রাত্রে পাণিনি শুন্‌বার সময় নয়। তাকে পাঠিয়ে দাও। বিশেষ দরকার।

কাত্যায়ন। পাণিনির সূত্র কিন্তু—

চাণক্য। নরকে যাক্ পাণিনি ও তার সূত্র। যাও—

কাত্যায়ন। পাণিনি শুদ্ধ ব্যাকরণ লোকের এই বিশ্বাস।—মূর্খ জগৎ।—পাণিনির মধ্যে বেদান্তসার—

চাণক্য। যাও কাত্যায়ন। ক্ষেপিও না। যাও ব'ল্‌ছি।

কাত্যায়ন। যাচ্ছি। [যাইতে যাইতে] কিন্তু তুমি পাণিনির অপমান কর্লে। [দুঃখিত ভাবে প্রস্থান]।

চাণক্য। নেহাইৎ গোবেচারি! কেবল প্রবৃত্তির উপর কাজ করে' যায়। কিছু বোঝে না।—প্রেয়সী! কি বল! নন্দের মন্ত্রী একটা চাল চেলেছে, না? পরাজয় অনিবার্য্য দেখে—খাসা চাল। নৈলে আর কি চাল্‌বে। আমি লক্ষ্য ক'রেছি—তুমিও জান দেখ্‌ছি। ঠিক ঝোপ বুঝে কোপ্ মেরেছে!—কিন্তু মন্ত্রী! চাণক্যের সঙ্গে পার্ব্বে না। তুমি আমায় কিঞ্চিৎ সতর্ক করে' দিলে, এই মাত্র।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ ও প্রণাম।

চাণক্য। জয়োস্তু!—তোমায় একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

চন্দ্রকেতু। আজ্ঞা করুন।

চাণক্য। কাল যুদ্ধ। যুদ্ধে আমাদের জয় নিশ্চিত, যদি তোমরা প্রাণ তুচ্ছ করে' যুদ্ধ কর।

চন্দ্রকেতু। যদি প্রাণ তুচ্ছ করে' যুদ্ধ করি—একথা আপনি ব'ল্‌ছেন কেন গুরুদেব! আমায় অবিশ্বাস করেন?

চাণক্য। না।

চন্দ্রকেতু। তবে।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না।

চন্দ্রকেতু। সে কি গুরুদেব।

চাণক্য। আমি লক্ষ করেছি যে, উচ্চাশার চেয়ে বলবতী একটা প্রবৃত্তি তা'র পিছনে উঁকি মার্চ্ছে। আমি দেখেছি যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা'র দীপ্ত মুখখানি সহসা মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়; দুই এক পশলা বৃষ্টিও হ'য়ে যায়। তা'র শৌর্য্য দুর্জ্জয়, যদি এই প্রবৃত্তির সঙ্গে তা'র সঙ্ঘাত না হয়।—সাবধান।

চন্দ্রকেতু। কি আজ্ঞা করেন?

চাণক্য। কাল যুদ্ধ। সে পর্য্যন্ত তুমি সর্ব্বদা তা'র পার্শ্বে থেকে তা'কে ব্যাপৃত রাখ্‌বে। একাকী থাক্‌তে দেবে না। আর যুদ্ধের সময়েও তা'র পার্শ্ব ত্যাগ কোরোনা।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। আমি আর মুরা ঐ পর্ব্বতের নীচে সেতুপার্শ্বে তোমাদের বিজয়বার্ত্তা প্রতীক্ষা কর্ব্ব।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। যাও।—[চন্দ্রকেতু যাইতে উদ্যত] আর দেখ।

চন্দ্রকেতু ফিরিলেন।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত ঘুমিয়েছে?

চন্দ্রকেতু। হাঁ গুরুদেব।

চাণক্য। একবার—না জাগিও না। ঘুমোক্। তবে মুরাকে—না আজ রাত্রে কোন প্রয়োজন নাই। কাল তুমি প্রত্যূষে উঠ্‌বে। চন্দ্রগুপ্তকে ওঠাবে। মুরা জাগ্রত হবার পূর্ব্বে যুদ্ধযাত্রা কর্ব্বে—তুমি আর চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। যাও।

[চন্দ্রকেতু চলিয়া গেলেন]।

চাণক্য। উদার যুবক! আবার!—না প্রেয়সী! হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।—নির্ব্বোধ যুবক! পরের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করে' বসে' আছ! চন্দ্রগুপ্ত তোমার কে!—মূর্খ!

[প্রস্থান]।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—হিরাটের প্রাসাদ। কাল—প্রভাত।

আন্টিগোনস্ ও বন্দী অবস্থায় সেলুকস দণ্ডায়মান।

আন্টিগোনস্। সেলুকস! তুমি আজ আমার বন্দী!

সেলুকস। জানি আন্টিগোনস্।

আন্টিগোনস্। আজ তোমার সে দম্ভ কোথায় সম্রাট্?

সেলুকস। দম্ভ কখন করি নাই। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। অনেক যুদ্ধে জয়ী হ'য়েছি। আজ তোমার হস্তে পরাজিত হ'য়েছি! আবার যদি যুদ্ধ হয়—

আন্টিগোনস্। আর যুদ্ধ হবে না সেলুকস! এই শেষ যুদ্ধ।

সেলুকস। শেষ যুদ্ধ।—তুমি আমায় হত্যা কর্ব্বে না?

আন্টিগোনস্। না, হত্যা কর্ব্ব না।

সেলুকস। তবে কি কর্ত্তে চাও?—আন্টিগোনস্! এ কি! তোমার চক্ষে একটা হিংস্র জ্বালা দেখ্‌ছি। মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে! দন্তে দন্তে ঘর্ষণ কর্চ্ছ! তুমি যেন মনে মনে একটা পৈশাচিক সঙ্কল্প আঁটছো; আবার তারই ভীষণ আকার দেখে নিজেই শিউরে উঠ্‌ছো!

আন্টিগোনস্। না, আমি তোমায় হত্যা কর্ব্ব না।

সেলুকস। বার বার সে কথা উচ্চারণ কর্চ্ছ কেন আন্টিগোনস্?

আন্টিগোনস্। আমরা সুসভ্য গ্রীকজাতি। যুদ্ধে পরস্পরের বক্ষে ছুরি বসাই, হিংস্র ব্যাঘ্রের মত পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরি। যুদ্ধের পর শত্রুকে চিরান্ধ কারাগৃহে আজীবন বদ্ধ করে' রাখি। কিন্তু হত্যা করি না তোমায় সেই চিরান্ধকার কারাগারে রেখে দেবো। হত্যা কর্ব্ব না। ভয় নাই।

সেলুকস। না আন্টিগোনস্! বরং আমায় একেবারে হত্যা কর। তিলে তিলে বধ কোরো না।

আন্টিগোনস্। না আমরা যে সভ্য গ্রীক্। তোমায় আজীবন বন্দী করে' রাখ্‌বো। এমন কক্ষে বদ্ধ করে' রাখ্‌বো যেখানে সূর্য্যের আলোক ভয়ে প্রবেশ করে না, বাতাস প্রত্যাহত হ'য়ে ফিরে আসে।—হত্যা কর্ব্ব না।—সেলুকস! আমি শৈশবে পিতৃহীন। দাক্ষিণ্যের দ্বারে ভিক্ষুক করে' ঈশ্বর আমাকে বিশ্বে ছেড়ে দিয়েছিলেন। দারিদ্র্যের কঠোর বাধা ঠেলে নিজের শৌর্য্যে ও দক্ষতায় সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়েছিলাম—সে কি আমার লজ্জার কথা?

সেলুকস। আমি তা কখন বলি নাই।

আন্টিগোনস্। না!—তথাপি সংসারের এরূপ অবিচার, যে আমার পিতা কে আমি তা'র সংবাদ ত'াকে দিতে পারি নাই বলে' সে আমাকে জারজ বলে' ঘৃণা করে' দূরে দূরে রাখে। আমার পিতা কে তা আমি জানি না; কিন্তু বোধ হয় তোমারই মত তাঁ'র মানুষেরই চেহারা ছিল।—জারজ! আমার জন্মের জন্য আমি দায়ী নহি, আমার কার্য্যের জন্য আমি দাযী। আমাকে কখন একটা নীচ কাজ কর্ত্তে দেখেছো?

সেলুকস। না।

আন্টিগোনস্। তবে!—না, এখন আর তোমার প্রশংসার মূল্য কি? এখন তোমাকে অধম টিয়াপাখীটির মত যা বলাবো. তাই ব'লবে।—এই যে সেলুকসের কন্যা।

বন্দীভাবে সপ্রহরী হেলেনের প্রবেশ।

হেলেন। এই যে বাবা।—বাবা! বাবা!—[সেলুকসের বক্ষে গিয়া মুখ লুকাইলেন।]

সেলুকস। হেলেন! কন্যা আমার!

[তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন]।

আন্টিগোনস্। সাদর সম্ভাষণ শেষ হ'য়েছে সম্রাট্?—না হ'য়ে থাকে, শেষ করে' নাও। আমি অপেক্ষা কর্চ্ছি। এত নিষ্ঠুর আমি নই।—এই তোমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

হেলেন। শেষ সাক্ষাৎ?

আন্টিগোনস্। হাঁ রাজকন্যা! তোমার পিতাকে দণ্ড দিয়েছি—আজীবন চিরান্ধকারাগারে বাস।

হেলেন। যে আজ্ঞা বিচারকর্ত্তা।

আন্টিগোনস্। তোমার কিছু ব'লবার আছে?

হেলেন। আমার?—কিছু না। বীরের প্রতি বীরের আচরণ—বীরের বিচার্য্য। বন্দীর প্রতি জয়ীর ব্যবহার—জয়ীর অভিরুচি। আমার কি! অনধিকার চর্চ্চা আমি করি না।

আন্টিগোনস্। এইমাত্র!—সেলুকস। তোমার কন্যা অতি পিতৃভক্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি!

হেলেন। আন্টিগোনস্! তোমার রাজ্য সম্বন্ধে তুমি কথা কও। পিতার প্রতি কন্যার স্নেহ—কন্যার বিচার্য্য। তোমার নয়।

আন্টিগোনস্। এখনও গর্ব্ব!

হেলেন। জানি আন্টিগোনস্, তুমি আমায় এখানে কেন এনেছো। কিন্তু এ বামনের চাঁদে হাত। পাবে না।—তুমি এখন জয়ী, একটা রাজ্যের অধিপতি। সেখানে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর্ত্তে পাবো। কিন্তু আমারও একটা রাজ্য আছে। সে রাজ্যের অধীশ্বরী আমি। সে রাজ্যে তোমার প্রবেশের অধিকার নাই।—যা'ন পিতা, আপনি বীর! যদি বীরের প্রতি বীরের এই যোগ্য ব্যবহার হয়, যা'ন আপনি অন্ধকার কারাগৃহে। আমিও যাই। আমাদের এই জন্মের মত বিচ্ছেদ। পিতা! বিদায় দেন।—এ কি বাবা! মাথা হেঁট করে' রৈলেন যে!

সেলুকস। হেলেন!—না।—তাই হোক্।

হেলেন। পিতা! এ বিচ্ছেদে আমাদের উভয়ের দুঃখ সমান। আপনিও চক্ষে যে অন্ধকার দেখ্‌বেন, আমিও চক্ষে সেই অন্ধকার

দেখ্‌বো। আপনিও পুরুষের মত সহ্য করুন, আমিও নারীর মত সহ্য কর্ব্ব। কিসের ভয়!—এই আন্টিগোনস্‌ আমাদের উপর চোখ রাঙাবে?—

আন্টিগোনস্‌। হেলেন! কেন আমার প্রতি বিরূপ হ'চ্ছ!—আমায় বিবাহ কর! আমি তোমার পিতার ক্রীতদাস হ'য়ে থাকবো। তাঁকেই আবার এই সিংহাসনে বসাবো। হেলেন! প্রসন্ন হও, এই সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি।

হেলেন। [সব্যঙ্গহাস্যে] মূর্খ! প্রলোভন দেখিয়ে নারীর হৃদয় জয় কর্ত্তে চাও! নারীর ধর্ম্ম—প্রভাত সূর্য্যের চেয়েও যা ভাস্বর, মৃত্যুর চেয়েও যা প্রবল, মাতার স্নেহের চেয়েও যা পবিত্র,—সেই নারী-ধর্ম্ম—তোমার এই ধূলিমুষ্টি দিয়ে ক্রয় কর্ত্তে চাও! স্পর্দ্ধা বটে!—যাও, আমি তোমায় ঘৃণা করি!

আন্টিগোনস্‌। উত্তম!—সেলুকস! আর আমার অপরাধ নাই।—প্রহরী! দুইজনকে দুই অন্ধকূপে নিক্ষেপ কর।—নিয়ে যাও!

প্রহরীদ্বয় সেলুকসকে ও হেলেনকে ধরিল।

হেলেন। বিদায় দেন বাবা!

সেলুকস। "হেলেন!"—[মস্তক অবনত করিয়া চক্ষু মুছিলেন।]

হেলেন। এ কি বাবা! আপনার চক্ষে জল! বীর আপনি। আপনি এই দুঃখভারে নুয়ে প'ড়্‌ছেন! তা হ'লে যে পারি না। আমি শিশুকে অনাহারী, বৃদ্ধকে লাঞ্ছিত, রুগ্নকে পরিত্যক্ত, মৃতদেহকে পদাহত, সব মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখ্‌তে পারি; কিন্তু আপনার চক্ষে জল যে দেখ্‌তে পারি না।—বাবা! তবে তাই হোক। আপনার জন্য আমি

কি না কর্ত্তে পারি বাবা! স্বচ্ছন্দে নিজেকে বলি দিব? কিন্তু কি কর্লেন বাবা! কি কর্লেন! লজ্জায় মাটির ভিতর মাথা লুকোতে ইচ্ছা কর্চ্ছে, জ্বলে' যাচ্ছি।—ওঃ!—যাক্।—আন্টিগোনস্!—আমি তোমায় বিবাহ কর্ব্ব। আমি তোমার ক্রীতদাসী। [জানু পাতিলেন] বাবাকে ছেড়ে দাও।

সেলুকস। না হেলেন। তা হবে না। তা'র চেয়ে আমি নরকে যেতে প্রস্তুত। কন্যামূল্যে মুক্তি ক্রয় কর্ব্ব না। গ্রীক্ আমি। এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য।—চল কারাগারে প্রহরী। যেখানে ইচ্ছা, নিয়ে চল। বিদায় দাও কন্যা। [বাহু বেষ্টন করিয়া] হেলেন! হেলেন!

প্রহরীদ্বয় তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিল। তাঁহারা প্রহরী কর্ত্তৃক কিয়ৎ দূরে নীত হইলে আন্টিগোনস্ সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "দাঁড়াও"।

প্রহরীরা বন্দীদ্বয়সহ দাঁড়াইল।

আন্টিগোনস্। সেলুকস! মুক্ত তুমি।—আমি জারজ হ'লেও, আমি গ্রীক্। মহত্ত্ব বুঝি।—এ শুদ্ধ সুন্দর নয়, এ স্বর্গীয়। ফিডিয়াস্ এর চেয়ে সুন্দর কিছু কখন কল্পনা কর্ত্তে পারেন নাই। আমি কঠোর। কিন্তু এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে আমার চক্ষেও জল এসেছে।—মহিমাময়!—হেলেন! আমি তোমার যোগ্য নই। সেলুকস! এ সিংহাসন তোমার।—

[প্রস্থান]।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—যুদ্ধাঙ্গন। কাল—সন্ধ্যা।

নারী-শিবিরের সম্মুখে ছায়া ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ।

ছায়া। এই যুদ্ধের ফলাফল জান্‌বার জন্য আমি অধীর হচ্ছি। দূর থেকে কেবল যুদ্ধের কোলাহলই শুন্‌ছি, অথচ যুদ্ধ-পিপাসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

১ম সঙ্গিনী। কেন এত যুদ্ধ-তৃষ্ণা রাজকুমারী?

ছায়া। আমি তাঁকে দেখাতে চাই, যে আমি তাঁর অযোগ্য নই।

১ম সঙ্গিনী। কা'র?

ছায়া। চন্দ্রগুপ্তের।

২য় সঙ্গিনী। মরেছো!

ছায়া। কেন?

২য় সঙ্গিনী। চন্দ্রগুপ্তকে ভালোবেসেছো?

ছায়া। ভালোবেসেছি কি না তা জানি না; তবে জাগ্রতে নিদ্রায় তিনিই আমার ধ্যান।—আমি কাল রাত্রিতে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম জানো?

২য় সঙ্গিনী। না।

ছায়া। স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম যেন আমি ক্রমাগত আকাশে উঠে যাচ্ছি; আর পদতলে কেবল দুইটি মাত্র জিনিষ দেখ্‌তে পাচ্ছি—পৃথিবী

আর চন্দ্রগুপ্ত। পরে আরও উঠে যাচ্ছি—আরও উঠে যাচ্ছি। পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ছোট হ'য়ে গেল, শেষে আর তাকে দেখা গেল না। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত সূর্য্যের মত জ্বল্‌তে লাগ্‌লো।

২য় সঙ্গিনী। বলেছি ত মরেছো—

ছায়া। কিসে?

২য় সঙ্গিনী। ঐ রোগে?

ছায়া। কি রোগে!

২য় সঙ্গিনী। ভালোবাসায়।

ছায়া। তবে যে ব'ল্লে "রোগে!"

২য় সঙ্গিনী। ঐ ত রোগ!

ছায়া। তবে ঐ রোগেই যেন আমি মরি। তার চেয়ে সুখমৃত্যু আমি চাই না।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

ছায়া। কি দাদা! যুদ্ধের সংবাদ?

চন্দ্রকেতু। আমার অশ্ব হত হ'য়েছে। অন্য অশ্ব চাই।

[প্রস্থানোদ্যত]

ছায়া। যুদ্ধের সংবাদ কি?

চন্দ্রকেতু। আমাদের পরাজয়।

ছায়া। পরাজয়!—চন্দ্রগুপ্ত কোথায় দাদা!

চন্দ্রকেতু। বিপন্ন। আমি তাঁর সাহায্যে যা'চ্ছি।

ছায়া। দাঁড়াও আমিও যাবো। আমার অশ্ব প্রস্তুত কর্ত্তে বল।

চন্দ্রকেতু। উত্তম। [প্রস্থান]

ছায়া। [সঙ্গিনীগণের প্রতি] যাও, তোমরা শিবির রক্ষা কর।

[সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।]

ছায়া। ভগবান্! যদি সুযোগ পেয়েছি, যেন কৃতকার্য্য হই, এই বর দাও। তিনি বিপন্ন! আমি যেন তাঁর প্রাণরক্ষা কর্ত্তে পারি। তাতে যদি প্রাণ দিতে হয়, তা হ'লে যেন হাস্যমুখে প্রাণ দিতে পারি। তিনি যদি তার বিনিময়ে, একবার মুহূর্ত্তের জন্য ভালোবেসে—একবার আমার পানে হেসে চান, তা হ'লেই আমার সার্থক মৃত্যু।

দুটি অশ্ব লইয়া চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চন্দ্রকেতু। ছায়া, অশ্ব প্রস্তুত।

ছায়া। চল দাদা। [জানু পাতিয়া] মহেশ্বরি! যে শক্তিবলে তুমি দানব জয় ক'রেছিলে—সেই শক্তির এক কণা দাও মা।—চল দাদা।

[অশ্বারূঢ় হইয়া উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

—:-:-:-:—

স্থান—সেতুপার্শ্বে অরণ্য। কাল—সন্ধ্যা।

চাণক্য একাকী।

চাণক্য। ক্ষুধিত লেলিহান কুক্কুরদের যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়েছি। এখন তা'রা স্বচ্ছন্দে এই প্রবাহিত ভৈরবরক্তধারা পান করুক। এই নিবিড় অরণ্যে ব্যাঘ্র-ভল্লুকের অভাব মানুষ আজ পূর্ণ কর্চ্ছে। তফাৎ

এই যে, ব্যাঘ্র-ভল্লুক উদরের জন্য অনন্যোপায় হ'য়ে মানুষের রক্ত শোষণ করে, আর মানুষ লোভে, অন্ধহিংসায়, পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরে। বলিহারি সৃষ্টি!—ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। দিবার চিতাগ্নি তা'র চারিদিকে ধূ ধূ করে' জ্বলে' উঠেছে! কাল আবার ঐ সূর্য্য উঠ্‌বে! উঠুক্। একদিন আস্‌বে, যে দিন ঐ সূর্য্য আর উঠ্‌বে না। ঐ জ্যোতি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, মলিন, ধূসর হ'য়ে যাবে। তা'র পাংশুরক্ত-বর্ণ ধূম পৃথিবীর পাণ্ডুর মুখের উপর এসে প'ড়্‌বে। তা'র পর তাও প'ড়্‌বে না। কৃষ্ণ সূর্য্য অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই!—কে?

কাত্যায়নের প্রবেশ।

চাণক্য। কাত্যায়ন? কি সংবাদ?

কাত্যায়ন। আমাদের যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েছে।

চাণক্য। পরাজয়!

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত! তাই দেখে আমাদের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়েছে।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত!—কোথায়?

কাত্যায়ন। পূর্ব্বদিকে।

চাণক্য। কোন্ দিকে তা জিজ্ঞাসা করি নি। কোথায়?

কাত্যায়ন। তা জানি না।

চাণক্য। যা আশঙ্কা ক'রেছিলাম।—চন্দ্রকেতু কোথায়?

কাত্যায়ন। তা জানি না। তবে আমি তাকে অশ্ব থেকে প'ড়ে যেতে দেখেছি।

চাণক্য। তুমি এতক্ষণ কি কর্চ্ছিলে মূর্খ?

কাত্যায়ন। আমি ঐ পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ কর্চ্ছিলাম।

চাণক্য। নিরীক্ষণ কর্চ্ছিলে!—যখন জয় নিশ্চিত, মুষ্টিগত!—ওঃ!

কাত্যায়ন। ঐ যে! চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে।

চাণক্য। [সাগ্রহে] কৈ? [করতালি দিয়া] ঐ যে! এখনও আশা আছে কাত্যায়ন! যাও, তুমি সৈন্যদের আশ্বাস দাও। বল চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে পালায় নি,—যাও, শীঘ্র যাও,—দ্বিরুক্তি কোরো না।

[কাত্যায়নের প্রস্থান।[

চাণক্য। চিন্তা নাই! 'কণ্টকেনৈবকণ্টকম্।'—মুরা! মুরা!

মুরার প্রবেশ।

মুরা। কি গুরুদেব!

চাণক্য। এইখানে দাঁড়াও। [দাঁড় করাইয়া] কাঁদ্‌তে জানো নারী?

মুরা। সে কি!

চাণক্য। ঐ চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে! তোমায় কাঁদ্‌তে হবে।

মুরা। পুত্র! পুত্র! [অগ্রসর হইলেন]

চাণক্য। খবর্দ্দার! এখন স্নেহ নয়—তিক্ত-ভর্ৎসনা, উষ্ণ অশ্রুজল, পুত্রের উপর মাতার অভিমান, অভিনয় কর্ত্তে হবে।—প্রস্তুত?

ধীরে মুক্ত তরবারি হস্তে নতমুখে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ।

চাণক্য। এই যে চন্দ্রগুপ্ত!— চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধে জয়লাভ করে' এসেছে মুরা!—তাকে তোমার বক্ষে নাও! বীরপুত্র তোমার! উৎসব কর।

চন্দ্রগুপ্ত। না গুরুদেব! আমি জয়লাভ করে' আসি নি।

চাণক্য। সে কি!—তবে!

চন্দ্রগুপ্ত। আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছি।

চাণক্য। সে কি! অসম্ভব! মুরার পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করে কিম্বা প্রাণ দেয়; পালায় না।

মুরা। পালিয়ে এসেছো!—স্থিরচিত্তে একথা ব'ল্‌ছো চন্দ্রগুপ্ত! পালিয়ে এসেছো! মর্ত্তে পারোনি?—ভীরু!

চাণক্য। না এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য।—যাও, যুদ্ধ কর চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। পার্ব্ব না! [তরবারি পদতলে রাখিলেন]

চাণক্য। কি পার্ব্বে না?

চন্দ্রগুপ্ত। ভাইয়ের গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে।

মুরা। কাপুরুষ!

চন্দ্রগুপ্ত। কাপুরুষ নই—ভাই।

চাণক্য। যে ভাই তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছে!

চন্দ্রগুপ্ত। তবু সে ভাই।

মুরা। যে ভাই তোমার মাতাকে অপমান ক'রেছে!—কি নীরব রৈলে যে!

চাণক্য। যা'র রাজত্ব দৌরাত্ম্যের নামান্তর মাত্র!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! ভ্রাতৃবিরোধ, কি আপনি আজ্ঞা দেন?

চাণক্য। হাঁ ধর্ম্মযুদ্ধে। কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি ব'লে-ছিলেন?

চন্দ্রগুপ্ত। মার্জ্জনা কর্ব্বেন গুরুদেব! শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

চাণক্য। [সপদদাপে] এই পাপেই আর্য্যাবর্ত্ত গেল। চন্দ্রগুপ্ত! গীতার মহাত্মা তুমি কি বুঝ্‌বে?—শাস্ত্রচর্চ্চা ব্রাহ্মণের অধিকার।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের অধিকার ব্রাহ্মণ ভোগ করুন। আমায় বিদায় দিউন।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তোমার এই দৌর্ব্বল্য আমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি। অন্য সময়ে এ দৌর্ব্বল্যে যায় আসে না। শুষ্ক নৈরাশ্যে অলস প্রহর যাপন কর, উষ্ণ অশ্রুজলে নৈশ উপাধান অভিষিক্ত কর,—যায় আসে না। সময় সময় ক্রন্দনও বিলাস। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এ দৌর্ব্বল্য সাংঘাতিক। ভূমিকম্পের মত উঠে, সে নিমিষে শতাব্দীর রচনা ভূমিসাৎ করে। চন্দ্রগুপ্ত! মুহূর্ত্তে জীবনের সাধনা নিষ্ফল করে' দিও না। জীর্ণ বস্ত্রসম এই আলস্য হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। যুদ্ধে অগ্রসর হও।

চন্দ্রগুপ্ত। মার্জ্জনা কর্ব্বেন গুরুদেব!

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত! সত্যই কি আমার পুত্র তুমি!! যে নন্দ—

চন্দ্রগুপ্ত। তাকে মার্জ্জনা কর মা!

মুরা। মার্জ্জনা! সর্ব্বাঙ্গে দিবারাত্র শত বৃশ্চিকের দংশনের জ্বালাকে শীতল কর্ত্তে পারে এক—নন্দর রক্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। মা, শৈশবে কত তা'র সঙ্গে খেলা ক'রেছি; তা'কে কত খেলেনা কিনে দিয়েছি; তোমার কাছে মিষ্টান্ন পেয়ে আর আধখানি ভেঙ্গে নন্দকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছি; পিতার তিরস্কারে তা'র ছলছল চক্ষুদুটি চুম্বন করে' অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছি। একদিন এক পলাতক অশ্ব ছুটে যাচ্ছিল, নন্দ সম্মুখে প'ড়েছিল,

তার আসন্ন বিপদ দেখে আমি তা'কে বক্ষ দিয়ে ঘিরে অশ্বের পদাঘাত নিজের পীঠ পেতে নিয়েছিলাম। আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আবার সেই কোমল তরুণ ঢল ঢল মুখখানি দেখ্‌লাম, আর সেই সব কথা একসঙ্গে মনে পড়ে' গেল। তা'র মাথার উপর খড়্গ ওঠাইতে আমার পিতৃরক্ত হৃৎপিণ্ডে লাফিয়ে উঠে পঞ্জরের দ্বারে সবলে আঘাত করে' চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌লো "সাবধান চন্দ্রগুপ্ত! ও ভাই!—মগধের সাম্রাজ্য কি ভাইয়ের চেয়ে বড়?"

মুরা। নন্দ তোমার ভাই। কিন্তু আমার কে?

চন্দ্রগুপ্ত। নন্দ তোমার পুত্র। মা! গর্ভে ধারণ না কর্লে কি পুত্র হয় না? নন্দের মাতার মৃত্যুর পর তার মাতৃস্বরূপিনী হ'য়ে তুমি তাকে মানুষ কর নি? স্তন্যপান করাও নি? বুকে করে' ঘুম পাড়াও নি?

মুরা। সেই জন্যই ত ক্ষমা কর্ত্তে পারি না। সে সব কথা নন্দ ভুলে যেতে পারে, আমি পারি না!—যখন অধম বাচাল আমার কেশ আকর্ষণ করে—আর নন্দ শূদ্রাণী মা বলে' ব্যঙ্গ করে—তখন কি বল্‌বো পুত্র—ওঃ!—তোমার কাছে মাতার অপমান কি কিছুই নয়? মা তোমার কেউ নয়?

চাণক্য। এক মাতৃগর্ভে জন্ম ব'লেই ভাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ না? মায়ের চেয়ে ভাই বড়? জগতে এই প্রথম হ'ল, যে সন্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয় না!—[মুরাকে] কাঁদো অভাগিনী নারী! এই তোমার পুত্র! মা চিনে না!—জানে না যে জগতে যত পবিত্র জিনিষ আছে, মায়ের কাছে কেউ নয়।

চন্দ্রগুপ্ত। তা জানি গুরুদেব।

চাণক্য। না জানো না! নহিলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা ক'রে? মা—যা'র সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—এক প্রাণ, এক মন, এক নিশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল, তার পর পৃথক হ'য়ে এলে—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত; মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃতে, বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়া সুধা তৈরি' করে' তোমায় পান করিয়েছিল, যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশীষ চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখ্‌বার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহমন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যাচ্ছে; মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানবজীবনে প্রভাত সূর্য্যের মত কিরণ দেয়—বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না, উন্মুক্ত উদার কম্পিত আগ্রহে দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায়;—এ সেই মা!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! রক্ষা করুন, আমায় ভ্রাতৃবধে উত্তেজিত কর্ব্বেন না।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত! এতদিনে বুঝ্‌লাম যে, আমি তোমার কেউ নই। নন্দ ক্ষত্রিয়, তুমি ক্ষত্রিয়কুমার। নন্দই তোমার ভাই! আমি শূদ্রাণী। আমি তোমায় গর্ভে ধারণ ক'রেছিলাম মাত্র। আমি কে! আমি ত তোমার মা নই।

চন্দ্রগুপ্ত। পুত্রের উপর তুমি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারো মা। তুমি আমার মা নও? তুমি শুদ্ধ আমার মা নও, তুমি আমার ধর্ম্ম, তুমি আমার সাধনা, তুমি আমার ঈশ্বরী। তোমার আজ্ঞা আমার কাছে দৈববাণী।

মুরা। তাই যদি সত্য হয়,তবে যুদ্ধে অগ্রসর হও।—কি! তথাপি নীরব!—চন্দ্রগুপ্ত! [ভগ্নস্বরে] আমি তোমার মা, তোমার অপমানিত প্রপীড়িত পদাহত মা। এই আমার আজ্ঞা।—এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি।

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আর দ্বিধা নাই। তোমার আজ্ঞাই এই প্রশ্নসঙ্কুল কুটিল জগতে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক্। আমি যেন তোমাকেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা করে' পার্শ্বে ভ্রূক্ষেপ না করে', সংসারসমুদ্রে তরী বেয়ে চলে' যাই।—মা আশীর্ব্বাদ কর। এই মুহূর্ত্তে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

মুরা। এই ত আমার পুত্র।

চাণক্য। এই ত আমার শিষ্য। এই ক্ষণিক অবসাদ তোমার প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। একবার সবলে—

দূর নেপথ্যে। এই দিকে। এই দিকে।

চাণক্য। ঐ তা'রা আসছে—এখানেই আসছে। একবার ওঠো বৎস! মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের মত দ্বিগুণ তেজে জ্বলে' ওঠো। ঐ তূর্য্যধ্বনি! তোমার সৈন্যরাও আস্‌ছে। ভয় নাই। একা চন্দ্রগুপ্ত শত নন্দের সমান। কারও সাধ্য নাই যে আমার শিষ্যকে পরাস্ত করে।—দূরে ঐ চন্দ্রকেতু সসৈন্যে তোমার সাহায্যে আস্‌ছে।

নিকটতর নেপথ্যে। এই জঙ্গলের ভিতরে।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত দৃঢ় হও —এসো মুরা—জয়োস্তু।

মুরা। আমার পদধূলি নাও বৎস। [পদধূলি দান]

উভয়ের প্রস্থান বিপরীত দিক্‌ হইতে সৈন্য চতুষ্টয়ের সহিত মুক্ত তরবারি হস্তে নন্দের প্রবেশ।

নন্দ। এই যে এখানে কাপুরুষ! [আক্রমণ করিলেন]।

চন্দ্রগুপ্ত। আপনাকে রক্ষা কর নন্দ। [তরবারি উঠাইলেন]—একি! হাত কাঁপে কেন!

যুদ্ধ হইতে লাগিল। দুইজন সৈনিক ভূশায়ী হইল। পরিশেষে চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে নন্দের তরবারি করচ্যুত হইল। চন্দ্রগুপ্ত তাহার পর স্বীয় তরবারি দিয়া নন্দের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে, নন্দ হস্ত দিয়া নিবারণ করিতে গিয়া কহিলেন—"আমায় বধ কোরো না।" চন্দ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন "আমার বক্ষে এস,—ছোট ভাইটি আমার"। ইত্যবসরে অবশিষ্ট সৈনিকদ্বয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, সেই মুহূর্ত্তে প্রথমে চন্দ্রকেতু ও ছায়া, তৎপশ্চাতে অন্যান্য সৈনিক আসিয়া উহাদের প্রতি ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক এই সময়ে চাণক্যকে সেতুর উপরে দেখা গেল। তিনি কহিলেন "বধ কোরো না, বন্দী কর।"

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—সমুদ্রতীর। কাল—সন্ধ্যা।

সৈনিকগণ গাহিতেছিল। দূরে আন্টিগোনাস্ নীরবে দণ্ডায়মান।

গীত।

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা;
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা;
দীপ্ত করি' সে তিমির জাগে কাহার আনন খানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি' ধরণী মুগ্ধনয়নে চাহে;
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটি ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে;
উজ্জল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীর খানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপনকুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলনমধুর হাসি,
শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলনমুখরবাণী,—
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

আণ্টিগোনাস্। এরা গৃহে ফিরে যাচ্ছে।—কি আনন্দ! বহুদিন পরে প্রিয়জনের মুখ দেখ্‌বে। আনন্দ হবে না! আর আমি!—দেশে কেউ নাই, যা'র মুখ আমার উদয়ে উজ্জ্বল হবে। এক বৃদ্ধা মাতা—শৈশবে লালন ক'রেছিলেন বটে,—কিন্তু তার পর আমাকে পশুর মত হাটে বিক্রয় করেন। জগতে আমার ভালবাস্‌বার পাত্র কেহ নাই, আমায় কেউ ভালবাসে না।—আমি দেশে চলেছি তবে কিসের জন্য? হাউইকে যেমন একটা মহাজ্বালা আর্ত্তশ্বাসে ঊর্দ্ধে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি—একটা তীব্রব্যঙ্গ ক্ষিপ্তবেগে আমায় ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। এক মহাব্যাধি—অথচ সে আমার নিজের সৃষ্ট নয়, তার জন্য আমি দায়ী নই। অথচ সংসারের এমনই বিচার—না, তা'রই বা অপরাধ কি!—স্বয়ং ঈশ্বরের এই বিচার! সন্তান তা'র পিতার পাপ, দৈন্য, ব্যাধির ভাগী হয় না? অথচ—যাক্। ভাব্‌বো না। ক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবো।—মেঘ করে' আস্‌ছে, বাতাস উঠেছে। সমুদ্র গর্জ্জন কর্চ্ছে।—যাও, উচ্ছ্বসিত নীল সিন্ধু! কল্লোলিয়া যাও। মানবের ক্ষুদ্র দম্ভ উপেক্ষা করে', কালের ভ্রূকুটী তুচ্ছ করে', অনন্ত আকাশের সঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে দিয়ে, সৃষ্টির অনাদি সঙ্গীত গাইতে গাইতে মৃদুমন্দ অন্দোলনে পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে প্রান্তে ধাবিত হও। স্বাধীন উন্মুক্ত উদার তুমি, সৃষ্টির মহা বিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে এই একই ভাবে চলেছ। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ,—নিম্নে তুমি তা'র স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলকে তুমি তোমার অগাধ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত কর। উন্মত্ত ঝঞ্ঝার সঙ্গে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে তোমার দানবী ক্রীড়া কর—ক্ষুব্ধ গম্ভীর মন্দ্রে বজ্রধ্বনির উত্তর দাও।

রাত্রিকালে ফেণায়িত পিঙ্গল ফণায় বিদ্যুৎকে উপহাস কর। ঝঞ্ঝার অবসানে আবার নির্ম্মল আকাশের মত তুমি নীল, স্থির, মৌন, উদার, গম্ভীর। হে ভীম! হে কান্ত! হে অবাধ অগাধ সমুদ্র! তোমার উদ্দাম প্রমত্ত অন্ধ বিক্রমে, যাও বীর! চিরদিন সমভাবে কল্লোলিয়া যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—কারাগার। কাল—রাত্রি।

নন্দ ও বাচাল একটী কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে বাহির হইয়া আসিলেন। নন্দ চিন্তামগ্ন।

নন্দ। এ কক্ষও অন্ধকার!

বাচাল। হোক্ অন্ধকার। আস্থ্লার হাত থেকে ত বেঁচেছি।

নন্দ। এই কক্ষে কাত্যায়নকে বন্দী করে' রেখেছিলাম?

বাচাল। হাঁ মহারাজ।

নন্দ। কি ভয়ানক!

বাচাল! আর এই ঘরে তা'র সাত ছেলেকে না খেতে দিয়ে হত্যা ক'রেছিলেন, মহারাজ!

নন্দ। অনুতাপ হচ্ছে।

বাচাল। হচ্ছে নাকি মহারাজ? তবে আর কোন ভয় নেই।

নন্দ। ভয় নেইই বা বলি কেমন করে'।—তবে চন্দ্রগুপ্ত আমায় বধ কর্ব্বে না। যদি করে, ত সে ঐ শীর্ণ ভ্রূকুটিকুটিল প্রতিহিংসা-

পরায়ণ ব্রাহ্মণ। সেদিন ব্রাহ্মণ আমার পানে চাইল—যেন সে নখরাহত শীকারের প্রতি শার্দ্দুলের লোলুপ চাহনি।

বাচাল। তা ভয় কিসের?

নন্দ। তোমার কি ভয় কর্চ্ছে না, বাচাল?

বাচাল। কিছু না। মহারাজকে হদ্দমদ্দ বধ কর্ব্বে। তা'র বাড়া আর ত কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না। তা'তে আর আমার ভয় কি? আমার ভগ্নী বিধবা হবে, এই যা।

নন্দ। ও! তুমি ভাব্‌ছো আমায় তা'রা বধ কর্ব্বে, আর তোমায় ছেড়ে দেবে?

বাচাল। মহারাজ ঠিক অনুমান ক'রেছেন।

নন্দ। তা মনেও কোরো না।

বাচাল। এঁ্যা—!

নন্দ। তুমি চন্দ্রগুপ্তের মাতার কেশাকর্ষণ ক'রেছিলে।

বাচাল। এঁ্যা ক'রেছিলাম না কি?

নন্দ। তুমি চাণক্য পণ্ডিতের শিখা ধরে' টেনেছিলে।

বাচাল। কৈ?—না!

নন্দ। তার উপর তুমি আমার শ্যালক।

বাচাল। তাই না কি!

নন্দ। আমায় যদি ছাড়ে, তোমায় ছাড়্‌ছে না।

বাচাল। এঁা—[করজোড়ে] মহারাজ!

নন্দ। আমার কাছে হাত জোড় কর্চ্ছ কি—

বাচাল। অভ্যাস।—কিন্তু আমি কিছু জানি না। [কম্পিত]

নন্দ। ভয় কি। বধ কর্ব্বে বৈত নয়।

বাচাল। বৈ-ত নয় কি রকম!

নন্দ। তুমি ত এখনই বল্‌ছিলে।

বাচাল। মহারাজ! এ কথা যে আমি শুনেছি তা' স্মরণ হচ্ছে না।

নন্দ। তা জানি। স্মরণশক্তি তোমার বেশ আয়ত্ত। এখনই বল্লে।

বাচাল। বৈ!—বলে'ও যদি থাকি, আমার সে রকম মানে ছিল না।

নন্দ। তোমায় বধ কর্ব্বেই।

বাচাল। [করজোড়ে] না,—

নন্দ। নিশ্চই কর্ব্বো।

বাচাল। বিধবা হবে।

নন্দ। তুমি মরে' গেলে আবার বিধবা হবে কে! তোমার ত স্ত্রী নাই।

বাচাল। হায় রে! এ সময় একটা স্ত্রীও নেই যে বিধবা হয়।

নন্দ। তোমার জন্য কাঁদ্‌বার কেউ নাই।

বাচাল। কিন্তু স্ত্রী থাকৃত ত কাঁদ্‌ত—সেটা মনে রাখ্‌বেন, মহারাজ।

নন্দ। এ আসন্ন বিপদেও তোমার ভাঁড়ামিতে আমার হাসি পাচ্ছে।

বাচাল। সে কথা মনে রাখ্‌বেন, মহারাজ! 'হাসি পাচ্ছে' মনে রাখ্‌বেন।

নন্দ। মহারাণীকে যুদ্ধের আগে তুমি মন্ত্রীর আশ্রয়ে রেখে এসেছিলে ত ?

বাচাল। তা ঠিক রেখে এসেছিলাম, মহারাজ।

নন্দ। ও কি শব্দ?—বাচাল!

বাচাল। [কাঁপিতে কাঁপিতে] এলো বুঝি! দরোজা খোলে যে!

প্রহরীদ্বয় সহ কাত্যায়নের প্রবেশ।

কাত্যায়ন। এই যে মহারাজ!

নন্দ। বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। আমি বিশ্বাসঘাতক!

নন্দ। আশৈশব আমার পিতার অন্নে পুষ্ট হ'য়ে—

কাত্যায়ন। তিনি তোমারও পিতা, চন্দ্রগুপ্তেরও পিতা। তোমার পিতার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করি নাই, মহারাজ! আমি তাঁর এক পুত্রের বিরুদ্ধে অপর পুত্রের পক্ষ নিয়েছি।

নন্দ। হাঁ, তাঁর দাসীপুত্রের পক্ষ নিয়েছো। লজ্জা করেনা, ব্রাহ্মণ—যে তুমি আর চাণক্য—দুই ব্রাহ্মণ, আর্য্য, দ্বিজ হ'য়ে—ষড়যন্ত্র করে' অনার্য্য পার্ব্বত্য সেনার সাহায্য নিয়ে ক্ষত্রিয়কে সিংহাসনচ্যুত করে' পিতার দাসীপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছো। এক শূদ্র—জারজ শূদ্র—আজ মগধের সিংহাসনে! অহো, কি দুর্দ্দৈব! এই তোমার কীর্ত্তি!—কি! মুখ নীচু করে' রৈলে যে, বিশ্বাসঘাতক!

কাত্যায়ন। আমি বিশ্বাসঘাতক চিরদিন ছিলাম না, নন্দ! তুমি আমায় বিশ্বাসঘাতক করে' তুলেছ। তুমি আমার সপ্ত পুত্রকে, নিরীহ বেচারিদের, কারাগারে নিক্ষেপ করে' বধ ক'রেছ। আমি আমার এই

বৃদ্ধ ক্ষীণদৃষ্টির সম্মুখে তা'দের—এই কক্ষে, এই অন্ধকারে, একে একে অনাহারে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে' যেতে দেখেছি। প্রতি পুত্র তা'র মুষ্টিমেয় খাদ্যের শীর্ণশেষাংশ, মরে' যাবার আগে, আমায় দিয়ে গেল; মর্ব্বার আগে তোমায় অভিশাপ দিয়ে গেল, আব আমায় বলে' গেল, "বাবা প্রতিহিংসা নিও"। তুমি কি বুঝ্বে নন্দ—সন্তানের জন্য বৃদ্ধ পিতার ব্যথা? যখন ঘনায়মান অন্ধকারে সংসার লুপ্ত হ'য়ে আসে, তখন ইহজগতের ভবিষ্যৎ—একা এই পুত্রই কেবল তার চক্ষে দেদীপ্যমান থাকে। পিতার কীর্ত্তি অকীর্ত্তি, সম্পৎ দারিদ্র্য, পুণ্য পাপ,—ইহজগতের যা' কিছু—সব সে এ পুত্রকেই দিয়ে যায়। আমার এ হেন সাত সাত পুত্রকে তুমি কেড়ে নিয়েছ। আমার ভবিষ্যৎ একটা শূন্য নৈরাশ্যে, হাহাকারে পরিণত ক'রেছো।—তবু তা'রা তোমারই সঙ্গে খেলা কর্ত্ত। তোমার কোন অনিষ্ট করে নি।

নন্দ। [ঈষৎ চিন্তা করিয়া] ব্রাহ্মণ! আমি অন্যায় ক'রেছি। ঘোরতর অন্যায় ক'রেছি। আমি এত পাষণ্ড ছিলাম না। সঙ্গদোষ আমায় পাষণ্ড ক'রেছে।

কাত্যায়ন। মহারাজ! কেমন করে' তুমি এত নিষ্ঠুর হ'লে! তোমাকে যে এতটুকু বেলা থেকে আমি দেখ্ছি। তোমাকে যে কত কোলে পীঠে করে' মানুষ ক'রেছি। এত নিষ্ঠুর তুমি হ'লে কেমন করে'!

নন্দ। আমায় ক্ষমা কর, ব্রাহ্মণ!

কাত্যায়ন। যাও নন্দ! তোমায় ক্ষমা কর্লাম। কিন্তু আমি সংসার ত্যাগ কর্ব্ব। সন্ন্যাসী হ'ব।

বাচাল। উত্তম প্রস্তাব। এ সংসারে অনেক হাঙ্গাম।—এর মধ্যে না থাকাই ভালো।—তবে আমরা মুক্ত?

কাত্যায়ন। তোমাদের মুক্তি দিবার অধিকার আমার নাই। তবে মন্ত্রী চাণক্যকে অনুরোধ ক'র্ব্ব।

নন্দ। সেই শীর্ণ ব্রাহ্মণ চাণক্য আজ মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। শুদ্ধ মন্ত্রী নহেন। তিনি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গুরুদেব।

নন্দ। শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত মহারাজ! ভিক্ষুক চাণক্য মন্ত্রী! আর—সেনাপতি?

কাত্যায়ন। মলয়রাজ চন্দ্রকেতু—

নন্দ। উত্তম!—ব্রাহ্মণ! তোমার প্রতি অত্যাচার ক'রেছি। তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইতে আমার দ্বিধা নাই, লজ্জা নাই। কিন্তু এই শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত আর শূদ্রাণী মুরাকে আমি ঘৃণা করি। যদি মুক্তি পাই—

কাত্যায়ন। আমি তোমার মুক্তির জন্য অনুরোধ কর্ব্ব।

বাচাল। আজ্ঞে, মন্ত্রী মহাশয়! আমার জন্যও একটু অনুরোধ কর্ব্বেন।

কাত্যায়ন। তুমি স্বয়ং এসে কর, বাচাল! মন্ত্রী চাণক্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বাচাল। ও বাবা!

কাত্যায়ন। সেই জন্যই আমি এসেছি।

নন্দ। বাচালকে তাঁর কি প্রয়োজন?

কাত্যায়ন। জানিনা।—এসো, বাচাল।

বাচাল। আজ্ঞে—[সরোদন স্বরে] মহারাজ—

নন্দ। আমি আর কি কর্ব্ব! আমিও আজ তোমার মতই বন্দী। যাও—

বাচাল। আজ্ঞে—তাকে ভাব্‌তেই যে আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে। তার কাছে যাব কেমন করে'?

কাত্যায়ন। এস, বাচাল! কোন ভয় নাই।

বাচাল। ভরসাও নাই।

কাত্যায়ন। এসো।

বাচাল। চলুন।

[কাত্যায়নের সহিত বাচালের প্রস্থান।]

নন্দ। এই দাসীপুত্র আজ মগধের সিংহাসনে!—যদি মুক্তি পাই—

[কক্ষান্তরে গমন]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—চাণক্যের কুটীরাভ্যন্তর। কাল—রাত্রি।

চাণক্য একাকী।

চাণক্য। ফিরে যাবো! কোথায়? নিশ্চিন্ত আলস্যে? নিষ্কর্ম্ম নৈরাশ্যে?—না, সে পচা গরম অসহ্য। তার চেয়ে এ ভালো। এতে প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা আছে, উত্তেজনার কটু উন্মাদনা আছে,

পতনের নিশ্চিন্ত লক্ষ্য আছে। হয় স্বর্গ, নয় নরক। বিধাতা স্বর্গ থেকে আমায় ভ্রষ্ট ক'রেছেন যদি,—নরকে যাবো। ঈশ্বর! তোমার স্বপক্ষে আমায় নিলেনা, তোমার বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবো। কি কর্ব্বে কর।—না, ফিরে যাবো না।—কিন্তু—তথাপি তোমার অক্ষয় সৌন্দর্য্য আমায় বিদ্ধ কর্চ্ছে।—পিশাচী! তোমার পাপের বর্ম্মে আমায় আচ্ছাদিত কর। দেখি, ও কি কর্ত্তে পারে। হে অদৃশ্য মহাশক্তি! আমি তোমার কাছে আত্মবিক্রয় ক'রেছি। আমি তোমার প্রেমিক, আমি তোমার ক্রীতদাস। আমি তোমার অধরের বিষ পান করে' অমর হব। তোমার বিষাক্ত আলিঙ্গন বক্ষে করে' নরকে যাবো। আমায় ছেড়োনা প্রেয়সী।--আমায় হাত্ ধরে' নিয়ে চল—আরও দূরে —আরও দূরে।

বাচালের সহিত কাত্যায়নের প্রবেশ।

চাণক্য। কে? কাত্যায়ন! ও কে?

কাত্যায়ন। নন্দের শ্যালক বাচাল।

চাণক্য। ও!

বাচাল ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

চাণক্য! এখন যে ভারি ভক্তি! একদিন আমার শিখা ধরে' টেনেছিলে।—মনে আছে?

বাচাল। কৈ? না। [পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন]

চাণক্য। ও! স্মরণ নাই? স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। রো'স। আগে —নন্দর পরিবার কোথায়?

বাচাল। আমি ত জানি না।

চাণক্য। [সপদদাপে] তুমি জানো।

বাচাল। [প্রায় সঙ্গে সঙ্গে] আজ্ঞে, জানি।

চাণক্য। কোথায়—?

বাচাল পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন।

চাণক্য। পিছন দিকে চাইছ কি!—নন্দর পরিবার কোথায়? তোমার ভগ্নী?—আর তাঁর পুত্রগণ?

বাচাল। মলয় পর্ব্বতে।

চাণক্য। [সপদদাপে] মিথ্যা কথা।

বাচাল। [প্রায় সঙ্গে সঙ্গে] মিথ্যা কথা।

চাণক্য। কোথায়? সত্য বল। পুরস্কার দিব। কোথায় নন্দর পরিবার?

বাচাল। পিত্রালয়ে।

চাণক্য। কাত্যায়ন! সেখানে সৈন্য পাঠাও। এটাকে কারাগারে বন্ধ করে' রাখো। নন্দের পরিবারকে পাওয়া গেলে একে ছেড়ে দেবো। আর যদি না পাওয়া যায়, এর প্রাণদণ্ড হবে।—যাও।

কাত্যায়ন। এস, বাচাল।

বাচাল। প্রা—ণ—দ—ণ্ড হবে!

চাণক্য। হাঁ, বাচাল।

বাচাল। আমার ভগ্নী সেখানে ত নাই।

চাণক্য। বাচাল! গোখ্‌রো সাপ নিয়ে খেল্‌ছো, মনে রেখো। সত্য বল।

বাচাল। দোহাই ধর্ম্ম!—

চাণক্য। সত্য বল। এই শেষবার।—নন্দের পরিবার কোথায়?

বাচাল। মন্ত্রীর আশ্রয়ে।

চাণক্য। (ক্ষণেক ভাবিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন)—এ সংবাদ সম্ভবতঃ সত্য। আচ্ছা দেখি—প্রহরী!—

প্রহরীর প্রবেশ।

চাণক্য। যাও, একে বন্দী করে' রাখো। সংবাদ সত্য হ'লে ছেড়ে দিব। আর সংবাদ যদি মিথ্যা হয় ত—মৃত্যু।—নিয়ে যাও।

বাচাল। আমার বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে। একটু জল দিন।

চাণক্য। প্রহরী ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে একে জল দাও।

[প্রহরীর সহিত বাচালের প্রস্থান]

চাণক্য। সংসারে কিছুই ফেলা যায় না। আবর্জ্জনাও সার হয়। পুরীষের দুর্গন্ধও পারিজাতের সৌরভে পরিণত হয়। তবে জানা চাই।—কি ভাব্‌ছো, কাত্যায়ন?

কাত্যায়ন। ভাব্‌ছিলাম, মানুষ এত নীচ হ'তে পারে! অত্যাচার, পীড়ন, হত্যা সব সওয়া যায়। কিন্তু এই কৃতঘ্নতা—অসহ্য।

চাণক্য। মানুষের এই কৃতঘ্নতায়ই চাণক্যের রাজনীতির জন্ম; আমি মানুষের এই কদর্য্য প্রবৃত্তি গুলিকে কাজে লাগাই। বন্ধুকে শত্রু করা, ভাইকে দিয়ে ভাইয়ের গলায় ছুরি বসানো, হিংসাকে লেলিয়ে দেওয়া, লিপ্সাকে খাদ্য দেওয়া,—এর নাম চাণক্যের রাজনীতি। যখন ছুরি শানাচ্ছ তখন মুখে হাস্‌তে হবে, যখন পানীয়ে বিষ মেশাচ্ছ তখন আলাপে মোহিত কর্ত্তে হবে।—এরই নাম চাণক্যের রাজনীতি। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"।

কাত্যায়ন। চাণক্য! আমি প্রতিহিংসায় অন্ধ—তবু এ রাজনীতি ঠিক পরিপাক কর্ত্তে পার্চ্ছি না।—

চাণক্য। পার্ব্বে। তোমায় আমি পূরো বিশ্বাসঘাতক করে' ছেড়ে দেবো। শাঠ্য কলাবিদ্যাহিসাবে অভ্যাস ক'রেছি। তোমায় শিক্ষা দিব।

কাত্যায়ন। কিন্তু এ অন্যায়। পাণিনির সূত্রে আছে, "নির্ব্বাণোবাতে"—অর্থাৎ কি না—

চাণক্য। আবার পাণিনি!—বল,—কে বলে অন্যায়?

কাত্যায়ন। সমাজ।

চাণক্য। মানিনা।

কাত্যায়ন। বিবেক।

চাণক্য। বিবেক—একটা কুসংস্কার।

কাত্যায়ন। ঈশ্বর।

চাণক্য। ঈশ্বর নাই।

কাত্যায়ন। চাণক্য! তুমি একেবারে পর্ব্বতশৃঙ্গের কিনারায় দাঁড়িয়েছ।—প'ড়্‌বে।

চাণক্য। পড়ি যদি, একটা প্রকাণ্ড উল্কাপাত হবে। জগৎ চেয়ে দেখ্‌বে।—যাও এখন! আমি ঘুমোবো! প্রস্তুত রেখো।

কাত্যায়ন। কি?—

চাণক্য। যূপকাষ্ঠ, খড়্গ।—বলির জন্য চিন্তা নাই।

কাত্যায়ন। কিন্তু আমি বল্‌ছিলাম—নন্দকে মুক্তি দিলে হয় না?

চাণক্য। তাও হয়। তবে তা হবে না। যাও। সব প্রস্তুত থাকে যেন। ঐ দেখ আমার প্রেয়সী হাস্‌ছে।—যাও।

(কাত্যায়ন সবিস্ময়ে প্রস্থান করিলেন।)

চাণক্য। হে অদৃশ্য মহাশক্তি! থাসা নিয়ে চলেছ! ভেসে যাচ্ছি! কি মধুর তোমার ঐ কুটিল দৃষ্টি, বক্র হাসি, তির্য্যকৃগতি, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, পঙ্কিল স্পর্শ! এই ছেড়ে ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম! কি কুৎসিৎ তুমি, প্রেয়সী! আমি যত দেখ্‌ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি।—একটা কৃষ্ণ দাবানল উঠে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে লেহন কর্চ্ছে। বনের ব্যাঘ্র তা'র ম্রিয়মাণ নিস্পন্দ-প্রায় শীকারকে লোলুপ-বিস্ফারিত-নেত্রে চেয়ে দেখ্‌ছে।—ওঃ কি ভীষণ! কি সুন্দর!

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—হিরাটের প্রাসাদমঞ্চ। কাল—রাত্রি।

সেলুকস উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন; হেলেন দাঁড়াইয়াছিলেন।

সেলুকস। এবার সেকেন্দার সাহার দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ কর্ব্ব। চন্দ্রগুপ্ত! এক বৎসরে তুমি ভারতে গ্রীক উপনিবেশ নির্ম্মূল ক'রেছো! এবার তা'র শোধ দেবো।

হেলেন। বাবা! আপনি ভারত জয় কর্ব্বার জন্য যাচ্ছেন কেন? অর্দ্ধেক এসিয়া আপনার সাম্রাজ্য। পৃথিবীময় আপনার যশ। সিন্ধুর

পর পারে চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব কর্চ্ছে। তা' আপনার এত চক্ষুঃশূল হয় কেন?

সেলূকস। সে রাজত্ব কর্ব্বে কেন? সে ত আর গ্রীক নয়।

হেলেন। মানুষ ত?

সেলূকস। আমার কাছে জগতে দুই জাতি আছে—এক যা'রা গ্রীক—সভ্য; আর এক যা'রা গ্রীক নয়—বর্ব্বর।

হেলেন। বাবা! গ্রীক চিরদিন বিশ্বজয়ী ছিল না; চিরদিন বিশ্বজয়ী থাক্‌বে না। তা'র সূর্য্য অস্ত গিয়াছে! এখন যা দেখ্‌ছি—সে সেই অতীত মহিমার শেষ ম্রিয়মাণ জ্যোতি।—আপনি পরাস্ত হবেন।

সেলূকস। পরাস্ত হবে—বিজয়ী সেলূকস!!!

হেলেন। আপনি বন্দী হবেন।

সেলূকস। বন্দী হব কেন?—তুমি ত আমার ভারি শুভানুধ্যায়ী দেখ্‌ছি।

হেলেন। আপনি অন্যায় কর্চ্ছেন।

সেলূকস। যুদ্ধের বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাইনা—এরিষ্টফেনিস বলেন—

হেলেন। এরিষ্টফেনিস কি বলেন?

সেলূকস। [সন্দিগ্ধভাবে] যে স্ত্রীজাতির তর্ক করা উচিত নয়।

হেলেন। কোথায় ব'লেছেন? আমি নিয়ে আস্‌ছি এরিষ্টফেনিস।

[প্রস্থানোদ্যত]

সেলূকস। না, এরিষ্টফেনিস নয়, থেমিষ্টক্লিস।

হেলেন। থেমিষ্টক্লিস ত রাজনীতিক। তিনি এ বিষয়ে কি ব'লবেন ?

সেলুকস। তবে সফোক্লিস।

হেলেন। নিয়ে আস্‌ছি সফোক্লিস। দেখিয়ে দিন ত, বাবা, তিনি কোথায় একথা ব'লেছেন।

[প্রস্থান]

সেলুকস। মাটি ক'রেছে। সত্য কথা ব'লতে কি, এরিষ্টফেনিস ও সফোক্লিসে আমার সমানই ব্যুৎপত্তি। মতটা আমারই, তবে দুই একটা বড় নামের সঙ্গে যুড়ে দিলে কথাটার মাহাত্ম্য বেড়ে যায়।—মেয়েটা যে সব প'ড়েছে। আবার বলে সংস্কৃত প'ড়বো। ঐ আস্‌ছে। পালাই। [প্রস্থান]

(চারিপাঁচখানি গ্রন্থ লইয়া হেলেনের প্রবেশ।)

হেলেন। কৈ বাবা!—ঐ যে!—পালালে ছাড়্‌ছি না। দেখিয়ে দিতে হবে। ছাড়্‌ছিনে।

(পুস্তকগুলি রাখিয়া প্রস্থান ও সেলুকসের হস্ত ধরিয়া পুনঃ প্রবেশ।)

হেলেন। বসুন। সফোক্লিস কোথায় একথা ব'লেছেন, দেখিয়ে দিতে হবে।

সেলুকস। একি জবরদস্তি!—আমি দেখিয়ে দেবো না। কি কর্ব্বে ?

হেলেন। তবে বল্লেন কেন ?

সেলুকস। বেশ ক'রেছি। তুমি ভারি অবাধ্য মেয়ে। তমি আমায় স্নেহ কর না।

হেলেন্। আমি আপনাকে স্নেহ করিনে বাবা! এ কথা ব'লতে পার্লেন!—আপনার এক বিন্দু চক্ষের জল মুছিয়ে দিতে যে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

সেলুকস। না আমি অন্যায় ব'লেছি হেলেন। আমায় ক্ষমা কর।

হেলেন। না বাবা, অপরাধ আমার। আমি আপনাকে কিছু স্নেহ করি না। আমায় ক্ষমা করুন।

সেলুকস। না মা আমার অপরাধ। তুমি আমায় খুব স্নেহ কর।

হেলেন। [সহাস্যে] কিন্তু সফোক্লিস্ এ বিষয়ে কিছু বলেন নি?

সেলুকস। না।

হেলেন। আচ্ছা তবে আর কোন তর্ক নাই। আচ্ছা বাবা, সেকেন্দার সাহা সম্বন্ধে এক গল্প শুনেছি—সে কি ঠিক?

সেলুকস। কি?

হেলেন। তিনি যখন ভারত জয় কর্ত্তে গিয়েছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে ব্রাহ্মণ তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ল, "আচ্ছা, সেকেন্দর সাহা! ভারতজয় করে' তার পরে আপনি কি জয় কর্ব্বেন?" সেকেন্দার সাহা বল্লেন "চীন জয় কর্ব্ব।" "তার পর?" "আফ্রিকা।" "তার পরে?" "ইয়ুরোপ।" "তার পরে?"—সেকেন্দার সাহা আর কিছু ভেবে না পেয়ে ব'ল্লেন, "তার পরে একটা প্রকাণ্ড ভোজ দেবো।" ব্রাহ্মণ বল্ল'—"ভোজটা এখনই দেন না কেন?"

সেলুকস। সে ব্রাহ্মণ বড় ঔদরিক।

হেলেন। না বাবা, সে ব্রাহ্মণ পরম দার্শনিক। মানুষের উচ্চাশার অন্ত নাই। দার্শনিক ডায়োজিনিস বিপরীত দিকে গিয়াছিলেন।

জীবনের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে' এনেছিলেন। তিনি এক জলপাত্রে বাসা করে' ছিলেন তা ত জানেন!

সেলুকস। মূর্খ দার্শনিক!

হেলেন। মূর্খ? সেইজন্যই কি বীরবর সেকেন্দার সাহা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে গিয়েছিলেন? তিনি দার্শনিককে জিজ্ঞাসা কর্লেন "আমি ভুবনবিজয়ী সেকেন্দার সাহা। তুমি যা' চাও তাই দিতেপারি—কি চাও?"

সেলুকস। তিনি অবশ্য বড় একটা জমীদারি চেয়েছিলেন?

হেলেন। না। তিনি বল্লেন "আমায় ঈশ্বরের রৌদ্র ছেড়ে দাঁড়াও—আর কিছু চাই না।"

সেলুকস। সেকেন্দার নিশ্চয় ভাব্লেন,—এ এক উন্মাদ।

হেলেন। না বাবা! সেকেন্দার সাহা বল্লেন যে "আমি যদি সেকেন্দার সাহা না হ'তাম ত এই ডয়োজিনিস হ'তে চাইতাম।"

সেলুকস। "যদি সেকেন্দার না হ'তাম"—চতুর এই সেকেন্দার সাহা।

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান]

হেলেন। হারে মানুষ! পরের সুখ দেখ্তে পারোনা? দূরে দাঁড়িয়ে পরস্পরের উপর চোখ রাঙ্গাচ্ছ আর গর্জ্জাচ্ছ। ইচ্ছা যে দৌড়ে গিয়ে পরস্পরের টুঁটী কাম্‌ড়ে ধর; পাচ্ছ না শুধু ভয়ে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা যে এই সসাগরা ধরিত্রীকে গ্রাস কর। মা বসুন্ধরা! এমন রাক্ষসকে জন্ম দিয়েছিলে! ঈশ্বর তোমার জঘন্য সৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।

—আদ্যন্ত ভ্রম।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—চন্দ্রকেতু গৃহোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা।

নদীতীরে ছায়া একাকিনী বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন ও গাহিতেছিলেন।

আর, কেন মিছে আশা, মিছে ভালোবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে, সাগরের মণি আকাশের চাঁদ—আমি ত তাহারে পাবনা॥
আজি, তবু তারে স্মরি', সতত সিহরি কেন আমি হতভাগিনী;
কেন, এ প্রাণের মাঝে নিশিদিন বাজে সেই এক মধুরাগিণী।
শুনি,—উঠে সেই গান নীরব মহান্, যায সে আকাশ ছাপিয়া;
দেখি, শুনি' সেই ধ্বনি শিহরে ধরণী, তারাকুল উঠে কাঁপিয়া,
আমি, চেয়ে থাকি—স্থির নীরব গভীর নির্ম্মল নীল নিশীথে;
কেন—রহি' এ মহীতে, সসীম হইতে চাহ সে অসীমে মিশিতে।
আমি, পারি না ত তায়, ধুলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো;
তবে, কেন হেন যেচে দুখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে পারি গো;
—না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে;
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে।

[চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ]

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া!

ছায়া। কে? মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার দাদা কোথায়?

ছায়া। জানিনা। দেখিগে। [প্রস্থানোদ্যত]

চন্দ্রগুপ্ত। দাঁড়াও।

ছায়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ও চন্দ্রগুপ্তের প্রতি স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত। যুদ্ধের পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

ছায়া নীরব রহিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া, তুমি আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছো।

ছায়া নীরব রহিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত। তা'র জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্ব্বার সুযোগ পাই নি। ছায়া, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

ছায়া। [অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে] এই মাত্র!

চন্দ্রগুপ্ত। প্রত্যুপকারস্বরূপ আমি তোমাকে—

ছায়া। কিছু প্রয়োজন নাই মহারাজ। আমরা হীন পার্ব্বত্য জাতি।—উপকার বিক্রয় করি না, মহৎ প্রবৃত্তির ব্যবসা করিনা। মহারাজের জীবন রক্ষা ক'র্ত্তে পেরেছি—এই সৌভাগ্যই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। তা'র অধিক কিছু প্রত্যাশা করি না।

চন্দ্রগুপ্ত। এই কিশোর হৃদয়ে এতখানি মহত্ব! কিম্বা—

ছায়া। মহারাজ! আমরা বাল্যকাল হ'তে মৃগয়া কর্ত্তে শিখি, যুদ্ধ কর্ত্তে শিখি, প্রতারণা কর্ত্তে শিখিনা। সভ্য দ্ব্যর্থক ভাষায় কথা কহিতে শিখিনা। আমি যা ব'লেছি তার ঐ একই অর্থ। তার মধ্যে 'কিম্বা' নাই।

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া! তুমি একটি প্রহেলিকা।

ছায়া। মহারাজ! আমি কোন প্রত্যুপকার চাই না।

[প্রস্থানোদ্যত]

চন্দ্রগুপ্ত । দাঁড়াও ছায়া ! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। উপকার করে' তার পরে তুমি উপকৃতের প্রতি এত উদাসীন কেন ? আমি লক্ষ্য ক'রেছি ছায়া, যে তুমি চন্দ্রকেতুর সঙ্গে যখন কথা কইছ, তখন আমি এলেই তুমি তৎক্ষণাৎ চলে' যাও ।—এত উদাসীন !

ছায়া । [অস্ফুটস্বরে] উদাসীন ! [ক্ষণেক শির অবনত করিয়া পরে সহসা কহিলেন] মহারাজ ! আপনি কখন পর্ব্বতশিখরে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় দেখছেন ?—দিগন্তবিতত বনানীর উপর দিয়ে বিকম্পিত সূর্য্যরশ্মির ঢেউ খেলে যায় যখন,—দেখেছেন কি ?

চন্দ্রগুপ্ত । হাঁ ছায়া ।

ছায়া । আমাদের জীবন সেই রকম—একটা উজ্জ্বল ঘনশ্যাম-লতা—আবেগে কাঁপ্‌ছে। অধিত্যকাবাসী নীচে দাঁড়িয়ে তা'র কি দেখ্‌তে পায় মহারাজ ?

চন্দ্রগুপ্ত । আমরা হয়ত তাই তোমাদের সম্যক্ বুঝি না। তবু মনে হয় যে তোমাদের ঘনশ্যাম আবরণের নীচে হৃদয় আছে।

ছায়া । মহারাজের সৌজন্য যে' কৃষ্ণ দেহ না ব'লে ঘনশ্যাম আবরণ ব'লেছেন। কিন্তু মহারাজ, লক্ষ্য ক'রেছেন কি যে মেঘ যতই কৃষ্ণবর্ণ হয়, ততই সে সলিলসম্ভারসমৃদ্ধ হয়, তা'র বক্ষে ততই তীব্র তড়িৎ খেলে ? আমাদের হৃদয় আছে এইটুকুই কি আপনার মনে হয় ? যদি জান্তেন যে সে হৃদয় কতখানি, তাতে কি তরঙ্গ খেল্‌ছে !

চন্দ্রগুপ্ত । এও কি সম্ভব ! ছায়া তুমি কি আমাকে ভালোবাসো ? এও সম্ভব !

ছায়া । কেন সম্ভব নয়, মহারাজ ? ঈশ্বর অপনাদের দেহের উপর

ছুপোঁচ বেশী রং মাখিয়েছেন, তাই আর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়েনা!—আমি আপনাকে ভালোবাসি কিনা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন? না মহারাজ! আমি আপনাকে ঘৃণা করি। বিবেচনা করেন যে আমি ভিক্ষুকের মত আপনার প্রেম বাঞ্ছা কচ্ছি? আপনি অনুকম্পাভরে আমায় প্রেমমুষ্টি ভিক্ষা দেবেন, আর আমি তাই হাত পেতে নেবো! এত বড় স্পর্দ্ধা!—মহারাজ, আমি হীন বর্ব্বর কৃষ্ণবর্ণ পার্ব্বত্য রমণী। আর আপনি মগধের দেবস্তুত মহারাজ। তথাপি আমি আপনাকে ঘৃণা করি। [দ্রুত প্রস্থান]

চন্দ্রগুপ্ত। অদ্ভুত! প্রাণরক্ষা করে' পরে ঘৃণা! নারীচরিত্র অপূর্ব্ব প্রহেলিকা! বহুদিন পূর্ব্বে মনে পড়ে—সিন্ধুনদতীরে—সেকেন্দার সাহার সমক্ষে সেলুকসের কন্যার সেই কৃতজ্ঞ সজল দৃষ্টি। সেকি ভালোবাসা? না, শুদ্ধ কৃতজ্ঞতা? সেই গ্রীক বালিকা—কি অপূর্ব্ব সুন্দরী!—মহাসমুদ্রের নীল জলরাশির উপর অবতীর্ণ ঊষার ন্যায়—রাশি রাশি রক্তজবার মধ্যে বিকশিত স্থলপদ্মের ন্যায়। যাক্—সে কথা আজ ভাবি কেন! সে একটা মধুর স্বপ্ন।

[চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।]

চন্দ্রগুপ্ত। এই যে চন্দ্রকেতু—

চন্দ্রকেতু। বন্ধু! ব্রাহ্মণের আজ্ঞা আজ রাত্রেই ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের বলি হবে।

চন্দ্রগুপ্ত। [সবিস্ময়ে] সে কি!—বলি হবে!—ব্রাহ্মণের আজ্ঞা!—আমি কে? মগধের মহারাজ না? এত শ্রম, এত আয়োজন কি শুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের হোমাগ্নিতে ঘৃত ঢাল্‌বার জন্য!—চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু। বন্ধুবর!

চন্দ্রগুপ্ত। এ প্রাণদণ্ড হবে না। আমি মার্জ্জনাজ্ঞা লিখে দিচ্ছি। নিয়ে যাও। বোলো এ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা—মিনতি নয়। যাও। প্রস্তুত হও।

[চন্দ্রকেতুর প্রস্থান]

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধা যে আমাকে কোন সংবাদ না দিয়ে,—আমার অনুমতি না নিয়ে—আশ্চর্য্য! আমি যেন সাম্রাজ্যের কেহই নই, চাণক্যের হস্তের যন্ত্র মাত্র!

ছায়ার পুনঃপ্রবেশ।

ছায়া। মহারাজ ক্ষমা করুন।

চন্দ্রগুপ্ত। কিসের জন্য ছায়া?

ছায়া। রুক্ষ হ'যেছি। অপবাধ হ'যেছে। মার্জ্জনা করুন। মার্জ্জনা না করেন, দণ্ড দিউন।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন?—তোমার কোন অপরাধ হয নাই। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা কর, তা বল্‌তে দোষ কি?

ছায়া। ঘৃণা করি! যিনি আমার জাগ্রতে ধ্যান, নিদ্রায় স্বপ্ন; যিনি আমার ইহকালেব সম্পৎ, পরকালের স্বর্গ, যাঁর দর্শন তীর্থ, অদর্শন অভিশাপ;—তাঁকে ঘৃণা কর্ব্ব!—মিথ্যা কথা ব'লেছি। তথাপি ইচ্ছা হয়—যে যদি ঘৃণা কর্ত্তে পার্ত্তাম!

চন্দ্রগুপ্ত। কেন ছায়া! আমি তোমার কি ক'রেছি?

ছায়া। কি ক'রেছেন!—কি করেন নি?—আপনি আমার আহারে ক্ষুধা, শয়নে নিদ্রা, সর্ব্বসময়ে—শান্তি কেড়ে নিয়েছেন।

আপনি আমার চক্ষে জগৎ লুপ্ত করে' দিয়েছেন; আপনার চিন্তায় আমার অস্তিত্ব লীন হ'য়ে যায়—আমি স্বর্গে আছি কি নরকে আছি বুঝ্‌তে পারি না। আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছেন আপনি আমার কি ক'রেছেন!—নিষ্ঠুর! [ক্রন্দন]

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া! [সস্নেহে তাঁহার হাত ধরিলেন]

ছায়া। না আমায় স্পর্শ কর্ব্বেন না, স্পর্শ কর্ব্বেন না। ও স্পর্শে আমার অঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ বহে' যায়, আমার মস্তিষ্ক পাষাণে পতিত কাংস্যপাত্রের মত ঝন্ ঝন্ করে' ওঠে!—না আমি এ উন্মাদনা দমন কর্ব্ব।

[দ্রুত প্রস্থান]

চন্দ্রগুপ্ত। কি আশ্চর্য্য! আমি এতদিন যাঁকে ভগ্নীর মত স্নেহ ক'রে এসেছি—আশ্চর্য্য!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:*:—

চাণক্য ও তাঁহার দেহরক্ষিগণ।

সম্মুখে বন্দী অবস্থায় নন্দ। পার্শ্বে শাণিত খড়্গ। অদূরে যূপকাষ্ঠ।

চাণক্য। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ! দেখ্‌ছো যে ব্রাহ্মণের প্রতাপ যায় নাই? ঈশ্বর মূর্খ নহেন—তাই বাহুর উপর মস্তিষ্ক। আর্য্য ঋষি-গণ মূর্খ ছিলেন না—তাই ক্ষত্রিয়ের উপরে ব্রাহ্মণ। কারো সাধ্য নাই

তাহার নামায় । ভারত যতদিন ভারত, ততদিন এই ব্রাহ্মণ এ সমাজ শাসন কর্ব্বে । তার পর একসঙ্গে—সব চুরমার ।

নন্দ । আমাকে কি তোমার দম্ভ শোনাবার জন্য এখানে আনা হ'য়েছে ?

চাণক্য । ঠিক নয় ।—ঐ খড়্গ দেখ্‌ছো ? ঐ যূপকাষ্ঠ দেখ্‌ছো ? —এখনও কি বুঝ্‌তে বাকি আছে যে তোমাকে কি জন্য এখানে আনা হয়েছে ? সে দিন আমার প্রতিজ্ঞা মনে আছে—যে তোমার রক্তে রঞ্জিত হস্তে এ শিখা বাঁধ্‌বো ? এখনও বাঁধি নাই—এই দেখ ।—এখনও কি বুঝ্‌তে বাকি আছে যে কি জন্য তোমাকে এখানে আনা হ'য়েছে ?

নন্দ । আমায় বধ কর্ব্বে ?

চাণক্য । অবিকল ।

নন্দ । নিরস্ত্র বন্দীর হত্যা ! এই কি সনাতন ধর্ম্ম ?

চাণক্য । সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম কি ব্রাহ্মণকে আজ ক্ষত্রিয়ের কাছে শিখ্‌তে হবে ?—শোন, এ হত্যা নয়, এ তোমার মৃত্যুদণ্ড । আর সে দণ্ড দিচ্ছি—আমি ব্রাহ্মণ ।

নন্দ । কি অপরাধে ?

চাণক্য । ব্রহ্মহত্যার অপরাধে । ব্রাহ্মণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার অপরাধে । ব্রাহ্মণকে অপমান করার অপরাধে । তুমি একে বল্‌ছো হত্যা, আমি বল্‌ছি—এ বিচার । এ বিচার কর্ব্বার অধিকার আমার আছে । আমি ব্রাহ্মণ ।—নন্দ ! প্রস্তুত হও । রক্ষিগণ হাড়্‌কাঠে ফেল ।

নন্দ। চাণক্য! আমি কাত্যায়নের প্রতি—তোমার প্রতি অবিচার ক'রেছি। আমায় ক্ষমা কর।

চাণক্য। [উচ্চহাস্য করিয়া] ঠিক্ অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। আমি সে দিন ব'লেছিলাম না নন্দ?—যে একদিন এই ভিক্ষুকের পদতলে বসে', তোমায় ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে, আমি সে ভিক্ষা দিব না?

নন্দ। আমি প্রাণভিক্ষা চাই নি ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয় আমি। ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব মানি না, শূদ্রকে ঘৃণা করি, আমার পিতার গণিকা-পুত্রকে ঘৃণা করি। কিন্তু মৃত্যুভয় করি না। তোমার রক্তবর্ণ চক্ষুকে আমি তুচ্ছজ্ঞান করি, কিন্তু নিজের অন্যায় বুঝি। আমি এত পাষণ্ড নই যে প্রজার সম্পত্তি লুঠ করি—নরহত্যা করি। সঙ্গদোষ আমাকে পাষণ্ড করে' তুলেছে। ক্ষমা কর।—কাত্যায়ন—

কাত্যায়ন। [কম্পিতস্বরে] নন্দ! মহারাজ! আমি ক্ষমা ক'রেছি।

চাণক্য। খবর্দ্দার কাত্যায়ন!—ক্ষমা নাই। পৃথিবীতে কেউ কাউকে ক্ষমা করে না, ক'র্ত্তে পারে না। হৃদয়ের যে যন্ত্রণা ভিতরে টগ্‌ বগ্‌ করে' ফুট্‌ছে, সে কি তোমার দুফোঁটা সখের চোখের জলে ঠাণ্ডা হয়? তা হয় না। সব ক্ষমা মৌখিক। যেমন অনুতাপ মৌখিক, তেমনি ক্ষমাও মৌখিক। আমি কখন দেখ্‌লাম না যে শাস্তি সম্মুখে না দেখে কারো অনুতাপ এলো। আমি কখন দেখ্‌লাম না যে কোন মার্জ্জনায় ভাঙ্গা মন ঠিক আগেকার মত জুড়ে গেল। তা হয় না।

কাত্যায়ন। কিন্তু—নন্দ বালক।

চাণক্য। যে বালক, তার বালকের ন্যায় থাকা উচিত। বালকও যদি না জেনে আগুনে হাত দেয়, হাত পোড়ে। অগ্নি নিজের কাজ ক'র্ত্তে দ্বিধা করে না।

কাত্যায়ন। তথাপি—পাণিনি—

চাণক্য। [সপদদাপে] আবার পাণিনি! কাত্যায়ন! তুমি এসময়ে যদি পাণিনির নাম কর, আমি তোমায় হত্যা কর্ব্ব।

কাত্যাযন। নন্দ বালক—

চাণক্য। তাই দেখ্‌ছি! খড়্গ নাও কাত্যায়ন! তোমারই একে স্বহস্তে বধ কর্ত্তে হবে।

কাত্যায়ন। আমি!

চাণক্য। হাঁ তুমি। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নাও। মনে কর কাত্যায়ন! তোমার সপ্তপুত্রের শীর্ণায়মান পাণ্ডুর মূর্ত্তি—তাদের সেই অন্নের জন্য ক্ষীণ হাহাকার, তাদের নিষ্প্রভায়মান দৃষ্টি—তা'র পর সব হিম, কঠিন, অসাড়;—তাদের নিষ্পন্দ নির্ণিমেষ চক্ষুদুটির উপর মৃত্যুর করাল মুদ্রাঙ্কন। মনে কর—সেই মৃত্যু তুমি সম্মুখে দেখ্‌ছো। তুমি তাদের পিতা—তাই দেখ্‌ছো, মনে কর।—কাত্যায়ন! স্বহস্তে তার প্রতিশোধ নাও।

কাত্যায়ন খড়্গ লইলেন।

চাণক্য। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি!—রক্ষিগণ! হাড়িকাঠে ফেল।

রক্ষিগণ নন্দকে হাড়িকাঠে ফেলিল।

চাণক্য। তবে ভূতপূর্ব্ব মহারাজ!—কাত্যায়ন!—

কাত্যায়ন খড়্গ লইয়া যূপকাষ্ঠের নিকটে আসিলেন।

চাণক্য। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ! এ ব্রাহ্মণের কাজ নয়। কিন্তু কি কর্ব্ব, আজ তার প্রয়োজন হ'য়েছে। আজ ব্রাহ্মণের সে তপস্যা নাই। ইচ্ছা হয় যে আজ দ্বিতীয় পরশুরামের মত ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করি; কপিলের মত এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নন্দবংশ ভস্ম করে' দেই। কিন্তু কলিযুগে আর তা হয় না। তাই খড়্গের সাহায্য নিতে হ'য়েছে। তবু এই পাপ কলিযুগেও ভারত একবার ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখুক।—[কাত্যায়নকে] বধ কর।—হাঁ।—আর মর্ব্বার আগে শুনে যাও নন্দ!—ভূতপূর্ব্ব মহারাজ!—তোমার বংশে বাতি দিতে কেউ নাই।—নন্দ বংশ নির্ম্মূল করেছি।

নন্দ আর্ত্তনাদ করিলেন।

চাণক্য। এখন বধ কর।

[কাত্যায়ন খড়্গ উঠাইলেন।]

বেগে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চন্দ্রকেতু। সাবধান! খড়্গ নামাও ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। কেন চন্দ্রকেতু?

চন্দ্রকেতু। রাজ-আজ্ঞা। [কাত্যায়ন খড়্গ নামাইলেন।]

চাণক্য! এর অর্থ কি, চন্দ্রকেতু?

চন্দ্রকেতু। এই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মার্জ্জনা পত্র। মহারাজ নন্দকে মুক্ত করে' দিয়েছেন।

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা!—বুঝেছি। কিন্তু এ আজ্ঞা আমার জন্য নয়।—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু গুরুদেব! এ রাজ-আজ্ঞা।

চাণক্য। এ ব্রাহ্মণের আজ্ঞা।—বধ কর কাত্যায়ন!

চন্দ্রকেতু। তবে মহারাজ স্বয়ং আসুন। ত'ার পূর্ব্বে আমি বধ ক'র্ত্তে দিব না। রাজ-আজ্ঞা আমি পালন কর্ব্ব। আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্ব।—রক্ষিগণ সরে' দাঁড়াও।

চাণক্য। কখন না, খাড়া থাক।

চন্দ্রকেতু। বীরবল!

সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবল ও পঞ্চসৈনিকের প্রবেশ।

চন্দ্রকেতু। সৈনিকগণ! মহারাজের আগমন পর্য্যন্ত বন্দীকে রক্ষা কর। বীরবল—মহারাজকে সংবাদ দাও।

[বীরবলের প্রস্থান।]

চাণক্য! কাত্যায়ন! খড়্গ নিয়ে সঙের মত খাড়া হ'য়ে চেয়ে কি দেখ্‌ছো? যেন মৃণ্মূর্ত্তি!—খড়্গ আমায় দাও। [অগ্রসর হইলেন]

চন্দ্রকেতু। [সম্মুখে গিয়া নতজানু হইয়া তরবারি দিয়া পথ রোধ করিয়া] আমি ব্রাহ্মণের সম্মুখে নত-জানু হচ্ছি। কিন্তু রাজাজ্ঞা পালন কর্ব্ব।

চাণক্য। বধ কর, কাত্যায়ন!

কাত্যায়ন খড়্গ না উঠাইতেই চন্দ্রকেতু রাজাজ্ঞা তাঁহাকে দেখাইয়া কহিলেন—"রাজ-আজ্ঞা"। কাত্যায়ন খড়্গ নামাইলেন।

চাণক্য। কোন চিন্তা নাই কাত্যায়ন! যে ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসাতে পারে, সে তা'কে সিংহাসন থেকে নামাতেও পারে। —বধ কর।

কাত্যায়ন খড়্গ উঠাইতে যাইলে চন্দ্রকেতু কহিলেন—"সাবধান! এর জন্য যদি ব্রহ্মহত্যা হয়, ত' দ্বিধা কর্ব্ব না।"

মন্দিরমধ্য হইতে মুরার প্রবেশ।

মুরা। আর যদি নারী হত্যা হয়? [এই বলিয়া কাত্যায়ন ও চন্দ্রকেতুর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

চন্দ্রকেতু। [স্তম্ভিত হইয়া] মা আপনি?

মুরা। হাঁ আমি। আমার আজ্ঞা—

চন্দ্রকেতু। আপনি নন্দকে ক্ষমা করুন মা!

মুরা। [সব্যঙ্গহাস্যে] ক্ষমা! ক্ষমা নাই। আমি ক্ষমা ক'র্ত্তে পারি না, জানি না। আমি যে শূদ্রাণী। ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—শূদ্রের নয়।

চন্দ্রকেতু। ক্ষমা মানুষের ধর্ম্ম—একা ব্রাহ্মণেরই নয়। ক্ষমা করার যে অপার সুখ, তাতে কি একা ব্রাহ্মণেরই অধিকার! এই ক্ষমা স্বর্গ থেকে ভাগীরথীর পবিত্র বারির মত সংসারে নেমে এসেছে। সকলেরই সেই পুণ্যতরঙ্গে স্নান করে' পবিত্র হবার অধিকার আছে। ঈশ্বরের ক্ষমা আকাশ থেকে শত ধারায় মর্ত্ত্যে নেমে আসছে না! রোগে এই ক্ষমা স্বাস্থ্যরূপিনী হ'য়ে এসে আমাদের রক্ষা করে, শোকে এই ক্ষমা বিস্মৃতি নিয়ে আসে, দারিদ্র্যকে এ ক্ষমাই সহিষ্ণুতা দিয়ে ঘিরে থাকে। মাতা শৈশবে সন্তানের শত অপরাধ যদি ক্ষমা না করে, তা'হলে কি সন্তান বাঁচে মা?—মা ক্ষমা কর, আমি জানু পেতে ভিক্ষা চাচ্ছি। [জানু পাতিলেন]

মুরা। তুমিই কি একা ভিক্ষা চাইছ চন্দ্রকেতু? 'আমার প্রাণ এই

পঞ্জরের দ্বার ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে আমার পায়ে ধরে' ভিক্ষা চাচ্ছে না!—নন্দের এই বন্দী অবস্থা দেখ্‌ছি, তার এই ম্লান অধোমুখ দেখ্‌ছি, আর অশ্রুর উৎস উথ্‌লে উঠে এই দৃষ্টিপথ রোধ কর্চ্ছে না! নন্দ! শূদ্রাণীর দুগ্ধ কি ক্ষত্রিয়াণীর দুগ্ধের চেয়ে কম মধুর? শূদ্রাণীর স্নেহ কি ক্ষত্রিয়াণীর স্নেহের চেয়ে কম শুভ্র? না, আমি ক্ষমা কর্ব্ব না। আমি যে শূদ্রাণী—গণিকা।—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু মা—এ রাজাজ্ঞা।

মুরা। এ রাজমাতার আজ্ঞা। আমি দাসী—গণিকা হলেও মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জননী।—আমার আজ্ঞা।—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। এইখানে আমার পরাজয়। সর্ব্ব দেশের ও সর্ব্ব-কালের নারীর কাছে আমি পরাজিত। [মুরার পদতলে তরবারি রাখিলেন।] নারীর কেশাগ্র স্পর্শ করি হেন সাধ্য আমার নাই।

চাণক্য। বধ কর কাত্যায়ন।

কাত্যায়নের খড়্গ পড়িল। নন্দের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল।

চাণক্য। হাঃ হাঃ! প্রতিহিংসা পূর্ণ হোল। [নন্দের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া শিখা বাঁধিয়া প্রস্থান।]

কাত্যায়ন। [নন্দের ছিন্ন মুণ্ড উঠাইয়া] সপ্ত সন্তানের হত্যার এই প্রতিশোধ।

মুরা। কি কর্লে! বধ কর্লে!—একি কর্লাম!—তাকে রক্ষা ক'র্ত্তে এসে—[হস্ত দিয়া মুখ ঢাকিলেন]।

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ।

চন্দ্রগুপ্ত। নন্দের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া] এ কি!

মুরা। তা'রা নন্দকে বধ করেছে!—ঐ মুখে আমার স্তন্য দিয়েছি। ঐ দেহখানিকে আমি বক্ষে ধরে' জড়িয়ে শুয়ে থাকৃতাম।—ওঃ! কি ক'রেছি! কি ক'রেছি!! বৎস চন্দ্রগুপ্ত! [মুখ ফিরাইলেন]।

চন্দ্রগুপ্ত। কে বধ ক'রেছে?

কাত্যায়ন। আমি।

চন্দ্রগুপ্ত। কার আজ্ঞায়?

মুরা। আমার আজ্ঞায়।—ব্রাহ্মণ! আমি নারী—মূর্খ, দুর্ব্বল, জ্ঞানহীন নারী।—কিন্তু তুমি কি কর্লে ব্রাহ্মণ! কতবার তুমি ঐ মুখখানি চুম্বন ক'রেছো। আর, এখনও কি পৈশাচিক উল্লাসে ঐ ছিন্ন মুণ্ড হাতে করে' দাঁড়িয়ে আছো?

কত্যায়নের হস্ত হইতে মুণ্ড পড়িয়া গেল।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণ!—তুমি রাজাজ্ঞা অবহেলা ক'রেছো?

কাত্যায়ন। ক'রেছি।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণ অবধ্য। তোমাকে আমি রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত কর্লাম।

কাত্যায়ন। মহারাজ!—

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। আমি এখন থেকে দেখাচ্ছি যে আমার আজ্ঞা ভিক্ষুকের কাকুতি নয়। এই তোমার শাস্তি।—যাও।

কাত্যায়ন নীরবে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু!—

চন্দ্রকেতু। মহারাজ! যদি জগতের কোটি বীর রাজাজ্ঞার বিপক্ষে শাণিত মুক্ত তরবারি নিয়ে দাঁড়াত, চন্দ্রকেতু রাজাজ্ঞা পালনে

প্রাণ ভিক্ষু। কিন্তু নারীর কাছে আমি শিশুর চেয়েও দুর্ব্বল।

চন্দ্রগুপ্ত। আর—মা!

মুরা। আমার অপরাধের শাস্তি দাও বৎস!

চন্দ্রগুপ্ত। [নতজানু হইয়া করযোড়ে] তোমার অপরাধ মা! মায়ের অপরাধ সন্তানের কাছে!—তুমি যা'ই কর, তুমি আমার কাছে চিরদিনই মা,—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" [এক হস্ত নিহত নন্দের দিকে প্রসারিত করিলেন, অপর হস্ত দিয়া চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—ঃ-ঃ—

স্থান—চাণক্যের কুটীর কক্ষ। কাল—গোধূলি।

চাণক্য একাকী।

চাণক্য। প্রতিহিংসা পূর্ণ হ'য়েছে। কিন্তু সে একটা ক্ষণিক উন্মাদনা। আবার সেই অবসাদ। বাহিরের বাদ্য থেমে গিয়েছে। আবার হৃদয়ের সেই হাহাকার শুনতে পাচ্ছি! অগাধ স্নেহরাশি—রাখি এমন পাত্র নাই। হৃদয় কম্পিত আগ্রহে কা'কে যেন বক্ষে চেপে ধর্ত্তে চায়। কিন্তু সেই ব্যগ্র আলিঙ্গন বক্ষে চেপে ধরে—নিজেরই উষ্ণনিশ্বাস।—রাক্ষসি! ক'রেছিস্ কি?—এ শুধু অরণ্যে রোদন—কঙ্কালে করাঘাত।"--ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

১ম গুপ্তচরের প্রবেশ।

চাণক্য। কি সংবাদ?

চর। কাত্যায়ন শত্রুশিবিরে, এ সংবাদ ঠিক।

চাণক্য। আর কিছু?

চর। গ্রীক সিন্ধুনদ পার হ'য়েছে।

চাণক্য। সৈন্য কত?

চর। চার লক্ষ।

চাণক্য। যাও।

গুপ্তচর চলিয়া গেল।

চাণক্য। কাত্যায়ন!—চিরদিন একরকম গেল! তুমি রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে স্থির কর্লে, যে এখন থেকে অধ্যাপনা কর্ব্বে। কিন্তু সেলুকস তোমায় যেই ডজিয়েছে, অমনি সেই দিকে চলেছ! ।ব উপরে আমার মন্ত্রিত্বে তোমার ঈর্ষা হ'যেছে!—মূর্খ!

দ্বিতীয় গুপ্তচরের প্রবেশ।

চাণক্য। সংবাদ

চব। বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হ'যেছে।' তাদের সঙ্কেত—তিন তুরীধ্বনি।

চাণক্য। আর কিছু?

চব। মহারাজের শয়নকক্ষে ২৫ জন ঘাতক সুড়ঙ্গ কেটে অপেক্ষা কর্চ্ছে।

চাণক্য। তা পূর্ব্বেই শুনেছি।—তাদের দলপতি?

চর। বাচাল।

চাণক্য। যাও।

গুপ্তচরের প্রস্থান।

চাণক্য। মূর্খ বাচাল!—বীরবল!

সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবলের প্রবেশ।

বীরবল। কি আজ্ঞা হয়?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তের শয়নকক্ষে সুড়ঙ্গ কেটে ২৫ জন ঘাতক অবস্থিতি কর্চ্ছে। তুমি সৈন্য নিয়ে গিয়ে তাদের বধ কর।

বীরবল। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। এই মুহূর্ত্তে।

বীরবল। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান]

চাণক্য। চমৎকার এই ব্যবসা—সংবাদের চৌর্য্যবৃত্তি।—এ চাণক্যের সৃষ্টি। শ্রীরামচন্দ্র গুপ্তচর রাখ্‌তেন বটে। কিন্তু সে—নিজের কুৎসা শোন্‌বার জন্য। আমি গুপ্তচর রাখি—কুৎসার কণ্ঠরোধ কর্ত্তে।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চন্দ্রকেতু। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন গুরুদেব?

চাণক্য। হাঁ চন্দ্রকেতু।—চন্দ্রগুপ্ত আজ রাত্রিকালে দাক্ষিণাত্য জয় করে' ফিরে আস্‌ছেন জানো?

চন্দ্রকেতু। জানি। তিনি নগরীতে উৎসবের আয়োজন কর্ত্তে আমায় আজ্ঞা দিয়াছেন।

চাণক্য। আয়োজন ক'রেছো?

চন্দ্রকেতু। ক'রেছি। নগরী আলোকিত হবে, গৃহে গৃহে শঙ্খ-ধ্বনি হবে, পথে জয়বাদ্য হবে, আর—

চাণক্য। কিছু হবে না।—ব্যর্থ আয়োজন।—কি! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছো যে!—যাও, উৎসব বন্ধ কর।

চন্দ্রকেতু। সে কি গুরুদেব!

চাণক্য। যাও।

চন্দ্রকেতু ইতস্ততঃ ভাবে প্রস্থান করিলেন।

চাণক্য। কি একটা মহান্ পবিত্র উজ্জ্বল রাজ্য ছেড়ে কোথায় চলেছি!—এখনও তার আলোকমণ্ডিত শিখর দেখ্‌তে পাচ্ছি। সব অন্ধকার হ'য়ে যাবার পূর্ব্বে ফিরি না কেন?—পিশাচী! ছেড়ে দে, ফিরে যাই। না—না কোথায় ফিরে যাবো! কে হাত ধরে' নিয়ে যাবে! মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, হত্যা—এও ত একটা রাজ্য।—মন্দ কি! বেশ আছি। চমৎকার!—[দীর্ঘ নিশ্বাস] রাত্রি কত!—দেখি।

চাণক্য গবাক্ষদ্বার খুলিয়া দিলেন। অমনি পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না আসিয়া কক্ষ প্লাবিত করিল। চাণক্য সভয়ে পিছাইয়া আসিয়া কহিলেন "এ আবার কি! এ এতক্ষণ কোথায় ছিল! এত রাশি রাশি সৌন্দর্য্য—উপরে, নীচে, নিকটে, দূরে, দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এ ত বহুদিন দেখি নাই।—কি সুন্দর জ্যোৎস্না! আকাশে লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি ভেসে যাচ্ছে। আর তার নিম্নে জ্যোৎস্না-স্নাতা ভাগীরথী কলস্বরে গান গেয়ে চলেছে।—কি সুন্দর! পতিত-পাবনী মা সুরধুনী! ভগীরথ কি পুণ্যবলে তোমাকে—স্বর্গের মন্দাকিনীকে—মর্ত্ত্যে টেনে এনেছিল মা! এ মরুহৃদয়ে সেই ভক্তির উচ্ছ্বাস একবার উঠিয়ে দে না মা! আমি একবার "মা মা" বলে' তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করি।—একি! চাণক্য! তুমি অধীর! —না। আমি দেখ্‌বো না।" এই বলিয়া চাণক্য গবাক্ষ রুদ্ধ করিলেন।

এমন সময়ে নেপথ্যে বালিকাকণ্ঠে কে বলিল—"জয় হোক বাবা, চারটি ভিক্ষা পাই।"

চাণক্য সহসা লম্ফ দিয়া উঠিয়া কহিলেন "ও কে!—কার স্বর!— ভিতরে এসো।"

ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ।

চাণক্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ও! ভিক্ষুক।"

ভিক্ষুক। চারটি ভিক্ষা পাই বাবা।

চাণক্য বালিকার পানে চাহিয়া ভিক্ষুককে কহিলেন—"ভিক্ষুক, এত রাত্রে ভিক্ষা কর্ত্তে বেরিয়েছ যে?"

ভিক্ষুক। এই মাত্র নগরে এসে পৌঁছিলাম বাবা। সারাদিন কিছু খাইনি বাবা—

বালিকা। সাবাদিন কিছু খাই নি বাবা।

চাণক্য। একি! সহসা প্রাণ কেঁদে ওঠে কেন! এক ভিক্ষুক বালিকা—এ কি দৌর্ব্বল্য!—বালিকাকে কহিলেন—"এ দিকে এসো ত মা।"

বালিকা তৎক্ষণাৎ চাণক্যেব সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

চাণক্য বালিকার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভিক্ষুক, এ তোমার কন্যা?"

ভিক্ষুক। হাঁ বাবা।

চাণক্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; পরে বালিকাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন "বালিকা, তোমার নাম কি?"

বালিকা। মাধু—

চাণক্য। তোমার বাড়ী কোথায়?

বলিকা। অনেক দূরে। না বাবা—আমাদের বাড়ী নেই কখন অতিথিশালায় থাকি, কখন বা গাছতলায় থাকি।

চাণক্য। গাইতে পাবো?

ভিক্ষুক। পাবে বৈকি। গা' ত মাধু।

চাণক্য। আগে কিছু খা'ক্। একটু বিশ্রাম কর্।—

ভিক্ষুক। তাতে কিছু কষ্ট নেই বাবা! এই আমাদের ব্যবসা। গা'তো মা!

উভয়ে গান ধরিল।—

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী,—
গর্জ্জে সিন্ধু, চলিছে তরণী।—
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি' সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর।—
"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ মা চাহি'
এই ত এইছি আর চিন্তা নাহি—
জননীহীনা কন্যা দীনা
ওঠ্ মা ওঠ মা প্রদীপটা ধর্॥
লঙ্ঘি' বনানী পর্ব্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এইছি ত আজি।
কোথায় জননী।— গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
একি।—কুটীর যে মুক্তদ্বার।
নির্ব্বাণ দীপ—গৃহ অন্ধকার—
কোথায় জননী। কোথায় জননী!
শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর।"—
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে
বিধাতৃচরণে পড়িয়া কাঁদে;
চরণাঘাতে বজ্রনিপাতে
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী'পর॥

চাণক্য। [আপন মনে] সে দিনও এমনই জ্যোৎস্নাময় ছিল। সহসা চন্দ্রমা মেঘে ঢেকে গেল। আর্দ্রবায়ুর উচ্ছ্বাসে দীপ নিভে গেল! স্নেহময়ী কন্যা আমার!—সে চিন্তাও স্বর্গ।—একি! চাণক্য তোমার চক্ষে জল!—ভিক্ষুক! এই স্বর্ণমুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ কর। [ভিক্ষাদান] যা—না যাও। শীঘ্র যাও।—যাও ব'ল্‌ছি!

ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালা নির্ব্বাক বিস্ময়ে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—পাটলিপুত্রের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

মুরা ও চন্দ্রকেতু।

মুরা। চন্দ্রকেতু! আজ চন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণাত্য জয় করে' মগধে ফিরে আস্‌ছে। নগরে উৎসব নাই কেন?

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রী চাণক্যের নিষেধ।

মুরা। সে কি! গুরুদেব তাঁর প্রিয় শিষ্যের বিজয়ে উৎসব করিতে নিষেধ করে' দিয়েছেন!—এ কিরূপ বিচার?

চন্দ্রকেতু। মা—মন্ত্রিবর যখন নিষেধ ক'রেছেন, তখন নিশ্চয়ই তা'র বিশেষ কোন কারণ আছে।

মুরা। এর কারণ চন্দ্রগুপ্তের বিজয়গৌরবে ব্রাহ্মণের ঈর্ষা।

চন্দ্রকেতু। সে বিজয়গৌরবের কে সূচনা করে' দিয়েছিল মা? ব্রাহ্মণের প্রতি অবিচার কর্ব্বেন না।

মুরা। ঐ বাদ্যধ্বনি। বৎস ফিরে আসছে। আমি যাই, প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়িয়ে প্রবেশসমারোহ দেখিগে' যাই। [দ্রুত প্রস্থান]

চন্দ্রকেতু। আজ বহুদিন পরে বন্ধুর জয়দীপ্ত মুখখানি দেখ্‌তে পাবো। আজ আমার কি আনন্দ! চন্দ্রগুপ্ত! তুমি কি পূর্ব্বজন্মে আমার ভাই ছিলে?

নেপথ্যে কোলাহল ও যন্ত্রসঙ্গীত।

ক্রমে "জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়" ধ্বনি ঘন ঘন নিনাদিত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পরে পতাকা-ধারী ও সৈনিকগণসহ চন্দ্রগুপ্ত প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রকেতু। এসো বন্ধু! [আলিঙ্গন করিতে উদ্যত]

চন্দ্রগুপ্ত [রুক্ষভাবে] চন্দ্রকেতু! আমার আদেশ পেয়েছিলে?

চন্দ্রকেতু। কি আদেশ প্রিয়বর!

চন্দ্রগুপ্ত। যে, আমার আগমন উপলক্ষে নগরী আলোকিত হবে। -এ আদেশ পেয়েছিলে?

চন্দ্রকেতু। পেয়েছিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত। সে আদেশ পালিত হয় নাই কেন?

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রীর নিষেধ ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত। তা পূর্ব্বেই অনুমান ক'রেছিলাম।—চন্দ্রকেতু! মগধের মহারাজ আমি, না চাণক্য?

চন্দ্রকেতু। শোন বন্ধু!—

চন্দ্রগুপ্ত। উত্তর দাও! মগধের মহারাজ আমি, না আমার মন্ত্রী?

চন্দ্রকেতু। মগধের মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। তবে?

চন্দ্রকেতু। প্রিয়বর—

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। মন্ত্রীকে ডাক।

চন্দ্রকেতু। শোন বন্ধু! বিশেষ—

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাইনা। আমি এই মুহূর্ত্তেই তাঁর কৈফিয়ৎ চাই।

চন্দ্রকেতু। তিনি বল্লেন—

চন্দ্রগুপ্ত। তিনি যা বল্‌বেন, নিজে এসে বল্‌বেন। আজ এই মুহূর্ত্তে স্থির হ'য়ে যাক্—যে মগধের মহারাজ চাণক্য না চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রকেতু। অধীর হোয়োনা। শোন—

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু! তুমিও আমার অবাধ্য!—যাও।

চন্দ্রকেতু ধীরে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের দম্ভ আমার ধৈর্য্যের শিখর ছাড়িয়ে উঠেছে। একবার—না আগে—স্পর্দ্ধা!—আশ্চর্য্য! এবার আমি—না—আগে কৈফিয়ৎ শুন্‌বো। অবিচার কর্ব্ব না।　　[পরিক্রমণ]

চাণক্যের ও চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চাণক্য। মহারাজের জয় হৌক্।

চন্দ্রগুপ্ত [শুষ্ক প্রণাম করিয়া] মন্ত্রিবর! আমি আজ আমার নগরে প্রবেশ উপলক্ষে নগরী আলোকিত কর্ব্বার আজ্ঞা দিয়েছিলাম। সে আজ্ঞা পালিত হয় নি কেন?

চাণক্য। আমি নিষেধ ক'রেছিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত। [কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া] এর কারণ জান্তে পারি কি?

চাণক্য। প্রয়োজন নাই।

চন্দ্রগুপ্ত। প্রয়োজন নাই!

চাণক্য। আমি যা' ক'রেছি, উচিত বিবেচনা করে'ই ক'রেছি।

চন্দ্রগুপ্ত। তবু—আমি কারণ জান্তে চাই।

চাণক্য। কারণ ব্যক্ত কর্ব্বার সময় হয় নি। যখন হবে, বিবৃত কর্ব্ব।

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রী! মগধের মহারাজ আমি।

চাণক্য সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রী! আমি এ ঔদ্ধত্য সহ্য কর্ব্ব না। এর বিচার কর্ব্ব।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তুমি উত্তেজিত হ'য়েছো।—প্রকৃতিস্থ হও। [প্রস্থানোদ্যত]।

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রী!

চাণক্য ফিরিলেন।

চাণক্য। বৎস!

চন্দ্রগুপ্ত। আমি জান্তে চাই যে, এ রাজ্যের রাজা আমি না চাণক্য।

চাণক্য। মহারাজ--চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। কৈ! তা ত দেখ্ছি না। দেখ্ছি যে—নিজের সাম্রাজ্যে আমি বন্দী, নিজের গৃহে আমি ভৃত্য! মন্ত্রী চাণক্য পাটলিপুত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে' রাজভোগ খাবেন, আর মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাই

দেশ দেশান্তর থেকে আহরণ করে' এনে দেবে। ভারতবর্ষ মন্ত্রী চাণক্যের গুণগান গাইবে, আর সে গীতের উপাদান যোগাবে—মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রী চাণক্যের আদেশ অবনতশিরে বহন কর্ব্বে, আর চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞায় পদাঘাত কর্ব্বেন।—এই যদি আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ হয়, তবে সে বন্ধন যত শীঘ্র ছিন্ন হয় ততই ভালো।

চাণক্য। মহারাজের অভিরুচি। চাণক্য যেচে এ মন্ত্রীপদ গ্রহণ করে নাই। এই মুহূর্ত্তে আমি অবসর গ্রহণ কর্চ্ছি।

চন্দ্রগুপ্ত। তার পূর্ব্বে আমি কৈফিয়ৎ চাই।

চাণক্য। আমি কৈফিয়ৎ দিব না।

চন্দ্রগুপ্ত। এতদূর!—সৈনিকগণ! বন্দী কর।

সৈনিকগণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

চন্দ্রগুপ্ত। সৈনিকগণ!

সৈনিকগণ অগ্রসর হইলে চাণক্য অতি প্রশান্তভাবে হস্তের সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

চাণক্য। শূদ্রের এতদূর স্পর্দ্ধা এখনও হয় নাই।—মহারাজ! এই আমি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ কর্লাম [মন্ত্রীর প্রহরণ রাখিলেন] —মহারাজ! চাণক্য নিশ্চিন্ত বিলাসে রাজধানীতে বসে' নাই। সে এইখানে বসে' একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য চালাচ্ছে। আর চাণক্যের রাজ-ভোগ!—সে আহার করে—দুই মুষ্টি আতপ তণ্ডুল, শয়ন করে—অজিন শয্যায়। সে রাজ্যের চিন্তায় তৃতীয় প্রহর রাত্রে উষ্ণমস্তিষ্কে কুটীর-প্রাঙ্গণে পাদ-চারণ করে। আমি চল্লাম!—তোমার রাজ্য তুমি শাসন

কর। [প্রস্থানোদ্যত ; সহসা ফিরিয়া] হাঁ, যাবার আগে বলে' যাই কেন আজ উৎসব নিবারণ ক'রেছিলাম। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের মন্ত্রী বিদ্রোহ-মন্ত্রণাকে উত্তাপ দিয়ে প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। আজ রাত্রে উৎসবকালে তা'র দলস্থ লোক নগরী আক্রমণ কর্ব্বে মনস্থ ক'রেছে। তা'রা তোমার শয়ন কক্ষে সুড়ঙ্গ কেটে তোমাকে হত্যা কর্ব্বার জন্য সেখানে অপেক্ষা কর্চ্ছে। আমি সৈনিক পাঠিয়েছি তাদের বধ কর্ত্তে। [প্রস্থানোদ্যত ; পুনরায় ফিরিয়া] হাঁ, আরও এক কথা—বিজয়ী সেলুকস সিন্ধুনদ পার হ'য়েছে। শত্রু চারিদিকে সশস্ত্র ; এখন উৎসবের সময় নয়। এই জন্য আমি আপাততঃ উৎসব স্থগিত রেখেছিলাম।

[প্রস্থানোদ্যত]

চন্দ্রকেতু। [তাঁহার পদতলে পড়িয়া] মার্জ্জনা করুন, গুরুদেব।

চাণক্য। কৈফিয়ৎ দেওয়ার পর চাণক্য আর মন্ত্রিত্ব করে না।

[প্রস্থান।]

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রীকে অনুনয় করে' ফেরাও বন্ধুবর।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন! যেখানে চাণক্য নাই সেখানে কি রাজ্য চলে না! এত অহঙ্কার!—মন্দ কি! আজ আমি মুক্ত। আজ আমি সত্যই মহারাজ।

চন্দ্রকেতু। উপদেশ শোনো বন্ধু! তাঁকে হাতে পায়ে ধরে ফেরাও।

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার উপদেশ চাই নাই চন্দ্রকেতু! তোমার অনুরোধে একবার চাণক্যকে ক্ষমা ক'রেছিলাম!—মহাভ্রম ক'রে-

ছিলাম। স্পর্দ্ধা ব্রাহ্মণের! আমি মহারাজ! আমার কোন ক্ষমতা নাই! ভাইকে ক্ষমা কর্ব্বার ক্ষমতাও নাই! আমি যেন রাজ্যের কেহ নই।—শুদ্ধ মহারাজের ভূমিকা অভিনয় করে' যাচ্ছি। এ ব্যঙ্গ অভিনয়ের চেয়ে সরল দাস্যও ভালো।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু গুরুদেব যা কর্চ্ছেন, তোমারই মঙ্গলের জন্য।

চন্দ্রগুপ্ত। সেই জন্যই কি ব্রাহ্মণ আমার ভাই নন্দকে হত্যা ক'রেছিলেন? তিঁনি আর কাত্যায়ন আমার অভাগা ভাইকে হত্যা করে' পৈশাচিক উল্লাসে তা'র মৃত দেহের উপরে তাণ্ডব নৃত্য ক'রেছেন। আমি দেখি নাই?

চন্দ্রকেতু। কিন্তু তুমি ত তাঁর কাছে এই সিংহাসনের জন্য ঋণী?

চন্দ্রগুপ্ত। ঋণী!—যা'ক্, অপ্রিয় বাক্য ব'ল্‌তে তুমি বেশ পটু তা জানি।

চন্দ্রকেতু। অপ্রিয় সত্য বল্‌বার অধিকার এক বন্ধুরই আছে।

চন্দ্রগুপ্ত। সে বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে।

চন্দ্রকেতু কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন; পরে কহিলেন, "আমার ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা কর্ব্বেন মহারাজ! ভবিষ্যতে আর আমি মহারাজের সহিত বন্ধুত্বের স্পর্দ্ধা কর্ব্ব না। আজ আমি তবে বিদায় গ্রহণ করি।—তবে যাবার পূর্ব্বে এক কথা বলে' যাই। মহারাজ সম্পদে আমার বন্ধুত্ব উপেক্ষা করেন—করুন। কিন্তু বিপদে যেন আমি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই। যদি আমার সাহায্যের, মহারাজের কখন কোন প্রয়োজন হয়, এই প্রত্যাখ্যানজনিত লজ্জায় যেন তা চাইতে দ্বিধা না করেন। আমার জীবনে যদি মহারাজের কোন

যৎসামান্য লাভ হয়, ত সে জীবন আমি চিরদিন হাস্যমুখে মহারাজের জন্য ঢেলে দিতে প্রস্তুত।　　[প্রস্থান।]

চন্দ্রগুপ্ত কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পাঁচ জন সশস্ত্র সৈনিক প্রবেশ করিল। এক জনের হস্তে ছিন্ন মুণ্ড। সে মুণ্ডটী চন্দ্রগুপ্তকে দেখাইয়া কহিল—"মহারাজ! এই দলপতির মুণ্ড।"

চন্দ্রগুপ্ত। কোন্ দলপতির?

সৈনিক। পঁচিশজন ঘাতক মহারাজের শোবার ঘরে সুড়ঙ্গ কেটে অস্ত্র নিয়ে লুকিয়েছিল! মন্ত্রী মহাশয় তাদের বধ কর্ব্বার জন্য আমাদের সেখানে পাঠান। আমরা সেই পঁচিশ জনকেই বধ ক'রেছি। এ সেই দলপতির মুণ্ড।

চন্দ্রগুপ্ত। [মুণ্ড দেখিয়া] এ ত রাজশ্যালক বাচাল।—আচ্ছা যাও।

সৈনিকগণ চলিয়া গেল।

চন্দ্রগুপ্ত। তাইত!

একজন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।

সৈন্যাধ্যক্ষ। মহারাজের জয় হউক্।

চন্দ্রগুপ্ত। কি সংবাদ?

সৈন্যাধ্যক্ষ। বিদ্রোহীরা নগর আক্রমণ কর্ত্তে এসেছিল। আমাদের সতর্ক ও সশস্ত্র দেখে ফিরে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। কে তোমাদের সতর্ক থাক্‌তে ব'লেছিল?

সৈন্যাধ্যক্ষ। মন্ত্রী মহাশয়।

চন্দ্রগুপ্ত একদৃষ্টে শূন্যে চাহিয়া রহিলেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল। চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—সেলুকসের শিবির। কাল—রাত্রি।

সেলুকস ও কাত্যায়ন।

সেলুকস। কিন্তু ৬ লক্ষ সৈন্য।

কাত্যায়ন। চাণক্য মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করায় তা'রা এখন বিশৃঙ্খল। আমি সংবাদ নিয়েছি সম্রাট্। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন। এই আক্রমণের উপযুক্ত সময়।—

সেলুকস। কিন্তু আমার সৈন্যসংখ্যা কম!

কাত্যায়ন। কোন ভয়ের কারণ নাই। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের পক্ষে নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন। তাঁরা নিশ্চিত সদলবলে গ্রীকসেনার সঙ্গে যোগ দিবেন।

সেলুকস। নিশ্চয়তা কি?

কাত্যায়ন। আমি জানি এ নিশ্চিত। চন্দ্রকেতুর সৈন্য স্বরাজ্যে ফিরে গিয়েছে। তারাও সম্ভবতঃ গ্রীক সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিবে। এতক্ষণ যে দিচ্ছেনা কেন তাই ভাব্‌ছি।

হেলেনের প্রবেশ।

হেলেন। সকলেই তোমার মত বিশ্বাসঘাতক নয়, ব্রাহ্মণ।

সেলুকস। তুমি এসময়ে এখানে কেন হেলেন!

হেলেন। আমি পার্শ্বকক্ষে পাঠ কর্চ্ছিলাম। মাঝে মাঝে এই ব্রাহ্মণের নিম্নস্বর শুন্তে পাচ্ছিলাম। আমার কৌতূহল হ'ল। বই বন্ধ করে' খানিক শুন্‌লাম। তার পর আর অন্তরালে থাকৃতে পার্লাম না।—ব্রাহ্মণ! তুমি বিশ্বাসঘাতক।

কাত্যায়ন। আমি!

হেলেন। একশত বার। যে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, একটা জাতির উচ্ছেদসংকল্প করে, যে আজন্মসিদ্ধ স্নেহ রাজভক্তি বিসর্জ্জন দিয়ে আততায়ীর সঙ্গে সন্ধি করে—যে শান্তির ক্ষেত্রের উপর দিয়ে রক্তের ঢেউ বহাতে চায়,—সে শুধু সেই জাতির শত্রু নয়, সে সমস্ত মানবজাতির শত্রু, সে নিয়ম ও শৃঙ্খলার শত্রু, সে ধর্ম্মের শত্রু। ব্রাহ্মণ! পিতার স্তিমিত জিগীষাকে তুমি আবার বাতাস দিয়ে প্রজ্বলিত করে' তুল্‌ছো। দুইটি প্রকাণ্ড সভ্যজাতির মধ্যে পরিখা খনন কর্চ্ছ। তোমার নরকেও স্থান হবে না।

কাত্যায়ন। কিন্তু পাণিনি—

হেলেন। পাণিনি ত ব্যাকরণ।

কাত্যায়ন। তা'র মধ্যে বেদান্তসার।

হেলেন। তুমি মূর্খ!—দূর হও।

[কাত্যায়ন চলিয়া গেলেন।]

হেলেন। পিতা! এই ব্রাহ্মণের কাছে আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন কর্চ্ছিলাম। স্বপ্নেও ভাবি নাই, যে সে এত বড় দুরাত্মা। যদি তা জান্তাম তা হলে' সেই মুহূর্ত্তে তাকে দূর করে' দিতাম।

সেলুকস। হেলেন!

হেলেন। বাবা!

সেলুকস। তোমার মাতা গ্রীক ছিলেন না হেলট ছিলেন?

হেলেন। আমার মাতা দেবী ছিলেন।

সেলুকস। তবে তাঁর কন্যা তুমি—গ্রীসের গৌরব খর্ব্ব কর্ত্তে চাও!

হেলেন। গ্রীসের গৌরব জগতে বিশৃঙ্খলা অত্যাচার নিয়ে আসায় নয় বাবা! গ্রীসের গৌরব—সক্রেটিস ও ডিমস্থিনিসে, প্লেটো ও আরিষ্টটলে, হোমার ও ইয়ুরিপিডিসে। গ্রীসের গৌরব—ফিডিয়াস্ ও লাইকর্গাসে, সাফো ও পেরিক্লিসে, হিরোডোটাস ও ইস্কাইলিসে। গ্রীসের গৌরব—অসভ্য ইয়ুরোপখণ্ডে সূর্য্যের মত কিরণ দেওয়ায়,—যেমন ভারত আর্যযুগে এসিয়ায় আলো দিয়ে এসেছে। গ্রীস ও ভারত—সন্ধ্যার সূর্য্য ও পূর্ণ চন্দ্রের মত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আকাশ বিভাগ করে' নিয়েছে। তাদের সঙ্ঘাতে যে প্রলয় হবে।—যুদ্ধ ত হত্যার ব্যবসা।

সেলুকস। মিল্টাইডিস্, লিয়নিডাস্ তবে এই হত্যার ব্যবসা কর্ত্তেন!

হেলেন। তাঁরা এ ব্যবসা নিয়েছিলেন আক্রান্ত দেশকে বাঁচাতে, দেশে অগ্নিদাহ মড়ক লুণ্ঠন নিবারণ কর্ত্তে, শান্তির শুভ্র বৈজয়ন্তী রক্ষা ক'র্ত্তে—কেড়ে নিতে নয়।

সেলুকস। আমি সে কথা বিশ্বাস করি না।

হেলেন। বাবা! যুদ্ধ যদি আত্মরক্ষার্থে অনিবার্য্য হয়—যুদ্ধ করুন। —কি কর্ব্বেন, উপায় নাই। কিন্তু যুদ্ধ কর্ব্বেন—শান্তি রক্ষা ক'র্ত্তে, শান্তি ভঙ্গ ক'র্ত্তে নয়। একটা জাতি সুখে শান্তির ক্রোড়ে নিদ্রা যাচ্ছে, আপনি

চাচ্ছেন সেই নিদ্রা ভঙ্গ ক'র্ত্তে। নিশ্চিন্ত হৃদয়ে আতঙ্ক জাগিয়ে তুল্‌তে, একটা মহা সভ্যতার কণ্ঠরোধ ক'র্ত্তে। এ কি উচিত হ'চ্ছে বাবা?

সেলুকস। আমি কন্যার বক্তৃতা শুন্তে চাই না। ছেলে বেলায় মায়ের বক্তৃতা শুনেছি, বুড়ো বয়সে কি কন্যার বক্তৃতা শুন্তে হবে? আরিষ্টট্‌ল বলেন—

হেলেন। আঃ!—একদিকে আরিষ্টটলের অকথিত উক্তি, আর একদিকে পাণিনির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্বালাতন! মাঝে মাঝে আমার আত্মহত্যা কর্ত্তে ইচ্ছা হয়।

সেলুকস। কেন হেলেন?

হেলেন। বাবা! এই মহা বিশ্বপরিবারকে বিদ্বেষ অহঙ্কার যেরূপ পৃথক ক'রেছে, নদী পর্ব্বত সমুদ্র সেরূপ ভিন্ন করে নাই।

সেলুকস। যাও, ও কথা আমি শুন্তে চাই না।—ধাত্রী!

[ধাত্রীর প্রবেশ।]

সেলুকস। কন্যার কাছে থাকো। শুতে যাও হেলেন! [প্রস্থান।]

হেলেন। [ক্ষণেক ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া] হিংসা সহস্র ফণা বিস্তার করে' ধেয়ে আস্‌ছে। আর সংসার দৃষ্টিমুগ্ধবৎ তা'র পানে চেয়ে আছে।—কোন উপায় নাই।—চল ধাত্রী। [নিষ্ক্রান্ত।]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—গ্রীস, গ্রামে একটি নির্জ্জন কুটীর কক্ষ।

কাল—প্রভাত।

আন্টিগোনস্‌ ও তাঁহার মাতা কথা কহিতে কহিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

আন্টিগোনস্‌। না, আমি তোমার হাতে জলগ্রহণ ক'র্ব্ব না। আমি শুদ্ধ জান্তে এসেছি আমার পিতা কে।

মাতা। আমি ত তোমার মা।—স্নেহের কি কোন ঋণ নাই?

আন্টিগোনস্‌। স্নেহের ঋণ!—[স-ব্যঙ্গহাস্যে] উত্তম! আমাকে ঘৃণিত ভিক্ষুক করে' জগতে এনে, পরে এক মুষ্টি অন্নের জন্য পশুর মত হাটে বিক্রয় করে' তা'র পর স্নেহের দাবী কর! লজ্জা করে না!

মাতা। আমার অন্যায় হ'য়েছিল। কিন্তু তার কি মার্জ্জনা নাই? তুই কি বুঝ্‌বি বৎস, ক্ষুধার সে কি জ্বালা, যা'র তাড়নায় উন্মাদ হ'য়ে এমন কাজ ক'রেছিলাম। তার পর—কত দীর্ঘ দিবস, কত সুপ্তিহীন রজনী উষ্ণ অশ্রুজলে অভিষিক্ত ক'রেছি। ঐ মুখখানি স্মরণ ক'রেছি, আর চক্ষে জগৎ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। সেই ক্রীত অন্নমুষ্টি মুখে তুলেছি, আর তা আমার উষ্ণ নিশ্বাসের তাপে ভস্ম হ'য়ে গিয়েছে।—ক্ষুধার কি জ্বালা তা তুই কি বুঝ্‌বি। তুই কি বুঝ্‌বি!

আন্টিগোনস্‌। আর তুমি কি বুঝ্‌বে এই অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথা, এই মানসিক ব্যাধির মর্ম্মপীড়া, যার ব্যঙ্গে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উল্কাবেগে আমি

পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়েছি। সিংহের গর্জ্জন, ব্যাঘ্রের ব্যাদান, অগ্নির জিহ্বা, করকার প্রপাত, শত্রুর খড়্গ তুচ্ছ করে' ছুটেছি—যা'র তাড়নায় অর্দ্ধেক পৃথিবী ঘুরে তোমার কাছে এসেছি। আমি নিজের শৌর্য্যে সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়েছি—কিন্তু তুমি যে কলঙ্কের ছাপ আমার ললাটে দেগে দিয়েছিলে, সে কালিমা গেল না!—বল নারী! আমার পিতা কে?

মাতা। বল্‌ছি। বিশ্রান্ত হও।

আন্টিগোনস্। কোন প্রয়োজন নাই।—আমার পিতা কে?

মাতা। [অর্দ্ধস্বগতঃ] সেই মুখখানি! কতবার স্বপ্নে এই মুখখানি দেখেছি। কতবার তাকে বক্ষে রেখে কম্পিত স্নেহে বারবার চুম্বন ক'রেছি। কতবার—

আন্টিগোনস্। আমার পিতা কে?

মাতা। তোমার পিতা কে জান্‌বার জন্যই তোমার আগ্রহ? -আমি কি তোমার কেউ নই!—

আন্টিগোনস্।—না কেউ নও। সে বন্ধন নিজহস্তে ছিন্ন ক'রেছো। সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা পৈশাচিক কাজ ক'রেছো!—মা হ'য়ে সন্তান বিক্রয় ক'রেছো।

মাতা। তা'র জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।—যদি ক্ষমা না করিস্, একবার আমায় মা বলে' ডাক্—একবার, একবার—

আন্টিগোনস্। নারীর ক্রন্দন শুন্‌বার জন্য এখানে আসিনি। —বল নারী আমার পিতা কে!

মাতা। আমি তোর কেউ নই?—

আন্টিগোনস্। কেউ নও।

মাতা। তবু আমি তোকে গর্ভে ধ'রেছিলাম, স্তন্যপান করিয়েছিলাম, বুকে করে' ঘুম পাড়িয়েছিলাম।

আন্টিগোনস্। অনুগ্রহ। গলা টিপে সন্তানকে বধ কর নি—অসীম করুণা। কেন বধ কর নি? বিক্রয় করার চেয়ে যে তাও ছিল ভালো।

মাতা। বৎস!

আন্টিগোনস্। আমার পিতা কে?—বল শীঘ্র। নহিলে—আমি উন্মাদ!—আমার পিতা কে? পিতা কে?

মাতা। উত্তম! তবে শোন। আমি তোমার কাছে তোমার পিতার নাম এতদিন বলি নাই, কারণ তোমার পিতার নিষেধ ছিল। যখন আমাদের বিবাহ হয়—

আন্টিগোনস্। বিবাহ হয়।

মাতা। তখন আমার বয়স পনর বৎসর। তিনি যা বুঝিয়েছিলেন, তাই বুঝেছিলাম।—আমাদের বিবাহ গোপনে হ'য়েছিল।

আণ্টিগোনস্। বিবাহ হ'য়েছিল!

মাতা। তা'রপরে তিনি এক অভিজাত বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা বিবাহ করে', আমায় পরিত্যাগ করেন—হা রে কঠিন পুরুষ!

আন্টিগোনস্। বিবাহ হ'যেছিল।—হেলেন! তোমায় পাবার আশা তবে একান্ত দুরাশা নয়।—সেলুর্কস!—কি চমৎকার যে?

মাতা। কা'র নাম কর্চ্ছ?

আন্টিগোনস্। কেন! সেলুকস।

মাতা। সে নাম তুমি জান্‌লে কেমন করে'! আমি ত এখনও বলি নাই।

আন্টিগোনস্। আমি জান্‌লাম কেমন করে'! আমি যে তাঁরই অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলাম।

মাতা। [সাগ্রহে] তাঁর অধীনে? তবু চিন্তে পারো নি!

আন্টিগোনস্। [সাশ্চর্য্যে] চিন্তে পারি নি!

মাতা। তিনিও চিন্তে পারেন নি! হা রে কঠিন পুরুষ! সন্তান চেন না! আমি ত লক্ষ ছেলের মধ্যে নিজের ছেলেটিকে বেছে নিতে পারি—সে যত বড়ই হোক, তাকে যতদিনই না দেখি—

আন্টিগোনস্। কি বল্‌ছ নারী?—উন্মাদিনীর মত কি বকে' যাচ্ছ?

মাতা। না না, আমি উন্মাদিনী নই। যদিও এখনও যে উন্মাদ হ'য়ে যাই নাই কেন, জানি না। তিনি সম্রাট্—আর আমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী, তাঁর মহিষী—পথের ভিখারিণী—পেটের জ্বালায় যার সন্তান বিক্রয় কর্ত্তে হয় [ক্রন্দন]

আন্টিগোনস্। [অর্দ্ধ স্বগত] সেকি! তবে কি—

মাতা। বৎস, এই সেলুকসই তোমার পিতা।

আন্টিগোনস্ দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। পরে সহসা তাঁহার মাতার পদতলে পড়িয়া কহিলেন "মা আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার উপর রূঢ় হ'য়েছি।—অভাগিনী পরিত্যক্তা মা আমার।"

মাতা। না, সে তাঁর কাছে। আমি অভাগিনী, পরিত্যক্তা—

তাঁর কাছে। তোর কাছে আমি শুধু মা! আর একবার মা বলে' ডাক্! সব যন্ত্রণা—সব—সব ভুলে যাই;—ভুলে গিয়ে শুদ্ধ সেই ডাক শুনি।

আন্টিগোনস্। তুমি রাজমহিষী, তোমার এই দশা মা!—

মাতা। শুধু মা। শুধু মা। আর কিছু না। আর কিছু না। মা বলে' ডাক্—মা বলে' ডাক্।

আন্টিগোনস্। মা আমার—

মাতা। আর একবার—আর একবার!—

আন্টিগোনস্। একি! তোমার পা টলছে। তুমি সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পার্চ্ছ না—চল মা তোমায় শুইয়ে রেখে তোমার পদসেবা করি। মা!

মাতা। বৎস আমার! আর একবার ডাক্।

আন্টিগোনস্। মা!

মাতা। এই স্বর্গ!—আমার মাথা ঘুর্চ্ছে!—বৎস!—আন্টি-গোনস্! কোথা তুই! [হস্ত প্রসারিত করিলেন]

আন্টিগোনস্। এই যে মা—এই যে—

আন্টিগোনস্ তাঁহার পতনোন্মুখ মাতাকে ধরিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহার স্কন্ধে ভর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য ।

স্থান—চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

চন্দ্রগুপ্ত একাকী।

চন্দ্রগুপ্ত। শেষে আমারই প্রজা, আমারই সৈন্য—বিপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে!—বাহিরে শত্রু, ঘরে শত্রু। আর রক্ষা নাই। এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। হিতৈষীকে শত্রুজ্ঞান ক'রে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত ক'রেছি। (এ নির্ব্বাসন বৈ আর কি!) বড় অভিমানে বন্ধুবর আমায় ছেড়ে চলে' গিয়েছেন। সেই দিনের তাঁর অভিমানে ছল-ছল চক্ষু দুটি মনে পড়ে। তা'র অর্থ—"এত অকৃতজ্ঞ তুমি চন্দ্রগুপ্ত! তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলাম, সৈন্য দিয়েছিলাম, তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম, তোমার জীবন রক্ষা ক'রেছি, মগধের সিংহাসনে বসিয়েছি। তার এই পুরস্কার!" —চন্দ্রকেতু! যদি এখন তোমার দেখা পেতাম, পা জড়িয়ে ক্ষমা চাইতাম—ব'ল্‌তাম "সাম্রাজ্য যাক্, জীবন যাক্,—তুমি ক্ষমা কর, শুনে যাই!"—যাক্ সাম্রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যাক্। আমি যুদ্ধ কর্ব্বনা। আমি নিজের উপর প্রতিশোধ নেবো। মগধ সাম্রাজ্য মেঘের প্রাসাদের মত শূন্যে মিলিয়ে যাক্! আমি ক্ষুব্ধ নই। [একজন সৈনিকের প্রবেশ।]

চন্দ্রগুপ্ত। কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক। মহারাজ! দুর্গের দক্ষিণ প্রাকার ভগ্ন হ'য়ে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। উত্তম! যাও।—কি চেয়ে রয়েছ যে!—যাও।

সৈনিক। শত্রুসৈন্য দুর্গে প্রবেশ কর্চ্ছে।

চন্দ্রগুপ্ত। করুক—যাও। [সৈনিকের প্রস্থান।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি যুদ্ধ কর্ব্বনা। আমি নিজের উপর প্রতিশোধ নেবো। আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

অপর সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। মহারাজ—

চন্দ্রগুপ্ত। কে তুমি? চলে' যাও।

সৈনিক। শত্রু—

চন্দ্রগুপ্ত। শত্রু কে? শত্রু কেউ নয়। তা'রা পরম মিত্র।—আস্‌তে দাও।—যাও। [সৈনিকের প্রস্থান।]

চন্দ্রগুপ্ত। শত্রু কে, মিত্র কে চিনি না। বাহিরে শত্রু, ঘরে শত্রু। প্রকাণ্ড নদীর মাঝখানে ঝড় উঠেছে। এ তরীর কর্ণধার নাই। সে এই তরঙ্গে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে দোল খাচ্ছে। দে দোল্ দোল্। ডোবে—আর দেরি নাই। কেমন মজা! চাণক্য নাই যে মন্ত্রণা দেবে, চন্দ্রকেতু নাই যে প্রাণ দেবে। দে দোল্ দে দোল্।

তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ।

চন্দ্রগুপ্ত। আবার!

সৈনিক। মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত। কে মহারাজ? মহারাজ এখানে কেউ নেই। [কঠোরস্বরে] যাও। [সৈনিকের প্রস্থান।]

বাহিরে শৃঙ্গনিনাদ।

চন্দ্রগুপ্ত। ও কি শব্দ? এত রাত্রে তূরীধ্বনি! এ কি!

এ যে যুদ্ধের কোলাহল! যুদ্ধ! কা'র সঙ্গে কা'র যুদ্ধ!—ঐ আবার রণতূরীর শব্দ।—চন্দ্রগুপ্ত! তুমি জীবিত না মৃত? এই তূর্য্যধ্বনি শুনেও তুমি নির্জ্জীবভাবে গৃহে বসে'! ঐ তোমার সৈন্য যুদ্ধ কর্চ্ছে—প্রাণ দিচ্ছে, আর তুমি গৃহকক্ষে বসে'! ওঠো বীর! এই অগাধ নৈরাশ্যের উপর দিয়ে একবার বিদ্যুৎ খেলিয়ে দিয়ে চলে' যাও দেখি। এই প্রভঞ্জনের হুঙ্কারের উপর তোমার ভীম বজ্রনাদ গর্জ্জে উঠুক—তার পর সব প্রলয়কল্লোলে মিশে যাক্!—জয় মগধের জয়!

মুরার প্রবেশ।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত!—এ কি!

চন্দ্রগুপ্ত। মা! বিদাও দাও। আমি যাচ্ছি।

মুরা। কোথায়!

চন্দ্রগুপ্ত। যুদ্ধে। যুদ্ধে মর্ব্ব—পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত আমায় খুঁচিয়ে মার্ত্তে দেবো না। যুদ্ধক্ষেত্রে নক্ষত্রখচিত মুক্ত নীল আকাশের তলে আমার সৈন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে মর্ব্ব।

মুরা। মর্ব্বে কেন বৎস! শত্রু এসেছে—যুদ্ধ কর। বীর তুমি—মর্ব্বে কেন!

চন্দ্রগুপ্ত। তদ্ভিন্ন উপায় নাই। বাহিরে শত্রু, ঘরে শত্রু। কে শত্রু, কে মিত্র চিনি না। শত্রুসৈন্য এক সমুদ্র—

মুরা। তথাপি—

চন্দ্রগুপ্ত। এর মধ্যে "তথাপি" নাই। আমি মর্ত্তেই চাই। ঐ যুদ্ধের কোলাহল।—সৈনিক!

সৈনিকের প্রবেশ ও অভিবাদন।

চন্দ্রগুপ্ত। এক্ষণেই যুদ্ধে যাবো। পার্শ্বরক্ষীদের আজ্ঞা দাও। ঐ পুনঃ পুনঃ রণতূরীর শব্দ!—যাও।

সৈনিকের প্রস্থান। নেপথ্যে—"জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়"।

চন্দ্রগুপ্ত। ও কি! মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!—না এ শত্রুর ব্যঙ্গজয়ধ্বনি! মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় চাণক্য আর চন্দ্রকেতুর সঙ্গে নির্ব্বাসিত হ'য়েছে। ঐ আবার!—আরও কাছে!—আরোও কাছে! একি একি! কাণের কাছে!!—এ যে পরিচিত স্বর!—এরা কারা! [পিছাইলেন]

রক্তাক্ত দেহে চন্দ্রকেতু, ছায়া ও চাণক্যের প্রবেশ।

চন্দ্রগুপ্ত। স্বপ্ন! স্বপ্ন!

চন্দ্রকেতু। এইছি বন্ধু—গুরুদেবকে পায়ে ধরে' নিয়ে এসেছি। আর কোন ভয় নেই!

"গুরুদেব রক্ষা করুন" বলিয়া মূরা চাণক্যের পদতলে পড়িলেন। ছায়া মূরাকে ধরিয়া উঠাইলেন।

চাণক্য। ওঠো মূরা! চাণক্য সব পারে, কেবল মরা মানুষ ফিরিয়ে আন্তে পারে না—কোন ভয় নেই চন্দ্রগুপ্ত! ওঠো। এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধে অগ্রসর হও। গ্রীকের সাধ্য চাণক্যের সৃষ্টি ব্যর্থ করে!

চন্দ্রকেতু। বন্ধু! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছো কেন?—এসো এই বিপদে একবার কাঁধে কাঁধ দিয়ে, দৃঢ়পদে দাঁড়াই। এই যুগ্ম বক্ষের উপর যদি পর্ব্বত ভেঙ্গে পড়ে, সে পর্ব্বতও চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু!—বন্ধু!—ভাই!—[তাহাকে সবলে আলিঙ্গন করিলেন]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

——ঃ-ঃ——

স্থান—মগধে চন্দ্রকেতুর গৃহ। কাল—রাত্রি।

ছায়া ও সঙ্গিনীগণ।

ছায়া। নাচো, গাও। আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিব। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হ'য়েছেন।—কি আনন্দ!

১ম সখী। সখী! তুমি তাঁর যে জয়গান গাও, তিনি কি তা শুন্তে পান?

ছায়া। আমার গানে আমার আনন্দ; তাঁর কি! যখন বসন্ত আসে, তখন লক্ষ্য করেছো কি সখি যে, মারুতহিল্লোলে প্রকৃতি পত্রপুষ্পে আপনিই শিহরিত হ'য়ে ওঠে—কেউ দেখে কি না দেখে, তা'র কিছু যায় আসে না; কুঞ্জে কোকিল আপনিই গেয়ে ওঠে—কেউ শোনে কি না শোনে. তা'তে তা'র কিছু যায় আসে না। তা'রা নিজের সুখে নিজে পূর্ণ।

২য় সখী। তুমি তাঁকে যে ভালবাসো, তা'র প্রতিদান চাও না?

ছায়া। আমার প্রেম আমার সম্পত্তি। আমার প্রেম নিজেই পূর্ণ। সেই প্রেমে আমি মগ্ন আছি। তাঁকে দেখ্‌বার অবকাশ পাই না।

৩য় সখী। আশ্চর্য্য! তিনি তোমায় ভালোবাসেন না! অথচ তুমি তাঁর জীবন রক্ষা ক'রেছো—নিজের জীবন তুচ্ছ করে'।

ছায়া। সখি, যদি আমার সহস্র জীবন থাকৃত, তাও আমি অনায়াসে তাঁর চরণে ঢেলে দিতাম।—দুঃখ এই যে, তাঁকে দেবার মত আমার কিছু নাই।

সখী। কি নাই?

ছায়া। আমার রূপ নাই।

৩য় সখী। কে বলে তোমার রূপ নাই?

ছায়া। যদি আমার রূপ থাকৃত, তিনি আমায় একবার চেয়েও দেখ্তেন। আমার ইচ্ছা হয় যে,' বিশ্বে যত সৌন্দর্য্য আছে—সব আমাকে আশ্রয় করুক, আর আমি সেই সৌন্দর্য্যরাশি গোমুখীর ধারার মত অশ্রান্তধারে তাঁর পায়ে ঢেলে দিই। কিন্তু আমার কিছু নাই।

১ম সখী। তোমার অমূল্য হৃদয় আছে।

ছায়া। পুরুষ তা চায় না, পুরুষ চায় নারীর রূপ।

২য় সখী। নির্ব্বোধ পুরুষ।

ছায়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। পরে কহিলেন—"না—তোমরা আমায় কাঁদাবে!—না। আজ মহোৎসব। উৎসব কর উৎসব কর—যতক্ষণ তোমাদের জাগরণম্লান মুখের উপর প্রভাতসূর্য্যের কনকরশ্মি এসে না পড়ে, যতক্ষণ বিহঙ্গের কলরব, তোমাদের ক্ষীণায়মান কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে মিশে না যায়।—গাও।'

নৃত্যগীত।

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজ মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও, ভেসে যাক শুধু সাগরে জীবন তরণী।
উলসি' উছলি উঠুক নৃত্য ;
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু ;
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্তে, স্বর্গে উঠুক ধরণী।
চঞ্চল চল-চরণভঙ্গে
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে,
ফুটুক হাস্য সরস অধরে ; ছুটুক ভাতি নয়নে ;
উঠিয়া গীতি-মধুর মন্দ্র
লুঠিয়া নিউক সূর্য্য চন্দ্র ;
অসহ পুলকে উঠুক শিহরি' ধরণী অরুণবরণী।

দূরে মূরার প্রবেশ।

মূরা। ছায়া! ছায়া!—উৎসবে মত্ত।—অভাগিনী এখনও জানে না, যে যুদ্ধে তা'র ভাই চন্দ্রকেতুর মৃত্যু হ'য়েছে।—কিন্তু যখন জানবে—না, সে দুঃসংবাদ আমি দেই কেন? জগতে দুঃসংবাদ বহন করে' এনে দেবার জন্য লোকের অভাব নাই।' [অগ্রসর হইয়া] ছায়া!

ছায়া। [চমকিয়া] কে?—মা!

মূরা। ছায়া! সংবাদ আছে।

ছায়া। কি মা?

মুরা। ছায়া, এতদিনে আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হ'য়েছে। [ছায়াকে বক্ষে টানিয়া লইয়া] মা! তুমি আবার ভাবী পুত্রবধূ—ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী।

ছায়া। রাজমাতা! ছায়া চন্দ্রগুপ্তের পত্নীত্ব আর ভারতের সম্রাজ্ঞীত্ব সমানই তুচ্ছজ্ঞান করে। চন্দ্রগুপ্ত ভারতের সম্রাট—ছায়াও রাজকন্যা। উপহাসের প্রয়োজন নাই।

মুরা। সে কি ছায়া! আমি তোমার সঙ্গে উপহাস কখন করেছি? এ সত্য কথা মা!

ছায়া। [অর্দ্ধ স্বগত] সত্য কথা! সত্য কথা!—এ যে আমার ধারণার অতীত। এ নিষ্ঠুর সৌভাগ্য,—এ যে—এত আকস্মিক! এত তীব্র—এ যে—এ যে—অসহ্য! মা! মা—[মুরার বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন]

মুরা। ও কি! কাঁদ্‌ছ কেন মা?

ছায়া। না মা কাঁদ্‌বো না—দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কর।—একি! আকাশ আরও নীল, আরও গাঢ, আরও উজ্জ্বল বোধ হ'চ্ছে। পৃথিবী মন্দার সৌরভে ভরে' গেছে। বাতাস বীণার ঝঙ্কারে ছেয়ে গেছে। একি!—আমি স্বর্গে না মর্ত্তে! আমি কুসুম শয্যায় শুয়ে আছি! না মলয়হিল্লোলে ভেসে যাচ্ছি!—কোথায় আমি? কোথায় তুমি প্রিয়তম!—কোথায় তুমি প্রাণাধিক! এই যে, এই যে আমার চন্দ্রগুপ্ত! [সহসা জানু পাতিয়া] প্রাণেশ্বর! জীবন সর্ব্বস্ব! দেবতা আমার! ক্ষমা কর। অনেক রূঢ় কথা বলেছি। অভাগিনী পিতৃমাতৃহীনা বালিকা আমি। শতদোষ আমার।—ক্ষমা কর। [ঊর্দ্ধে যুক্তপাণি উঠাইয়া]

ঈশ্বর এই কর—যেন এ স্বপ্ন না হয়। [ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন]

চাণক্যের প্রবেশ।

চাণক্য। মুরা—এ কি এ সব কি ?

মুরা। বিজয়োৎসব।

চাণক্য। ও! [কিয়ৎকাল একদৃষ্টিতে ছায়ার প্রতি চাহিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাসে] যাক্।—মুরা! আমি সন্ধি করেছি।—এখনও সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই।

মুরা। কি সন্ধি গুরুদেব!

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসকে ৫০০ হস্তী দিবেন; বিনিময়ে সেলুকস হিন্দুকুশের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সমস্ত বিজিত রাজ্য চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ কর্ব্বেন। আর সন্ধিরক্ষার জামিন স্বরূপ—চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকসের কন্যার বিবাহ হবে।

মুরা। সে কি! না গুরুদেব, আমি সম্রাটের কন্যা চাই না। [ছায়াকে বক্ষে টানিয়া লইয়া] এই আমার পুত্রবধূ।

চাণক্য। মুরা! এই চাণক্যের মন্ত্রণা।

মুরা। কিন্তু এই বেচারী।—

চাণক্য। রাজ্যের কল্যাণে ছায়া নিশ্চয় তুচ্ছ স্বার্থ বলি দিতে পারে। [প্রস্থান]

মুরা। ছায়া!—একি! মুখ ছাইয়ের মত পাংশু, নিষ্প্রভ চক্ষে

স্থিরদৃষ্টি, বিভক্ত ওষ্ঠে অব্যক্ত বেদনা; নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়ায়ে আছে!—অভাগিনী মা আমার! [প্রস্থান]

ছায়া। তুচ্ছ!—তুচ্ছ! তুমি কি জান্‌বে ব্রাহ্মণ! না পুরুষের কাছে নারীর সুখ দুঃখ, নারীর জীবনই তুচ্ছ। ঈশ্বর!—একি কর্লে! এযে এক সঙ্গে প্রেম ও মৃত্যু, আশা ও নৈরাশ্য, স্বর্গ ও নরক। পৃথিবী ঘুর্চ্ছে! আকাশে এক একটা নক্ষত্র সূর্য্যের মত জ্বলে' উঠে নিভে যাচ্ছে। একটা যশোগাথা মৃদঙ্গের তালে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাসে মিশিয়ে যাচ্ছে। ঐ! ঐ! [ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নন্দের পূর্ব্বকথিত প্রমোদোদ্যান। কাল—রাত্রি।
সেলূকস ও হেলেন।

সেলূকস। বর্ব্বর চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে গ্রীক সম্রাট সেলূকসের কন্যার বিবাহ! আমি এই হেয় সন্ধি দিয়ে মুক্তি ক্রয় কর্ব্ব না। কখন না।

হেলেন। বাবা! আর দর্প শোভা পায় না। অপমানের চূড়ান্ত হ'য়েছে। এখনও শির উচু করে' আছেন! লজ্জা নাই!

সেলূকস। কিসের লজ্জা?—আক্রমণ ক'রেছিলাম, বিফল হ'য়েছি।

হেলেন। কে আক্রমণ কর্ত্তে ব'লেছিল? কি অপরাধ ক'রেছিলেন এই চন্দ্রগুপ্ত? তিনি গ্রীকের সঙ্গে বিবাদ খুঁজে নেন নাই। তিনি নির্ব্বিরোধে সিন্ধুর পরপারে রাজত্ব কর্চ্ছিলেন।—আপনার সইলো না। আমি নিষেধ ক'রেছিলাম। উত্তম হ'য়েছে।

সেলূকস। তুমি বিজাতির বিজয়ে উল্লসিত হ'য়েছ বোধ হয়?

হেলেন। কেন হব না! গ্রীক হেরেছে, কিন্তু ধর্ম্ম জয়ী হ'য়েছে। —বাবা! যে একটা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শান্তিভঙ্গ কর্ত্তে যায়—সে বাহি-

য়ের শত্রু হোক বা সেই রাজ্যের প্রজা হোক—সে মহাপাতকী। শত শত মাতাকে পুত্রহীনা, বালিকাকে পিতৃহীনা, সতীকে পতিহীনা করা —দেশে একটা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলা—শুদ্ধ একটা বিজয়-গৌরবের উদ্দেশে, একটা উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়নায়, শুদ্ধ একটা খেয়ালের জন্য—এর চেয়ে মহাপাপ আছে?

সেলুকস। তবে আমি সেই পাপী।

হেলেন। তার ফল ভোগ ক'চ্ছের্ন।

সেলুকস। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। এবার পরাজিত হ'য়েছি। আবার—যদি মুক্তি পাই—

হেলেন। বিজয়ী বর্ব্বরের দয়ার উপর নির্ভর করে'? কোথায় গেল সে প্রতিজ্ঞা—হয় জয়, না'হয় মৃত্যু? লজ্জা করে না!—ওঃ! কি অধঃপতন!

সেলুকস। হেলেন! তোমার মুখে এই কথা! এই আমার দুর্গতির চরম সীমা। আর কি হ'তে পারে!—যখন নিজের কন্যা—যে মাতৃহীনা বালিকাকে আমি বক্ষে করে' ঘুম পাড়িয়ে নিজের হাতে খাইয়ে মানুষ ক'রেছি—এই বিজয় যাত্রায় সব ছেড়ে এসেছি, শুদ্ধ তাকে ছেড়ে আসতে পারিনি—আজ সে কন্যাও—না ভাগ্য-বিপর্য্যয় বটে! [কম্পিত স্বরে] এ পরাজয়-শল্য আমার বক্ষে তত বাজেনি কন্যা, যত— [অধোমুখ হইলেন]

হেলেন। না বাবা! অন্যায় ক'রেছি, মার্জ্জনা করুন।

সেলুকস। না হেলেন! অন্যায় আমার। আমায় ক্ষমা কর।

হেলেন। না বাবা, অন্যায় আমার। কিন্তু বড় অভিমানে, বড়

জ্বালায় জ'লে এ কথা বলেছি। এ পুত্রের প্রতি মাতার ক্রোধ। এ তিক্ত হলাহল অনন্ত সুধা-সমুদ্র মন্থন করে' উঠেছে। না বাবা! আপনি মুক্ত হোন্—মুক্ত হ'য়ে গ্রীকের এই অপমানের প্রতিশোধ নেন। আমি আপনাকে মুক্ত কর্ব্ব। আমি চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ কর্ব্ব।

সেলুকস। না কন্যা! আমার মুক্তির জন্য সে মূল্য দিব না।

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ।

চন্দ্রগুপ্ত। তা'র প্রয়োজন নাই বীরবর! গ্রীক সম্রাট্! আপনি মুক্ত।—ইচ্ছা হয় আবার মগধ আক্রমণ কর্ব্বেন—চন্দ্রগুপ্ত তার জন্য প্রস্তুত থাক্‌বে।—যান বীরবর! যান রাজকন্যা। আপনারা মুক্ত।—রক্ষী!

সেলুকস। সে কি!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট্! এই হিন্দুজাতি বর্ব্বর নয়। তা'রাও পুরুষ প্রতি সেকেন্দার সাহার সৌজন্যের উত্তর দিতে জানে। দেশে চ'লে যান বীরবর! আপনি মুক্ত।—রক্ষী!

রক্ষিগণের প্রবেশ—

চন্দ্রগুপ্ত। এঁরা মুক্ত।—তবে আসি সম্রাট্। [প্রস্থানোদ্যত]

সেলুকস। [সাশ্চর্য্যে] ভারতসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি মহৎ। তুমি একদিন আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছিলে! আমি তা ভুলি নাই। আজ তুমি বিনাসর্ত্তে আমাদের মুক্ত করে' দিলে! এও আমি ভুল্‌বো না। ভারতসম্রাট্! আমি প্রস্তাবিত সন্ধির সমস্ত সর্ত্তে সম্মত আছি। যে সাম্রাজ্যখণ্ড ছেড়ে দিলাম, তা পারি ত বাহুবলে আবার জয় কর্ব্ব। কিন্তু তোমায় কন্যা দিতে পারি না। কারণ তুমি হিন্দু।

হেলেন। হিন্দুও মানুষ।

সেলুকস। হেলেন!—[এই বলিয়া সেলুকস সবিস্ময়ে হেলেনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। হেলেন শির অবনত করিলেন।]

চন্দ্রগুপ্ত। বুঝেছি রাজকন্যা! এ আমার মহৎ সম্মান—মাথা পেতে নিচ্ছি। [সেলুকসকে] কিন্তু বীরবর! আমি এ ভিক্ষা গ্রহণ কর্ত্তে অক্ষম। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, যে আমি আপনার কন্যার প্রেমমুগ্ধ। আর সে আজ প্রথম দিন নয়। যে দিন আমার কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে, সিন্ধুনদতটে, নিদাঘের সমুজ্জ্বল সন্ধ্যালোকে, ঐ শান্ত মুখচ্ছবি দেখেছিলাম; সেই দিন থেকে ঐ মুখ আমার সমস্ত ধ্যান অধিকার করে' আছে, আমার কল্পনাকে তারস্বরে বেঁধে দিয়েছে। আমার সে যৌবনের স্বপ্ন যে কখন সফল হবে, আমার মানসী প্রতিমা মূর্ত্তিমতী হ'য়ে যে কখন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে, সে দুরাশা আমি কখন করি নাই। আজ সে গৌরব, সে উৎসব, সে স্বর্গ, আমার মুষ্টিগত হ'য়েও আমার কঠিন স্পর্শে সরে গেল।—না সম্রাট্, আমার বন্ধুবর চন্দ্রকেতু মৃত্যুকালে তাঁর ভগ্নী ছায়াকে আমার করে সমর্পণ করে' গিয়েছেন। এ তাঁর অন্তিম-কালের অনুরোধ। আমি নিরুপায়। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী মলয়রাজদুহিতা ছায়া।

সহসা ছায়ার প্রবেশ।

ছায়া। সম্রাটের অনুকম্পা। কিন্তু ছায়া এই অনুগ্রহদত্ত-সম্মানের ভিখারিণী নয়। ভারতসম্রাটের যোগ্য মহিষী—এই গ্রীক-সম্রাটের কন্যা হেলেন। [হেলেনকে] বড় সুভাগিনী তুমি বোন্,

যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তোমার অনুরাগী। আমি সচ্ছন্দমনে আমার হৃদয়ের নিধি, আমার সর্ব্বস্ব—তোমায় দান কর্ল্যাম—নাও বোন্।" এই বলিয়া ছায়া অসংযত পদক্ষেপে হেলেনের কাছে গিয়া তাঁহার করধারণ করিয়া স্থিরমূর্ত্তি চন্দ্রগুপ্তের করে যোজিত করিয়া কহিলেন—"এ অমূল্য রত্ন তোমার বক্ষে ধারণ কর।—এই আমার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় মুহূর্ত্ত।—কিন্তু যদি জান্তে বোন্ কি মূল্য দিয়ে সে গৌরব ক্রয় কর্ল্যাম!" [চক্ষে বস্ত্র দিয়া দ্রুত প্রস্থান]

চন্দ্রগুপ্ত। [স্বপ্নোত্থিতবৎ অর্দ্ধস্বগত] না—না—এ হ'তে পারে না—এ হ'তে পারে না—চন্দ্রকেতু!—না কখন না।—সম্রাট্! আপনারা মুক্ত।

চন্দ্রগুপ্ত চিন্তিতভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত চলিয়া গেলে সেলুকস হেলেনকে ডাকিলেন,

"হেলেন! এ সব কি?"

হেলেন। কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

সেলুকস। তুমি চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ কর্ব্বে?

হেলেন। হাঁ পিতা।—অনুমতি দিন।

সেলুকস। অনুমতি দিব! এ যে স্বপ্নেও ভাবিনি!

[চিন্তিতভাবে নিষ্ক্রান্ত]

হেলেন। আপনি কি বুঝ্‌বেন বাবা যে আমি এ বিবাহ কর্ত্তে চাই কেন? এত তর্ক, কাকুতি, অনুনয়, যা সাধন কর্ত্তে পারে নাই, এই বিবাহে তাই সাধন কর্ব্ব।—ভালো বাস্‌তে পার্ব্ব না? এই

শৌর্য্য—এই করুণার্দ্র চক্ষু—এ মহৎহৃদয়—পার্ব্ব না। আন্টিগোনস্।—ক্ষমা কর।—ঈশ্বর! হৃদয়ে বল দাও। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:•:—

স্থান—চাণক্যের বাটী। কাল—প্রভাত।

চাণক্য একাকী।

চাণক্য। একটা সমুদ্র—তরঙ্গহীন, শব্দহীন, অন্তহীন। যতদূর দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর মত স্থির। [ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন]—ক্ষমতা স্নেহের অভাব পূর্ণ কর্ত্তে পারে না। হৃদয়ের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা, গৈরিক নিস্রাবের মত উঠে', ভস্ম হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্নেহের উৎস হৃদয়ের অন্তস্তম স্তর থেকে উঠে মস্তিষ্কের তীব্রজ্বালাস্পর্শে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায়। [পরে স্থিরনেত্রে দূরে আলোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কহিলেন]—এই সুন্দর প্রভাত, ঐ গাঢ় নীলিমা,—এক দিন ছিল—কে?

প্রহরীবেষ্টিত কাত্যায়নের প্রবেশ।

চাণক্য। এই যে এসেছো? এসো বন্ধু!

কাত্যায়ন। ব্যঙ্গের প্রয়োজন কি চাণক্য! আমি তোমার বন্দী। অন্যায় ক'রেছি।—শাস্তি দাও।

চাণক্য। বন্ধন উন্মোচন করে' দাও প্রহরী। [প্রহরী বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিল]

চাণক্য। এখন আর তুমি আমার বন্দী নও। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই।

কাত্যায়ন। প্রভেদ নাইই বটে! আমার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী।

চাণক্য। তোমরা বাহিরে যাও।

[প্রহরীগণ চলিয়া গেল]

চাণক্য। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই বন্ধু!

কাত্যায়ন। প্রভেদ নাই!—তোমার এক ইঙ্গিতে এই মুহূর্ত্তেই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত হ'তে পারে।—আমি বন্দী—আর তুমি একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

চাণক্য। এই ছোরা নাও। আমার বক্ষে আমূল বসিয়ে দাও। তোমার মন্ত্রিত্বের পথ পরিষ্কার কর। [ছোরা দিলেন]

কাত্যায়ন। তোমার অভিপ্রায় কি চাণক্য?

চাণক্য। আমি সাম্রাজ্যের জঙ্গল পরিষ্কার করে' দিয়েছি। এক উষর প্রান্তরকে উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত ক'রেছি।—তুমি যা পারো নাই। এই বিশাল সাম্রাজ্যে একটা ত্রস্ত শান্তি বিরাজ কর্চ্ছে। বাহিরে শত্রুগণ ত্রস্ত। রাজপথপার্শ্বে সম্পত্তি রেখে পথিক নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারে। কিন্তু এই বিরাট শান্তি পর্ব্বতের মত স্থির নিষ্প্রাণ। না আমি পারি নাই। তুমি হয়ত পার্ব্বে।—মন্ত্রিত্ব চাও, ছেড়ে দিচ্ছি।

কাত্যায়ন। তুমি কূট। তোমার অভিসন্ধি বোঝা আমার অসাধ্য।

চাণক্য। আমি পৈতা ছুঁয়ে বল্‌ছি—আমি এই মুহূর্ত্তে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ কর্চ্ছি—তুমি যদি চাও। তুমি মূর্খ, কিন্তু তোমার হৃদয় আছে। তুমি পার্ব্বে, আমি পারি নাই।

কাত্যায়ন। সে কি! ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে ক্ষমতার শিখরে উঠিয়ে—

চাণক্য। সব ভ্রম! হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসন করা চলে না। আমি বুঝেছি যে আমার কঠোর শাসনে যে ক্ষমতা স্বপ্নের প্রাসাদের মত অভ্রভেদ করে' উঠেছে, তা স্বপ্নের প্রাসাদের ন্যায় আকাশে লীন হ'য়ে যাবে। এ বাড়ী নয়, এ ইঁটের পাঁজা। এ বৃক্ষ নয়, এ শুষ্ক কাষ্ঠের গুচ্ছ। ব্রাহ্মণের নির্জ্জীব ক্ষমতাকে পুনরায় মন্ত্রবলে গড়ে' তুল্‌তে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়ে আন্‌তে পারি না। শূদ্রকে চোখ রাঙ্গিয়ে শাসাতে পারি, কিন্তু তা'র হৃদয়ে আবার ভক্তির স্রোত বহাতে পারি না।—রাক্ষসী, আমায় কোথায় নিয়ে এসেছিস্? আমি কি করেছি! কি করেছি!

কাত্যায়ন। কি ক'রেছো?

চাণক্য। ঐ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্যা আস্‌ছে।—আমি দূর ভবিষ্যতে কি দেখ্‌ছি জানো?

কাত্যায়ন। কি?

চাণক্য। এই পুনরায় বিখণ্ড সাম্রাজ্যের উপর প্রেতের ভৈরব নৃত্য। তা'র পর এক মহাশক্তি এসে এই গলিত শবের উপরে তা'র যাদুদণ্ড দুলিয়ে সেই বিখণ্ড মাংসপিণ্ডগুলিকে এক করে' নূতন

শক্তিতে সঞ্জীবিত কর্ব্বে; আর তার ন্যায়শাসনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে চষে' সমভূমি কর্ব্বে।—নাও এ মন্ত্রিত্ব।

কাত্যায়ন। কি দামে বিকোচ্ছে?

চাণক্য। তোমার বন্ধুত্ব চাই, এই মাত্র।

কাত্যায়ন। উত্তম অভিনয়!

চাণক্য। অভিনয় নয় বিশ্বাস কর বন্ধু! আজ আমি বড় দীন। চাণক্য কূট, কৌশলী, বিচক্ষণ। চাণক্য ভারতে বিবিধ জাতির সমবায়ে এক মহা সঙ্গীত রচনা ক'রেছে। আকাশে যদি ঈশ্বর থাকেন, তা হলে তিনি চাণক্যের এই মহাসৃষ্টি মুগ্ধদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর্চ্ছেন। সব ক'রেছি। কিন্তু তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তে পার্লাম না। পার্ব্ব কোথায় থেকে! বাহিরে এই অদ্ভুত মনীষা দেখ্‌ছ, কিন্তু আমার হৃদয় চিরে দেখ বন্ধু! এ এক শুষ্ক মরুভূমি—এক কণা করুণা নাই, স্নেহ নাই, বিশ্বাস নাই! শাঁস নাই, খোসা নিয়ে কি কর্ব্ব? ভেঙ্গে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেই [বক্ষে করাঘাত]।

কাত্যায়ন। আশ্চর্য্য! তুমি অধীর চাণক্য! এই দুর্দ্দম তেজ, এই অটল প্রতিজ্ঞা, এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—

চাণক্য। বুদ্ধি, বুদ্ধি, বুদ্ধি! শুন্তে শুন্তে বধির হ'য়ে গেছি। পথে, ঘাটে, প্রান্তরে বিশ্বশুদ্ধর ঐ এক কথা—চাণক্যের কি বুদ্ধি! সমস্ত জগৎ নির্ণিমেষ বিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে দেখ্‌ছে—যেমন লোকে বিভীষিকা দেখে, ধূমকেতু দেখে। যে বুদ্ধিকে এতদিন আমি দৈববাণীর মত অনুসরণ করে' এসেছি—সে বর নয়, সে অভিশাপ। এখন সে ফিরে দাঁড়িয়েছে, তা'র মুখ দেখ্‌তে পেয়েছি; সে সজীব

মূর্ত্তি নয়, সে কঙ্কাল। সে এতদিন আমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। —এখন তাড়া ক'রেছে—ভয়ঙ্কর! [শিহরিয়া উঠিলেন]

কাত্যায়ন। তুমি কি ক্ষিপ্ত হ'য়েছ চাণক্য!

চাণক্য। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] এই সুন্দর প্রভাত! ধরণী বিবাহের কন্যার মত সেজেছে। তার মুখের উপর সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত এসে প'ড়েছে। আর সৃষ্টিছাড়া আমিই দ্বারস্থ ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ছি।

কাত্যায়ন। চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য। এই সুন্দর হাস্যময় জগৎ—আর আমি তার কেউ নই! একা আমি এই অসীম সৌন্দর্য্যরাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত! বিশ্বে অমৃতের সমুদ্রের ঢেউ বহে' যাচ্ছে—আর পঙ্গু আমি তাপিত তৃষিত হৃদয়ে তীরে ছটফট কর্চ্ছি—তপোবনের প্রান্তে শূকরের মত পল্বলপঙ্কে পড়ে' আছি।

কাত্যায়ন। আশ্চর্য্য! এরূপ কখন দেখি নাই।

চাণক্য। তবু একদিন ছিল—

[দূরে সঙ্গীত]

চাণক্য। তবু একদিন ছিল, যেদিন সংসার আমার কাছে উৎসবমন্দির বলে' বোধ হ'ত, পৃথিবীর উপর দিয়ে সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যেত, আকাশ ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত বোধ হ'ত। তারপর—

সঙ্গীত নিকটবর্ত্তী হইল]

চাণক্য। [উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া] সেই স্বর।—কাত্যায়ন! বন্ধু! ডেকে আন।

কাত্যায়ন। কা'কে?

চাণক্য। ঐ ভিক্ষুক আর ভিক্ষুকবালাকে।

কাত্যায়ন। সে কি! তুমি কি—

চাণক্য। [সানুনয়ে] যাও ভাই— [কাত্যায়নের প্রস্থান।]

চাণক্য। কেন এমন হয়! এই বালিকার স্বর শুনে কেন এমন হয়! [ঘর্ম্ম মুছিলেন]

[গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ ;
সঙ্গে কাত্যায়ন।]

গীত।

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে "আয় চলে' আয়,
ওরে আয় চলে' আয় আমার পাশে॥"
বলে "আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু, নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধভরা চির স্নিগ্ধ মধুমাসে ;
হেথায় চির শ্যামল বসুন্ধরা, চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে ;
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে' আয় আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ,
ওরে, ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ!
ওরে, সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে, পরের কাছে, পড়ে' আছিস্ পরবাসে॥"

কাত্যায়ন। এমন দার্শনিক ভিক্ষুক ত পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। "তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণপদঃ কর্ম্মধারয়ঃ"—অর্থাৎ কিনা—সেই এক পুরুষ প্রকৃতির সহিত সমগুণান্বিত হইলে—অর্থাৎ জীবভাবে জন্ম গ্রহণ করিলে, কর্ম্ম ধারণ করায়—আর কাজেই কর্ম্মফল ভোগ করে।—উঃ! ভিক্ষুক তুমি পাণিনি পড়েছো নিশ্চয়।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে না।

কাত্যায়ন। কিন্তু তোমার গানের প্রতি ছত্রে পাণিনি। এ সব গান শিখ্‌লে কার কাছে?

ভিক্ষুক। এক ব্রাহ্মণের কাছে বাবা।

কাত্যায়ন। হ'তেই হবে।

চাণক্য। [বালিকাকে] এই দিকে এস ত মা!

[বালিকা দৌড়িয়া চাণক্যের কাছে আসিল।]

চাণক্য। [তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে] একেবারে সেই মুখ। সেই চক্ষু দুটি। একেবারে—অথচ—ভিক্ষুক! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।—এ তোমার কন্যা? সত্য বল।

ভিক্ষুক। আমারই বৈকি। আর কার?

চাণক্য। সত্য বল। তোমায় প্রচুর অর্থ দিব। সত্য বল।

ভিক্ষুক। না বাবা, এ আমার মেয়ে নয়। পথে এ মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি। তবে সেই অবধি তাকে নিজের মেয়ের মতই মানুষ ক'রেছি বাবা।

চাণক্য। [আগ্রহে] তবে তোমার মেয়ে নয়?

ভিক্ষুক। না বাবা! কুড়িয়ে পেয়েছি।

চাণক্য। কোথায় পেলে ?

ভিক্ষুক। ভগবান দিয়েছেন।—নইলে এই অন্ধ বুড়োকে কে হাত ধ'রে নিয়ে বেড়াত ? কি পুণ্যে মাকে পেয়েছি জানি না। ডাকাতি করে' খেতাম, এখন সেই পাপে চক্ষু দুটী হারিয়েছি।

চাণক্য। [সমধিক আগ্রহে] দস্যু ছিলে !—ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছ ?

ভিক্ষুক। দিয়েছি বৈকি বাবা ! কার ঘাড়ের উপর দশটা মাথা আছে বাবা ! যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ডাকাতি করে ?

চাণক্য। মেয়ে কোথায় পেলে ?

ভিক্ষুক। অবন্তীপুরে বাবা।

চাণক্য। [উত্তেজিত ভাবে] অবন্তীপুরে ? কোন্ জায়গায় ?

ভিক্ষুক। পথে।

চাণক্য। না, এক ব্রাহ্মণের ঘর থেকে চুরি করে' এনেছিলে ? সত্য বল—কোন ভয় নাই—চুরি ক'রেছিলে ?

ভিক্ষুক। না, বাবা।

চাণক্য। হত্যা কর্ব্ব।—সত্য বল। ডাকাতি করে' এনেছিলে ?

ভিক্ষুক। হাঁ, বাবা।

চাণক্য। নদীর ধারে বাড়ী ?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হাঁ।

চাণক্য। [বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া] হৃদয় উদ্বেল হোয়োনা।—তখন এর বয়স ?

ভিক্ষুক। তিন কি চার বৎসর বাবা।

চাণক্য। এর নাম কি ব'লেছিল ?

ভিক্ষুক । আত্তিরি ।

চাণক্য । আত্রেয়ী ! শুনেছো কাত্যায়ন ! ব'লেছে আত্রেয়ী ।— এর বাপের নাম ?

ভিক্ষুক । চাণক ।

চাণক্য । [লাফাইয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে] দস্যু !—না তোমায় মার্ব্বো না । তোমার কেশাগ্র স্পর্শ কর্ব্বনা । কোন ভয় নাই । কাত্যায়ন— না রক্ষী !

রক্ষিগণের প্রবেশ ।

চাণক্য । না যাও ।—ভিক্ষুক ! আমিই সেই ব্রাহ্মণ । এ কন্যা আমার ।　　　[রক্ষিগণের প্রস্থান]

ভিক্ষুক । আমার মেয়েটী কেড়ে নিও না বাবা ! এই আমার অন্ধের নড়ি ।—খেতে পাবো না ।

চাণক্য । তোমায় এক রাজ্যখণ্ড দিব । দস্যু ! তুমি আমায় পথের ভিখারী ক'রেছো । তুমি আমায় সম্রাট্ ক'রেছো । তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ করে' আবার স্বর্গে উঠিয়েছো । আমি তোমায় বধ করে' তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজা কর্ব্ব । না না—এ কি ! এ আনন্দ না দুঃখ ? এযে—এযে—না একটা কিছু কর্ত্তে হবে ; যাতে বুঝ্তে পারি যে আমি বেঁচে আছি । [হাস্য]

কাত্যায়ন । চাণক্য ! চাণক্য !

চাণক্য । কাত্যায়ন ! নাড়ী দেখ্তে জানো ? দেখ ত [হাত বাড়াইলেন] আমি বেঁচে আছি কিনা ? দেখ ত এ ইহকাল না পরকাল ?

—এ স্বপ্ন, না সত্য? এ আলোকের উচ্ছ্বাস, না অন্ধকারের বন্যা? এ সৃষ্টির সঙ্গীত, না প্রলয় কল্লোল?—দেখত!—নহিলে—সম্ভব এতদিন পরে আমারই কন্যা—ভারতের শাসনকর্ত্তার কন্যা তা'রই দ্বারে এসেছে ভিক্ষা কর্ত্তে।—কাত্যায়ন! কত্যায়ন! [ক্রন্দন]

কাত্যায়ন। চাণক্য প্রকৃতিস্থ হও।

চাণক্য। না, এ সম্ভবে না। এ ছলনা; প্রতারণা; ষড়যন্ত্র। তোমার ষড়যন্ত্র কাত্যায়ন!—না, এ যে সেই মুখ, সেই চক্ষু দুটি। আত্রেয়ী—মা আমার! এতদিন সন্তানকে ভুলে ছিলি!—কোথায় ছিলি পাষাণী মা? [কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন]—কাত্যায়ন! শোন, কুঞ্জবনে একটা সামস্তোত্র উঠ্‌ছে না? দেখ, ঐ নদী আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। আকাশ থেকে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ-হিল্লোলে ভেসে আস্‌ছে। আমার শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে। আমায় কুটীরে নিয়ে চল কাত্যায়ন!

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মলয় রাজপ্রাসাদ। কাল—উজ্জ্বল প্রভাত।

মলয়রাজকর্ম্মচারী ও মগধরাজদূত।

কর্ম্মচারী। আমাদের মলয় রাজ্য ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েও স্বাধীন। সম্রাট্ এর শাসনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না।

দূত। এই রাজকন্যাই কি এই রাজ্যের শাসনকর্ত্রী?

কর্ম্মচারী। হাঁ, রাজকন্যা তাঁ'র ভ্রাতার মৃত্যুর পর শাসনভার নিজের হাতে নিয়েছেন।

দূত। এই রাজ্ঞী অনূঢ়া?

কর্ম্মচারী। হাঁ।

দূত। বিবাহ কর্ব্বেন না?

কর্ম্মচারী। তা জানি না। তিনি নির্জ্জনে একাকিনী থাকেন। রাজকার্য্য সম্বন্ধে ভিন্ন কা'রও সঙ্গে কোন কথা কহেন না।

দূত। সম্রাটেরও ঐ দশা। অথচ সম্প্রতি তাঁর বিবাহ!

কর্ম্মচারী। আশ্চর্য্য বটে!—ঐ রাজ্ঞী আস্‌ছেন।

উভয়ে সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রাজ্ঞী ছায়া প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মচারী অভিবাদন করিলেন। আগন্তুক কহিলেন "রাজ্ঞীর জয় হোক"।

ছায়া। আপনি আমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলেন?

দূত। [ঈষৎ মস্তক নত করিয়া] হাঁ রাজ্ঞী।

ছায়া। প্রয়োজন?

দূত। আমি মগধ থেকে এই নিমন্ত্রণ পত্রের বাহক হ'য়ে এসেছি। [পত্র প্রদান]

ছায়া। [কম্পিত হস্তে পত্র খুলিতে খুলিতে] সংবাদ শুভ?

দূত। হাঁ রাজ্ঞী—

ছায়া পত্র পড়িতে পড়িতে বিচলিত হইলেন। পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন।—"ভারতসম্রাজ্ঞীর অনুরোধ!—কে সে সম্রাজ্ঞী?"—পরে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন—

"না, আমি যাবো [মন্ত্রীকে] মন্ত্রী! রাজভাণ্ডারে যত মহার্ঘরত্ন আছে, তাই দিয়ে এক কণ্ঠহার গড়াতে দাও। স্বর্ণকার ডাক।"

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞা।

ছায়া। আর পরশ্ব প্রভাতে আমার মগধযাত্রার আয়োজন কর।

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞা।

ছায়া। এঁকে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও।

[কর্ম্মচারী ও আগন্তুকের প্রস্থান।]

ছায়া সহসা পত্রখানি কুড়াইয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন ও কহিলেন—"জীবনানন্দ আমার! সর্ব্বস্ব আমার! তুমি আর আমার নও।—তুমি আজ তাঁর! কেন এমন হোল!—না, আমি ত তাঁকে স্বহস্তে গ্রীকরাজকন্যার হাতে সঁপে দিয়েছি। তবে—সহ্য কর্ত্তে পারিনা কেন! হৃদয় ভেঙ্গে যায় কেন! পৃথিবী শূন্য মনে হয় কেন!—চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত!—না ছায়া! তুমি রাজ্ঞী। দৃঢ় হও। নির্ম্মমভাবে তোমার প্রবৃত্তির কণ্ঠরোধ কর। লৌহ আবরণে এই তপ্তবাষ্প রুদ্ধ কর। কিসের দুঃখ?—এইটুকু পারি না!—না, এ প্রেম দমন কর্ব্ব। তাঁর সুখেই সুখী হব। কিসের দুঃখ! তুমি সুখী হও প্রিয়তম! তাই আমার জীবনের সাধনা হোক। [গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।]

গীত।

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী।
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি'॥
সুখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাকোগো তুমি,
আমি র'ব অধোমুখে, তোমার শিয়রে জাগি'।

তব শতমনোরথে, তোমার কিরণপথে,
দাঁড়াবনা আমি আসি' তোমার করুণা মাগি'।
তুমি শুধু সুখে থাক,—আমি কিছু চাহিনাক,—
শুধু দূরে, অনাদরে, র'ব তব অনুরাগী॥

চতুর্থ দৃশ্য।

—ঃ০ঃ—

স্থান—সেলুকসের শিবির। কাল—প্রভাত।

সেলুকস একাকী। দূরে সৈন্যগণ।

সেলুকস। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেলেনের বিবাহ। শেষে তাও হোল! ঐ নগরে উচ্চ উৎসব-কোলাহল গ্রীসের লজ্জা বিঘোষিত কচ্ছে।—কৈ! হেলেন এখনও ত এলো না। সে উৎসবে মত্ত। আর কি তা'র বৃদ্ধ পিতাকে মনে আছে! সন্তান শুধু সম্মুখ দিকে চেয়ে দেখে, পিছন দিকে একবার ফিরেও চায় না। তা'র কাছে ভবিষ্যৎই সব, পিতা অতীত। পুত্রকে শিক্ষা দিয়ে আর কন্যার বিবাহ দিয়ে তা'রপরে পিতা আর কি সুখে জীবন ধারণ করে—জানি না। সন্তানরা ত আর তাদের চায় না!—কি নিষ্ঠুর এই পিতার ভাগ্য। তা'র অগাধ স্নেহের কোন প্রতিদান নাই!—এই যে হেলেন!

হেলেনের প্রবেশ।

সেলুকস। হেলেন! আমি এতক্ষণ ধরে' তোমারই প্রতীক্ষা কর্চ্ছিলাম।

হেলেন। আমি নিজেই এসেছি—আপনাকে রাজসভায় নিয়ে যেতে।—আসুন বাবা!

সেলুকস। না আমি যাবো না, তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

হেলেন। আমি আপনাকে নিয়ে যাবো বলে' এসেছি।

সেলুকস। না হেলেন! আমি যাবো না।

হেলেন। কেন বাবা? আপনার কন্যার বিবাহোৎসবে আপনি যাবেন না!

সেলুকস। না, মা! আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি।

হেলেন। বুঝেছি।—আচ্ছা।—যাওয়া না যাওয়া আপনার ইচ্ছা। আমি জোর করে'ত আপনাকে নিয়ে যেতে পারি না। আপনি ত আমার বন্দী ন'ন।

সেলুকস। হেলেন! আমার উপর অভিমান কোরো না।

হেলেন। না বাবা! আপনার উপর আর আমার এমন কি দাবী আছে, যে আমি আপনার উপর অভিমান কর্ব্ব। যাঁর কাছে অভিমান খাট্‌তো তিনি—না, যাক্—বাবা! তবে বিদায় দিউন।

সেলুকস। এত শীঘ্র? মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব সৈছে না! হারে মূঢ় পিতা! এত স্নেহের, এত যত্নের, এত আদরের কন্যা একদিনে একেবারে পর—তোর আর কেউ না।—হেলেন! কন্যা আমার! আজ আমি তোর আর কেউ নই! অথচ আমি তোর বাপ—আর—আর—জন্মাবধি আমিই তোর মা! [চক্ষু ঢাকিলেন]

হেলেন। না বাবা! আমায় ক্ষমা করুন, আমি অন্যায় ব'লেছি।

বাবা! বাবা! এ কি! আপনার চক্ষে জল! এ ত দেখ্‌তে পারি না। বাবা! আমায় মার্জ্জনা করুন—এই শেষ বার। আর চাইব না। [জানু পাতিলেন]

সেলুকস। ওঠ্ মা! [হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, পরে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কহিলেন] তোর কোন অপরাধ নাই। অপরাধ আমার। তুই কি বুঝ্‌বি পিতার গভীর বেদনা! যখন কথা ফুটেনি, তখন থেকে হাতে গড়ে' তুলে সেই কন্যাকে চিরজন্মের মত বিদায় দেওয়ার যে কি দুঃখ, তুই বুঝ্‌বি কি মা! পুত্রকন্যারা যে একবার পিতার দিকে চেয়েও দেখে না, সে ত স্বাভাবিক। তা'দের অপরাধ কি!—পৃথিবীর নিয়মই এই। অপরাধ আমাদের, যে এ কথা জেনেও আমাদের অগাধ স্নেহের প্রতিদান প্রত্যাশা করি, প্রত্যাশা করে' হৃদয়ে বেদনা পাই। সব অপরাধ এই পিতাদের।

হেলেন। সে কি বাবা!—বিদায়ের দুঃখ কি একা পিতার? এই সময়ে পিতামাতাকে ছেড়ে যেতে কন্যার বুক ফেটে যায় না? পিতাই ভালো বাস্‌তে জানে, কন্যা জানে না?

সেলুকস। [চক্ষু মুছিয়া] না মা তোরাও ভালোবাসিস্।

হেলেন। না, আমরা কিছু ভালোবাসি না।

সেলুকস। না, বাসিস্—আমি মিথ্যা কথা ব'লেছি।

হেলেন। বাবা! নারীর জীবনই যে এক ভালোবাসার ইতিহাস। প্রথমে পিতামাতা, পরে পতি, পরে পুত্রকন্যা—এই নিয়েই যে তা'র ক্ষুদ্র সংসার। সেখানেই তার আশা, ভরসা, আনন্দ, সম্পৎ। পুরুষ যখন নীড় ছেড়ে ঊর্দ্ধে উঠে' গগনের সূর্য্যোজ্জ্বল নীলিমায় হর্ষে বিচরণ

করে, নারী নিভৃতে একাকিনী বসে' সেই নীড় পক্ষ দিয়ে ঘিরে রক্ষা করে। স্নেহ—পুরুষের বিশ্রামের প্রমোদ, আলস্যের চিন্তা, অবসরের চিত্ত-বিনোদন। কিন্তু এই স্নেহই যে নারীর সমস্ত মুহূর্ত্ত, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কার্য্য, সমস্ত জীবন। স্নেহে তা'র জন্ম, নিবাস, মৃত্যু। আর যদি পরে স্বর্গ থাকে, ত এই স্নেহেই তা'র স্বর্গ। স্নেহ তা'র বিহার, শয়ন, নিদ্রা, স্বপ্ন, আহার, নিশ্বাস। আমরা ভালোবাসি না?

সেলুকস। না মা! আমি অত্যন্ত অন্যায় ব'লেছি।

হেলেন। বাবা, আপনার প্রতি স্নেহের জন্য আমি আন্টিগোনসকে বিবাহ করি নি জানেন? জানেন বাবা! যে আজ এই সমস্ত নগর জুড়ে উৎসবদুন্দুভি বাজ্‌ছে সে আমার কর্ণে মরণের আর্ত্তনাদ নিনাদিত কর্চ্ছে? সকলে হাস্‌ছে, কৌতুক কর্চ্ছে, উৎসবের আয়োজন কর্চ্ছে, আমার হয়ত হিংসা কর্চ্ছে; কিন্তু আমার মর্ম্ম ভেদ করে' এক ক্রন্দন ঠেলে উঠ্‌ছে, তার গলা টিপে ধরে' রেখেছি, উঠ্‌তে দিচ্ছি না। বাবা! জানেন কি, যে আপনাকে ছেড়ে যেতে [বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া] এই বক্ষে কি হ'চ্ছে।—একটা প্রলয় বহে যাচ্ছে।

সেলুকস। সে কি! তুমি চন্দ্রগুপ্তকে ভাল বাসোনা!

হেলেন। এ কথাও বুঝিয়ে দিতে হবে!

সেলুকস। তবে তুমি এ বিবাহ কর্লে কেন?

হেলেন। বিবাহ!—না বাবা, এ বিবাহ নয়—এ মৃত্যু—আপনার হেলেনের এ মৃত্যু। আমি বিবাহ ক'রিনি, আপনাকে বলি দিয়েছি।

সেলুকস। কেন?

হেলেন। আমি মানবের মহাহিতে আত্মবলিদান দিয়েছি!

সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষবহ্নি নিজের শোণিতে নির্ব্বাণ ক'রেছি। দুই যুধ্যমান জাতির মধ্যে পড়ে' তাদের উদ্যত খড়্গ নিজের বক্ষ পেতে নিয়েছি।

সেলুকস। কেন তুমি এ কাজ কর্লে হেলেন? এ বিবাহ আমার বক্ষে মর্ম্মশেল বিদ্ধ ক'রেছে। কিন্তু একবার তোমার ইচ্ছার অন্তরায় হ'য়েছিলাম, আর হ'তে চাই নি ব'লে, তোমার সুখের জন্য এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলাম। তুমি এ বিবাহে সুখী জান্তে পার্লেও আমি কন্যার আনন্দে নিজের দুঃখ ভুলে যেতাম। কিন্তু তুমি দুঃখ বরণ করে' নিয়েছ যদি জান্তাম—

হেলেন। বাবা! দুঃখ হ'লে কি স্বেচ্ছায় তা'কে বরণ করে' নিতে পার্ত্তাম। পরের হিতে, কর্ত্তব্যের জন্য, আত্মবলিদান—সে যে পরম সুখ, সে যে উল্লাস, গৌরব।

সেলুকস। এ তোমার গৌরব, কিন্তু গ্রীসের লজ্জা।

হেলেন। লজ্জা! এত বড় বিবাহ জগতে আর কখন হ'য়েছে? এই বিবাহে একটা চিরন্তন বাত্যা থেমে গেল। এই বিবাহে দুই সুদূরবাসী আর্য্যজাতি আজ পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্চ্ছে। এ বিবাহ হেলেন আর চন্দ্রগুপ্তে নয়, এ বিবাহ কর্ম্মে ও মোক্ষে, চিন্তায় ও কল্পনায়, বিজ্ঞানে ও কবিত্বে। এই বিবাহে দুই সভ্যতার মধ্যে একটা মহা ব্যবধান ভেঙ্গে গেল, বিদ্বেষের বারিপ্রপাতের উপরে সেতুবন্ধ হ'য়ে গেল, দুই মহাদেশ এক হ'য়ে গেল। এত বড় বিবাহ জগতে পূর্ব্বে আর কখন হ'য়েছে?

সেলুকস। না হেলেন! কিন্তু—

হেলেন। চেয়ে দেখুন পিতা—ঐ প্লেটো আর কপিল এক সঙ্গে গান ধ'রে দিয়েছে। সোলান আর মনু গলাধরাধরি করে' দাঁড়িয়েছে। হোমারের মৃদঙ্গের সঙ্গে বাল্মীকির বীণা বেজে উঠেছে। হিরোডোটস্ ও ব্যাস, সক্রেটিস্ ও বুদ্ধ, একিলিস্ ও ভীষ্ম, প্যান্থিয়ন ও পুরাণ এক হ'য়ে গেল। এ সহজ ব্যাপার বাবা! এই বিবাহে পূর্ব্ব ও পশ্চিম, সমুদ্র ও আকাশ, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, ইহকাল ও পরকাল পরস্পরে লীন হ'য়ে গেল! এরূপ বিবাহ জগতে এই একবার হ'ল, আর কখন হবে কি না জানিনা।

সেলুকস। ও কি! একদৃষ্টে কি দেখ্‌ছো হেলেন?—

হেলেন। [যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া সহসা অস্ফুটস্বরে] না বাবা! —বাবা বিদায় দি'ন। আশীর্ব্বাদ করুন।

সেলুকস। সুখী হও বৎসে!

হেলেন। বিদায় দি'ন পিতা! [পিতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইলেন]

সেলুকস। হেলেন! মা আমার! [কাঁদিয়া ফেলিলেন] কাঁদ্‌ছিস্?—হেলেন!

হেলেন। না বাবা! ওঃ [আত্মসংবরণ করিয়া] বাবা, কর্ত্তব্য আমায় ডাক্‌ছে। আর কা'রও ডাক শুন্‌বার আমার অবসর নাই। তবে আসি বাবা [জানু পাতিয়া তাঁহার পদতল স্পর্শ করিয়া সেই কর স্বীয় ললাটে স্থাপন করিয়া] যত দিন জীবন ধারণ করি, এই চরণস্পর্শের স্মৃতি আমায় সঞ্জীবিত করে' রাখুক—জগদীশ! তোমার বলি গ্রহণ কর।

[দ্রুত প্রস্থান।]

সেলুকস। হেলেন! [অগ্রসর হইয়া পুনরায় পিছাইয়া] না, দেবী!—এ যে অপূর্ব্ব! স্বর্গীয়! এত বড় বলি পূর্ব্বে জগতে আর কেহ দেয় নাই।—যাই দেশে ফিরে যাই। কোথায়?—কৈ! এ যে ঘোর অন্ধকার! পথ দেখ্‌তে পাই না! মা আমার! আমায় অন্ধ করে' কোথায় চলে' গেলি মা!

আন্টিগোনসের প্রবেশ।

সেলুকস। কে?

আন্টিগোনস্। আমি আন্টিগোনস্।

সেলুকস। [সাতিবিস্ময়ে [আন্টিগোনস্!—তুমি এখানে! এসময়ে!—

আন্টিগোনস্। আশ্চর্য্য হচ্ছেন সম্রাট্?

সেলুকস। ও!—তুমি আমার পরাজয়ে ব্যঙ্গ কর্ত্তে এসেছো?

আন্টিগোনস্। না সম্রাট্।

সেলুকস। তবে?

আন্টিগোনস্। আমার পিতার সমাচার এনেছি।

সেলুকস। তা'র প্রযোজন নাই।

আন্টিগোনস্। আছে। নহিলে সেই সংবাদ জান্‌বার জন্য গ্রীসে উন্মত্তবৎ ছুটে যেতাম না, আবার সেই সংবাদ নিয়ে ভারতবর্ষে উন্মত্তবৎ ছুটে আস্‌তাম না। প্রয়োজন আছে।

সেলুকস। কিন্তু হেলেন আজ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মহিষী।

আন্টিগোনস্। যোগ্যতর ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহ হ'তে পার্ত্ত না। আমি স্বয়ং রাজসভায় যাচ্ছি—রাজদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে।

সেলুকস। এ কি ব্যঙ্গ?

আণ্টিগোনস্। এ সম্পূর্ণ সত্য, সম্রাট্! আমার উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস চলে' গিয়েছে; আমার মাটি যা, তা ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছে; যা রেখে গিয়েছে—তা ভগ্ন শিলাস্তূপ; কিন্তু তা'র প্রত্যেক শিলাখণ্ড অভ্রের চেয়ে নির্ম্মল, বজ্রাদপি কঠোর। দীর্ঘ তপস্যায় মাংস ঝরে' খসে' পড়ে' গিয়েছে, আছে—কঙ্কাল; কিন্তু তা'র প্রত্যেক হাড়খানি পবিত্র! আমার কলঙ্ক যা আগুনে পুড়ে' গিয়েছে—আছে যা তা খাঁটি সোনা।

সেলুকস। এর অর্থ কি?

আণ্টিগোনস্। সকাম প্রেমকে নিষ্কাম স্নেহে বিশুদ্ধ করা, মানুষকে দেবতা করা, সংসারকে স্বর্গ করা, মানুষের সাধ্য নয় ভেবেছিলাম। কিন্তু যেখানে সাধনা, সেখানে সিদ্ধি—এইটে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছি। তাই হেলেনকে আজ ভগ্নীর মত ভালবাস্তে পেরেছি।

সেলুকস। কিছু বুঝ্তে পাচ্ছিনা।

আণ্টিগোনস্। তা পার্ব্বেন কেমন করে'? যিনি মুগ্ধা কৃষক-কন্যাকে লুব্ধ করে', ধর্ম্মতঃ তাঁর পাণিগ্রহণ করে', তার পর তাঁকে আর তাঁর পুত্রকে ভিক্ষুক করে' জগতে ছেড়ে দিয়ে, নিজে সম্রাট্ হ'য়ে বসেন,—তিনি এ কথা বুঝ্তে পার্ব্বেন কেমন ক'রে?—সম্রাট্! সে অভাগিনীর—আমার মায়ের মৃত্যু হ'য়েছে। আপনার নির্ম্মম পরিত্যাগ, আপনার ঘাতকের খড়্গ যা কর্ত্তে পারে নি, আমার স্নেহের উচ্ছ্বাস তাই সাধন কর্ল্‌—মা আমার স্নেহের বন্যায় ভেসে

চ'লে গেলেন! এ দীর্ঘ দুঃখের পর মায়ের এত সুখ সৈল না? [আন্টিগোনসের স্বর কাঁপিতে লাগিল] সম্রাট্—

সেলুকস। চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি।—কে তুমি? কে তুমি?

আন্টিগোনস্। আমি ক্রীতদাস, ভিক্ষুক—যা বলুন—কিন্তু আমি জারজ নই। আমার পিতা আমার মাতাকে ধর্ম্মমত বিবাহ ক'রে-ছিলেন।

সেলুকস। [জড়িত স্বরে]—কে তোমার পিতা?

আন্টিগোনস্। আমার পিতা—পরিচয় দিতে লজ্জায় আমার উচ্চশির নুয়ে প'ড়্‌ছে সম্রাট্—[কম্পিত স্বরে] আমার পিতা পত্নী-ত্যাগী সেলূকস। [দ্রুত প্রস্থান।]

সেলূকস দ্বার ধরিয়া নতশিরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

—:—:—

স্থান—মগধের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

বিবিধ রঞ্জিত পতাকা উড়িতেছিল। দূরে অস্ফুট যন্ত্রসঙ্গীত হইতেছিল।

সিংহাসনারূঢ় চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেন! পার্শ্বে অমাত্যবর্গ ও দেহরক্ষিগণ। সম্মুখে চাণক্য, কাত্যায়ন ও আত্রেয়ী।

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি স্বীয় বাহুবলে হিন্দুকুশ হ'তে

কুমারিকা পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রেছো, যা পূর্ব্বে বোধ হয় ভারতের কোন নরপতির কল্পনায়ও আসে নাই! তুমি বাহুবলে গ্রীক সম্রাটের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত ক'রেছো। তোমার নাম ভারতের ইতিহাসে ধন্য হোক।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেবই সে কীর্ত্তির সূচনা করে' দিয়েছেন।

চাণক্য। বৎস! আমার কাজ শেষ হ'য়েছে। আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! আমাকে কি অপরাধে ত্যাগ করে' যাচ্ছেন?

চাণক্য। তোমার কোন অপরাধ নাই বৎস! আমি যা এতদিন ক'রেছি—তা অদ্ভুত হ'লেও ব্রাহ্মণের কাজ নয়। দর্প, উচ্চাশা, প্রতিহিংসা—ব্রাহ্মণের উচিত প্রবৃত্তি নয়।' ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—ক্ষমা, তিতিক্ষা, ত্যাগ। তুমি যে সাম্রাজ্য বাহুবলে পেয়েছো, তাই তোমার এই যোগ্য মন্ত্রীর সাহায্যে শাসন কর।

কাত্যায়ন। আর তুমি?

চাণক্য। আমি আর শাসন কর্ত্তে চাইনা।—এখন আয় মা [আত্রেয়ীকে], তুই আমায় শাসন কর্। তুই এই ভ্রান্ত পুত্রের হাত দুইখানি স্নেহবন্ধনে বেঁধে দে মা—যেমন যশোদা ননী-চোরার হাত দুইখানি বেঁধে দিয়েছিল।—কাত্যায়ন! এ কি যাদু জানে?—এর মোহমন্ত্রবলে আজ পাষাণ ফেটে জল বেরিয়েছে, শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হ'য়েছে, মরুভূমির তপ্তবক্ষে সুধাসমুদ্রের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।—তবে আয় মা—আমার জীবনের গোধূলিলগ্নে পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকের মত এসে আমার গাঢ় আকাশ ব্যাপ্ত করে' দে।

মা জগদ্ধাত্রীর মত আমার এই জীর্ণ মন্দিরে নেমে এসে আমায় হাত ধরে' আলোকিত প্পরকালে নিয়ে চল্ মা!

[আত্রেয়ীর সহিত প্রস্থান।]

চন্দ্রগুপ্ত। এত শুষ্ক আবরণের ভিতর এতখানি হৃদয় ছিল!

কাত্যায়ন। প্রকৃতি আজ প্রকৃতিস্থ হোল। এতখানি বুদ্ধি—অথচ হৃদয় নাই। এ অনিয়ম কি পৃথিবীতে বেশীদিন সয়?

মুরার প্রবেশ।

মুরা। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক। [চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেন সিংহাসন হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।]

মুরা। সেই "শূদ্রাণী মা" সম্বোধনের আজ এই সমুচিত উত্তর হোল। সেই শূদ্রাণীর পুত্র আজ ভুবনবিজয়ী ভারতসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। আর সেই মাতার নামে এই রাজবংশের নাম হোক "মৌর্য্যবংশ"।

মুরা। চিরজীবী হও বৎস। চিরজীবিনী হও বৎসে! এসো আমার গৃহলক্ষ্মী! এসে আমার ঘর আলো কর।

[প্রস্থান।]

চন্দ্রগুপ্ত। হেলেন! আজ একটি প্রিয়স্বরের অভাবে এই জয়-ধ্বনি একটা প্রকাণ্ড রোদনের ন্যায় বোধ হ'চ্ছে।

হেলেন। কে সে মহারাজ?

চন্দ্রগুপ্ত। প্রিয়তম বন্ধু চন্দ্রকেতু। এই বিজয়োৎসবে তা'র মুখ

সকলের চেয়ে উজ্জ্বল হোত, আর সেই জ্যোতিতে আমার সভা আলোকিত হোত।

হেলেন। বন্ধুমাত্র! আমি কি তাঁর অভাব পূর্ণ কর্ত্তে পারি না?

চন্দ্রগুপ্ত। না হেলেন! যে সংসারে উপকারের প্রত্যুপকার ত পাওয়া যায়ই না, উপকার স্বীকার পর্য্যন্ত কেউ কর্ত্তে চায় না, সে সংসারে যে নিজের সর্ব্বস্ব বন্ধুর পায়ে ঢেলে দেয়, সে বন্ধু যে কি জিনিষ, তাকে হারানো যে কি দুঃখ, তা যে হারিয়েছে সেই জানে। এমন বন্ধুর প্রতি আমি রুক্ষ হ'য়েছিলাম। সে আমার অবহেলা পদতলে দলিত ক'রে, চ'লে গিয়েছে। কিন্তু আমাকে—চিরদিনের জন্য অপরাধী করে, চ'লে গিয়েছে।—

আণ্টিগোনসের প্রবেশ।

আণ্টিগোনস্। হেলেন!

হেলেন। [চমকিয়া] এ কি! আণ্টিগোনস্! [দুই হস্ত দিয়া মুখ ঢাকিলেন।]

আণ্টিগোনস্। "হেলেন! ভগ্নী! আমি গ্রীস থেকে তোমার বিবাহের যৌতুক এনেছি—ভ্রাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ। আর ভারতসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত! তোমার জন্য এনেছি—এই লৌহদৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ তরবারি; তাকে তোমার সাম্রাজ্যের কল্যাণে নিযুক্ত কর!"—এই বলিয়া আণ্টিগোনস্ তাঁহার তরবারি চন্দ্রগুপ্তের পদতলে রাখিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত। কে তুমি সৈনিক!

আণ্টিগোনস্। চেন নাই!—কিন্তু আমি তোমায় ভুলি নাই চন্দ্রগুপ্ত! যা'র আঘাতে আণ্টিগোনসের তরবারি করচ্যুত হয়, তা'কে

আন্টিগোনস্ ভোলে না।—কিন্তু সে দৈব। তা'তে তুমি আমাকে পিতৃহত্যার পাতক থেকে রক্ষা ক'রেছিলে।

চন্দ্রগুপ্ত। সে কি! কে তোমার পিতা?

আন্টিগোনস্। গ্রীক সম্রাট্ সেলুকস।

হেলেন। [চমকিয়া] কি! সেলুকস্ তোমার পিতা?

আন্টিগোনস্। হাঁ হেলেন। তুমি আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলে, ভালোই ক'রেছিলে—সেও দৈব। কিন্তু ভাই বলে' আমায় ভাল বাস্‌তে পার্ব্বে কি?

হেলেন। সে কি!—আন্টিগোনস্! তুমি—ভাই! এ যে এক মহাবিপ্লব! এ যে—এক সঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টি, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম!—আন্টিগোনস্ তুমি আমার ভাই!

আন্টিগোনস্। হাঁ ভগ্নি!

হেলেন। আন্টিগোনস্! তুমি এক পর্ব্বত-ভার এই বক্ষ থেকে নামিয়ে নিলে! আমি যেন এখন সহজে নিশ্বাস ফেল্‌ছি। আন্টিগোনস্—ভাই—আমায় ক্ষমা কর। [সোচ্ছ্বাসে] ক্ষমা কর ভাই—[এই বলিয়া আন্টিগোনসের পদতলে পতিত হইলেন।]

আন্টিগোনস্। ওঠো হেলেন! [উঠাইয়া] চন্দ্রগুপ্ত! তুমি আজ যে রত্ন পেলে, সযত্নে বক্ষে ধারণ কর'। এ হেন রত্ন জগতে আর একটী নাই। এই যে রূপ—নিদাঘের নির্ম্মেঘ প্রভাত যা'র কাছে ম্লান বোধ হয়, প্রাবৃটের নৈশ বিদ্যুৎ যার কাছে লজ্জা পায়—এই যে রূপ,—তাও তা'র মহৎ অন্তঃকরণের কাছে কিছুই নয়। হেলেন বাহিরে অপ্সরা, অন্তরে দেবী।

ছায়ার প্রবেশ।

ছায়া। ভারতসম্রাট ও ভারতসম্রাজ্ঞীর জয় হোক।

চন্দ্রগুপ্ত। এই যে ছায়া!—এসো ছায়া! এই ম্রিয়মাণ উৎসব তোমার স্নেহহাস্যে সঞ্জীবিত কর।

ছায়া। সম্রাট্, আমি ভারতসম্রাজ্ঞীকে আমার সামান্য যৌতুক উপহার দিতে এসেছি। অনুমতি হয় ত আমি স্বহস্তে এই রত্নহার সম্রাজ্ঞীর গলায় পরিয়ে দিয়ে যাই!

চন্দ্রগুপ্ত। [সাশ্চর্য্যে] কোথায় যাবে ছায়া!

ছায়া। [সম্লান হাস্যে] এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে সন্ন্যাসিনী ছায়ার একটু স্থান হবে না কি!

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া! চন্দ্রকেতু আমায় পরিত্যাগ করে' গিয়েছেন, তুমিও আমায় পরিত্যাগ করে' যেওনা। তুমি আমার ভগ্নীস্বরূপিনী হও। তুমি আমার হৃদয়ের শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

ছায়া "মহারাজ" বলিয়াই মস্তক নত করিলেন। পরে মস্তক উঠাইয়া কহিলেন—"তাই হোক, আমি এ অভিমান চূর্ণ কর্ব্ব। এ মহা অগ্নিপরীক্ষা থেকে আমি পালাবো না। আমি আপনার ভগ্নীর মত আপনার পার্শ্বে থেকে রাজদম্পতির সুখে সুখী হব। তাই আমার ব্রত হোক, সাধনা হোক, জীবনের তপস্যা হোক। আশীর্ব্বাদ করুন মহারাজ যেন আমার সে তপস্যা সিদ্ধ হয়।"

[মুখ ঢাকিলেন]

হেলেন। [গিয়া সস্নেহে ছায়ার হাত ধরিয়া] ছায়া! ছায়া! মুখ তোল ভগ্নী! কিসের দুঃখ তোমার! এসো বোন্, আমরা দুই নদী

একই সাগরে গিয়ে লীন হই। সূর্য্যকিরণ ও বৃষ্টি মিশে মেঘের গায়ে ইন্দ্রধনু রচনা করি। কিসের দুঃখ বোন্—একই আকাশে চন্দ্রসূর্য্য উঠে না কি ?—এসো বোন্ !—

ছায়া। না হেলেন! আমি সহ্য কর্ব্ব। যদি সহ্য কর্ত্তেই না পার্ব্ব তবে নারীজন্ম গ্রহণ করেছি কেন।—এসো হেলেন, আমি তোমার গলায় এ রত্নহার পরিয়ে দেই [হাত ধরিয়া] এ মুখ, এ সৌন্দর্য্য, এ মহৎ হৃদয়,—হবেনা!—তুমি আমার চন্দ্রগুপ্তকে সুখী কর্ত্তে পার্ব্বে। আর কোন দুঃখ নাই।—এসো হেলেন !

এই বলিয়া ছায়া রত্নহার হেলেনের গলদেশে পরাইয়া দিতে গেলে, হেলেন তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া কহিলেন "তুমি ভুল কর্চ্ছ ছায়া। এ হার কা'কে পরিয়ে দিতে হয় দেখিয়ে দেই এসো।"

এই বলিয়া হেলেন ছায়ার হাত দিয়া মালাটি চন্দ্রগুপ্তের গলদেশে পরাইয়া দিলেন ; পরে ছায়ার বাহু দুইখানি টানিয়া লইয়া নিজের গলদেশে জড়াইয়া কহিলেন "তার চেয়ে এই মহামূল্য হার আমার গলায় পরিয়ে দাও। [আলিঙ্গন করিয়া] ছায়া! তুমি চন্দ্রগুপ্তের ভগ্নী নও, তুমি আমার ভগ্নী।"

আণ্টিগোনস্। আর চন্দ্রগুপ্ত, তুমি ছায়ার ভাই নও—তুমি আমার ভাই। [আলিঙ্গন]।

যবনিকা পতন।